শরহে মুসনাদে ইমাম আ'যম আবু হানিফা

রহমাতুল্লাহি আলাইহি

হাফেজ মাওলানা মোহাম্মাদ ওসমান গণি

শরহে মুসনাদে ইমাম আ'যম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি

হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ ওসমান গণি

আরবি প্রভাষক

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া

ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

মোবাইল: ০১৮১৭-২৩২৩৬৪

শরহে মুসনাদে ইমাম আ'যম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি

হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ ওসমান গণি

প্রকাশক : আলহাজ্ব রশিদ আহমদ

গ্রন্থস্বত্ব : অনুবাদক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ৩, ২০১৩ ঈসায়ী

চিশ্‌তি প্রকাশনী, বালুচরা, বায়েজীদ, চট্টগ্রাম।

কম্পোজ : এট্যাচ এ্যাড কম্পিউটার, আন্দরকিল্লা।

প্রচ্ছদ : মোহাম্মদ আলী, টাইপোগ্রাফিক্স, আন্দরকিল্লা।

সহযোগিতায়: আলহাজ্ব সৈয়দ আলাউদ্দীন আলী

প্রধান উপদেষ্টা, আন্‌জুমান-এ-খোদ্দামুল মুসলেমীন ওয়াল মুসলেমাত, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

মূল্য : (২২০/-) দুইশত বিশ টাকা মাত্র

MUSNADE IMAM AZAM ABU HANIFA (R) (Compilation of Hadiths): Translated by Hafez Mawlana Mohammad Osman Gani
Published by Chishty Prokashoni, Baluchara, Bayzid Chittagong, Bangladesh. Price: 220/- only, US$ 8

উৎসর্গ

আমার জান্নাতবাসী পিতা-মাতা
যথাক্রমে-মরহুম আহমদ জরিফ
মরহুমা আলহাজ্বাহ্ আনোয়ারা বেগম
ও
প্রকাশকের জান্নাতবাসী পিতা
মরহুম তোফায়েল আহমদ

প্রকাশকের কথা

আল্‌হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন, ওয়াস্‌সালাতু ওয়াসসালামু আলা রাহমাতাল্লিল আলামীন, ওয়া আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজমাঈন।

আম্মাবা'দ! ইসলামী শরায়ীহ ভিত্তিক জীবন-যাপনে বাংলাদেশের মুসলিম জনসাধারণ প্রধানত হানাফী মাযহাবের অনুসারী। শুধু বাংলাদেশ নয় বরং মোল্লা আলী ক্বারী (র)'র মতে পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ মুসলিম হানাফী মাযহাবের অনুসারী ও অনুগামী। (মিরকাত, খণ্ড. ১, পৃ. ২৪) এর প্রধান কারণ হলো এ মাযহাব সম্পূর্ণ কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমা-কিয়াস ভিত্তিক এবং গণমানুষের স্বাভাবিক জীবনধারার সাথে গভীর মিল রয়েছে এ মাযহাবের।

কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্য যে, আমাদের অবহেলার কারণে বর্তমানে বাংলাদেশে হানাফী মাযহাবের প্রতি চিরবিদ্বেষ পোষণকারী ভ্রান্তদল লা-মাযহাবী তথা আহলে হাদীস মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। তারা বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে স্বল্প মূল্যে কিংবা বিনা মূলে বই বিতরণের মাধ্যমে হানাফী মাযহাবের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার প্রচার করে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে।

এহেন পরিস্থিতিতে হানাফী মাযহাবের প্রামাণিক গ্রন্থ ইমাম আ'যম আবু হানিফা (র) 'র বর্ণিত বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থ 'মুসনাদে ইমাম আ'যম (র)' 'র বাংলা ভাষায় ব্যাখ্যাসহ অনুবাদ অত্যন্ত প্রয়োজন। বিশিষ্ট লিখক বন্ধুবর হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ ওসমান গণি গ্রন্থখানার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ বাংলাভাষায় অনুবাদ করেন। গ্রন্থখানি বর্তমানে প্রত্যেক বাংলাভাষী হানাফী মুসলমানের হাতে থাকা উচিত। এ গুরুত্ব বিবেচনা করে গ্রন্থখানা প্রকাশের মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করি। আশাকরি গ্রন্থখানা পাঠকের মনপুত এবং স্বীয় মাযহাবের উপর অটল থেকে জীবন-যাপনে সহায়ক হবে। আর এটিই আমাদের কাম্য।

গ্রন্থখানার গুণগত মান বৃদ্ধিতে সচেতন বিজ্ঞ পাঠক মহল ও শুভাকাঙ্ক্ষীর গঠনমূলক সমালোচনা ও পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে। পরিশেষে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং ইমাম আ'যম (র)'র উসিলায় আল্লাহর রহমত প্রত্যাশা করি।

আলহাজ্ব রশিদ আহমদ
হিলভিউ, চট্টগ্রাম।

অনুবাদকের কথা

সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা বিশ্বের অনন্ত অসীম মহান স্রষ্টার জন্য, যিনি তাঁর নিখুঁত ঐশীবাণী অবতীর্ণ করে মানবজাতিকে পরম ধন্য করেছেন। সহস্র দরূদ-সালাম প্রেরণ করছি সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ ﷺ'র প্রতি যাঁর মুখনিসৃত বাণী অহীর অন্তর্ভুক্ত। আর স্মরণ করি সকল সাহাবী, তাবেঈ, তবে তাবেঈ ও আইম্মায়ে শরীয়ত যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমের কারণে আমরা আল্লাহর ঐশীবাণী তথা কুরআন-হাদীসকে নিখুঁতভাবে পেয়েছি।

ইসলামী শরীয়তের মূল উৎস হল কুরআন ও সুন্নাহ। কুরআন দ্বারা যেমন ফরয-ওয়াজিব ও হালাল-হারাম সাব্যস্ত হয় অনুরূপভাবে সুন্নাহ দ্বারাও ফরয-ওয়াজিব ও হালাল-হারাম সাব্যস্ত হয়। ইলম ও আমল আবশ্যক হওয়ার দিক দিয়ে সুন্নাহ কুরআনের সমকক্ষ। সুন্নাহ কুরআনের সঠিক ও সার্বভৌম ব্যাখ্যা। সুতরাং একটি অপরটির পরিপূরক।

কুরআন সুন্নাহর উপর ব্যাপক গবেষণা করে যারা মাসয়ালা-মাসায়েল উদঘাটন করে মানুষকে সহজভাবে আমল করার সুযোগ করে দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন ইমাম আ'যম আবু হানিফা নু'মান ইবনে সাবিত (র)। তিনি একজন সর্বশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস-মুজতাহিদ ও ফকীহ ছিলেন। তিনি তাবেঈ ছিলেন বলে মাত্র এক, দুই ও তিনজন বর্ণনাকারীর মাধ্যমে রাসূল ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদিস সমূহকে তাঁর যোগ্য শিষ্যরা একত্রিত করে 'মাসানীদে ইমাম আ'যম' নামে প্রকাশ করেছেন। তম্মধ্যে একটি হলো মুসনাদে আল্লামা হাফসাকী (র)। হানাফী মাযহাবের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস মোল্লা আলী ক্বারী (র) আরবী ভাষায় এই মুসনাদের ব্যাখ্যা করেছেন। এই মুসনাদ আল্লামা শায়খ মুহাম্মদ আবিদ সিন্ধী (র) সংকলন করেছেন। মাওলানা দোস্ত মুহাম্মদ শাকের এটির উর্দু ভাষায় অনুবাদ করেন। কিতাবটি সংগ্রহ করে কয়েকবার অধ্যয়ন করে বাংলা ভাষায় সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ এর অনুবাদ করার গুরুত্ব অনুভব করেছি। কারণ বাংলাদেশের শতকরা ৯৯ জন মুসলমান হানাফী মাযহাবের অনুসারী। অথচ এই মাযহাবের প্রবর্তক ইমাম আবু হানিফা (র)'র মুসনাদে ইমাম আ'যম নামক অতীব গুরুত্বপূর্ণ হাদিসের কিতাবটি সম্পর্কে অনেকেই অজ্ঞ। কিতাবটির ব্যাখ্যার কিছু কিছু স্থানে বিয়োজন আবার কিছু কিছু স্থানে বিভিন্ন প্রামাণ্য গ্রন্থের রেফারেন্স, গ্রন্থকারের নাম ও কিতাবের পৃষ্ঠা নম্বর সহ সংযোজন করা হয়েছে। উক্ত গ্রন্থে রেফারেন্স ছাড়া যেসব হাদীস উল্লেখিত আছে সেগুলোর মূল গ্রন্থের নাম, লিখকের নাম এবং পৃষ্ঠা নম্বর সহ উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া মূল গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসসমূহ অন্যান্য যেসব কিতাবে বর্ণিত আছে তম্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিতাবের নাম, পৃষ্ঠা নম্বর ও হাদিস নম্বর সংযুক্ত করা হয়েছে। এ ব্যাপারে জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া'র ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অনার্স ২য় বর্ষের শিক্ষার্থী মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন ও হাফেজ মুহাম্মদ বেলাল হোসেন যথেষ্ট পরিশ্রম করে সহযোগিতা করেছে। হরফবিন্যাস করেছেন শেখ তৈয়ব মাহমুদ

প্রিন্স, এট্যাচ এ্যাড কম্পিউটারের সিস্টেম অফিসার। সর্বোপরি গ্রন্থটি আলিম-ওলামা, ইসলামী গবেষক, মাদ্রাসার ছাত্রসহ সাধারণ শিক্ষিত মুসলমানদের জন্য অতীব প্রয়োজন মনে করে অনুবাদের প্রয়াস পেয়েছি।

গ্রন্থটি নিখুঁত ও নির্ভুল করতে চেষ্টা ও আন্তরিকতার ত্রুটি ছিলনা। তবুও মুদ্রণ ও তথ্যপ্রমাদ থাকতে পারে। বিজ্ঞ পাঠকমহলের দৃষ্টিগোচর হলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে।

পরিশেষে প্রকাশক সহ যাদের পরিশ্রমের দ্বারা গ্রন্থটি প্রকাশিত হলো সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা রইল এবং আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করছি যেন অধম সহ সংশ্লিষ্ট সকলের এ উসিলায় পরকালে নাজাত নসীব হয়। আমীন, বেহুরমাতি সায়্যিদিল মুরসালীন।

হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ ওসমান গণি

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
▪ ইমাম আবু হানিফা (র)'র জীবনী	১৫
▪ নাম ও জন্ম	১৫
▪ ইমাম আ'যম (র) সম্পর্কে রাসূল ﷺ এর অগ্রিম সুসংবাদ	১৬
▪ জ্ঞানার্জন	১৭
▪ জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে দেশভ্রমণ	২০
▪ মক্কা-মদীনায় গমন	২০
▪ তাঁর বিশিষ্ট কয়েকজন উস্তাদের নাম	২১
▪ তাঁর বিশিষ্ট কয়েকজন ছাত্রের নাম	২২
▪ ইমাম আবু হানিফা (র) তাবেঈ ছিলেন	২৩
▪ সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা	২৫
▪ হাদিস শাস্ত্রে ইমাম আ'যম (র)'র অবস্থান	২৭
▪ ইমাম আ'যম (র)'র ইলমে হাদিস সম্পর্কে বিশ্ববিখ্যাত ওলামায়ে কিরামের অভিমত	৩১
▪ ইলমে ফিকহ ও অন্যান্য বিষয়ে ওলামায়ে কিরামের অভিমত	৩৩
▪ ইমাম আ'যম (র) ইলমে ফিকহের প্রবর্তক	৩৮
▪ ইমাম আবু হানিফা (র)'র ইবাদত ও রিয়াযত	৪১
▪ তাকওয়া ও পরহেযগারী	৪২
▪ ইমাম আবু হানিফা (র)'র উপর অর্পিত অভিযোগের জবাব	৪৩
▪ তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী	৪৪
▪ ওফাত	৪৫
▪ আমলের বিশুদ্ধতা নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল	৪৭
১. ঈমান, ইসলাম, তাকদীর এবং শাফায়াত অধ্যায়	
▪ ইসলামী শরীয়ত ও কাদরীয়া সম্প্রদায়ের প্রতি তিরস্কার	৪৯
▪ তাওহীদ ও রেসালাত	৫২
▪ মুশরিকদের সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রদান থেকে নিরব থাকা	৫৪
▪ ইসলামের মূল ভিত্তি হল একত্ত্ববাদের সাক্ষ্য দেওয়া	৫৫
▪ কবীরাহ গুনাহকারীকে কাফের বলা যাবে না	৫৬
▪ মু'মিন স্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকবে না	৫৭
▪ তাকদীরের উপর ঈমান রাখা আবশ্যক	৬২
▪ আমলের প্রতি উৎসাহিত করা	৬৪

- কদরীয়া সম্প্রদায়ের প্রতি নিন্দা ৬৫
- শাফায়াতের বর্ণনা ৬৭

২ : ইলম অধ্যায়

- জ্ঞানার্জন আবশ্যক ৭৬
- ইলমে ফিকহ অর্জনের ফযিলত ৭৭
- যিকিরকারীর ফযিলত ৭৮
- ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূল ﷺ এর প্রতি মিথ্যারোপের পরিণাম ৭৯

৩. পবিত্রতা অধ্যায়

- স্থির পানিতে পেশাব করা নিষেধ প্রসঙ্গে ৮১
- বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পানি দিয়ে উযূ করা প্রসঙ্গে ৮২
- দাঁড়িয়ে পেশাব করা প্রসঙ্গে ৮২
- দুধপান করে উযূ না করা প্রসঙ্গে ৮৩
- গোশ্ত খাওয়ার পর নতুন উযূ না করা প্রসঙ্গে ৮৩
- মিসওয়াক সম্পর্কে আদেশ ৮৪
- উযূর মধ্যে প্রত্যেক অঙ্গ তিন তিনবার ধৌত করা প্রসঙ্গে ৮৪
- উযূতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একবার করে ধৌত করা প্রসঙ্গে ৮৮
- উযূর উদ্বৃত্ত পানি লজ্জাস্থানে ছিটিয়ে দেওয়া প্রসঙ্গে ৮৯
- মোজার উপর মাসেহ করার বর্ণনা ৯০
- মাসেহ করার সময় নির্ধারণ করা প্রসঙ্গে ৯৭
- অপবিত্র অবস্থায় দ্বিতীয়বার সহবাস করা প্রসঙ্গে ৯৯
- অপবিত্র ব্যক্তি উযূ না করা পর্যন্ত নিদ্রা যাবে না ১০০
- মু'মিন অপবিত্র হয়না ১০০
- নিদ্রায় মহিলারাও সেরূপ দেখে যেরূপ পুরুষরা দেখে ১০২
- গোসলখানা সবচেয়ে খারাপ স্থান ১০৩
- কাপড় থেকে বীর্য খুঁটে ফেলা ১০৩
- চামড়া দাবাগত দ্বারা পাক হয়ে যায় ১০৫

৪. সালাত অধ্যায়

- নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত সতর ১০৭
- এক কাপড়ে নামায আদায় করা জায়েয ১০৮
- ওয়াক্ত মতে নামায পড়া ১১০
- পূর্বাকাশ পরিস্কার হওয়ার পর নামায আদায়ের ফযীলত ১১০
- আসর নামায কাযা হওয়া সম্পর্কে কঠোর হুঁশিয়ারী ১১৩
- আযান ও ইকামতের বর্ণনা ১১৭
- যে আল্লাহর জন্য মসজিদ নির্মাণ করবে ১২০
- মসজিদে হারানো বস্তুর অন্বেষণ করা নিষেধ ১২২

- নামায আরম্ভ করার সময় উভয় হাত উত্তোলন প্রসঙ্গে ১২৩
- হাত না উঠানোর উপর হানাফীগণের দলীল ১২৬
- নামাযে উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ পড়বে না ১৩৫
- ইমামের কিরাতই মুক্তাদীর কিরাত ১৩৮
- তাতবীক রহিত হওয়ার বর্ণনা ১৪০
- ইমাম যখন 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদা বলে ১৪১
- সিজদার অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা ১৪২
- ফজর নামাযে দোয়া কুনূত পাঠ প্রসঙ্গে ১৪৬
- তাশাহহুদে বসার নিয়ম ১৪৮
- তাশাহহুদের বর্ণনা ১৪৯
- ইমাম সংক্ষেপে নামায আদায় করা ১৫৩
- চাটাই'র উপর নামায পড়ার বর্ণনা ১৫৪
- রোগীর নামায প্রসঙ্গে ১৫৫
- জারজ সন্তান, ক্রীতদাস ও গ্রাম্যলোকের ইমামতির বর্ণনা ১৫৮
- দু'জনের জামা'আত ১৫৯
- কাতার মিলানোর ফযীলত ১৫৯
- যে ব্যক্তি ফজর ও এশার জামা'আতে অংশগ্রহণ করে ১৬০
- এশার সময় যখন খাবার উপস্থিত হয় ১৬২
- কেউ নামায পড়ে মসজিদে প্রবেশ করল আর মুসল্লিরা নামাযে রত ১৬২
- জুমার দিনে গোসল প্রসঙ্গে ১৬৪
- খুৎবার বর্ণনা ১৬৪
- জুমার নামাযে কোন সূরা পড়তে হবে ১৬৬
- জুমার রাত এবং ঐ রাতে মৃত্যুবরণকারীর ফযীলত ১৬৭
- মুসলমানদের দোয়া ও কল্যাণের দিকে মহিলাদের গমনের অনুমতি ১৬৮
- ঈদের নামাযের আগে ও পরে (নফল) নামায না পড়া প্রসঙ্গে ১৬৯
- সফরে নামায কসর পড়া প্রসঙ্গে ১৭০
- বাহনের উপর নামায পড়া ১৭২
- বিতরের বর্ণনা ১৭৩
- সাহু সিজদার বর্ণনা ১৮০
- তিলাওয়াতে সিজদার বর্ণনা ১৮১
- নামাযে কথা বলা নিষেধ ১৮৩
- নামাযে ভুল প্রকাশ করার জন্য পুরুষের তাসবীহ এবং মহিলাদের হাতে তালি দেওয়া ১৮৪
- কিসে নামায ভঙ্গ হয় আর কিসে ভঙ্গ হয় না ১৮৪
- সূর্য গ্রহণের নামায ১৮৫
- ইস্তিখারার নামাযের বর্ণনা ১৮৯

- চাশতের নামায ১৯০
- ই'তিকাফের বর্ণনা ১৯১
- তাহাজ্জুদের বর্ণনা ১৯২
- ফজরের সুন্নতের গুরুত্ব ১৯৩
- এশার পর মসজিদে চার রাকাত নামায আদায়ের ফযীলত ১৯৫
- যোহর নামাযের পর দু'রাকাত সুন্নত আদায়ের বর্ণনা ১৯৬
- ঘরের মধ্যে নামায আদায় প্রসঙ্গে ১৯৭
- কা'বা ঘরে দু'রাকাত সুন্নত পড়া প্রসঙ্গে ১৯৭
- জানাযার বর্ণনা ১৯৯
- কবরের প্রশ্ন ২০৪
- কবর যিয়ারত ও কবরবাসীকে সালাম দেওয়া প্রসঙ্গে ২০৮

৫. যাকাত অধ্যায়

- রিকাযের বর্ণনা ২০৯
- প্রত্যেক সৎকাজ সদকা ২১০
- সদকার মাল অন্যের জন্য হাদিয়া হয় ২১০

৬. রোযা অধ্যায়

- রোযার ফযীলত ২১১
- শিংগা লাগানোর কারণে রোযা ভঙ্গ হয়না ২১৪
- অপবিত্র অবস্থায় রোযাদারের ভোর হওয়া ২১৫
- রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে চুমু দেওয়া ২১৫
- সফরে রোযা ভঙ্গ করার অনুমতি প্রসঙ্গে ২১৬
- নিরবতার রোযা এবং লাগাতার রোযা রাখা নিষেধ ২১৭
- আইয়্যামে তাশরীকে রোযা রাখা নিষেধ ২১৮
- ই'তিকাফ করা এবং স্বীয় মান্নত পূর্ণ করা প্রসঙ্গে ২১৯

৭. হজ্জ অধ্যায়

- তাড়াতাড়ি হজ্জ করা ২২০
- হাজীর মাগফিরাত প্রসঙ্গে ২২১
- হজ্জ উচ্চস্বরে লাব্বাইক বলা এবং কুরবানীর নাম ২২১
- হজ্জের মীকাতসমূহ ২২২
- মুহ্‌রিম ব্যক্তি কি রকম পোষাক পরিধান করবে ২২৩
- মুহরিমের জন্য সুগন্ধি ব্যবহার প্রসঙ্গে ২২৪
- হজ্জে তামাত্তুর বর্ণনা ২২৪
- মুহরিমের জন্য শিকারের গোশ্‌ত খাওয়া প্রসঙ্গে ২২৭
- মুহরিমের জন্য যা মারা বৈধ ২২৯
- মুহরিমের বিবাহ প্রসঙ্গে ২২৯

- মুহরিম ব্যক্তি শিংঙ্গা লাগানো ২৩০
- রুকুন ও হাজরকে চুমো দেওয়া প্রসঙ্গে ২৩১
- আরফাতে দু'নামাযকে একত্রে পড়া ২৩৩
- কংকর নিক্ষেপ প্রসঙ্গে ২৩৫
- স্বীয় কুরবানীর পশুর উপর আরোহণ প্রসঙ্গে ২৩৭
- হজ্জে তামাত্তু ও কিরান সম্পর্কে ২৩৯
- রমযান মাসে উমরার ফযীলত ২৪২
- নবী ﷺ'র রওযা শরীফের যিয়ারত প্রসঙ্গে ২৪৩

৮. বিবাহ অধ্যায়

- বিবাহের খুৎবা প্রসঙ্গে ২৪৫
- বিবাহের নির্দেশ প্রসঙ্গে ২৪৬
- কুমারী মেয়েদেরকে বিবাহ করার উৎসাহ প্রদান ২৪৭
- বৃদ্ধা ও সন্তান বিশিষ্ট বয়স্ক মহিলাকে বিবাহ না করা প্রসঙ্গে ২৪৮
- বন্ধ্যা মহিলাকে বিবাহ করা থেকে বিরত থাকা ২৪৯
- নারীর অমঙ্গল প্রসঙ্গে ২৪৯
- কুমারী ও সায়্যেবা নারীর বিবাহে অনুমতি প্রসঙ্গে ২৫০
- কুমারীর সন্তুষ্টি আর সায়্যেবার অনুমতি গ্রহণ ২৫২
- সম্মতি ব্যতীত নারীর বিবাহ বৈধ নয় ২৫৩
- একই সাথে কোন মহিলাকে তার ফুফু ও খালার সাথে বিবাহ করা নিষেধ ২৫৪
- মুতা বিবাহ হারাম প্রসঙ্গে ২৫৫
- আযল সম্পর্কে ২৫৭
- যে কোন দিক থেকে স্ত্রীদের সাথে সঙ্গম করা প্রসঙ্গে ২৫৮
- স্ত্রীর মলদ্বার দিয়ে সঙ্গম করা হারাম ২৫৯
- সন্তান (সাব্যস্ত হবে) বিছানার মালিকের জন্য ২৬০

৯. গর্ভাশয় পরিচ্ছন্ন করার অধ্যায়

- গর্ভাশয় পরিচ্ছন্ন করা প্রসঙ্গে ২৬১

১০. দুধপান অধ্যায়

- দুধপান ও বংশ সম্পর্কীয় হারাম এক সমান ২৬২

১১. তালাক অধ্যায়

- তালাক নিয়ে কৌতুক করা প্রসঙ্গে ২৬৩
- ইদ্দতের বর্ণনা ২৬৪
- ঋতু অবস্থায় তালাক প্রদান প্রসঙ্গে ২৬৫
- তালাক নিয়ে খেল-তামাশা করা হারাম ২৬৫
- পাগলের তালাক কার্যকর নয় ২৬৬
- কেবল অধিকার দিলেই তালাক হয়না ২৬৬

- বিবাহিতা দাসী আযাদ হওয়ার পর স্বামীর সাথে থাকা না থাকার অধিকার রাখে ২৬৭
- দাসীর তালাকের বর্ণনা ২৬৭
- তালাকপ্রাপ্তা মহিলার জন্য ভরণ-পোষণ ও বাসস্থান প্রসঙ্গে ২৬৮
- স্বামী মৃত স্ত্রীর ইদ্দত ২৬৯
- সূরা বাকারায় বর্ণিত ওফাতের ইদ্দত রহিত ২৭০
- সেই বিধবা মহিলা সম্পর্কে যার মাহর নির্ধারণ করা হয়নি এবং যার সাথে সহবাসও হয়নি ২৭১
- কথার মাধ্যমে ঈলা ২৭১
- খোলা তালাকের বর্ণনা ২৭২

১২. খোরপোষ অধ্যায় ২৭৩

১৩. মরণোত্তর আযাদ অধ্যায়

- মরণোত্তর আযাদ গোলাম বিক্রয় ২৭৩
- ওয়ালার বর্ণনা ২৭৪
- ওয়ালা বিক্রি এবং হেবা করা নিষেধ ২৭৫

১৪. শপথ অধ্যায়

- মিথ্যা শপথ নিষিদ্ধ ২৭৫
- গুনাহের মান্নতে কাফফারা প্রদান এবং তা পূর্ণ না করা ২৭৬
- অনর্থক শপথের বর্ণনা ২৭৭
- শপথে ব্যতিক্রম করলে শপথ বাতিল হয়ে যাবে ২৭৮

১৫. শরয়ী শাস্তির অধ্যায়

- মদ, জুয়া এবং এ জাতীয় বস্তু হারাম হওয়া প্রসঙ্গে ২৭৮
- মদ্যপান এবং চুরির শাস্তির বিধান প্রসঙ্গে ২৮০
- যে পরিমাণ চুরি করলে হাত কাটা যাবে ২৮২
- শাস্তি রহিত হওয়ার বর্ণনা ২৮৩
- বিবাহিত ব্যভিচারীকে পাথর নিক্ষেপ করার বর্ণনা ২৮৪
- যিম্মী হত্যার কারণে মুসলমান থেকে কিসাস নেয়া হবে ২৮৭

১৬. জিহাদ অধ্যায়

- মুজাহিদগণের স্ত্রীদের সাথে জিহাদ থেকে বিরত থাকা লোকদের খিয়ানত করা হারাম প্রসঙ্গে ২৮৮
- সেনাবাহিনী প্রেরণের সময় উপদেশ প্রদান ২৮৯
- নাক-কান কর্তন করা নিষেধ ২৯০
- বন্টন করার পূর্বে একপঞ্চমাংশ বিক্রি করা নিষেধ ২৯১

১৭. ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়

- সন্দেহভাজন বস্তু থেকে বেঁচে থাকা ২৯২
- মদ ও এর সাথে সম্পর্কিতদের উপর অভিশাপ ২৯২
- সুদ খোরের উপর অভিশাপ ২৯৩
- ঋণের সুদ ২৯৪

- ছয়টি বস্তুর মধ্যে বেশী নেওয়া সুদ ২৯৪
- একটি গোলামের বিনিময়ে দু'টি গোলাম ক্রয় করা ২৯৬
- প্রতারণামূলক বিক্রি থেকে নিষেধাজ্ঞা ২৯৭
- মুযাবানা ও মুহাকালা বিক্রি নিষিদ্ধ ২৯৮
- ফল লাল বা হলুদ না হওয়া পর্যন্ত ক্রয় করা নিষিদ্ধ ২৯৮
- ক্রেতার পক্ষ থেকে শর্ত আরোপের বর্ণনা ২৯৯
- দরের উপর দর করা নিষিদ্ধ ৩০০
- শিকারী কুকুরের মূল্য গ্রহণের অনুমতি ৩০১
- অভাব গ্রস্থ ঋণগ্রহীতাকে সুযোগ দেওয়া ৩০২
- ক্রয়-বিক্রয়ে প্রতারণা নিষিদ্ধ ৩০৩

১৮. বন্ধক অধ্যায় ৩০৪

১৯. শুফআ অধ্যায় ৩০৪

২০. বর্গাচাষ অধ্যায় ৩০৬

২১. ফযীলত ও চরিত্র অধ্যায়

- নবী করিম ﷺ এর মর্যাদা প্রসঙ্গে ৩০৭
- হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রা)'র ফযীলত ৩১৩
- হযরত আম্মার ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)'র ফযীলত ৩১৩
- হযরত ওসমান (রা)'র ফযীলত ৩১৪
- হযরত আলী (রা)'র ফযীলত ৩১৫
- হযরত হামযা (রা)'র ফযীলত ৩১৬
- হযরত যুবায়ের (রা)'র ফযীলত ৩১৭
- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)'র ফযীলত ৩১৭
- হযরত খুযায়মা (রা)'র ফযীলত ৩২১
- হযরত খাদীজা (রা)'র ফযীলত ৩২১
- হযরত আয়েশা (রা)'র ফযীলত ৩২২
- হযরত শা'বী (র)'র ফযীলত ৩২৬
- হযরত ইব্রাহীম, আলকামা এবং আব্দুল্লাহ (র)'র ফযীলত ৩২৬
- হযরত ইমাম আবু হানিফা (র)'র ফযীলত ৩২৭

২২. রাসূল ﷺ'র উম্মতের ফযীলত অধ্যায় ৩২৭

২৩. পানাহারের বস্তু, কুরবানী, শিকার ও যবেহের অধ্যায় ৩৩০

- প্রত্যেক পাঞ্জা বা নখধারী পাখি খাওয়া নিষিদ্ধ ৩৩১
- গৃহপালিত গাধা খাওয়া নিষিদ্ধ ৩৩১
- মাটির কীট-পতঙ্গ খাওয়া নিষিদ্ধ ৩৩১
- গুই সাপ খাওয়ার বিধান ৩৩২
- প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের শিকার ৩৩৩

- ফড়িং খাওয়ার অনুমতি প্রসঙ্গে ৩৩৪
- কোন জন্তুকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে তীর নিক্ষেপ করা নিষিদ্ধ ৩৩৫
- পাথর দ্বারা যবেহ করা বৈধ ৩৩৫
- যিলহজ্ব মাসের প্রথম দশদিনের ফযীলত ৩৩৭
- সিরকার ফযীলত ৩৩৮
- ঠেস দিয়ে আহার করা নিষেধ ৩৩৯
- স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্রে পান করা নিষেধ ৩৪০
- নবীয পান করা প্রসঙ্গে ৩৪৩
- মদের মূল্য গ্রহণ করা হারাম ৩৪৫

২৪. পোশাক ও সৌন্দর্য অধ্যায়

- রাসূল ﷺ টুপির বর্ণনা ৩৪৬
- কাপড় ঝুলানো ৩৪৭
- রেশম ও রেশমী কাপড় পরিধান থেকে নিষেধাজ্ঞা ৩৪৭
- ছবির বিধান ৩৪৮
- মেহেদী দ্বারা চুল খেযাব করা ৩৪৯
- নীল দ্বারা খেযাব লাগানো ৩৪৯
- দাড়ির কিনারা (ছেঁটে) ঠিক করা ৩৫০

২৫. চিকিৎসা, রোগ, দম ও দোয়ার ফযীলত অধ্যায় ৩৫১

২৬. শিষ্টাচার অধ্যায়

- শিষ্টাচারের বর্ণনা ৩৫৮
- বিনয় ও সচ্চরিত্র ৩৬০
- জ্যোতির্বিজ্ঞানে দৃষ্টি দেয়া নিষিদ্ধ ৩৬৪
- যামানাকে গালি দেয়া নিষেধ ৩৭৩
- কারো বিপদে আনন্দ প্রকাশ করা নিষেধ ৩৭৪

২৭. কোমল হওয়ার অধ্যায় ৩৭৪

২৮. অপরাধ অধ্যায়

- অপরাধ সম্পর্কে ৩৭৬

২৯. আহকাম অধ্যায় ৩৭৭

৩০. ফিতনা অধ্যায় ৩৮৪

৩১. তাফসীর অধ্যায় ৩৮৭

৩২. ওসীয়ত ও ফরায়েয অধ্যায় ৩৯৯

৩৩. কিয়ামত ও জান্নাতের গুণাবলী অধ্যায় ৪০২

- গ্রন্থপঞ্জী ৪০৪



ইমাম আবু হানিফা (র)'র জীবনী

নাম ও জন্মঃ নামঃ নো'মান, উপনাম আবু হানিফা, পিতার নাম- সাবিত, উপাধিঃ ইমাম আ'যম, ইমামুল আইম্মাহ, সিরাজুল উম্মাহ, রঈসুল ফুকাহা, ওয়াল মুজতাহিদীন, সায়্যেদুল আউলিয়া ওয়াল মুহাদ্দিসীন, হাফেযুল হাদীস। পূর্ণ নাম- নো'মান ইবনে সাবিত ইবনে নো'মান ইবনে মারযুবান। তারীখে বাগদাদ গ্রন্থে খতীব বাগদাদী (র) ইমাম আবু হানিফা (র)'র পৌত্র ইসমাঈল থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন- "আমি ইসমাঈল ইবনে হাম্মাদ ইবনে সাবিত ইবনে নো'মান ইবনে মারযুবান। আমরা পারস্য বংশোদ্ভুত এবং কখনো কারো দাসে পরিগণিত হইনি। আমার দাদা ৮০ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। সাবিত শৈশবকালে হযরত আলী (রা)'র খেদমতে হাযির হয়েছিলেন। তিনি তাদের বংশের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য দোয়া করেছিলেন। আমরা আশা করি তাঁর ঐ দোয়া কবুল হয়েছে।"[১]

ইমাম আ'যম (র)'র পূর্বপুরুষের মধ্যে কেউ কখনো কারো গোলাম ছিলেন না। তবে আরবে একটা নিয়ম ছিল যে, যখন কোন দুর্বল ব্যক্তি বা ভিন দেশীকে কোন গোত্র আশ্রয় কিংবা সহযোগিতা বা নিরাপত্তা দান করে তখন তাকে مولي (মাওলা) হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে থাকে এবং তার ব্যাপারে هذا مولائى বাক্য ব্যবহার করে থাকে। ইমাম আ'যম (র)'র দাদা আরবের কোন গোত্রের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলেন এবং এই সম্পর্কের কারণে তিনি মাওলা (যা গোলাম অর্থেও ব্যবহার হয়) হিসেবে প্রসিদ্ধ লাভ করেন। ইমাম তাহাভী (র) 'শরহে মশকিলুল আসার' গ্রন্থে বলেন, হযরত আব্দুলাহ ইবনে ইয়াযিদ বলেন, আমি ইমাম আ'যমের খেদমতে উপস্থিত হলে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন- তুমি কে? আমি বললাম-আমি এমন ব্যক্তি যার উপর আল্লাহ তায়ালা ইসলামের দ্বারা ইহসান করেছেন। অর্থাৎ আমি নও মুসলিম। ইমাম আ'যম বললেন, এরূপ বলোনা, বরং

১. হাফিয আবু বকর আহমদ ইবনে আলী খতীব বাগদাদী (র) (৪৬৩), তারীখে বাগদাদ, খণ্ড-১২, পৃ ৩২৬

ঐ সব গোত্র থেকে কোন একটির সাথে সম্পর্ক গড়ে তোল, তারপর তোমার সম্পর্কও তাদের দিকে হবে। আমি নিজেও এরূপ ছিলাম।[২]

ইসমাঈল ইবনে হাম্মাদের বর্ণনানুযায়ী অধিকাংশ ওলামায়ে কিরামের মতে তিনি ৮৪ হিজরী সনে জন্ম লাভ করেন এবং ১৫০ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন। ইমাম আবু ইউসুফ (র)'র মতে তিনি ৭৭ হিজরীতে জন্ম লাভ করেন।

আল্লামা কাওসারী দলীল প্রমাণ দিয়ে ৭০ হিজরী বলেছেন এবং এ মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি আরো বলেন, ইমাম আ'যম (র) ৮৭ হিজরী সনে স্বীয় পিতার সাথে হজ্জে গিয়েছিলেন এবং সেখানে হযরত আব্দুলাহ ইবনে হারিস (রা)'র সাথে সাক্ষাত করেন এবং তাঁর থেকে হাদিসও শ্রবণ করেন। ইবনে হিব্বানও ৭০ হিজরীকে বিশুদ্ধ বলে মত প্রকাশ করেছেন। এ হিসাবে প্রথম মতানুযায়ী তাঁর বয়স ৭০ বছর, দ্বিতীয় মতানুযায়ী হয় ৭৩ ব ছর আর তৃতীয় মতানুযায়ী হয় ৮০ বছর।[৩]

ইবনে হাজর মক্কী (র) তাঁর নামের ব্যাখ্যা ও রহস্য সম্পর্কে বলেন, সকলেরই ঐকমত্য যে, তাঁর নাম নো'মান এবং এতে এক গুঢ় রহস্য রয়েছে। কেননা নো'মান মূলতঃ ঐ রক্তকে বলে যার মাধ্যমে শরীরের কাঠামো ঠিক থাকে। এ কারণে কেউ কেউ বলেন এটি শরীরের রূহ। ইমাম আ'যম আবু হানিফার কারণে ফিকহ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এবং তাঁর দ্বারাই ফিকহের দলীলাদি ও দূরহ মাসয়ালা সমাধান হয়েছে। অথবা নো'মান এক প্রকারের লাল বর্ণের সুগন্ধি ঘাস বা এক প্রকার সুগন্ধিযুক্ত রক্তকে নো'মান বলা হয়। এর দ্বারা তাঁর উত্তম চরিত্র ও পূর্ণতা লাভের দিকে ইঙ্গিত বহণ করে। অথবা নো'মান فعلان এর ওযনে নিয়ামত অর্থ থেকে নির্গত। এ অর্থে তিনি সমগ্র সৃষ্টির জন্য আল্লাহর নিয়ামত স্বরূপ।[৪]

ইবনে হাজর মক্কী (র) ইমাম আবু হানিফা (র)'র উপনাম আবু হানিফা হওয়ার কারণ বর্ণনায় বলেন, তাঁর উপনাম আবু হানিফা এ ব্যাপারেও সবাই একমত। হানিফা শব্দটি 'হানিফুন' এর স্ত্রীলিঙ্গ। যার অর্থ হলো নাসেক, আবেদ ও মুসলিম। কেননা হানিফ শব্দের অর্থ হলো ধাবিত হওয়া। মুসলিমরা দ্বীনে হকের দিকে ধাবিত হয়। তাই তার উপনাম আবু হানিফা। কেউ কেউ বলেছেন তাঁর উপনাম আবু হানিফা হওয়ার কারণ হলো-তাঁর নিকট সর্বদা (লিখার জন্য) দোয়াত থাকত। ইরাকী ভাষায় এটাকে হানিফা বলা হয়।[৫]

ইমাম আ'যম (র) সম্পর্কে রাসূল ﷺ এর অগ্রিম সুসংবাদ

ইমাম আ'যম (র)'র শুভাগমন সম্পর্কে রাসূল ﷺ এর সুসংবাদ সম্বলিত অনেক হাদিস 'দুররুল মুখতার' গ্রন্থে বর্ণিত আছে। তবে বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু

২. ইমাম তাহাভী (র) (৩৬১হি) মশকিলুল আসার, খণ্ড- ৪, পৃ. ৫৪
৩. মাওলানা হানিফ খান রেজভী, মুকাদ্দামা জামেউল আহাদীস, পৃ. ২২৯
৪. ইবনে হাজর মক্কী (র) (৯৭৩ হি.) আল খায়রাতুল হিসান আরবী, পৃ. ৪৪, পাকিস্তান
৫. প্রাগুক্ত পৃ. ৪৫

হোরায়রা (রা) থেকে বিশুদ্ধ হাদিসে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, আমরা রাসূল ﷺ'র খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। এই মজলিসে সূরা জুমা অবতীর্ণ হয়েছে। যখন রাসূল ﷺ এ সূরার আয়াত وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ তিলাওয়াত করেন। তখন উপস্থিত লোকদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রাসূল! ঐ লোকগণ কারা যারা এখনো আমাদের সাথে মিলিত হয়নি? তিনি এ প্রশ্ন শ্রবণ করে চুপ রইলেন। যখন বার বার প্রশ্ন করা হলো তখন তিনি হযরত সালমান ফার্সীর কাঁধে হাত মোবারক রেখে বললেন-لَوْ كَانَ الاِيْمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَنَا لَه رَجُلٌ مِنْ هؤلَاءِ "ঈমান যদি তারকারাজিতেও থাকে তবুও এর সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি সেখান থেকে তা অন্বেষন করে নেবে।"[৬]

রদ্দুল মুহতার গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, অধিকাংশ ওলামাদের মতানুযায়ী ইমাম আবু হানিফা (র)'র দাদা পারস্যবাসী ছিলেন। শাফেঈ মাযহাবের প্রখ্যাত আলেম ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র) বলেন-এই হাদিসটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন। এই হাদিসের বিশুদ্ধতার উপর সবাই একমত এবং এতে ইমাম আবু হানিফা (র)'র দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। ইমাম আবু হানিফা (র)'র ফযায়েল ও মানাকেবের জন্য এ হাদিসটিই যথেষ্ট। হাফেয সুয়ূতীর শাগরিদ শামী লিখেছেন– আমাদের উস্তাদ দৃঢ়তার সাথে যা বলেছেন তা সম্পূর্ণ সত্য ও বিশুদ্ধ। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এই হাদিস দ্বারা ইমাম আবু হানিফা (র)ই উদ্দেশ্য। কেননা, পারস্যবাসীদের মধ্যে ইমাম আবু হানিফার ফযীলত ও মর্যাদা পর্যন্ত কেউ পৌঁছতে পারেনি।[৭]

ইবনে হাজার মক্কী (র) আরো বলেন, ইমাম আবু হানিফা সম্পর্কে ভবিষ্যত বাণীর বিষয়টি এ হাদিস দ্বারাও প্রমাণিত হয় تُرْفَعُ زِيْنَةُ الدُّنْيَا سِنَةَ خَمْسِيْنَ وَمِائَةٍ "১৫০ হিজরীতে দুনিয়ার সৌন্দর্য উঠে যাবে।" প্রখ্যাত ফিকাহ বিশেষজ্ঞ শামশুল আইম্মা আব্দুল গাফফার কুরদরী (র) (৫৬২ হি.) বলেন: اَنَّ هذَا الحَدِيْثَ مَحْمُولٌ عَلى اَبِي حَنِيْفَةَ لِا نَّه مَاتَ تِلْكَ السِّنَةَ এ হাদিস দ্বারা আবু হানিফা (র)ই উদ্দেশ্য। কারণ তিনি ঐ বছরই তথা ১৫০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেছেন।[৮]

জ্ঞানার্জন: ইমাম আবু হানিফা (র) প্রাথমিক ও প্রয়োজনীয় দ্বীনি ইলম শিক্ষার্জন করার পর ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি মনোনিবেশ করলেন। একদিন ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে

---

৬. ইমাম মুসলিম (র) হি. ২৬১, সহীহ মুসলিম, বাবু ফদ্বলে ফারেস, হাদিস নং ৬৩৭৫

৭. আল্লামা সৈয়দ আমীন ইবনে আবেদীন শামী (র) ১৩০৬ হি., রদ্দুল মুহতার, খণ্ড ১, পৃ. ৪৯ ও ইবনে হাজার মক্কী (র) (৯৭৩ হি.), আল খায়রাতুল হিসান, আরবী, পৃ.৩১, উর্দু পৃ.৩৫

৮. ইবনে হাজর মক্কী (র)(৯৭৩হি.) খায়রাতুল হিসান, আরবী পৃ. ৩৩ ও আহমদ জুদত পাশা, আল মালুমাতুন নাফিয়া, আরবী, পৃ.৪৪

বাজারে যাওয়ার পথে ইমাম শা'বী (র)'র সাথে সাক্ষাত হয়। তিনি তাঁর চেহারায় তীক্ষ্ণ মেধা ও সৌভাগ্যের আলামত পরিলক্ষিত করে তাঁকে কাছে ডেকে বললেন, কোথায় যাচ্ছ? উত্তরে তিনি বললেন-বাজারে যাচ্ছি। শা'বী বললেন-ওলামাদের মজলিসে বসনা? বললেন না। শা'বী বললেন, তুমি ওলামাদের মজলিসে বস, কেননা আমি তোমার চেহারায় জ্ঞান ও ফযীলতের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি।[৯]

ইমাম শা'বী (র)'র সাথে সাক্ষাতের পর ইমাম আ'যম (র)'র অন্তরে ইলমে দ্বীনের সর্বোচ্চ জ্ঞানার্জনের আগ্রহ সৃষ্টি হলো। তিনি প্রথমত ইলমে কালাম শিক্ষা আরম্ভ করেন। এ বিষয়ে পান্ডিত্য অর্জনের পর বিভিন্ন বাতিল ফির্কার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হন। কিছু দিন এভাবে অতিক্রম হওয়ার পর তিনি চিন্তা করলেন যে, সাহাবায়ে কিরাম দ্বীনি বিষয়ে সর্বোচ্চ জ্ঞানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে জবরীয়া ও কদরীয়া ইত্যাদি বাতিল ফির্কাদের বিতর্কিত মাসয়ালায় জড়িত হননি। বরং এর বিপরীত শরয়ী ও ফিকহী মাসয়ালার দিকে তাঁদের মনোযোগ ছিল বেশী। যদি ইলমে কালাম এতই গুরুত্বপূর্ণ হতো তাহলে তাঁরা কখনো তা পরিত্যাগ করতেন না। এই খেয়াল মনে জাগ্রত হওয়ার পর তিনি ইলমে কালাম পরিত্যাগ করে ইলমে হাদিস ও ইলমে ফিকহের প্রতি মনোনিবেশ করেন।[১০]

ইলমে ফিকহের প্রতি ইমাম আ'যম (র)'র মনযোগের আরও একটি কারণ হলো তিনি একরাতে স্বপ্ন দেখলেন যে, তিনি রাসূল ﷺ'র কবর শরীফ খনন করতেছেন। স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারী সবচেয়ে বড় আলিম ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (র)'র নিকট এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা চাইলে তিনি বলেন, আপনি রাসূল ﷺএর হাদিস ও সুনান থেকে মাসয়ালা বের করবেন এবং এমন কঠিন বিষয়ের সমাধান করবেন যা ইতিপূর্বে কেউ করেননি। তিনি এই স্বপ্নকে অদৃশ্যের ইঙ্গিত মনে করে পূর্ণ মনযোগ সহকারে ইলমে ফিকহ অর্জনে ব্রত হলেন।[১১]

কূফার প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত হাম্মাদ ইবনে সোলায়মান (র) জামে কূফায় পাঠদান করতেন। আর এই পাঠদান পদ্ধতি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা)'র আমল থেকে ধারাবাহিকভাবে চলে আসতেছে। তৎকালে কূফা ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাণ কেন্দ্র। প্রায় পনেরশত সাহাবী এই শহরে এসে এটাকে আবাদ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে সত্তরজন ছিলেন বদরী সাহাবী এবং তিনশত জন ছিলেন বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবী। যার ফলে কূফার প্রতিটি ঘর হয়ে উঠেছিল দারুল হাদিস ও দারুল উলুম। সবচেয়ে বড় কথা হলো এ সময় কূফায় হযরত আব্দুলাহ ইবনে আবি আওফা (রা) সাহাবীয়ে রাসূল বিদ্যমান ছিলেন।

---

৯. ইমাম মুয়াফফিক ইবনে আহমদ মক্কী (র)(৫৬৮হি.) মানকিবে ইমাম আ'যম, খণ্ড ১, পৃ. ৫৯

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০।

১১. প্রাগুক্ত, ৬৭।

হযরত ওমর (রা) ইবনে মসউদ (রা)কে কূফার কাযী এবং বায়তুল মালের দায়িত্বে নিয়োগ দিয়ে কূফায় প্রেরণ করেন। আসরারুল আনোয়ার গ্রন্থে বর্ণিত আছে- কূফায় ইবনে মসউদের মজলিসে একই সময় চার হাজার ছাত্র উপস্থিত হতেন। একদা হযরত আলী (রা) কূফায় আগমন করলে ইবনে মসউদ (রা) তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্য আগমন করেন। এ সময় সমস্ত ময়দান তাঁর শিষ্যে পূর্ণ হয়ে গেল। এ অবস্থা দেখে হযরত আলী (রা) সন্তুষ্টি হয়ে বলেন, হে ইবনে মসউদ! তুমি তো কূফাকে ইলমে ফিকহ দিয়ে ভরে দিয়েছ। তোমার বদৌলতে এ শহর জ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হলো।[১২]

হযরত ওমর (রা) এ শহরকে رَأْسُ الْعَرَبِ ، رَأْسُ السَّلاَمِ বলে আখ্যায়িত করেছেন। হযরত সালমান ফারসী (রা) قُبَّةُ الاِسْلاَمِ উপাধিতে ভুষিত করেন। হযরত আলী (রা) كَنْزُ الاِيْمَانِ (ঈমানের খযিনা) جُمْجُمَةُ الاِسْلاَمِ (ইসলামের মগজ) رَمْحُ اللهِ (আল্লাহর তীর) ও سَيْفُ اللهِ (আল্লাহর তলোয়ার) বলে উল্লেখ করেছেন।[১৩]

ইমাম আ'যম (র) হযরত হাম্মাদ (র)'র পাঠদান মজলিসে উপস্থিত হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি নিয়মানুযায়ী নতুন ছাত্র হিসেবে তাঁকে প্রথমে বাম সারিতে বসাতেন। হাম্মাদ যখন তাঁর তীক্ষ্ণ মেধা অনুধাবন করলেন, তখন তাকে ডান সারিতে এবং সবার আগে সামনে বসার অনুমতি প্রদান করেন। তিনি যখন ইমাম হাম্মাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, তখন তাঁর বয়স বিশ বছর অতিক্রম করেছিল। তিনি আঠার বছর পর্যন্ত খেদমতে থেকে ইলমে হাদিস ও ইলমে ফিকহ অর্জন করেন। তিনি নিজেই ইমাম হাম্মাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ সম্পর্কে বলেন-আমি দশ বছর পর্যন্ত তাঁর সাহচর্যে ছিলাম। অতঃপর আমার মনে সম্মান অর্জনের খেয়াল আসল। ফলে আমি পৃথক পাঠদান মজলিস প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছে পোষণ করেছি। একদিন এ উদ্দেশ্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে বের হলাম এবং মসজিদে পা রেখেই হযরত শেখ হাম্মাদকে দেখে তাঁর থেকে পৃথক হয়ে বসা আমার পছন্দ হলো না। তাই তাঁর মজলিসে গিয়ে বসে পড়েছি। ঐ রাতে হযরত হাম্মাদ অবহিত হলেন যে, তাঁর এক আত্মীয় বসরায় মৃত্যুবরণ করেন। অনেক সম্পদ রেখে যান তিনি, এবং হযরত হাম্মাদ ছাড়া অন্য কোন ওয়ারিশ ছিলনা তার। তিনি আমাকে তাঁর স্থানে বসিয়ে বসরায় চলে গেলেন। ইত্যবসরে আমার নিকট এমন এমন মাসয়ালা আসল যা আমি আজ পর্যন্ত তাঁর থেকে শুনিনি। তবে প্রত্যেক মাসয়ালার আমি উত্তর দিয়েছি এবং তা লিখে রেখেছি। এরূপ প্রায় ষাটটি মাসয়ালা হলো। যখন তিনি বসরা থেকে ফিরে আসেন তখন আমি ঐ মাসয়ালা সমূহ তাঁর সামনে পেশ করেছি। তিনি চল্লিশটি

১২. মাওলানা হানিফ খান রেজভী, মুকাদ্দমা, জামেউল আহাদীস, পৃ.২৩৩
১৩. মুফতি মুহাদ্দিস শরীফুল হক আমজাদী, নুযহাতুল কারী শরহে বুখারী, খণ্ড. ১, পৃ. ১১

মাসয়ালায় ঐক্যমত পোষণ করেছেন এবং বাকী বিশটি মাসয়ালায় আমার বিপরীত জবাব দিয়েছেন। আমি ঐদিন থেকে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, হাম্মাদের জীবদ্দশায় তাঁর সাহচর্য ত্যাগ করবো না। সুতরাং তিনি উস্তাদ হাম্মাদের ইন্তেকাল ১২০ হিজরী পর্যন্ত তাঁর সাহচর্যে ছিলেন। এ সময় ইমাম আবু হানিফা (র)'র বয়স হয়েছিল চল্লিশ বছর। উস্তাদের ইন্তেকালের পর চল্লিশ বছর বয়সে তিনি উস্তাদের স্থলাভিষিক্ত হন এবং ইলমে হাদিস ও ইলমে ফিকহ পাঠদানে লিপ্ত হন।

জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে দেশভ্রমণ

ইমাম আবু হানিফা (র) ইলমে হাদিস অর্জনের জন্য কূফা ছাড়াও মক্কা, মদীনা ও বসরা বহুবার গমন করেছিলেন। মূলত তৎকালে এ চারটি শহরই ছিল জ্ঞানচর্চা বিশেষত হাদিস চর্চার কেন্দ্রবিন্দু। আগেই বলা হয়েছে যে, কূফা নগরী পনেরশত সাহাবী ও অসংখ্য তাবেঈগণের পদচারণায় হাদিস চর্চার মরকযে পরিণত হয়েছিল। কূফায় এমন কোন মুহাদ্দিস বাকী ছিলেন না যাঁর ছাত্র হয়ে ইমাম আবু হানিফা (র) হাদিস শিক্ষা গ্রহণ করেননি।

হযরত ওমর (রা)'র নির্দেশে বসরা আবাদ হয়েছিল। কূফার ন্যায় এ শহরেও অনেক প্রখ্যাত মুহাদ্দীস ছিলেন। ইমাম আবু হানিফা (র) অনেকবার বসরা গমণ করে তাঁদের থেকে ইলমে হাদিস অর্জন করেন। ইমাম ইয়াহিয়া ইবনে শায়বান (র) ইমাম আবু হানিফা (র) থেকে বর্ণনা করেন: دَخَلْتُ الْبَصَرَنِيْفًا وَعِشْرِيْنَ مَرَّةً مِنْهَا مَا أُقِيْمُ سَنَةً وَأَقَلَّ وَأَكْثَرَ "আমি বিশ বারের অধিক বসরায় গমণ করেছি। এতে কখনো এক বছর কখনো এর চেয়ে কম আবার কখনো এর চেয়ে বেশী সময় পর্যন্ত অবস্থান করেছি।"

মক্কা-মদীনায় গমন ঃ তিনি জীবনে মোট ৫৫ বার হজ্জ পালন করেন। তাছাড়া ১৩০ হিজরী থেকে ১৩৬ হিজরী পর্যন্ত তিনি মক্কা-মদীনায় অবস্থান করেন। এসব হিসাব করলে দেখা যায় তিনি প্রায় দশ বছর মক্কা-মদীনায় অবস্থান করেন। এ দীর্ঘ সময়ে সেখানে অবস্থিত প্রখ্যাত মুহাদ্দিসীনে কিরাম সহ পবিত্র হজ্জ উপলক্ষে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত বড় বড় মুহাদ্দিসীনে কিরাম থেকে ইলমে হাদিস অর্জন করেন। এ সময়ে ইমাম আওযাই ও ইমাম মকহুল (র)'র সাক্ষাত লাভে ধন্য হন এবং এঁদের থেকে হাদিসের সনদ লাভ করেন। তাছাড়া পবিত্র মদীনায় হযরত ইমাম বাকির (র)'র সান্নিধ্য লাভ করেন এবং দীর্ঘদিন যাবৎ তাঁর খেদমতে থেকে তাঁর থেকে ফিকহ ও হাদিসের অনেক মূল্যবান তথ্য ও জ্ঞান লাভ করেন। তিনি ইমাম বাকির (র)'র পুত্র হযরত জাফর সাদিক (র) থেকে ইলমে হাদিস অর্জন করেন। এভাবে তিনি চার হাজার উস্তাদ থেকে ইলমে হাদীস ও ইলমে ফিকহ অর্জন করেছেন যাঁদের মধ্যে কয়েকজন সাহাবী সহ অধিকাংশ ছিলেন প্রসিদ্ধ তাবেঈ।

তাঁর বিশিষ্ট কয়েকজন উস্তাদের নামঃ ইমাম আবু হানিফা (র) সাহাবী সহ উল্লেখযোগ্য তাবেঈগণ থেকে ইলমে হাদিস অর্জন করেন, যাদেরকে হাদিস শাস্ত্রের ইমাম ও হুজ্জত হিসাবে গণ্য করা হয়। সদরুল আইম্মা ইমাম মুয়াফ্ফিক (র) আবু আব্দুল্লাহ ইবনে হাফ্সের উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর উস্তাদের সংখ্যা চার হাজার উল্লেখ করেছেন।[১৪] বিভিন্ন মুহাদ্দিসগণ যেসব প্রসিদ্ধ উস্তাদগণের নাম উল্লেখ করেছেন, তাঁদের মধ্যে দু'জন সাহাবী তথা হযরত আনাস ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবি আওফা (রা) হলেন অন্যতম। হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (র) নিম্নোক্ত উস্তাদগণের নাম উল্লেখ করেছেন। ১, আতা ইবনে রাবাহ মক্কী (১১৪হি.) ২. আসিম ইবনে আবিন নজওয়াদ কূফী, ৩. আলকামা ইবনে মারসাদ কূফী,৪. হাম্মাদ ইবনে আবি সোলায়মান (১২০হি.) ৫, হাকাম ইবনে কুতাইবা কূফী ৬. সালমা ইবনে কুহাইল কূফী ৭. আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে আলী তথা ইমাম বাকির (১১৪ হি.) ৮. আলী ইবনে আহমার বা আকমার কূফী ৯. যিয়াদ ইবনে আলকা কূফী,১০. সাঈদ ইবনে মসরূক সওরী , ১১. আদী ইবনে সাবিত আনসারী, ১২. আতিয়্যাহ ইবনে সাঈদ আওফী, ১৩. আবু সুফিয়ান সা'দী, ১৪.আব্দুল করিম আবু উমাইয়্যা, ১৫.ইয়াহিয়া ইবনে সাঈদ আনসারী ও ১৬.হিশাম ইবনে উরওয়া।[১৫]

হাফিয যাহাবী (র) এঁদের ছাড়া যাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন-তাঁরা হলেন ১৮.হযরত না'ফে মাদানী (১২০ হি.), ১৯.আব্দুর রহমান ইবনে হুরমুজা আল মাদানী (১১৭ হি.), ২০. কাতাদাহ (১২৭ হি.) ২১.আমর ইবনে দীনার আল মক্কী, ২২.আবু ইসহাক সাবঈ আল কূফী (১২৭ হি.)।[১৬] মোল্লা আলী ক্বারী (র) আরো কয়েকজনের নাম উল্লেখ করেন, ২৩.রবীয়া, ২৪.যায়েদ ইবনে আসলাম, ২৫. শো'বা ইবনে হাজ্জাজ, ২৬.আবু বকর ইবনে আসিম এবং ২৭.আমের ইবনে শুরাহবীল আল কূফী (১০৩ হি.)।[১৭]

২৮ হযরত ইকরামা মাওলা ইবনে আব্বাস আল মক্কী (১০৭ হি.), ২৯.মুহারিব ইবনে দিসার আলকূফী (১১৬হি.), ৩০. মুহাম্মদ ইবনে দিসার আলকূফী, ৩১. মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির, ৩২. ইবনে শিহাব যুহুরী, ৩৩.আবু যুবাইর আলমক্কী (১২৭হি.), ৩৪. সিমাক ইবনে হারব আলকূফী, ৩৫. কায়েস ইবনে মুসলিম আলকূফী, ৩৬. ইয়াযিদ ইবনে সুহাইব আলকূফী, ৩৭. আব্দুল আজীজ আলকূফী, ৩৮.আবু যোবায়ের মুহাম্মদ মুসলিম আলমক্কী, ৩৯.মনসুর ইবনে মু'তামির আলকূফী ও ৪০. সোলায়মান ইবনে মেহরান (র)।[১৮]

---

১৪. ইমাম মুয়াফিফক ইবনে আহমদ (র) (৫৬৮হি.), মানাকিবে ইমাম আ'যম, খণ্ড. ১, পৃ. ৩৮

১৫. ইবনে হাজার আসকালানী (র) (৮৫২হি.) তাহযীবুত তাহযীব, খণ্ড. ১, পৃ. ৪৪৯

১৬. শামশুদ্দিন যাহাবী (র) (৭৪৮হি.), তাযকারাতুল হুফফায, খণ্ড ১, পৃ. ১৬৮

১৭. মোল্লা আলী ক্বারী (র) (১০১৪হি), জওয়াহিরুল মুদিয়্যাহ, খণ্ড. ২, পৃ. , ৪৫৪

১৮. ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, পৃ. ১২৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ

তাঁর বিশিষ্ট কয়েকজন ছাত্রের নামঃ ইমাম আবু হানিফা (র) উস্তাদ হাম্মাদের ইন্তেকালের পর উস্তাদের হালকায়ে দরসের স্থলাভিষিক্ত হন। অল্প দিনের মধ্যে তাঁর দরস-তদরীসের সুখ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে জ্ঞান পিপাসু ছাত্রগণ তাঁর দরসে অংশ গ্রহণ করতে থাকেন। তৎকালে অন্য কোন মুহাদ্দীস বা ফকীহর এত সংখ্যক ছাত্র ছিলনা। মক্কা মুয়াযযমা, মদীনা মুনাওয়ারা, দামেশক, বসরা, কূফা, ওয়াসিত, মু'সিল, জাযীরা, রিককা, রামাল্লাহ, মিসর, ইয়েমেন, বাহরাইন, বাগদাদ, আহওয়ায, কিরমান, ইস্কাহান, হালওয়ান, হামদান, দাগমান, তাবারিস্থান, জুরযান, সারাখ্স, নিশাপুর, বুখারা, সমরকন্দ, তিরমিয, বলখ, কুহিস্থান, খাওয়ারিজম, সিজিস্থান, মাদইয়ান, হিম্স ইত্যাদি এলাকার সহস্র শিক্ষার্থী ইমাম আ'যমের দরসে শরীক হন, এবং কুরআন, হাদীস, ফিকহ সহ অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন।

ইমাম আ'যমের ছাত্রদের মধ্যে বহুসংখ্যক কুরআন বিশেষজ্ঞ, ফকীহ, মুহাদ্দিস ও বিচারক ছিলেন। তাঁর প্রসিদ্ধ ছাত্রদের মধ্যে-১.কাযী আবু ইউসুফ (১৮৩ হি.), ২. মুহাম্মদ ইবনে হাসান আস শায়বানী (১৮৯হি.), ৩.যুফার, (১৫৮হি.), ৪. হাম্মাদ ইবনে আবু হানিফা (১৭৬হি.), ৫. হাসান ইবনে যিয়াদ, (২০৪ হি.) ৬. আবু ইসমাত নূহ ইবনে মরিয়ম (১৭৩হি.), ৭. কাযী আসাদ ইবনে আমর, ৮. হাকাম ইবনে আব্দুল্লাহ বালখী, ৯.ফযল ইবনে মুসা (১৯২হি.), ১০. মুগীরা ইবনে মিকসাম, ১১. যাকারিয়া ইবনে আবু যায়দা, ১২. আসাদ ইবনে উমর (১৮৮হি.) ১৩. মিসআর ইবনে কুদাম, ১৪. সুফিয়ান সওরী, ১৫. মালিক ইবনে মিগওয়াল, ১৬. ইউসুফ ইবনে খালিদ (১৮৯হি.), ১৭. ইউনুস ইবনে আবু ইসহাক, ১৮. দাউদ তাঈ, (১৬০হি.), ১৯. আফিয়া ইবনে ইয়াযিদ (১৬০হি.), ২০. মিন্দাল ইবনে আলী (১৬০হি.), ২১. হাসান ইবনে সালিহ, ২২.আবু বকর ইবনে আইয়্যাশ, ২৩.ঈসা ইবনে ইউনুস, ২৪.আলী ইবনে মুসায়েব (১৮৯হি.), ২৫.হাফস ইবনে গিয়াস (১৯৪হি.), ২৬. ইয়াহিয়া ইবনে যাকারিয়া (১৮২হি.), ২৭.আবুল আসীম নাবীল (২১২হি.), ২৮. জারীর ইবনে আব্দুল হামিদ, ২৯.আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (১৮১হি.), ৩০. ওয়াকী ইবনুল জাররাহ (১৮৭হি.), ৩১. হাব্বান ইবনে আলী (১৭২হি.), ৩২.আবু ইসহাক ফাযারী, ৩৩. ইয়াযিদ ইবনে হারূন (২০৬হি.), ৩৪. আব্দুর রাজ্জাক ইবনে ইব্রাহীম, ৩৫. আব্দুর রাজ্জাক হাম্মাদ সা'আনী, ৩৬. আব্দুর রহমান আল মুকরী, ৩৭. হায়শাম ইবনে বশীর, ৩৮. কাসিম ইবনে মা'আন(১৭৫হি.), ৩৯.আলী ইবনে আসীম, ৪০. ইয়াহিয়া ইবনে সাঈদ কাত্তান (১৯৮হি.), ৪১ জাফর ইবনে আউন, ৪২. ইব্রাহীম ইবনে তাহমান (১৬৯ হি.), ৪৩. হামযা ইবনে হাবীব (১৫৮ হি.), ৪৪. ইয়াযীদ ইবনে রাফী, ৪৫. যুবায়ের, ৪৬. ইয়াহিয়া ইবনে ইয়ামান, ৪৭. খারিজা ইবনে মুস'আব, ৪৮. মুস'আব ইবনে কুদাম ও ৪৯. রাবীয়া ইবনে আব্দুর রহমান রাঈ আল মাদানী (র)।[১৯]

১৯. ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন. পৃ. ১৩০-৩১ ইফাবা

ইমাম আবু হানিফা (র) তাবেঈ ছিলেন

ইবনে হাজার মক্কী (র) বলেন, শায়খুল ইসলাম ইবনে হাজার (র), আসকালানী (র)'র ফতোয়া আছে যে, ইমাম আবু হানিফা (র) একদল সাহাবায়ে কিরামকে দেখেছেন, যারা তাঁর জন্মের (৮০ হিজরীর পর) কূফায় জীবিত ছিলেন। সুতরাং তিনি তাবেঈদের অন্তর্ভুক্ত। আর এই ফযীলত অন্যান্য শহরে অবস্থিত তাঁর সমসাময়িক কারো মধ্যে ছিলনা। যেমন আওযায়ী সিরিয়ায়, উভয় হাম্মাদ বসরায়, ইমাম সুফিয়ান সওরী কূফায়, ইমাম মালিক মদীনা শরীফে এবং ইমাম লায়স ইবনে সা'দ মিশরে ইন্তেকাল করেন। এঁদের কেউ তাবেঈ নন। আসকালানীর ফতোয়ার ইবারত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম আ'যম ঐসব সম্মানিত তাবেঈদের অন্তর্ভুক্ত যাদের সম্পর্কে আল্লাহর এই বাণী প্রযোজ্য হয়। وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ "যারা তাঁদের (আনাসার ও মুহাজির সাহাবীদের) অনুসরণ করেছে, আল্লাহ সে সমস্ত লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁরাও তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কানন কুঞ্জ, যার তলদেশ দিয়ে প্রস্রবণসমূহ প্রবাহিত রয়েছে। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল।" (সূরা তাওবা আয়াত; ১০০)

ইবনে খল্লিকান ও ইমাম ইয়াফেঈ (র) বলেন- وَاَدْرَكَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ اَرْبَعَةَ مِنَ الصَحَابَةِ وَهُمْ اَنَسِ بْنُ مَالِكِ بِالْبَصَرِةِ وَعَبْدُ اللهِ بْنِ اَبِيْ اَوْفى بِالْكُوْفَةِ وَسَهْلُ بنُ سَعَدِ السَّاعِدِي بِالْمَدِيْنَةِ وَاَبُوْ الطُفَيْلِ عَامِرْ بنِ وَاثَلَةَ بِمَكَّةَ – "ইমাম আবু হানিফা চারজন সাহাবীকে পেয়েছেন। তাঁরা হলেন-বসরায় হযরত আনাস ইবনে মালিক, কূফায় আব্দুল্লাহ ইবনে আবি আউফা, মদীনায় সাহল ইবনে সা'দ এবং মক্কায় আবু তোফায়েল আমের ইবনে ওয়াসেলা (রা)।"[২০]

ইমাম আ'যম (র) ১৫০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেছেন, এ সময় ২২ থেকে ২৭জন সাহাবী জীবিত ছিলেন। তন্মধ্যে ৪/৭/১০ জন সাহাবীর সাথে তার সাক্ষাতের বর্ণনা বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যায়। "দুররুল মোখতার " গ্রন্থে ২০জন এবং "খোলাসায়ে ইকমাল" নামক গ্রন্থে ২৬ জন সাহাবীর সাথে সাক্ষাতের কথা উল্লেখ আছে। তিনি নিজেই বলেছেন, رَأَيتُ انس بنِ مَالِك الكُوفة قَائِمًا يُصَلِّيْ "আমি কূফায় হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা)কে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে দেখেছি।"[২১]

তাযকারাতুল হুফাযে বর্ণিত আছে, قَدِمَ اَنَس بْنِ مَالِكِ الكُوْفَةَ وَنَزَلَ النّخْعَ رَأيتُه مَرَرًا "হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) কূফায় আগমন করেন এবং তিনি নাখায় অবতরণ করেন। আমি তাঁকে অনেকবার দেখেছি।"[২২]

---

২০. ইবনে খল্লিকান (৬৮৪হি.) ওয়াফিয়াতুল আইয়ান, খণ্ড. ৫, পৃ. ৪০৬ ও ইমাম ইয়াফেঈ (র) (৭৬৮ হি.) মিরআতুল জিনান ওয়া ইবরাতিল ইযকান, খণ্ড ১, পৃ. ৩১০

২১. আবু নুআঈম ইস্পাহানী (র) (৪৩০ হি.) মুসনাদে ইমাম আবু হানিফা, পৃ. ১৬৭

২২. শামশুদ্দিন যাহাবী (র) (৭৪৮হি.) তাযকারাতুল হুফায, খণ্ড. ১, পৃ. ১৬৮

আল্লামা মুহাম্মদ হাসান সাম্বালী (র) (১৩০৫ হি.) ইমাম আ'যমের সময়কালে জীবিত ২২ জন সাহাবীর কথা উল্লেখ করেন। তাঁরা হলেন- ১. হযরত আনাস ইবনে মালিক, ২.হযরত আসাদ ইবনে সাহাল ইবনে হানিফ, ৩. হযরত বুসর ইবনে আরতাত, ৪.হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযিদ, ৫. হযরত সাহাল ইবনে সা'দ আস সায়েদী, ৬. হযরত আবু উমামা সুদা ইবনে আজলান, ৭. হযরত তারেক ইবনে শিহাব বাজলী, ৮. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবু আউফা, ৯. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর, ১০.হযরত আমর ইবনে সা'লাবা, ১১.হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হারেস ইবনে মাউফল, ১২.হযরত আমর ইবনে আবু সালমা, ১৩. .হযরত উতবা ইবনে আব্দুস সালামী, ১৪. হযরত আমর ইবনে আবু সালমা, ১৫. হযরত আবু তোফায়েল আমের ইবনে ওয়াসেলা, ১৬. হযরত আমর ইবনে হুরাইস আল মাখযূমী, ১৭. হযরত কুবাইসা ইবনে যুবাইর, ১৮. হযরত মালেক ইবনে হুযাইরিস, ১৯.হযরত মাহমুদ ইবনে লবীদ, ২০. হযরত মিকদাদ ইবনে মা'দিকারুব, ২১.হযরত মালিক ইবনে আউস, ২২. হযরত ওয়াসেলা ইবনে আসকা (রা)।[২৩]

রদ্দুল মোহতার গ্রন্থে বর্ণিত আছে- اَدْرَكَ (ابو حنيفة) بِالسِّنّ نَحْوْ عِشْرِيْنَ صَحَابِيًا

ঐ গ্রন্থের আরো দুই পৃষ্ঠা পরে এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে- كَمَا بَسَطَ فِي اَوَائِلِ الضِيَاءِ

هُمْ اِبْنُ نُفيل وَوَاثِلة وعبد الله بن عامر وابن اَبِي اَوْفي وابن جُزْء وعُتبة والمِقْدَادِ وابن بُسر وابن ثَعلبَة وسَهَلْ بن سعد وأنس وعبد الرحمن بن يزيد ومحمود بن لَبِيد ومحمود بن الربيع وأَبُواُمامة وأَبُو الطفيل - وزادفى تنوير الصحيفة عمرو بن حُريث وعُمرو بن سَلْمَةَ وابن عَبَّاس وَسَهَلْ بن مُنيف

ইমাম আবু হানিফা প্রায় ২০জন সাহাবীকে পেয়েছেন। তাঁরা হলেন-১. নুফাইল, ২. ওয়াসিলা, ৩. আব্দুল্লাহ ইবনে আমের, ৪. ইবনে আবি আউফা, ৫. ইবনে জুয, ৬.উতবা, ৭.মিকদাদ, ৮. ইবনে বুসর, ৯. ইবনে সা'লাবা, ১০. সাহল ইবেন সা'দ, ১১. আনাস, ১২. আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াযিদ, ১৩. মাহমুদ ইবনে লবীদ, ১৪. মাহমুদ ইবনে রবী, ১৫. আবু উমামা, ১৬. আবুত তোফায়েল। তানভীরুস সহীফা গ্রন্থে আরো বৃদ্ধি করেছে- যথা, ১৭. আমর ইবনে হুরাইছ, ১৮. আমর ইবনে সালমা, ১৯. ইবনে আব্বাস ও ২০. সাহল ইবনে মুনাইফ।[২৪] কোন কোন কিতাবে ইবনে ওমর (৯৬ হি.), সায়েব ইবনে ইয়াযিদ (৯৪হি.) এবং ইবনে উনাইস (রা)কেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এ হিসাব অনুযায়ী এঁদের সংখ্যা ২৩ জন হয়।

২৩. মুহাম্মদ হাসান সাম্বালী (র) (১৩০৫ হি.), তানসিকুন নিযাম, পৃ.৯

২৪. আল্লামা শামী (র) (১৩০৬ হি.), রদ্দুল মোহতার, খণ্ড. ১, পৃ. ১৫৯

সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা

ইমাম আ'যম সাহাবীদের সাথে সাক্ষাত ও দশজন সাহাবী থেকে হাদিস বর্ণনা সম্পর্কে ইমাম ইবনে বাযযার কুরদরী (র) বলেন-

فَالْحَاصِلُ اِنَّ جَمَاعَةً مِنَ الْمُحَدِّثِيْنَ اَنْكَرُوا مَلَاقَاتِه الصَّحَابَةِ وَاَصْحَابُه اَثْبَتُوه بِالْاَسَانِيْدِ الصِّحَاحِ الحِسَانِ وُهُمْ اَعْرَفُ بِاحْوالِه مِنْهُمْ وَالمُثْبِتُ العَدْلُ العَالِمُ اَوْلِي النَافِي وَقَدْ اَجْمَعُوا مُسْنَدَاتِه فَبَلَغَتْ خَمْسِيْنَ حَدِيْثًا يَرْوِيه الاِمَامِ عَنِ الصَّحَابَةِ-

"মোদ্দাকথা হলো মুহাদ্দিসগণের মধ্যে একদল সাহাবীর সাথে ইমাম আ'যমের সাক্ষাতকে অস্বীকার করেন, কিন্তু তাঁর শাগরিদরা সহীহ ও হাসান সনদ দ্বারা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, তিনি সাহাবীদের সাক্ষাত পেয়েছেন। তাঁর শাগরিদরা অন্যান্যদের চেয়ে তাঁর সম্পর্কে অধিক অবহিত ছিলেন। কোন ন্যায়পরায়ন আলিম ব্যক্তি কোন কিছু সাব্যস্ত করলে তা অস্বীকার বা না বাচকের উপর প্রাধান্য পায়। তারা (শাগরিদরা) তাদের মুসনাদ সমূহে ইমাম আ'যম কর্তৃক সাহাবীদের থেকে বর্ণনাকৃত পঞ্চাশটি হাদিস বর্ণনা করেছেন।"[২৫]

আল্লামা আইনী (র) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবি আউফা (রা)'র জীবনীতে বলেন:

هُوَ اَحَدٌ مَنْ رَاٰه اَبُوْ حَنِيْفَةَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَرَوَي عَنْه وَلَا يَلْتَفِتُ اِلِي قَوْلِ الْمُنْكَرِ الْمُتَعَصِبِّ وَكَانَ عُمَرُ اَبِي حَنِيْفَةَ حِيْنَئِذٍ سَبَعَ سِنِيْنَ وَهُوَ سَنُّ التَّمِيْزِ هذَا عَلى الصَّحِيْحِ اِنَّ مَوْلَدَ اَبِي حَنِيْفَةَ سَنَةَ ثَمَانِيْنَ وَعَلِي قَوْلِ مَنْ كَانَ سِنَةَ سَبْعِيْنَ يَكُونُ عُمُره حِيْنَئِذٍ سَبَعَةَ عَشَرَ سِنَةً وَيَسْتَبَعَدُ جِدًّا اَنْ يَكُوْنَ صَحَابِي مُقِيْمًا بِبَلَدِه وَفِي اَهْلِهَا مَنْ لَا رَاَه وَاَصْحَابُه اَخْبَرَ بِحَالِهِ وُهُمْ ثِقَاتٌ فِي اَنْفُسِهِمْ -

"আব্দুল্লাহ ইবনে আবি আউফা ঐ সকল সাহাবীদের একজন যাদেরকে ইমাম আ'যম আবু হানিফা (র) দেখেছেন এবং তিনি তাঁর থেকে হাদিসও বর্ণনা করেছেন। এ ব্যাপারে পক্ষপাত অবলম্বনকারী ও অস্বীকারকারীদের মতের দিকে তাকানোর প্রয়োজন নেই। এ সময় ইমাম আ'যমের বয়স হয়েছিল সাত বছর। কেননা বিশুদ্ধ মতানুযায়ী তিনি ৮০ হিজরীতে জন্ম লাভ করেন। অপর মতানুযায়ী তাঁর জন্ম সাল ৭০ হিজরী হলে, তখন তাঁর বয়স হবে সতের বছর। তবে সাত বছরেও বোধশক্তি ও অনুভুতি শক্তির বয়স হয়। আর এটা কিভাবে হতে পারে যে, একজন সাহাবী কোন শহরে থাকবেন আর ঐ শহরের

২৫. ইমাম কুরদরী (র) (৮২৭হি.), মানাকিবুল ইমাম আ'যম আবি হানিফা খণ্ড. ১, পৃ. ২০-২১ ও মোল্লা আলী ক্বারী (র) (১০১৪হি.), শরহে মুসনাদে ইমাম আ'যম পৃ. ২৫৮

অধিবাসীদের মধ্যে এমন কে থাকবে যে তাঁকে দেখবে না? এ বিষয়ে ইমাম আ'যমের শিষ্যগণের কথাই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। কেননা, তারাই তাঁর সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত এবং গ্রহণযোগ্য।[২৬]

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন-আমি হযরত আবু হানিফা (র) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি ৯৩ হিজরীতে আমার পিতার সাথে হজ্জে গিয়েছি। তখন আমার বয়স ছিল ষোল বছর। আমি এক বৃদ্ধকে দেখেছি যে, তাঁর নিকট মানুষের ভীড় ছিল। আমি পিতাকে জিজ্ঞাসা করলাম এই ব্যক্তি কে? তিনি বললেন ইনি রাসূল ﷺ'র সাহাবী এবং তাঁর নাম হলো আব্দুল্লাহ ইবনে হারিস ইবনে জুয। পুনরায় আমি জিজ্ঞাসা করলাম তাঁর কাছে কি আছে? পিতা বললেন, তাঁর কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ'র হাদীস আছে। আমি বললাম তাহলে আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যান আমিও হাদিস শ্রবণ করবো। অতঃপর আমি মানুষের ভীড়ের মধ্যেও তাঁর কাছে পৌঁছে গেলাম এবং তাঁর থেকে হাদিস শুনলাম- তিনি বলতেছেন: مَنْ تَفَقَّهَ فِيْ دِيْنِ اللهِ كَفَاهُ اللهُ وَهْمَه وَرِزْقَه مِنْ ﷺقَالَ رَسُوْلُ اللهِ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُه – "রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীনের জ্ঞানার্জন করল, আল্লাহ তাঁর জন্য যথেষ্ট এবং তিনি তাকে অগণিত রিযিক দান করবেন।"[২৭]

ইমাম আবু মা'শার আব্দুল করিম ইবনে আব্দুস সামাদ তাবারী শাফেঈ (র) ইমাম আ'যম (র)'র সাহাবায়ে কিরাম থেকে বর্ণিত হাদিস সমূহের উপর একটি পৃথক গ্রন্থ রচনা করেন। এতে সাহাবী থেকে তাঁর বর্ণিত হাদিস সমূহ সনদসহ উল্লেখ করেছেন। আর ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়ূতী শাফেঈ (র) ঐ সব রেওয়ায়েত সমূহ তাঁর রচিত কিতাব "তাবঈদুস সহীফা" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। নিম্নে এর কিছু হাদিস বর্ণিত হলো-

عَنْ اَبِي يُوْسُفُ عَنْ اَبِي حَنِيْفَةَ سَمِعْتُ اَنَسْ بْنِ مَالِكِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ طَلَبُ العِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَيَ كُلِّ مُسْلِمٍ-

১."ইমাম আবু ইউসুফ আবু হানিফা থেকে, তিনি হযরত আনাস (রা) থেকে, তিনি রাসূল ﷺ থেকে শুনেছেন, তিনি বলেন, প্রত্যেক মুসলমানের উপর জ্ঞানার্জন করা ফরয।"

عَنْ اَبِي يُوْسُفُ عَنْ اَبِي حَنِيْفَةَ سَمِعْتُ اَنَسْ بْنِ مَالِكِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ الدَّالُّ عَلي الخَيْرِ كَفَا عِلِه –

২৬. আল্লামা আইনী (র) (৮৫৫ হি.), উমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারী, খণ্ড. ১, পৃ. ৭৯৮)

২৭. কিতাবু বয়ানুল ইলম খণ্ড. ১. পৃ. ৪৫, সূত্রঃ হানিফ রেজভী জামেউল আহাদীস, মুকাদ্দমা, পৃ. ২৩৬

২. "আবু ইউসুফ আবু হানিফা থেকে, তিনি আনাস (রা) থেকে, তিনি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছেন-ভাল কাজের প্রতি পথ প্রদর্শনকারী ভাল কাজ কারীর সমান সওয়াব পাবে।"

عَنْ اَبِي يُوْسُفُ عَنْ اَبِي حَنِيْفَةَ سَمِعْتُ اَنَسْ بْنِ مَالِكِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اَنْ يُحِبَّ اللهَ اَغَاثَه اللَّهْفَانِ-

৩. "আবু ইউসুফ ইমাম আবু হানিফা থেকে, তিনি আনাস (রা) থেকে, তিনি নবী করিম ﷺ কে বলতে শুনেছেন-আল্লাহ তায়ালা দুঃস্থ মানুষকে সাহায্য করা পছন্দ করেন।"

عَنْ يَحْيِ بْنِ قَاسِمِ عَنْ اَبِي حَنِيْفَةَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنِ اَبِي اَوْفِي يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَنْ بَنَي مَسْجِدًا وَلَوْ كَمُفْحَصِ قَطَّاةٍ بَنَيَ اللهُ بَيْتًا فِي الجَنَّةِ -

৪. "ইয়াহিয়া ইবনে কাসেম ইমাম আবু হানিফা থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে আবি আউফা (রা) থেকে, তিনি রাসূল ﷺকে বলতে শুনেছেন- যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য মসজিদ নির্মাণ করেন যদিও সেটি কাত্তাত পাখির বাসার ন্যায় ছোটও হয়, তবুও আল্লাহ তায়ালা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন।"[২৮]

عَنْ اِسْمَاعِيْل بْنِ عَيَّاشِ عَنْ اَبِي حَنِيْفَةَ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ اَسْقع اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ دَعْ مَا يُرْبِيْكَ اِلِي مَا لَا يُرْبِيْكَ-

৫. "ইসমাঈল ইবনে আইয়্যাশ ইমাম আবু হানিফা থেকে, তিনি ওয়াসিলা ইবনে আসকা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন-সন্দেহভাজন বস্তু পরিত্যাগ কর আর ঐ বস্তু গ্রহণ কর যাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।"[২৯]

আল্লামা শামশুদ্দিন মুহাম্মদ আবু নসর "জাওয়াহেরুল আকাইদ ওয়া দুরারুল কালায়েদ" নামক গ্রন্থে বলেন-ইমাম আবু হানিফা (র) আটজন সাহাবী থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। যেমন- ১. আনাস, ২. জাবির, ৩. ইবনে আবি আউফা, ৪. আমের, ৫. ইবনে উনাইস, ৬. ওয়াসিলা, ৭. ইবনে জুয, ও ৮. আয়েশা বিনতে আজরাদ (রা)।[৩০]

হাদিস শাস্ত্রে ইমাম আ'যম (র)'র অবস্থান

হাদিস শাস্ত্রের সর্বোচ্চস্থান হলো 'হাকেম'। আর হাকেম বলা হয় ঐ মুহাদ্দিসকে যিনি রাসূল ﷺ'র সব হাদিস জানেন। ইমাম আ'যম (র) হাদিসশাস্ত্রে 'হাকেম' ছিলেন।

---

২৮. জালাল উদ্দিন সুয়ুতী (র) (৯১১হি.), তাবঈদুস সহীফা, পৃ. ৬-৯

২৯. সাওয়াঁনেহে বে বাহারে ইমাম আ'যম, পৃ.৬৫,সূত্র: হানিফ রেজভী, জামেউল আহাদীস, মুকাদ্দমা, পৃ.২৩৯

৩০. আল্লামা শামী (র)(১৩০৬হি.) রদ্দুল মোহতার, খণ্ড. ১, পৃ.১৫৭)

মোল্লা আলী ক্বারী (র) ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সামায়ের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন- اِنَّ الِامَامَ ذَكَرَفِي تَصَانِيْفِه بِضْعِ وَسَبْعُوْنَ حَدِيْثٍ وَانْتَخَبَ الاثَارَمِنْ اَرْبَعِيْنَ اَلْفَ حَدِيْثٍ- "ইমাম আবু হানিফা (র) স্বীয় গ্রন্থসমূহে সত্তর হাজারের অধিক হাদিস বর্ণনা করেছেন এবং চল্লিশ হাজার হাদিস থেকে নির্বাচিত করে তিনি কিতাবুল আসার লিপিবদ্ধ করেছেন।"[৩১]

সদরুল আইম্মা ইমাম মুয়াফ্ফিক (র) বলেন, وَانْتَخَبَ اَبُوْحَنِيْفَةَ الَاثَارَ مِنْ اَرْبَعِيْنَ اَلْفَ حَدِيْثٍ "ইমাম আবু হানিফা চল্লিশ হাজার হাদিস থেকে কিতাবুল আসার নির্বাচিত করেছেন।"[৩২]

ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ (র)'র বর্ণনা মতে ইমাম আ'যম আবু হানিফা (র) যেসব হাদিস বেলা তকরার (বারংবার ছাড়া) বর্ণনা করেছেন, এর সংখ্যা চার হাজার।[৩৩]

রাসূল ﷺ'র বেলা তাকরার বিশুদ্ধ হাদিসের সংখ্যা হলো সর্বমোট চার হাজার চার শত। যেমন আল্লামা আমীর ইয়ামানী (র) লিখেছেন: اِنَّ جُمْلَةَ الَاحَادِيْثَ الْمُسْنَدِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - يَعْنِي الصَّحِيْحَةَ بِلاَ تَكْرَارِ اَرْبَعَةَ الافِ وَاَرْبَعُ مِائَةٍ "নিশ্চয় সমস্ত বিশুদ্ধ হাদিস যা তাকরার ব্যতীত নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে, এর সংখ্যা হলো চার হাজার চারশত।"[৩৪]

এখন কেউ যদি প্রশ্ন করে রাসূল ﷺ'র মোট হাদিসের সংখ্যা চার হাজার চারশত আর ইমাম আবু হানিফার বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা মাত্র চার হাজার। তাহলে তিনি কিভাবে 'হাকেম' হবেন? এর উত্তরে বলা হবে যে, চার হাজার হাদিস বর্ণনা করা মানে এই নয় যে, তিনি বাকী চারশত হাদিস জানেন না। কেননা, হাসান ইবনে যিয়াদের বর্ণনায় বাকী চারশত হাদিসের জ্ঞানকে নফী বা অস্বীকৃতি করা হয়নি। ইমাম আ'যম কেবল আহকাম বিষয়ক হাদিসগুলো তাঁর কিতাবে বর্ণনা করেছেন, যা সুনান হিসেবে প্রসিদ্ধ। হতে পারে বাকী চারশত হাদিস সুন্নাহ বা আহকাম সম্পর্কীয় ছিলনা বিধায় তিনি তা বর্ণনা করেননি। সুতরাং তিনি বর্ণনা করেননি বলে তা জানেন না একথা বলা যাবে না। যেমন ইমাম বুখারী (র) ছয় লক্ষ হাদিস থেকে বুখারী শরীফে তাকরার ব্যতীত ইমাম আসকালানীর মতে মাত্র ২৬২৩টি মারফু হাদিস বর্ণনা করেছেন। তার অর্থ এই নয় যে, তিনি বাকী

---

৩১. মোল্লা আলী ক্বারী (র) (১০১৪হি.) মানকিব বিযাইলিল জাওয়াহের, খণ্ড. ২, পৃ. ৪৭৪

৩২. ইমাম মুয়াফিফক মক্কী (র) (৫৬৮হি.) মানাকিবুল ইমাম আবু হানিফা, খণ্ড. ১, পৃ. ৯৫

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬

৩৪. আল্লামা আমীর ইয়ামানী (র) তাওযীহুল আফকার, পৃ. ৬৩, সূত্র: গোলাম রাসূল সাঈদী, তাযকেরাতুল মুহাদ্দিসীন, উর্দু, পৃ.৮১

হাদিসগুলো জানেন না। ইবনে সালাহর মতে তাকরার হাদিস বাদ দিলে বুখারী শরীফে হাদিস হয় চার হাজার।

তবে কেউ যদি বলে যে, ইমাম আ'যম সত্তর হাজার হাদিস বর্ণনা করেছেন এবং চল্লিশ হাজার হাদীস থেকে নির্বাচিত করে "কিতাবুল আসার" প্রণয়ন করেছেন এটি তেমন কোন উল্লেখযোগ্য যোগ্যতা নয়। কেননা যেখানে ইমাম বুখারী (র)'র একলক্ষ বিশুদ্ধ হাদিস, দুই লক্ষ অবিশুদ্ধ হাদিস মুখস্থ ছিল এবং তিনি ছয় লক্ষ হাদিস থেকে নির্বাচিত করে সহীহ বুখারী শরীফ প্রণয়ন করেন, সেখানে ইমাম বুখারীর মোকাবিলায় ইমাম আ'যমের স্থান বহুগুণ নিচে মনে হয়। এর জবাবে বলা হবে যে, হাদিসের কম-বেশী মূলত তুরুক ও সনদের কম-বেশীর দ্বারা হয়ে থাকে। একই হাদিসের মতনকে যদি একশত ধরনের পদ্ধতি ও সনদে বর্ণনা করা হয় তখন মুহাদ্দীসগণের পরিভাষা অনুযায়ী একশত হাদীসই গণ্য করা হয়ে থাকে। অথচ ঐসব হাদিসের মতন বা মূল ইবারত একটি।

ইমাম বুখারী (র) ইমাম আ'যম (র)'র একশত চৌদ্দ বছর পরে জন্ম লাভ করেন। এই দীর্ঘ সময়ে অসংখ্য রাবীগণ এক একটি হাদিসকে শত সহস্র রাবীগণের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। ফলে ইমাম আ'যম ও ইমাম বুখারীর মধ্যে হাদিসের সংখ্যার এত তফাত হয়ে গিয়েছে। এগুলোতে মূলত সনদের সংখ্যার তারতম্য হয়েছে মুল হাদিসের নয়। নতুবা মূল হাদিসের দিক দিয়ে, ইমাম বুখারী থেকে ইমাম আ'যমের বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা অনেক বেশী।[৩৫]

ইমাম আবু হানিফা (র)'র 'কিতাবুল আসার' ইলমে হাদিসে তাঁর উচ্চ মর্যাদার ক্ষেত্রে অনেক বড় প্রমাণ। এই কিতাবটি 'ফিকহী আবওয়াব' তথা ফিকহের অধ্যায়ে সুসজ্জিত করে লিখিত প্রথম কিতাব। ইমাম সুয়ূতী (র) 'তাবঈদুস সহীফা' গ্রন্থে বলেন- ইলমে হাদীসে ইমাম আবু হানিফার অবদান ও মর্যাদা কম নয়। তিনিই সর্বপ্রথম ফিকহী বাব অনুযায়ী হাদিসের কিতাব প্রণয়ন করেছেন। এই মর্যাদায় অন্য কেউ পৌঁছতে পারেননি। এই কিতাবটিকে ইমাম মালিক (র)'র মুয়াত্তার উৎস বলে ধরে নেওয়া যায়। কেননা হাফেয যাহাবী (র) মানাকিব গ্রন্থে কাযী আবুল আব্বাস মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আবিল আওয়াম (র)'র "আখবারে আবি হানিফা" গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে মুত্তাসিল সনদের সাথে প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আব্দুল আজিজ দিরাওয়ার্দী (র)'র উক্তি বর্ণনা করেন, তা হলো-كان مالك ينظرفي كتب ابي حنيفة وينتفع بها "ইমাম মালিক (র) ইমাম আবু হানিফা (র)'র কিতাব সমূহ দেখতেন এবং এগুলো থেকে উপকৃত হয়েছিলেন।" এতে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম আবু হানিফা (র)'র 'কিতাবুল আসার' এর স্থান মুয়াত্তা ইমাম মালিকের উপরে।

---

৩৫. আল্লাম গোলাম রাসূল সাঈদী, তাযকেরাতুল মুহাদ্দিসীন, উর্দু, পৃ. ৮১

আল্লামা মুয়াফিফক হাফেয আবু ইয়াহিয় যাকারিয়া ইবনে ইয়াহিয়া নিশাপুরী (র)'র 'মানকিবে আবি হানিফা' গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন- سَمِعْتُ اَبَا حَنِيْفَةَ يَقُوْلُ عِنْدِيْ صَنَادِيْقَ مِنَ الحَدِيْثِ مَا اَخْرَجْتُ مِنْهَا اِلَّا لشَّيُ اليَسِيْر الَّذِيْ يَنْتَفِع بِه – "আমি আবু হানিফাকে বলতে শুনেছি, আমার নিকট হাদিসের অনেক সিন্দুক রয়েছে, ওখান থেকে কেবল সহজ ও উপকৃত হওয়া যায় এমন হাদিস বের (বর্ণনা) করি।"

আল্লামা যুবাইদী (র) 'عقود الجواهرالمنيفه' গ্রন্থে হাফেয আবু নঈম ইস্পাহানী (র)'র সূত্রে ইয়াহিয়া ইবনে আবু নসর (র)'র উদ্ধৃতি বর্ণনা করে বলেন- তিনি বলেন, আমি একদা আবু হানিফার নিকট গেলাম। তাঁর কামরা কিতাবে পূর্ণ ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এগুলো কিসের কিতাব? উত্তরে তিনি বলেন-এগুলো সব হাদিসের কিতাব।[৩৬] ইমাম সাখাবী (র) (৯০২হি.) বলেন- وَالثُنَيَاتُ فِي المُوَطَّا لِلامَامِ مَالِكِ وَالوَحْدَان فِي حَدِيْثِ الِامَامِ اَبِي حَنِيْفَةَ "ইমাম মালিক (র)'র মুয়াত্তার হাদিস সমূহে সুনায়াত তথা দু'জনের মাধ্যমে রাসূল ﷺ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানিফা (র) মাত্র একজনের মাধ্যমে রাসূল ﷺ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।"[৩৭]

ইমাম বুখারী (র) বুখারী শরীফে বর্ণিত ২২টি 'সুলাসিয়াত' তথা তিনজনের মাধ্যমে বর্ণিত হাদিসের মধ্যে ১১টি হাদিস ইমাম আ'যমের ছাত্র মক্কী ইবনে ইব্রাহীম থেকেই বর্ণনা করেছেন। আর এই মক্কী ইবনে ইব্রাহীম সম্পর্কে আল্লামা মুয়াফিফক (র) বলেন- وَلَزِمَ اَبَا حَنِيْفَةَ رَحِمَةُ اللهُ وَسَعَ مِنْهُ الحَدِيْثَ"তিনি নিজের উপর হাদিস শ্রবণের জন্য ইমাম আবু হানিফা (র)কে আবশ্যক করে নিয়েছিলেন।"[৩৮]

এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইমাম বুখারী উত্তম সনদের সাথে 'সুলাসিয়াত' হাদিস অর্জনের যে মর্যাদা লাভ করেছেন তা ইমাম আ'যমের ছাত্রের বদৌলতে সম্ভব হয়েছে। শুধু তা নয় বরং যে সকল (নির্ভরযোগ্য) শায়খগণের মাধ্যমে সিহাহ সিত্তাহর ভিত্তি হয়েছে তাদের অধিকাংশ হযরত আবু হানিফা (র)'র ইলমে হাদিসে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ এ শিষ্য।[৩৯]

ইমাম আব্দুল ওহাব শা'রানী (র) মাসানীদে ইমাম আ'যমের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় বলেন-

---

৩৬. মোল্লা আলী ক্বারী (র) (১০১৪হি.), শরহে মুসনাদে ইমাম আ'যম, খণ্ড. ১, পৃ.৯

৩৭. ফতহুল মুগীছ, পৃ. ২৪১, সূত্র: গোলাম রাসূল সাঈদী, তাযকেরাতুল মুহাদ্দিসীন পৃ. ২৭৪

৩৮. ইমাম মুয়াফিফক (৫৬৮হি.), মানকিবুল ইমাম আবু হানিফা, খণ্ড. ১, পৃ.২০৩

৩৯. গোলাম রাসূল সাঈদী, তাযকেরাতুল মুহাদ্দিসীন, উর্দু,পৃ. ৮৪

وَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَيَ بِمُطَا لِعَةِ مَسَانِيْدِ اللاِمَام اَبِي حَنِيْفَةَ الثَلَاثَةَ فرأيته لا يروي حديثا الا عن اخبار التابعين العدول الثقات الذين هم من خير القرون بشها دة رسول الله صلي الله عليه وسلم كا لا سودو علقمة وعطاء وعكرمه ومجاهد ومكهول والحسن البصري واضرابهم رضي الله عنهم اجمعين فكل الرواة الذين هم بينه وبين رسول الله صلي الله عليه وسلم عدول ثقات اعلام اخيار ليس فيهم كذاب ولا متهم بكذب

"আল্লাহ তায়ালা আমার উপর দয়া করেছেন যে, আমি ইমাম আবু হানিফা (র)'র তিনটি মাসানিদ অধ্যয়ন করার সুযোগ দিয়েছেন। আমি দেখেছি যে, তিনি সিকা ও সাদিক তাবেঈগণ ব্যতীত অন্য কারো থেকে রেওয়ায়েত করেননি, যাদের ব্যাপারে রাসূল ﷺ "খায়রুল কুরুন" তথা উত্তম যুগের সাক্ষ্য দিয়েছেন। যেমন, আসওয়াদ, আলকামা, আতা, ইকরামা, মুজাহিদ, মাকহুল ও হাসান বসরী এবং এদের ন্যায় আরো অনেক থেকে রেওয়ায়েত করেছেন। ইমাম আ'যম ও রাসূল ﷺ'র মধ্যখানে সকল বর্ণনাকারী আদেল, সিকাহ এবং প্রসিদ্ধ সৎলোক ছিলেন, যাদের মধ্যে কেউ মিথ্যুক এ কথা কল্পনাও করা যাবে না।"[৪০]

ইমাম আ'যম (র)'র ইলমে হাদিস সম্পর্কে বিশ্ববিখ্যাত ওলামায়ে কিরামের অভিমতঃ قال خلف بن ايوب صار العلم من الله تبارك وتعالي الي محمد صلي الله عليه وسلم ثم صار الي التابعين ثم صار الي ابي حنيفة واصحابه شاء فليرض ومن شاء فليسخط "খালফ ইবনে আউয়ুব বলেন-আল্লাহ তায়ালা থেকে ইলম রাসূল ﷺ পেয়েছেন, তাঁর থেকে তাঁর সাহবীগণ, তাঁদের থেকে তাবেঈগণ, তাঁদের থেকে পেয়েছেন ইমাম আবু হানিফা ও তাঁর শাগরীদগণ। অতএব এতে কেউ সন্তুষ্ট হোক অথবা অসন্তুষ্ট হোক, সত্যি হলো এটাই।[৪১]

মুহাদ্দিস সালেহীন (র) বলেন,-"ইমাম আবু হানিফা (র) একজন শ্রেষ্ঠ হাফিযে হাদিস ও শীর্ষ স্থানীয় মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি যদি হাদিস মুখস্থ করতে গভীর মনোনীবেশ না দিতেন তবে এত অধিক ফিকহী মাসয়ালা বের করতে পারতেন না।"[৪২]

আল্লামা হাফিয যাহাবী বলেন, "ইমাম আবু হানিফার (র) যদিও হিফযে হাদিসের বিরাট অধিকারী ছিলেন তথাপিও তাঁর থেকে কম হাদীসই বর্ণিত হয়েছে। এর কারণ শুধু

৪০. ইমাম আব্দুল ওহাব শা'রানী (র) (৯৭৩হি.) মীযানুশ শরীয়তুল কুবরা, খণ্ড. ১, পৃ. ৬৮
৪১. খতীব বাগদাদী (৪৬৩হি.), তারিখে বাগদাদ, খণ্ড. ১৩, পৃ.৩৩৬
৪২. আল উকুদুল জিনান, সূত্র: ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, বাইফা, পৃ. ১৩৮

এই ছিল যে, তিনি হাদিস রিওয়ায়েতের পরিবর্তে হাদিস থেকে ফিকহী মাসাইল উদ্ভাবনে সর্বদা মশগুল ছিলেন।"[৪৩]

শায়খুল ইসলাম ইয়াযিদ ইবনে হারূন (র) বলেন, **كان ابو حنيفة تقيا ونقيا زاهدا عابدا عالما صدوق اللسان احفظ اهل زمانه** "ইমাম আবু হানিফা অত্যন্ত মুত্তাকী, পরিছন্ন গুণের অধিকারী মহাসাধক, আবিদ, আলিম, সত্যবাদী ও সমসাময়িক কালের হাদিসের সর্বাপেক্ষা হাফেযে হাদিস ছিলেন।"[৪৪]

ইয়াহিয়া ইবনে সাঈদ আল কাত্তান (র) বলেন, **انه والله لاعلم هذه الامة بما جاء عن الله وعن رسوله** "আল্লাহর শপথ! আবু হানিফা (র) বর্তমান মুসলিম উম্মাহের মধ্যে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাত সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা বেশী বিজ্ঞ।"[৪৫]

মুহাদ্দিস ইয়াহিয়া ইবনে মুঈন (র) কে ইমাম আবু হানিফা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বলেন, **ثقة مأمون ما سمعت احداضعفه** "তিনি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ত ভুল-ভ্রান্তিমুক্ত ব্যক্তি ছিলেন। হাদিসের বিষয়ে কেউ তাঁকে দুর্বল বলেছেন বলে আমি শুনিনি।"[৪৬]

ইয়াহিয়া ইবনে মুঈন (র) আরো বলেন, **كان ابو حنيفة ثقةً لا يحدث الا بما يحفظه ولايحدث بمالا يحفظ**"ইমাম আবু হানিফা নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি নিজের মুখস্থ ও সুরক্ষিত হাদিসই বর্ণনা করতেন। যা তাঁর মুখস্থ নেই তা তিনি কখনো বর্ণনা করতেন না।[৪৭]

হাফস ইবনে গিয়াস (র) বলেন "ইমাম আবু হানিফার ন্যায় ঐসব হাদিসের আলিম দেখিনি যেগুলো আহকামের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ ও উপকৃত।"[৪৮]

আবু আলকামা (র) বলেন-"আমি আমার শায়খগণ থেকে শ্রবন কৃত হাদিস সমূহ ইমাম আবু হানিফা (র)'র নিকট পেশ করেছি অর্থাৎ শুনিয়েছি। তিনি প্রত্যেক হাদিসের জরুরী বিষয় বর্ণনা করেছেন। এখন আমার আফসোস হচ্ছে যে, কেন আমি তাঁকে সব হাদিস শুনায়নি?[৪৯]

---

৪৩. তাযকারাতুল হুফফায, সূত্রঃ প্রাগুক্ত
৪৪. মানাকিবে আবু হানিফা, সূত্রঃ প্রাগুক্ত
৪৫. কিতাবুত তালীম, সূত্রঃ প্রাগুক্ত
৪৬. আল্লামা আইনী (র) (৮৫৫হি.) উমদাতুল ক্বারী, খণ্ড. ২, পৃ.১২, সূত্রঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯
৪৭. ইবনে হাজার আসকালানী (র) (৮৫২হি.) তাহযীবুত তাহযীব, সূত্র, প্রাগুক্ত
৪৮. হানিফ রেজভী, জামেউল আহাদীস, উর্দু, মুকাদ্দামা, পৃ. ২৬০
৪৯. প্রাগুক্ত

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন-আমি ইমাম আবু হানিফা (র)'র চেয়ে হাদিসের অর্থ এবং ফিকহী রহস্য সম্পর্কে বেশী জ্ঞাত কাউকে দেখিনি। যে মাসয়ালায় চিন্তা গবেষণা করতেন তাতে ইমাম আ'যমের দৃষ্টিভঙ্গী পরকালের মুক্তির দিকেই বেশী থাকত। আমি তাঁর জন্য আমার পিতার পূর্বে দোয়া করি।[৫০]

হাফিয মুহাম্মদ ইবনে মাইমুন (র) বলেন- ইমাম আ'যম (র)'র সময়কালে তাঁর চেয়ে বড় কোন আলিম, পরহেযগার, কোন যাহিদ, কোন আরিফ, ও কোন ফকীহ ছিলনা। খোদার শপথ! আমার কাছে লক্ষ আশরাফীও এত মূল্যবান ছিলনা, যে পরিমান খুশী হই তার থেকে হাদীস শুনে।[৫১]

হযরত মিসআর ইবনে কুদাম (র) বলেন, طلبنا مع ابي حنيفة الحديث فغلبنا فأخذ نا في الزهد فبرع علينا وطلبنا معه الفقه فجاء منه ماترون "আমরা আবু হানিফার সাথে হাদিস শিক্ষা গ্রহণ করতাম, অতঃপর তিনি আমাদের উপর হাদিস শিক্ষায় বিজয়ী হলেন। অতঃপর পরহেযগারীতে ও তিনি আমাদের উপর প্রাধান্যতা লাভ করলেন, আর তাঁর সাথে ফিকহ শিক্ষার্জন করলাম এ বিষয়ে তাঁর অবস্থান তো তোমরা দেখতেছ।[৫২]

ইলমে ফিকহ ও অন্যান্য বিষয়ে ওলামায়ে কিরামের অভিমত

ইমাম শাফেঈ (র) বলেনঃ الناس في الفقه عيال علي ابي حنيفة "ইলমে ফিকহে প্রতিটি মানুষ ইমাম আবু হানিফা (র)'র পরিবারভুক্ত।"[৫৩]

আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (র) বলেন- "ইমাম আবু হানিফা হলেন জ্ঞানের খাটি নির্যাস।"[৫৪]

ইমাম শাফেঈ (র) আরো বলেন-"কোন ব্যক্তি যদি ইলমে ফিকহে পূর্ণতা অর্জন করতে চায়, সে যেন আবু হানিফা (র)'র পরিবার ভুক্ত হয়ে যায়। ইমাম আবু হানিফা (র) এমন লোকদের অন্তর্ভুক্ত যাদের জন্য ইলমে ফিকহ সহজ করে দেওয়া হয়েছে।"[৫৫]

ইমাম আ'মাশ (র) বলেন-নিঃসন্দেহে ইমাম আবু হানিফা (র) একজন মহান ফকীহ।"[৫৬]

মক্কী ইবনে ইব্রাহীম (র) বলেন-ইমাম আবু হানিফা (র) ছিলেন এক বিস্ময়কর প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব। তাঁর জ্ঞান থেকে সে ব্যক্তি বিমূখ হতে পারে, যে তাঁকে বুঝতে পারেনি।[৫৭]

---

৫০. প্রাগুক্ত
৫১. ইবনে হাজর মক্কী (র) (৯৭৩হি.), আল খায়রাতুল হিসান, উর্দু, পৃ. ৭৯, আরবী, পৃ.৮২
৫২. উকুদুল জিনান, পৃ.১৯৬
৫৩. তাযকিরতুল হুফফায পৃ.১৬০, সূত্রঃ ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন বাইফা, পৃ. ১৩৫
৫৪. ইবনে হাজার মক্কী (র) (৯৭৩হি.) আল খায়রাতুল হিসান, উর্দু পৃ. ৭১, আরবী, পৃ.৭৪
৫৫. প্রাগুক্ত পৃ.৭১, আরবী, পৃ. ৭৪
৫৬. আবু যুহরা মিসরী, আবু হানিফা হায়াতুহু ফিকহুহু, সূত্র: ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, বাইফা, পৃ. ১৩৮
৫৭. প্রাগুক্ত

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনে জুরাইজ (র) বলেন-"জ্ঞানে তিনি সুউচ্চ মকাম দখল করে নিয়েছেন। তিনি উচ্চস্বরে বলতেন-আবু হানিফা একজন মহান ফকীহ, একজন মহান ফকীহ।"[৫৮]

বিখ্যাত মুহাদ্দিস কায়েস ইবনে রাবী (র) বলেন- كان ابو حنيفة اعلم الناس بما لم يكن "যে সকল মাসয়ালা সংঘটিতব্য সেগুলো সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা (র) সর্বাদিক জ্ঞান রাখতেন।"[৫৯]

"সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (র) বলেন-আবু হানিফা সমসাময়িক কালের সবচেয়ে বড় আলেম ছিলেন। আমার চোখে তাঁর দৃষ্টান্ত দেখেনি।"[৬০]

ইস্রাঈল ইবনে ইউনুচ (র) বলেন-"বর্তমান যুগে লোক যেসব বস্তুর প্রতি মুখাপেক্ষী হয়, ইমাম আবু হানিফা (র) ঐগুলোকে সবচেয়ে বেশী জানতেন।"[৬১]

ইবনে মসউদ (রা)'র পৌত্র হযরত কাসেম (র) বলেন, "ইমাম আবু হানিফা (র)'র মজলিসের চেয়ে বেশী ফয়েজ পৌঁছানো কোন মজলিস নেই।"[৬২]

মিসআর ইবনে কুদাম (র) বলেন-"আমার কাছে মাত্র দু' ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষা হয়। আবু হানিফার উপর তাঁর ফিকহের কারণে আর হাসান ইবনে সালেহর উপর তাঁর তাকওয়া পরহেযগারীর উপর।"[৬৩]

দাউদ তাঈ (র) বলেন-"যে ব্যক্তির ইলম ইমাম আবু হানিফা (র)'র ইলম জাতীয় হবেনা, ঐ ইলম সাহেবে ইলমের জন্য আপদ হবে।"[৬৪]

ফুযাইল ইবনে আইয়্যায (র) বলেন-"আবু হানিফা (র) একজন ফকীহ ছিলেন এবং ফিকহ বিষয়ে অধিক প্রসিদ্ধ লাভ করেছেন। তাঁর রাত ইবাদতের মাধ্যমে অতিক্রম হতো, কথা কম বলতেন। তবে যখন হালাল-হারামের মাসয়ালা আসতো তখন হক ও সঠিক মাসয়ালাই বলতেন। বিশুদ্ধ হাদিস হলে অনুসরণ করতেন চাই তা সাহাবীর হোক কিংবা তাবেঈর হোক। নতুবা কিয়াস করতেন এবং খুবই উত্তম কিয়াস করতেন।"[৬৫]

আব্দুর রাজ্জাক ইবনে হুম্মাম (র) বলেন- "আবু হানিফা (র) থেকে বেশী ইলম ওয়ালা ব্যক্তি কখনো দেখিনি।"[৬৬]

আলী ইবনে হাশেম বলেন-"আবু হানিফা (র) ইলমের 'খযিনা' ছিলেন। যে মাসয়ালা বড়দের কাছেও কঠিন ও মশকিল হতো তাঁর জন্য খুবই সহজ ছিল।"[৬৭]

---

৫৮. প্রাগুক্ত
৫৯. ইমাম মুয়াফিফক মক্কী (র) (৫৬৮হি.) মানাকিবুল ইমাম আবু হানিফা (র) সূত্রঃ প্রাগুক্ত
৬০. মাওলানা হানিফ রেজভী, জামেউল আহাদীস, মুকদ্দামা পৃ.২৫৯
৬১. প্রাগুক্ত
৬২. প্রাগুক্ত
৬৩. প্রাগুক্ত, পৃ.২৬০
৬৪. প্রাগুক্ত
৬৫. প্রাগুক্ত, পৃ.২৬১
৬৬. প্রাগুক্ত

ইয়াহিয়া ইবনে সাঈদ কাত্তান (র) বলেন- "আবু হানিফা (র)'র সিদ্ধান্তের চেয়ে আমি আর কারো সিদ্ধান্ত উত্তম পাইনি। এ জন্য আমি ফাতওয়ায় তাঁর মতই গ্রহণ করি।[৬৮]

ইমাম শাফেঈ (র) বলেন- আমি কাউকে আবু হানিফার (র) থেকে বড় ফকীহ মনে করিনা এবং আমি এমন কোন ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত করিনি যিনি তাঁর চেয়ে বড় ফকীহ। যে ব্যক্তি তাঁর কিতাব গুলোর অধ্যয়ন করবে না সে ফকীহ হবেনা এবং জ্ঞানের পরিপূর্ণতা অর্জন করতে পারবে না।"[৬৯]

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বলেন- "কেউ ইলমে মাগাযী অর্জন করতে চাইলে মদীনা যাবে, মানাসিক বা হজ্জের জ্ঞানার্জনের জন্য মক্কা যাবে আর ইলমে ফিকহ অর্জনের জন্য কূফায় যাবে এবং ইমাম আবু হানিফার (র)'র শিষ্যদের সাহচর্যে বসবে।"[৭০]

আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (র) একদা হাদিস লিখছিলেন এবং বললেন- **حدثني النعمان بن ثابت** "আমাকে নু'মান ইবনে সাবিত হাদিস বর্ণনা করেছেন।" উপস্থিত একজন বলল-কোন নু'মান? তিনি বললেন আবু হানিফা যিনি জ্ঞানের মগজ। তখন কেউ কেউ হাদিস লিখা থেকে বিরত রইল। তিনি কিছুক্ষণ নিরব থেকে বললেন-হে লোকেরা! তোমরা আইম্মাগণের সাথে কতটুকু বিয়াদবী এবং তাঁদের সম্পর্কে কতটুকু অজ্ঞ আছ, তোমাদের নিকট ইলম ও ওলামাদের সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান নেই। কোন ব্যক্তি ইমাম আবু হানিফা থেকে অধিক অনুসরণ যোগ্য নয়। তিনি ইমাম, মুত্তাকী, পরহেযগার, আলিম ও ফকীহ ছিলেন। তিনি ইলমকে এমনভাবে খোলাসা করতেন কেউ স্বীয় মেধা দিয়ে এভাবে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে পারেন নি। তারপর তিনি শপথ করলেন যে, একমাস যাবৎ তাদেরকে আর হাদিস বর্ণনা করবেন না।[৭১]

কোন এক ব্যক্তি সুফিয়ান সাওরী (র) কে বলল-আমি ইমাম আবু হানিফার (র)'র কাছ থেকে আসতেছি। তিনি বলেন খোদার কসম। তুমি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ফকীহর কাছ থেকে আসতেছ। তারপর বললেন-যে ইমাম আবু হানিফার বিরোধীতা করবে তার উচিত যে, সে আগে যেন ইমাম সাহেব থেকে উঁচু মর্যাদা অর্জন করে নেয়। আর এরূপ হওয়া অসম্ভব। যখন সুফিয়ান সাওরী ও ইমাম আবু হানিফা হজ্জে গেলেন তখন ইমাম আবু হানিফাকে সামনে রাখতেন আর সুফিয়ান সাওরী তাঁর পিছনে পিছনে চলতেন। কেউ যদি তাঁদের থেকে কোন মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করতো তখন ইমাম সাহেবই উত্তর দিতেন। সুফিয়ান সাওরীর মাথার দিকে ইমাম সাহেবের 'কিতাবুর রিহন' রাখতেন। কেউ

---

৬৭. প্রাগুক্ত
৬৮. ইবনে হাজার মক্কী (র) (৯৭৩হি.), আল খায়রাতুল হিসান, উর্দু পৃ. ৭৫
৬৯. ইবনে হাজার মক্কী (র) (৯৭৩হি.), আল খায়রাতুল হিসান, উর্দু, পৃ. ৭১, আরবী পৃ. ৭৪
৭০. প্রাগুক্ত
৭১. প্রাগুক্ত,পৃ.৭১, আরবী পৃ. ৭৫

জিজ্ঞাসা করল আপনি কি ইমাম আ'যমের কিতাব দেখেন? তিনি বললেন, এটি আমার অন্তরে বিদ্যমান। যদি তাঁর সব কিতাব আমার কাছে থাকতো এবং আমি অধ্যয়ন করতে পারতাম, তবে জ্ঞানের ব্যাখ্যায় কোন কথা বাদ পড়তোনা। কিন্তু তোমরা ইনসাফ কর না। ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন-সুফিয়ান সাওরী আমার চেয়ে বেশী ইমাম আ'যমের অনুসরণ করেন।[৭২]

একদা সুফিয়ান সওরীর কাছে কেউ প্রশ্ন করল, আপনার কাছে কি ইমাম মালিকের সিদ্ধান্তের উপর ইমাম আবু হানিফার সিদ্ধান্ত অধিক পছন্দনীয়? উত্তরে তিনি বললেন- মুয়াত্তা ইমাম মালিক থেকে লিখে নাও, তিনি রাবীদের ব্যাপারে যাচাই বাচাই করেন আর ফিকহ ইমাম আবু হানিফা এবং তাঁর শাগরিদদের অধিকার। যেন তাদেরকে এ কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।[৭৩]

খতীব বাগদাদী কোন কোন মুত্তাকী ইমাম থেকে বর্ণনা করেন যে, "সকল মুসলমানের উপর ওয়াজিব হলো ইমাম আবু হানিফার জন্য নামাযে দোয়া করা। কেননা, তিনি হাদিস ও ফিকহকে সংরক্ষন করেছেন। অনেকেই হিংসা ও অজ্ঞতার কারণে তাঁর ব্যাপারে সমালোচনা করেছে। কিন্তু তিনি আমার নিকট খুবই উত্তম। যে ব্যক্তি গোমরাহী ও অজ্ঞতার লজ্জা থেকে বেরিয়ে আসতে চায় এবং ফিকহের স্বাদ পেতে চায়, সে যেন ইমাম আবু হানিফা (র)'র কিতাব অধ্যয়ন করে।"[৭৪]

নদ্বর ইবনে সুমাইল বলেন- "লোক ফিকহ সম্পর্কে অনবহিত এবং ঘুমন্ত ছিল। ইমাম আবু হানিফাই ফিকহ'র বর্ণনা স্পষ্ট এবং খোলাসা করে তাদেরকে জাগ্রত করেছেন।"[৭৫]

মিস'আর ইবনে কুদাম (র) বলেন- "যে ব্যক্তি ইমাম আবু হানিফা (র)কে নিজের এবং আল্লাহর মাঝে মধ্যস্থতা বানায়, তবে আমি আশা রাখি যে, তার কোন ভয় থাকবে না এবং সে সতর্কতায় ঘাটতি করেনি। কেউ তাকে বলল, আপনি অন্য কারো মত ত্যাগ করে সর্বদা ইমাম আবু হানিফার মত গ্রহণ করেন কেন? উত্তরে তিনি বলেন-তাঁর মত বিশুদ্ধ হওয়ার কারণে। তাঁর মতের চেয়ে উত্তম মত আন, আমি তাঁর মত থেকে ফিরে আসবো।"[৭৬]

ঈসা ইবনে ইউনুছ বলেন-"কোন ব্যক্তি যদি ইমাম আবু হানিফার শানে বেয়াদবী করে, তোমরা অবশ্যই তার কথা বিশ্বাস করবেনা। খোদার কসম! আমি কাউকে তাঁর থেকে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ ফকীহ দেখিনি।"[৭৭]

ইমাম আ'মশ (র) কে একটি প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন- "এর উত্তম জবাব দিতে পারবে ইমাম আবু হানিফা। আমার বিশ্বাস যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর ইলমে বরকত দিয়েছেন।"[৭৮]

---

৭২ . প্রাগুক্ত পৃ.৭২, আরবী, পৃ. ৭৬
৭৩. প্রাগুক্ত পৃ. ৭৪, আরবী, পৃ. ৭৭
৭৪. প্রাগুক্ত, পৃ.৭৪
৭৫. প্রাগুক্ত পৃ. ৭৫, আরবী, পৃ.৭৮
৭৬. প্রাগুক্ত
৭৭. প্রাগুক্ত

ওয়াকী ইবনুল জাররাহ (র) বলেন-"আমি ইমাম সাহেব থেকে কোন বড় ফকীহ এবং উত্তম ভাবে নামায আদায়কারী দেখিনি।"[৭৯]

হাফিয ইয়াহিয়া ইবনে মুঈন (র) বলেন-"চারজন ব্যক্তি হলেন ফকীহ। ১.ইমাম আবু হানিফা, ২.সুফিয়ান, ৩.মালিক ও ৪.আওযাঈ। আমার মতে হামযার কিরাতই প্রকৃত কিরাত আর ইমাম আবু হানিফার ফিকহ-ই হলো প্রকৃত ফিকহ। লোকেরাও তা মনে করে। কেউ তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, সুফিয়ান সওরী কি ইমাম আবু হানিফা থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন? উত্তরে তিনি বলেন-হ্যাঁ, তিনি 'সিকাহ' ছিলেন এবং ফিকহ ও হাদিসে বিশ্বস্ত ছিলেন, আল্লাহর দ্বীনের আমানতদার ছিলেন।"[৮০]

হাফিয আব্দুল আযিয ইবনে আবি রাওয়াদ বলেন, যে ব্যক্তি ইমাম আবু হানিফাকে ভালবাসে সে সুন্নী এবং সে তাঁর শত্রুতা পোষণ করে সে বদমাযহাবী।[৮১]

ইমাম ইব্রাহীম ইবনে মুয়াবিয়া দ্বারীর বলেন-"ইমাম আবু হানিফার ভালবাসা পোষণ করা দ্বীনের পূর্ণতা ও সুন্নত। তিনি ন্যায়পরায়নের প্রশংসা করতেন এবং ন্যায় ও যুক্তিসংগত কথা বলতেন। তিনি লোকের জন্য ইলমের রাস্তা উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং এর মুশকিলাতকে সহজ করে দিয়েছেন।"[৮২]

আসাদ ইবনে হাকীম বলেন- "কেবল জাহিল-অজ্ঞ লোকেরাই আবু হানিফার বিরুদ্ধে কথা বলতে পারে।"[৮৩]

আবু সোলায়মান বলেন-"ইমাম আবু হানিফা এক বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাঁর কথায় ঐ ব্যক্তিই কটুক্তি করতে পারে, যে তাঁর কথা বুঝার যোগ্যতা রাখেনা।"[৮৪]

ইমাম শাফেঈ (র) বলেন-"একদা ইমাম মালিক (র) কে কেউ প্রশ্ন করল যে, আপনি ইমাম আবু হানিফাকে দেখেছেন? উত্তরে তিনি বলেন, হ্যাঁ। আমি তাঁকে এমন ব্যক্তি হিসেবে পেয়েছি যে, যদি তিনি এই খুঁটিকে স্বর্ণ সাব্যস্ত করতে চান, তবে স্বীয় ইলম দ্বারা এরূপ করতে পারেন।"[৮৫]

ইমাম শাফেঈ (র) বলেন اني لا تبرك بابي حنيفة واجئ الي قبره فاذا عرضت لي حاجة صليت ركعتين وسئلت الله تعالي عند قبره فتقضي سريعا وذكر بعض من كتب

---

৭৮. প্রাগুক্ত পৃ.৭৬, আরবী, পৃ.৭৯
৭৯. প্রাগুক্ত, উর্দু, পৃ.৭৭, আরবী, পৃ. ৮০
৮০. প্রাগুক্ত, উর্দু, পৃ. ৭৭, আরবী, পৃ. ৮১
৮১. প্রাগুক্ত, উর্দু, পৃ. ৭১, আরবী, পৃ. ৮১
৮২. প্রাগুক্ত পৃ. ৭৯, আরবী, পৃ. ৮২
৮৩. প্রাগুক্ত
৮৪. প্রাগুক্ত
৮৫. খতীব বাগদাদী (র) (৪৬৩হি.), তারীখে বাগদাদ, খণ্ড. ১, পৃ. ৩৩৮

علي المناهج ان الشافعي صلي الصبح عند قبره فلم يقنت فقيل له لم قال تأ د با مع صاحب هذا القبر "আমি ইমাম আবু হানিফা (র) থেকে বরকত হাসিল করি এবং তাঁর কবরে যেতাম। যখন আমার কোন প্রয়োজন বা সমস্যা হতো আমি দু'রাকাআত নামায পড়তাম এবং তাঁর কবরের নিকট আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতাম। ফলে দ্রুত সমস্য সমাধান হয়ে যেত। কেউ কেউ বলেছেন-ইমাম শাফেঈ (র) ইমাম আ'যমের কবরের পাশে ফজরের নামায আদায় করেন এবং দোয়া কুনুত পড়েননি। কেউ এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন-এই কবরওয়ালার সম্মানার্থে।"[৮৬]

ইমাম আ'যম (র) ইলমে ফিকহের প্রবর্তক

ইসলামে যে চারটি মাযহাব প্রচলিত আছে এর মধ্যে হানাফী মাযহাব বা ফিকহে হানাফীই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। ইমাম আ'যম আবু হানিফা নু'মান ইবনে সাবিত (র) হলেন এ মাযহাবের প্রবর্তক। তাঁর নামানুসারে এ মাযহাবের নামকরণ করা হয় 'হানাফী মাযহাব' বা 'ফিকহে হানাফী'। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুসলমানদের নিকট এ মাযহাবই সর্বাধিক সমাদৃত। মোল্লা আলী ক্বারী (র) বলেন- احنفية ثلثي المؤمنين "বর্তমান দুনিয়ার এক তৃতীয়াংশ মু'মিন হানাফী মাযহাবের অনুসারী।"[৮৭]

ফিকহে হানাফী সারা বিশ্বে এত সমাদৃত লাভ করার কারণ বর্ণনা করে শাফেঈ মাযহাবের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস বুখারী শরীফের ভাষ্যকার আল্লামা কিরমানী (র) বলেন,

فلولم يكن لله سر خفي فيه لما جمع له شطر الاسلام وما ينقاد به علي تقليده حتي عبد الله بفقهه وعمل برائه الي يومنا وفيه اول دليل علي صحته

"ফিকহে হানাফীতে যদি মহান আল্লাহর গোপন রহস্য নিহিত না থাকত, তাহলে ইসলামের অর্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের এত বিপুল সমাবেশ তাতে ঘটত না এবং এত বিপুল সংখ্যক লোক তাঁর অনুসরণ করত না। এমনকি আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (র)তাঁর ফিকহ গ্রহণ করতেন না এবং আজ পর্যন্ত মানুষ তাঁর ফিকহ ও সিদ্ধান্তের উপর আমল করে আসছে। এটাই তাঁর মাযহাবের বিশুদ্ধতার প্রধান প্রমাণ।"[৮৮]

উপরোক্ত অভিমত হিজরী দশম শতাব্দীর। এরপর আরো কয়েকশত শতাব্দী অতীত হয়েছে এবং মুসলমানদের সংখ্যাও বেড়েছে। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, বর্তমান বিশ্বে মুসলামনদের প্রায় অর্ধেকই হানাফী মাযহাবের অনুসারী ও অনুরাগী।[৮৯]

---

৮৬. আল্লামা শামী (র) (১৩০৬হি.), রদ্দুল মোহতার, খণ্ড. ১, পৃ. ১৩৪
৮৭. মোল্লা আলী ক্বারী (র) (১০১৪হি.), মিরকাত, খণ্ড. ২, পৃ.২৪
৮৮. আল মুগনা, পৃ.৮০, সূত্র: ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন বাইফা, পৃ. ১৯৯
৮৯. ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, বাইফা পৃ. ১৯৯

এ প্রসিদ্ধ ও বিশাল মাযহাবের প্রবর্তক যে, ইমাম আবু হানিফা (র) এ প্রসঙ্গে আল্লামা মুয়াফিফক (র) বলেন: **وابو حنيفة رحمه الله اول من دون علم هذه الشريعة لم يسبقه احد ممن قبله** "ইমাম আবু হানিফাই সর্ব প্রথম এই শরিয়তের ইলম তথা ইলমে ফিকহ সংকলন করেন। এ বিষয়ে পূর্ববর্তী ফকীহদের কেউ তাঁকে পেছনে ফেলতে সক্ষম হয়নি।"[৯০]

আল্লামা সুয়ূতী শাফেঈ (র) (৯১১হি.) বলেন- **انه اول من دون علم الشريعة ورتبها ابوابا ثم تبعه مالك بن انس ولم يسبق ابا حنيفة احد** "ইমাম আবু হানিফাই সর্বপ্রথম এই শরীয়ত তথা ইলমে ফিকহ সংকলন করেন এবং তা অধ্যায় হিসাবে বিন্যস্ত করেন। তারপর এ পথে তাঁর অনুসরণ করেন ইমাম মালিক ইবনে আনাস (র)। ইমাম আবু হানিফা (র)কে কেউ এ বিষয়ে পেছনে ফেলতে পারেনি।"[৯১]

আল্লামা ইবনে হাজার মক্কী শাফেঈ (র) বলেন- **انه اول من دون علم الفقه ورتبه ابوابا وكتب علي نحو ما هوعليه اليوم** "ইমাম আবু হানিফাই সর্বপ্রথম ইলমে ফিকহ সংকলন করেন এবং একে অধ্যায় হিসাবে বিন্যস্ত করেন। আর বর্তমানে ফিক্হ যেভাবে আছে সেভাবে তিনিই তা লেখার ব্যবস্থা করেন।[৯২]

ইমাম আবু হানিফা (র) মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সমূহ সমস্যার সমাধান কল্পে দীর্ঘ ২২ বছরকাল পর্যন্ত সাধনা করেন এবং তাঁর সুযোগ্য ও বিশিষ্ট ছাত্রদের নিয়ে চল্লিশ সদস্যের একটি ফিকহী বোর্ড গঠন করে কুরআন, হাদিস, ইজমায়ে সাহাবা, ফাতাওয়ায়ে সাহাবা এবং কিয়াসের মাধ্যমে ব্যাপক গবেষণা করে বিষয় ভিত্তিকভাবে ফিকহের এক বিশাল ভাণ্ডার গড়ে তুলেন যা 'ইলমে ফিকহ' নামে পরিচিতি ও সুবিদিত। সুদীর্ঘ ২২ বছর দিবারাত্রির পরিশ্রম ও সাধনা-গবেষণার পর ইমাম আবু হানিফা (র)'র এ ফিকহ সম্পাদনা পরিষদের মাধ্যমে 'মাজমুয়ায়ে ফিকহ' তৈরি হয়ে আলিমদের হাতে পৌঁছে। এ মজমুয়ায় তিরাশি হাজার মাসয়ালা অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর মধ্যে আটত্রিশ হাজার ইবাদত সম্পর্কীয়, এবং পঁয়তাল্লিশ হাজার পরস্পর লেনদেন, চুক্তি ও শান্তি সম্পর্কিত ছিল। তিনি একাজ আরম্ভ করেছিলেন ১২১ হিজরীতে এবং ১৪৪ হিজরীর পূর্বেই তা সমাপ্ত হয়। কিন্তু এরপরও এতে মাসয়ালা সংযোজন হতে থাকে। অবশেষে ফিকহে হানাফীর মাসয়ালা সংখ্যা পাঁচ লক্ষে গিয়ে পৌঁছাল। আল্লামা খাওয়ারেযমী (র) জামেউল মাসাইল গ্রন্থে

---

৯০. ইমাম মুয়াফিফক (র) (৫৬৮হি.), মানকিবুল ইমাম আবু হানিফা, খণ্ড.২, পৃ. ১৩৬

৯১. আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র) (৯১১হি.), তাবঈদুস সহীফা,পৃ. ৩৬

৯২. ইবনে হাজার মক্কী (র) (৯৭৩হি.), আল খায়রাতুল হিসান, আরবী, পৃ.৭৩

وقد قيل بلغت مسائل ابي حنيفة خمسمأة الف مسألة كتبه وكتب اصحابه تدل -বলেন
علي ذالك "বলা হয় যে, ইমাম আবু হানিফা (র)'র লিপিবদ্ধ মাসাইলের সংখ্যা পাঁচ লক্ষে পৌঁছেছে। তাঁর ও তাঁর ছাত্রদের গ্রন্থরাজিই এর প্রমাণ বহন করে।"[৯৩]

ইমাম আ'যম (র) 'ইলমে ফিকহ' সংকলন ও লিপিবদ্ধ করে সারা বিশ্বময় সুখ্যাতি ও গ্রহণযোগ্যতা পেলেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে 'ফিকহ'গণ মানুষের সার্বিক চাহিদা পূরণ করে মানুষের ঈমান-আকীদা, আমল-আখলাক, কাজ-কারবার, ব্যবসা-বাণিজ্য, আইন-আদালত, তথা জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে অনন্য খিদমত আঞ্জাম দিয়ে আসছে।

রদ্দুল মোহতার গ্রন্থে বলা হয়েছে- والحاصل ان ابا حنيفية النعمان من اعظم معجزات المصطفي بعد القران وحسبك من مناقبه اشتهار مذهبه ما قال قولا الا اخذ به امام الائمة الاعلام وقد جعل الحكم لاصحابه واتباعه من زمنه الي هذه الايام الي ان يحكم بمذ هبه عيسي عليه السلام وهذا يدل علي امرعظيم – "মোদ্দাকথা হলো নিশ্চয় আবু হানিফা নু'মান পবিত্র কুরআনের পর রাসূল ﷺ সবচেয়ে বড় মু'জিযা। তাঁর ফযীলতের জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, তাঁর মাযহাব এতই প্রসিদ্ধ যে, অনেক বড় বড় ইমামগণও তাঁর মাযহাব গ্রহণ করেছেন এবং তৎকাল থেকে আজ পর্যন্ত তাঁর শিষ্য ও অনুসারীরাই ফায়সালা ও বিচার কার্য আঞ্জাম দিয়ে আসছেন। এমনকি হযরত ঈসা (আ.) পৃথিবীতে আগমন করে ইমাম আ'যমের মাযহাব মোতাবেক ফায়সালা করবেন। এটি এই মাযহাবের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য বড় দলীল।[৯৪]

উক্ত গ্রন্থে আরো বলা হয়েছে যে, নিশ্চয় ইমাম আবু হানিফা (র)'র মাযহাব অনেক আউলিয়া কিরাম অনুসরণ করেছেন। যেমন-ইব্রাহীম ইবনে আদহাম, শকীক বলখী, মারূফ কারখী, বায়েজীদ বোস্তামী, ফুযাইল ইবনে আয়ায, দাউদ তাঈ, আবু হামেদ লাফফাক, খালাফ ইবনে আইয়ুব, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক, ওয়াকী ইবনুল জাররাহ, আবু বকর ওয়াররাক প্রমুখ পদের সংখ্যা অগণিত। তাঁরা যদি এই মাযহাবে কোন সন্দেহভাজন কিছু পেতেন কখনই তারা এর অনুসরণ, অনুকরণ ও সমর্থন করতেন না।[৯৫]

---

৯৩. আল্লামা খাওয়ারেযমী (র) জামেউল মাসাইল, পৃ. ৩৫

৯৪. আল্লামা শামী (র) (১৩০৬হি.), রদ্দুল মোহতার, খণ্ড. ১, পৃ. ১৩৬

৯৫. প্রাগুক্ত

ইমাম আবু হানিফা (র)'র ইবাদত ও রিয়াযত

আল্লামা যাহাবী (র) বলেন, তাঁর রাতের তাহাজ্জুদের নামাযের জন্য দাঁড়ানো এবং ইবাদত করা মুতাওয়াতির বর্ণনা দ্বারা সাব্যস্ত আছে। বরং ত্রিশ বছর যাবৎ সারা রাত ইবাদত করতেন এবং এক এক রাকাতে এক খতম কুরআন তিলাওয়াত করেছেন এবং যে স্থানে তিনি ইন্তেকাল করেছেন সে স্থানে সত্তর হাজার বার কুরআন শরীফ খতম করেছেন।[৯৬]

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন-তিনি প্রতি রাতে ও দিনে এক খতম করে কুরআন তিলাওয়াত করতেন এবং রমযান মাসে ঈদের দিন পর্যন্ত মোট বাষট্টি খতম কুরআন তিলাওয়াত করতেন। তিনি দানবীর ছিলেন, শিক্ষাদানে বড় ধৈর্যশীল ছিলেন।তাঁকে যা কিছু বলা হতো তিনি ধৈর্য্যধারণ করতেন, রাগ হতেন না কখনো। আমি তাঁকে বিশ বছর যাবত দেখেছি যে, তিনি রাতের প্রথমাংশে উযূ করতেন ঐ উযূ দিয়ে ফজরের নামায আদায় করেছেন। আর যারা আমার পূর্বে তাঁর খেদমতে ছিলেন তারা বলেন চল্লিশ বছর থেকে তাঁর অবস্থা এরূপ।[৯৭]

মিসআর (র) বলেন-"আমি তাঁকে দেখলাম যে, ফজরের নামায পড়ে ছাত্রদেরকে শিক্ষাদানের জন্য বসতেন তারপর যোহরের নামায পড়ে পুনরায় আসর পর্যন্ত বসতেন। তারপর আসরের পর মাগরীব পর্যন্ত, মাগরীবের পর এশা পর্যন্ত শিক্ষাদান করতেন।

আমি মনে মনে বললাম-তিনি সারাদিন বিদ্যা শিক্ষায় অতিক্রম করেন কিন্তু ইবাদত কখন করেন? আমি তা অবশ্যই দেখবো। যখন লোকেরা ঘুমিয়ে পড়ল তখন তিনি দুলহার ন্যায় পাক-পবিত্র হয়ে মসজিদে গমণ করেন এবং ইবাদতে ফজর পর্যন্ত মশগুল ছিলেন। তারপর বের হয়ে পোশাক পরিবর্তন করে ফজরের নামায পড়ে যথানিয়মে পাঠদানে ব্যস্ত হয়ে গেলেন এবং এশা পর্যন্ত তা চলতে থাকল। তখন মনে মনে বললাম আজ রাতও আমি তাঁকে পর্যবেক্ষণ করবো। দেখলাম সে রাতেও তিনি যথানিয়মে ইবাদতে মশগুল ছিলেন। তখন আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করলাম যে, আমৃত্যু আমি তাঁর সাহচর্য পরিত্যাগ করবো না।"[৯৮]

রদ্দুল মোহতার গ্রন্থে আছে- وقد صلي الفجر بوضئو العشاء اربعين سنة و حج خمسا و خمسين حجة وراي ربه في المنام مائة مرة ولها قصة مشهورة وفي حجة الاخير استئاذن حجبة الكعبة بالدخول ليلا فقام بين العمودين علي رجلة اليمني ووضع اليسري علي ظهرها حتي ختم نصف القران ثم ركع وسجد ثم قام على رجليه اليسرى ووضع اليمنى على ظهرها حتى ختم القران فلما سلم بكي وناجي ربه وقال الهي ما

---

৯৬. ইবনে হাজার মক্কী (র), (৯৭৩হি.), আল খায়রাতুল হিসান, উর্দু, পৃ.৮১, আরবী, পৃ. ৮৪
৯৭ . প্রাগুক্ত, উর্দু, পৃ. ৮২, আরবী, পৃ. ৮৫
৯৮. প্রাগুক্ত, উর্দু, পৃ. ৮২, আরবী, পৃ. ৮৫

عبدك هذا العبد الضعيف حق عبادتك لكن عرفتك حق معرفتك فهب نقصان خدمته لكمال معرفته فهتف هاتف من جانب البيت يا ابا حنيفة قد عرفتنا حق المعرفة وخدمتنا فاحسنت الخدمة قد غفرنا لك ولمن اتبعك ممن كان علي مذهبك الي يوم القيامة- "ইমাম আবু হানিফা চল্লিশ বছর এশার উযূ দিয়ে ফজরের নামায পড়েছেন এবং ৫৫ বার হজ্জ পালন করেছেন আর স্বপ্নে আল্লাহকে একশতবার দেখেছেন যা খুবই প্রসিদ্ধ। তিনি সর্বশেষ হজ্জের সময় বায়তুল্লায় প্রবেশের অনুমতি নিয়ে রাতের বেলায় প্রবেশ করে দু' স্তম্ভের মধ্যখানে ডান পায়ে দাঁড়িয়ে বাম পা ডান পায়ের উপর রেখে অর্ধ খতম তথা পনের পারা কুরআন তিলাওয়াত করেন। তারপর রুকু-সিজদা করে উঠে বাম পায়ের উপর দাঁড়িয়ে ডান পা বাম পায়ের উপরে রেখে পূরো কুরআন সমাপ্ত করেন। নামায শেষে অঝোর নয়নে কান্নাকাটি করে বলেন-হে আল্লাহ! আমি তোমার দুর্বল বান্দা, তোমার যথাযথ হক আদায়ে অক্ষম, তবে তোমাকে চেনার মতো চিনেছি। সুতরাং আমার যাবতীয় অক্ষমতা ও খেদমতের ত্রুটি ক্ষমা করে দাও। তখন বায়তুল্লাহর দিক থেকে গায়েবী আওয়াজ আসল যে, হে আবু হানিফা! তুমি আমাকে-চেনার মত চিনেছ এবং উত্তম খেদমত আঞ্জাম দিয়েছ। সুতরাং আমি তোমাকে এবং তোমার অনুসারীদেরকে এমনকি কিয়ামত পর্যন্ত যারা তোমার মাযহাবের অনুসরণ করবে আমি সকলকে ক্ষমা করে দিলাম।"[৯৯]

তাকওয়া ও পরহেযগারী

মক্কী ইবনে ইব্রাহীম (র) বলেন, "আমি কূফাবাসীদের মজলিসে বসেছি, তাদের মধ্যে ইমাম আ'যমের চেয়ে অধিক পরহেযগার কাউকে দেখিনি।"[১০০]

হাসান সালেহ (র) বলেন, ইমাম সাহেব একজন বড় পরহেযগার ব্যক্তি ছিলেন, হারাম বস্তু থেকে বেঁচে থাকতেন। এমনকি কেবল সন্দেহের কারণে তিনি অনেক হালাল বস্তুও পরিত্যাগ করতেন। আমি কোন ফকীহকে তাঁর চেয়ে বেশী স্বীয় প্রাণ ও ইলম রক্ষা করতে দেখিনি এবং মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এই পরহেযগারী ও অত্যন্ত সতর্কতার সহিত জীবন যাপন করেছেন।[১০১]

হাসান ইবনে যিয়াদ (র) বলেন, খোদার শপথ! ইমাম সাহেব কোনদিন কোন খলীফার উপঢৌকন গ্রহণ করেননি। তিনি একদা তাঁর ব্যবসায়িক শরীকদারের নিকট ব্যবসার কিছু কাপড় পাঠিয়েছিলেন। এতে একটি কাপড়ে ত্রুটি ছিল। তিনি শরীকদারকে

---

৯৯. আল্লামা শামী (র) (১৩০৬হি.), রদ্দুল মোহতার, খণ্ড. ১, পৃ. ১২৪ ও ইবনে হাজার মক্কী (র) (৯৭৩ হি.), আল খায়রাতুল হিসান, উর্দু, পৃ. ৮৫, আরবী, পৃ. ৮৭

১০০. ইবনে হাজার মক্কী (র), আল খায়রাতুল হিসান, উর্দু, পৃ. ৯৭, আরবী, পৃ. ৯৮

১০১. প্রাগুক্ত

বলেছিলেন, এই কাপড় বিক্রির সময় ত্রুটির কথা বলে বিক্রি করবে। কিন্তু শরীকদার তা বিক্রি করে দিলেন কিন্তু ভুলে ত্রুটির কথা উল্লেখ করেননি এবং ঐ ত্রুটিযুক্ত কাপড় কার কাছে বিক্রি করেছে তাও সঠিকভাবে মনে ছিলনা। যখন ইমাম সাহেব এ ব্যাপারে অবহিত হলেন, তখন তিনি সন্দেহের কারণে ঐ দিনের বিক্রিত সমস্ত মূল্য সাদকা করে দিলেন, যা তৎকালীন ত্রিশ হাজার দিরহাম ছিল এবং ঐ শরীকদার থেকে পৃথক হয়ে গেলেন।[১০২]

ইমাম আবুল কাসেম কুশাইরী শাফেঈ (র) তাঁর বিখ্যাত 'রিসালায়' বলেন, ইমাম সাহেব নিজের কর্জদারের বৃক্ষের ছায়ায় বসা থেকেও বেঁচে থাকতেন এবং বলতেন যে, কর্জ থেকে উপকৃত হওয়াটাও এক প্রকারের সূদ। এ ব্যাপারে ইয়াযিদ ইবনে হারূন (র) বলেন, আমি ইমাম সাহেব থেকে বেশী পরহেযগার কাউকে দেখিনি। আমি একদা তাঁকে এক ব্যক্তির ঘরের দরজার সামনে প্রচণ্ড রোদে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললাম হুজুর! এই ঘরের ছায়ায় তাশরীফ নিলে ভাল হতো। তিনি বললেন, এই ঘরের মালিকের উপর আমার পাওনা কর্জ রয়েছে। আমি চাইনা যে, এর ঘরের ছায়ায় বসে এর থেকে উপকৃত হই। ইয়াযিদ বলেন-এর চেয়ে বড় পরহেযগারী আর কী হতে পারে?[১০৩]

ইমাম আবু হানিফা (র)'র উপর অর্পিত অভিযোগের জবাব

আবু আমর ইউসুফ ইবনে আব্দুল বার (র) বলেন, যে সকল মুহাদ্দিসীনে কিরাম ইমাম আবু হানিফা (র) থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন এবং তাঁর ভূয়শী প্রশংসা করেছেন তাঁদের সংখ্যা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগকারীর সংখ্যার চেয়ে অনেক গুণ বেশী। কেবল আহলে হাদিসরাই তাঁর বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। তাদের অভিযোগ হলো তিনি আহলে রায় তথা যুক্তিবাদী ছিলেন। একথা প্রসিদ্ধ আছে যে, কোন ব্যক্তি সম্পর্কে মানুষের বিভিন্ন মত থাকাটাই তার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ। যেমন হযরত আলী (রা) কে নিয়ে দু'টি দল সৃষ্টি হলো।

অতি মুহাব্বতের কারণে একদল সীমালঙ্ঘন করেছে আরেক দল তাঁর বিরোদ্ধাচারণ করেছে।[১০৪]

আল্লামা তাজউদ্দিন সুবকী (র) বলেন অভিযোগ ও সমালোচনার উপরে প্রশংসার স্থান দিতে হবে। নতুবা আইম্মায়ে কিরামগণের মধ্যে কেউ বাঁচতে পারবে না। কোন ইমাম এরূপ নেই যে, যার বিরুদ্ধে কোন না কোন অভিযোগ নেই। ইবনে আব্দুল বার (র) বলেন এ বিষয়ে অনেক বড় বড় ইমামগণেরও ভুল হয়েছে এবং অনেক মুর্খদল গোমরাহ হয়েছে। তারা জানেনা যে, এরূপ মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করা কতবড় গুনাহ। তারপর বলেন-যাকে অধিকাংশ লোকেরা নিজেদের ধর্মীয় ইমাম মেনে নিয়েছেন

---

১০২. প্রাগুক্ত, উর্দু, পৃ. ৯৮, আরবী, পৃ. ৯৮

১০৩. প্রাগুক্ত- উর্দু, পৃ. ১০০, আরবী, পৃ. ১০০

১০৪. ইবনে হাজার মক্কী (র) (৯৭৩হি.), আল খায়রাতুল হিসান, উর্দু, পৃ. ১৭৮, আরবী, পৃ. ১৫৮

তাঁর বিরুদ্ধে মাত্র কয়েকজনের সমালোচনা গ্রহণযোগ্য নয়।[১০৫] এভাবে ইমাম মালিক (র)'র বিরুদ্ধে ইবনে আবি যি'ব, ইমাম শাফেঈ'র বিরোদ্ধে ইবনে মুঈন, আহমদ ইবনে সালেহ'র বিরুদ্ধে ইমাম নাসাঈ এমনকি ইমাম বুখারী (র)'র বিরুদ্ধেও খালিদ ইবনে আহমদ যুহলী অভিযোগ করেছিলেন। তাছাড়া ইমাম আবু হানিফা (র)'র মেধা, যোগ্যতা, গ্রহণযোগ্যতা, নির্ভরযোগ্যতার প্রশংসা করে যারা তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন তাদের অধিকাংশই হলেন অন্য মাযহাবের ইমাম। যেমন ইবনে আসীর জযরী, হাফিয যাহাবী, ইবনে হাজার আসকানী, আবু হাজ্জাজ আল মযযী, আব্দুল গণী মুক্দ্দসী, ইমাম নববী, ইবনে হাম্মাদ হাম্বলী, ইমাম শাফেঈ, আব্দুল ওহাব শা'রানী, ইবনে হাজার মক্কী ও জালাল উদ্দিন সুয়ুতী (র) প্রমূখ। এদের অনেকেই তাঁর পৃথক জীবনী গ্রন্থও রচনা করেছেন।

আর খতীবে বাগদাদী (র) তারীখে বাগদাদে ইমাম আ'যমের বিরুদ্ধবাদীদের যেসব মত নকল করেছেন তা তিনি একজন ঐতিহাসিক হিসাবে করেছেন। নতুবা তিনি নিজেই এ মতের বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি তাঁর সম্পর্কে অনেক মনীষীদের কৃত প্রশংসা বর্ণনা করার পর বলেন-"আমরা (ঐতিহাসিকগণ) অন্যান্য আইম্মাদের বেলায় যেভাবে প্রশংসা ও অভিযোগ সম্পর্কীয় যাবতীয় মত বর্ণনা করি সেভাবে ইমাম আ'যমের বেলায়ও তা বর্ণনা করেছি। অথচ আমি নিজেও তাঁর মহান মর্যাদার স্বীকৃতি প্রদানকারী। আর যারা এই মতগুলো পাঠ করে অসন্তুষ্ট হবেন আমি আমার কিতাবের নিয়ম-নীতির কারণে তাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থী।" এতদ্বসত্ত্বেও অন্যান্য লিখকগণের মধ্যে কেউ ইমাম আ'যমের বিরুদ্ধবাদীদের মতকে বর্ণনা করেননি বরং সেগুলোর যথাযথ জবাব দিয়ে তাঁকে অভিযোগ মুক্ত করেছেন।

তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীঃ

১. كتاب العلم والمتعلم ইমাম আ'যম (র) এই গ্রন্থখানি আকাইদ ও নসীহতের উপর শিষ্যের প্রশ্ন ও উস্তাদের উত্তর পদ্ধতিতে রচনা করেছেন।[১০৬]

২. **كتاب الفقه الاكبر** আকাইদ বিষয়ে রচিত গ্রন্থখানা আবু মুতী বলখী তাঁর থেকে রেওয়ায়েত করেছেন।[১০৭] ৩. **كتاب الوصايا**[১০৮] ৪. **كتاب الالمقصود** ৫. **كتا ب** ৬. **كتاب الاثار الااوسط** ইমাম আ'যম তাঁর ছাত্রদেরকে যে সব হাদিস 'ইমলা' (লিখতেন) করাতেন তা তাঁর থেকে শিষ্যরা রেওয়ায়েত করেছেন। এর মধ্যে ইমাম

১০৫. ইবনে হাজার মক্কী (র) আল খায়রাতুল হিসান, উর্দু, পৃ.১৮০, আরবী, পৃ. ১৫৮
১০৬. হাজী খলীফা, কাশফুয যুনূন, খণ্ড. ২, পৃ. ১৪৩৭
১০৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮৭
১০৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭০

মুহাম্মদ (র)'র বর্ণিত "কিতাবুল আসার" সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। যেহেতু এর হাদিস সমূহ ইমাম আ'যম (র) 'ইমলা' করায়েছেন তাই এটি তাঁর রচিত কিতাব হিসাবে ধরা হয়। যেমন ইমাম মালিক (র)'র মুয়াত্তা ইয়াহিয়া ইবনে ইয়াহিয়া (র) রেওয়ায়েত করলেও ইমাম মালিক (র)'র রচিত কিতাব বলে গণ্য করা হয়।

ইমাম আ'যমের কিতাবুল আসারের হাদিস সমূহকে নির্বাচিত করে তাঁর ওস্তাদগণের তারতীব অনুযায়ী হাদিস একত্রিত করে মাসানিদে ইমাম আ'যম রচিত হয়েছে। এ সব মুসনাদের সংখ্যা প্রায় ত্রিশখানা। এর মধ্যে একটি হলো মুসনাদে হাফসাকী। মোল্লা আলী ক্বারী (র) এই মুসনাদের শরাহ বা ব্যাখ্যা লিখেছেন। এই মুসনাদ আল্লামা শায়খ মুহাম্মদ আবিদ সিন্দী (র) সংকলন করেছেন। এসব মুসনাদের অনেক উত্তম ও উন্নতমানের শরাহ লিখা হয়েছে। হাজী খলীফা "কাশফুয যুনূন" নামক গ্রন্থে তা বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন।

ওফাত ঃ খলীফা আবু জাফর মনসুর ইমাম আবু হানিফা (র)কে প্রধান বিচারপতির পদ গ্রহণ করতে বললে তিনি অসম্মতি প্রকাশ করেন। কিন্তু খলীফার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করাতে তিনি তাঁর উপর রাগ করে শপথ করলেন যে, এই পদ গ্রহণ না করলে আপনাকে বন্দী করা হবে এবং অপদস্ত করা হবে। এতেও তিনি সম্মতি প্রকাশ না করলে তাঁকে জেল খানায় বন্দী করা হয় এবং প্রতিদিন বাইরে এনে দশটি করে বেত্রাঘাত করা হয়। এভাবে দশদিন যাবৎ লাঞ্ছিত হওয়ার পর আল্লাহর দরবারে দোয়া করেন এবং এরপর পঞ্চম দিন ইন্তেকাল করেন।

কেউ কেউ বলেন-তাঁকে খাবারে বিষ দেয়া হয়েছিল। তিনি তা খেতে অস্বীকার করে বলেন, আমি জানি যে, এখানে কি দেওয়া হয়েছে। আমি এ খাবার খেয়ে আমার হত্যাকারীর হত্যায় সহযোগী হতে চাই না। সুতরাং আমি তা পানাহার করবোনা। কিন্তু জোর জবরদস্তী তা তাঁর মুখে ঢেলে দিলে তিনি সিজদা অবস্থায় ইন্তেকাল করেন।

কেউ কেউ বলেছেন পদ গ্রহণ না করার কারণে খলীফা তাঁকে এমন মর্মান্তিকভাবে শহীদ করেননি বরং এর কারণ হলো ইমাম সাহেবের প্রতি প্রতিহিংসা পোষণকারী কিছু দুশমনে খলীফাকে বলেছে যে, ইমাম সাহেব বসরায় খলীফার বিরুদ্ধ অবলম্বনকারী ইব্রাহীম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে হাসান ইবনে হোসাইন ইবনে আলী (র)কে সহযোগীতা ও সাহায্য করেছেন। এতে খলীফা ভীত ও ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁকে বাগদাদে ডেকে আনেন। বিনা দোষে বা বিনা কারণে হত্যা করার দুঃসাহস ছিল না তার। তাই কাযীর পদ গ্রহণের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কেননা খলীফা জানতেন যে, তিনি কখনো এই পদ গ্রহণ করবেন না।

তিনি ১৯৫০ হিজরী সনে ৭০ বছর বয়সে রজব অথবা শা'বান মাসে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজেউন) মৃত্যুকালে হাম্মাদ নামী তাঁর এক সন্তান ছিল।

তাঁর ইন্তেকালের পর বাগদাদের কাযী হাসান ইবনে আম্মার তাঁকে গোসল দেন এবং আবু রজা আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়াকেদ পানি ঢালেন। গোসল দেওয়া শেষ হতে না হতেই বাগদাদের চতুর্দিক থেকে লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। তাঁর জানাযায় প্রথম জামাতে পঞ্চাশ হাজারের অধিক লোক অংশগ্রহণ করে। এরপর আরো লোকজন আসতে থাকে। ফলে মোট ছয়বার জানাযার নামায পড়তে হয়েছিল। সর্বশেষ জানাযায় তাঁর পুত্র হযরত হাম্মাদ (র) ইমামতি করেন। অবশেষে অধিক লোকের কারণে আসরের পরেও দাফন কাজ সমাপ্ত করতে সক্ষম হয়নি। দাফনের পরেও বিশদিন পর্যন্ত লোকজন তাঁর কবরে জানাযার নামায পড়েছেন। তিনি অসিয়ত করেছিলেন যে, তাঁকে যেন 'খিযরান' নামক কবরস্থানের পূর্বদিকে দাফন করা হয়। কেননা তাঁর মতে সেখানকার ভূমি পাক-পবিত্র এবং গযবমুক্ত ছিল। এই অসিয়ত অনুযায়ী ঐ কবরস্থানের পূর্ব পার্শ্বে তাঁকে দাফন করা হয়।[১০৯]

১০৯. ইবনে হাজার মক্কী (র) (৯৭৩হি.), আল খায়রাতুল হিসান, উর্দু পৃ. ১৬১-১৬৪, আরবী, পৃ. ১৪৫

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١ - بَابُ الْأَعْمَالِ بِالنِّيَّاتِ

١ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ يَحْيَىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ، قَالَ: قَالَ: رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اَلْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيْبُهَا، أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ».

বাব নং ১ : আমলের বিশুদ্ধতা নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল

১: অনুবাদ: ইমাম আবু হানিফা (রা) ইয়াহিয়া থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম তাইমী থেকে, তিনি আলকামা ইবনে ওয়াক্কাস লাইছী থেকে, তিনি হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন– সমস্ত আমল নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল। আর প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তার নিয়্যতের ফল রয়েছে। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির নিয়্যতে হিজরত করেছে তার হিজরত আল্লাহ ও তার রাসূলের দিকে হয়েছে। পক্ষান্তরে যে পার্থিব স্বার্থে হিজরত করেছে কিংবা কোন মহিলার সাথে বিবাহের নিয়্যতে হিজরত করেছে, তার হিজরত সেই উদ্দেশ্যেই হবে। অর্থাৎ পার্থিব স্বার্থ হাছিল হবে তবে কোন সওয়াব পাবে না। (বুখারী, ১/৩/১)

ব্যাখ্যা: উপরোক্ত হাদিসে মানবতার অগ্রদূত মানবজাতির শিক্ষক রাসূল ﷺ উম্মতকে শিক্ষা দিলেন যে, প্রত্যেক কাজে নিয়্যত ও ইখলাসের প্রয়োজন। নিয়্যতবিহীন আমল প্রাণবিহীন দেহের ন্যায়। ইমাম শাফেঈ (রা) থেকে বর্ণিত আছে এই হাদিসটি দ্বীনের সত্তরটি স্থান দখল করে আছে। এই হাদিসখানা পুরো দ্বীনে ইসলামের বুনিয়াদ স্বরূপ। অনেক ওলামায়ে কিরাম বলেছেন এই হাদিসখানা ইলমের অর্ধেক।

শাফেঈদের মতে আমলের বিশুদ্ধতা নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল, অর্থাৎ নিয়্যত ছাড়া আমল শুদ্ধ হবে না। পক্ষান্তরে আহনাফের মতে আমলের সওয়াব নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ নিয়্যত ছাড়াও আমল শুদ্ধ হবে তবে সওয়াব পাবে না। হাদীসের পরবর্তী অংশ فهجرته الى الله ورسوله সেদিকেই ইঙ্গিত করে।

١ - كِتَابُ الْإِيْمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَالْقَدَرِ وَالشَّفَاعَةِ

١ - بَابُ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ وَذَمِّ الْقَدَرِيَّةِ

٢ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ يَعْمُرَ، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا مَعَ صَاحِبٍ لِيْ بِمَدِيْنَةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِذَ بَصُرْنَا بِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ، فَقُلْتُ لِصَاحِبِيْ: هَلْ لَكَ أَنْ نَأْتِيَهُ، فَنَسْأَلَهُ عَنِ الْقَدَرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: دَعْنِيْ حَتَّى أَكُوْنَ أَنَا الَّذِيْ أَسْأَلُهُ، فَإِنِّيْ أَعْرِفُ بِهِ مِنْكَ.

قَالَ: فَانْتَهَيْنَا إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ! إِنَّا نَتَقَلَّبُ فِيْ هَذِهِ الْأَرْضِ، فَرُبَّمَا قَدِمْنَا الْبَلْدَةَ بِهَا قَوْمٌ يَقُوْلُوْنَ: لَا قَدَرَ، فَبِمَا نَرُدُّ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: أَبْلِغْهُمْ مِنِّيْ أَنِّيْ مِنْهُمْ بَرِيءٌ، وَلَوْ أَنِّيْ وَجَدْتُ أَعْوَانًا لَجَاهَدْتُهُمْ، ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا.

قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَمَعَهُ رَهْطٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، إِذْ أَقْبَلَ شَابٌّ جَمِيْلٌ، أَبْيَضُ، حَسَنُ اللِّمَّةِ، طَيِّبُ الرِّيْحِ، عَلَيْهِ ثِيَابٌ بِيْضٌ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ! السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، قَالَ: فَرَدَّ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، وَرَدَدْنَا مَعَهُ.

فَقَالَ: أَدْنُوْ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: «اُدْنُ»، فَدَنَا دَنْوَةً، أَوْ دَنْوَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ مُوَقِّرًا لَهُ، ثُمَّ قَالَ: أَدْنُوْ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ فَقَالَ: «اُدْنُهْ»، فَدَنَا حَتَّى الْصَقَ رُكْبَتَيْهِ بِرُكْبَتَيْهِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: أَخْبِرْنِيْ عَنِ الْإِيْمَانِ، فَقَالَ: « اَلْإِيْمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَلِقَائِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللهِ، فَقَالَ: صَدَقْتَ.

قَالَ: فَعَجِبْنَا مِنْ تَصْدِيْقِهِ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَقَوْلِهِ: صَدَقْتَ، كَأَنَّهُ يَعْلَمُ.

قَالَ: فَأَخْبِرْنِيْ عَنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ مَا هِيَ؟ قَالَ: «إِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيْتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحَجُّ الْبَيْتِ لِمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَالْاِغْتِسَالُ مِنَ الْجَنَابَةِ»، قَالَ: صَدَقْتَ.

فَعَجِبْنَا لِقَوْلِهِ: صَدَقْتَ.

قَالَ: فَأَخْبِرْنِيْ عَنِ الْإِحْسَانِ مَا هُوَ؟ قَالَ: «اَلْإِحْسَانُ أَنْ تَعْمَلَ لِلهِ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ»، قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ، فَأَنَا مُحْسِنٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: صَدَقْتَ.

قَالَ: فَأَخْبِرْنِيْ عَنِ السَّاعَةِ، مَتَىٰ هِيَ؟ قَالَ: «مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، وَلَكِنْ لَهَا أَشْرَاطٌ»، فَقَالَ: «[إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوْتُ إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ] {لقمان: ٣٤}، قَالَ: صَدَقْتَ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَنَحْنُ نَرَاهُ.

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «عَلَيَّ بِالرَّجُلِ»، فَقُمْنَا فِيْ أَثَرِهِ فَمَا نَدْرِيْ أَيْنَ تَوَجَّهَ، وَلَا رَأَيْنَا شَيْئًا، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: هَذَا جِبْرِيْلُ ﷺ، أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ مَعَالِمَ دِيْنِكُمْ، وَاللهِ مَا أَتَانِيْ بِصُوْرَةٍ إِلَّا وَأَنَا أَعْرِفُهُ فِيْهَا، إِلَّا هَذِهِ الصُّوْرَةَ».

১. ঈমান, ইসলাম, তাকদীর এবং শাফায়াত অধ্যায়

বাব ১. ইসলামী শরীয়ত ও কাদরীয়া সম্প্রদায়ের প্রতি তিরস্কার

২. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আলকামা থেকে, তিনি ইয়াহিয়া ইবনে ইয়ামার থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন– একদা আমি আমার সঙ্গী সহ মদীনায় অবস্থায় করছিলাম। হঠাৎ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)কে দেখলাম। আমি আমার সঙ্গীকে বললাম– তুমি কি সম্মত আছ আমরা তাঁর নিকট গিয়ে তাঁর কাছে তাকদীরের মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করবো? সঙ্গী বলল– হ্যাঁ, তখন আমি বললাম ঠিক আছে আমাকে প্রশ্ন করতে সুযোগ দাও। কেননা তাঁকে তোমার চেয়ে আমিই বেশী চিনি, জানি। ইয়াহিয়া বলেন– আমরা তাঁর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলাম, হে আবু আবদুর রহমান! (এটি তাঁর উপনাম) আমরা এই পৃথিবীর বুকে চলাফেরা করি। কোন কোন সময় এমন শহরেও আমাদের পদচারণা হয় যেখানের অধিবাসীরা বলে তাকদীর বলতে কিছুই নেই। তখন ঐসব লোকদেরকে আমরা কী জবাব দেবো?

তিনি বললেন, তাদেরকে আমার পক্ষ থেকে সংবাদ দিও যে, আমি তাদের উপর অসন্তুষ্ট। যদি আমাকে সাহায্যকারী পাই তবে আমি তাদের বিরোদ্ধে যুদ্ধ করবো। অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত হাদিসখানা বর্ণনা করেন– তিনি বলেন– আমার একদল সাহাবা রাসূল ﷺ'র খেদমতে ছিলাম। হঠাৎ একজন শুভ্র রঙের সুন্দর সুগন্ধিযুক্ত যুবক যার কাধে কাপড় লটকানো অবস্থায় সামনের দিক থেকে আসতে দেখলাম। সে কাছে এসে বলল– আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ; আসসালামু আলাইকুম। রাসূল ﷺ তার সালামের জবাব দিলেন এবং আমরাও সালামের উত্তর দিলাম। তারপর সে অত্যন্ত আদবের সহিত বলল, আমি কি কাছে আসতে পারি? ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, হ্যাঁ, কাছে এসো। অতঃপর লোকটি দু'এক কদম সামনে এসে আদবের সাথে পুনরায় জিজ্ঞাসা করল আমি কি আরো একটু কাছে আসতে পারি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আরো কাছে এসো। তখন সে কাছে এসে এমনভাবে বসল যে, তার হাঁটু রাসূল ﷺ'র হাঁটুর সাথে জুড়ে দিল। তারপর বলল, আমাকে ঈমানের হাকীকত বলুন। তিনি বললেন– ঈমান হল– তুমি বিশ্বাস রাখবে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেস্তাগণের প্রতি, তার কিতাবসমূহের উপর, তাঁর প্রেরিত রাসূলগণের প্রতি, কিয়ামত দিবসে তার সাথে সাক্ষাতের প্রতি এবং কিয়ামত দিবসের উপর। আরো বিশ্বাস রাখবে তাকদীরের ভাল মন্দের উপর যা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। লোকটি বলল, আপনি সত্য বলেছেন।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন– লোকটি 'সাদকতা' বলে রাসূল ﷺ কে সত্যায়ন করাটা আমাদেরকে অবাক করে দিল। কেননা এতে বুঝা গেল যে, সে এর উত্তর পূর্ব থেকেই জানতো। লোকটি আবার বলল– আমাকে ইসলামী শরীয়ত সম্পর্কে বলুন। তিনি বললেন– সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, বায়তুল্লাহ এ হজ্ব করা যদি সামর্থ

থাকে, রমযান মাসে রোযা রাখা, জানাবত হলে গোসল করা। সে বলল, আপনি ঠিক বলেছেন, তার 'সাদকতা' বলা তথা নবীর কথাকে সত্যায়ন করাটা আমাদেরকে আরো বেশী অবাক করে দিল। এরপর বলল, ইহসান কি? এ সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। তিনি বললেন– ইহসান হল তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যেন তুমি তাঁকে দেখতেছ। যদি এতটুকু তোমার সম্ভব না হয় তবে কমপক্ষে এতটুকু বিশ্বাস রাখবে যে, তিনি তোমাকে দেখতেছেন। সে বলল, যদি আমি এরূপ করি তবে কি আমি মুহসিন তথা ইহসানকারী হবো? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সে বলল, আপনি সত্য বলেছেন।

লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করল– আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে অবহিত করুন। তা কখন সংঘটিত হবে? তিনি বললেন– এ ব্যাপারে যাকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, তিনি জিজ্ঞাসাকারী অপেক্ষা বেশী জানেন না। তবে এর কিছু আলামত রয়েছে। অতঃপর বললেন– একমাত্র আল্লাহ জানেন কিয়ামত কবে হবে, বৃষ্টি কখন হবে, গর্ভবতী নারীর গর্ভে ছেলে না মেয়ে, মানুষ আগামী কাল কি করবে, মানুষ কোথায় মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহই (এসব বিষয়ে) জ্ঞাত এবং অবহিত। সে বলল, আপনি সত্য বলেছেন।

অতঃপর লোকটি আমাদের চোখের সামনে থেকে চলে গেলে রাসূল ﷺ বললেন– লোকটিকে একটু ডাক। সাথে সাথে আমরা তার পিছে পিছে গেলাম কিন্তু তাকে পেলাম না; এবং বুঝতেও পারলাম না সে কোন দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমরা এ কথা নবী করিম ﷺকে এসে বললে তিনি বললেন– ইনি ছিলেন হযরত জিব্রাঈল (আ.)। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন শিখানোর জন্য এসেছিলেন। খোদার শপথ! যখনই তিনি আমার কাছে যে কোন আকৃতি নিয়ে আসতেন আমি তাকে চিনে ফেলতাম, শুধু এইবার ছাড়া।

ব্যাখ্যা: হাদিসখানা দ্বীনে ইসলামের সারমর্ম বা পুরো ইসলামের সংক্ষিপ্ত রূপ। একারণে উক্ত হাদিসকে উম্মুস সুন্নাহ, উম্মুল আহাদীস বা উম্মুল জাওয়ামে বলা হয়। এই হাদিসখানা যেন সকল হাদীসের শিকড় আর অন্যান্য সকল হাদিস হল তার শাখা প্রশাখা ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা।

কেউ কেউ বলেন– দ্বীনের বুনিয়াদ হল তিনটি বস্তুর উপর। এক. ফিকহ, যা প্রকাশ্য আমলের নাম, দুই. কালাম, যা অপ্রকাশ্য বিষয় তথা ই'তিকাদের নাম, তিন. তাসাউফ যা ইখলাস ও ইহসান উভয়ের সমষ্টির নাম। উপরিউক্ত হাদিসে সবগুলো সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। তাই ওটাকে দ্বীনের সারমর্ম বলা হয়েছে।

٣ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ، قَالَ: جَاءَ جِبْرِيْلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِيْ صُوْرَةِ شَابٍّ عَلَيْهِ ثِيَابٌ بِيْضٌ، فَقَالَ: اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «وَعَلَيْكَ السَّلَامُ»، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَدْنُوْ؟ فَقَالَ: «اُدْنُهْ»، فَقَالَ:

يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَا الْإِيْمَانُ؟ فَقَالَ: «اَلْإِيْمَانُ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ». قَالَ: صَدَقْتَ، فَعَجِبْنَا لِقَوْلِهِ: صَدَقْتَ، كَأَنَّهُ يَدْرِيْ!

ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! فَمَا شَرَائِعُ الْإِسْلَامِ؟ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيْتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَغُسْلُ الْجَنَابَةِ»، قَالَ: صَدَقْتَ، فَعَجِبْنَا لِقَوْلِهِ: صَدَقْتَ، كَأَنَّهُ يَدْرِيْ! ثُمَّ قَالَ: فَمَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ: «أَنْ تَعْمَلَ لِلهِ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»، قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: فَمَتَى قِيَامُ السَّاعَةِ؟ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ». فَقَفَّى، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «عَلَيَّ بِالرَّجُلِ»، فَطَلَبْنَا، فَلَمْ نَرَ لَهُ أَثَرًا، فَأَخْبَرْنَا النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: «ذَلِكَ جِبْرِيْلُ ﷺ، جَاءَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ مَعَالِمَ دِيْنِكُمْ».

৩. অনুবাদঃ আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি আলকামা থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– হযরত জিব্রাঈল (আ.) শুভ্র পোশাক পরিধান করে এক যুবকের রূপ ধারণ করে রাসূল ﷺ এর খেদমতে এসে বলেন– আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ, উত্তরে রাসূল ﷺ বললেন, ওয়া আলাইকাস সালাম। অতঃপর বলল– ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি কাছে আসতে পারি? তিনি বললেন, এসো, তারপর বললেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঈমান কি? তিনি বললেন– ঈমান হল আল্লাহ ও তাঁর ফেরেস্তাগণের, তাঁর কিতাব সমূহের, তাঁর রাসূলগণের উপর এবং তাকদীরের ভাল-মন্দের উপর বিশ্বাস করা। লোকটি বলল– আপনি সত্য বলেছেন। তাঁর সত্যায়নে আমাদেরকে অবাক করে দিল। কেননা, এতে বুঝা গেল যে, এগুলো সে পূর্ব থেকেই জানত।

তারপর লোকটি জিজ্ঞাসা করল ইসলামী শরীয়ত কি? উত্তরে তিনি বলেন– সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, রমযান মাসে রোযা রাখা, নাপাক হলে গোসল করা। লোকটি বলল আপনি ঠিক বলেছেন। তার ঠিক বলা কথাটি আমাদেরকে অবাক করে দিল। কেননা এতে বুঝা গেল যে, সে এর উত্তর পূর্ব থেকেই জ্ঞাত ছিল। তারপর বলল– ইহসান কি? উত্তরে রাসূল ﷺ বললেন তুমি এমনভাবে আমল করবে যেন তুমি আল্লাহকে দেখতেছ। যদি এতটুকু সম্ভব না হয় তবে কমপক্ষে এতটুকু বিশ্বাস রাখতে হবে যে, তিনি তোমাকে দেখতেছেন। লোকটি পুনরায় বলল– আপনি সত্য বলেছেন। সে আবার জিজ্ঞাসা করল, কিয়ামত কখন আসবে? এতে রাসূল ﷺ বললেন, এ সম্পর্কে যাকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, তিনি জিজ্ঞাসাকারী অপেক্ষা বেশী জ্ঞাত নহে। অতঃপর লোকটি চলে গেলে রাসূল ﷺ উপস্থিত লোকদেরকে বললেন, তাকে একটু ডেকে আন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন– আমরা তাকে খুঁজতে বের হলাম

কিন্তু তার কোন হদিস পেলাম না এবং ফিরে এসে তাকে না পাওয়ার কথা তাঁকে বললাম। তখন রাসূল ﷺ বললেন, ইনি ছিলেন হযরত জিব্রাঈল (আ)। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য এসেছিলেন।

٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّوْحِيْدِ وَالرِّسَالَةِ

٤ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثُوْهُ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ كَانَتْ لَهُ رَاعِيَةٌ تَتَعَاهَدُ غَنَمَهُ، وَأَنَّهُ أَمَرَهَا تَتَعَاهَدُ شَاةً، فَتَعَاهَدَتْهَا حَتَّىٰ سَمِنَتِ الشَّاةُ، وَاشْتَغَلَتِ الرَّاعِيَةُ بِبَعْضِ الْغَنَمِ، فَجَاءَ الذِّئْبُ، فَاخْتَلَسَ الشَّاةَ وَقَتَلَهَا، فَجَاءَ عَبْدُ اللهِ، وَفَقَدَ الشَّاةَ، فَأَخْبَرَتْهُ الرَّاعِيَةُ بِأَمْرِهَا فَلَطَمَهَا، ثُمَّ نَدِمَ عَلَى ذَلِكَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَعَظَّمَ النَّبِيُّ ﷺ ذَلِكَ، وَقَالَ: «ضَرَبْتَ وَجْهَ مُؤْمِنَةٍ»! فَقَالَ: سَوْدَاءُ لَا عِلْمَ لَهَا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَسَأَلَهَا: «أَيْنَ اللهُ»؟ فَقَالَتْ: فِي السَّمَاءِ، قَالَ: «فَمَنْ أَنَا»؟ قَالَتْ: رَسُوْلُ اللهِ، قَالَ: «إِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ، فَأَعْتِقْهَا»، فَأَعْتَقَهَا.

বাব নং ৩: তাওহীদ ও রেসালাত

৪. অনুবাদ: ইমাম আবু হানিফা আতা থেকে, তিনি কয়েকজন সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন, তাঁরা বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা)'র নিকট একজন মহিলা চাকরানী ছিল, যে তাঁর ছাগল চরাত এবং খেদমত করত। তিনি দেখাশুনার জন্য আরো একটি ছাগল দিলেন যেটাকে সে দেখা শুনা করত। ছাগলটি খুবই মোটা তাজা হয়েছে। একদা মহিলাটি অন্য ছাগলের প্রতি খেয়াল করতে গিয়ে হঠাৎ বাঘ এসে ঐ ছাগলটি নিয়ে ছিড়ে ফেটে মেরে ফেলল। হযরত আবদুল্লাহ এসে ঐ ছাগল না পেলে মহিলা পূর্ণ ঘটনা খুলে বলল। তিনি রাগান্বিত হয়ে মহিলাকে থাপ্পড় মারলেন অতঃপর লজ্জিত হলেন। এ ঘটনা তিনি রাসূল ﷺ কে বললে তিনি এটাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিলেন এবং বললেন– তুমি একজন নির্দোষ মু'মিন মহিলাকে মেরেছ। আবদুল্লাহ বললেন, সেই একজন হাবশী মহিলা, তার সাথে ঈমানের কি সম্পর্ক?

তখন তিনি লোক মারফত মহিলাকে ডেকে আনেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করেন– আল্লাহ কোথায় আছেন? উত্তরে মহিলা বলল, তিনি আসমানে থাকেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন– আমি কে? উত্তরে মহিলা বলল, আল্লাহর রাসূল। রাসূল ﷺ বলেন, সে মু'মিনা। সুতরাং তুমি তাকে আযাদ করে দাও। অতঃপর তিনি তাকে আযাদ করে দেন।

ব্যাখ্যা: অনিচ্ছাকৃত দোষের কারণে কাউকে শাস্তি দিতে নেই। এতে পরে লজ্জিত হতে হয়। আর ভুল অনুধাবন করে লজ্জিত হওয়াটা ঈমানদারের আলামত এবং তাওবার

অন্তর্ভুক্ত। সাহাবায়ে কিরাম কর্তৃক অনিচ্ছাকৃত কোন ভুল সংঘটিত হলে তাঁরা তাৎক্ষণিক রাসূল ﷺ এর নিকট তা ব্যক্ত করে ক্ষমার ব্যবস্থা করে নিতেন। উক্ত হাদিসে তাই প্রতিফলিত হয়েছে।

٥ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: «انْهَضُوْا بِنَا نَعُوْدُ جَارَنَا الْيَهُوْدِيَّ»، قَالَ: فَدَخَلَ عَلَيْهِ، فَوَجَدَهُ فِي الْمَوْتِ، فَسَأَلَهُ، ثُمَّ قَالَ: «اِشْهَدْ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ» فَنَظَرَ إِلَى أَبِيْهِ، فَلَمْ يُكَلِّمْهُ أَبُوْهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «اِشْهَدْ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ»، فَنَظَرَ إِلَى أَبِيْهِ، فَقَالَ أَبُوْهُ: اِشْهَدْ لَهُ، فَقَالَ الْفَتَى: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَنْقَذَ بِيْ نَسَمَةً مِنَ النَّارِ».

وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَنَّهُ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ لِأَصْحَابِهِ: «انْهَضُوْا بِنَا نَعُوْدُ جَارَنَا الْيَهُوْدِيَّ»، قَالَ: فَوَجَدَهُ فِي الْمَوْتِ، فَقَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ»؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ»؟ قَالَ: فَنَظَرَ الرَّجُلُ إِلَى أَبِيْهِ، قَالَ: فَأَعَادَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَوَصَفَ الْحَدِيْثَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَى آخِرِهِ عَلَى هَذِهِ الْهَيْئَةِ إِلَى قَوْلِهِ: فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَنْقَذَ بِيْ نَسَمَةً مِنَ النَّارِ».

৫. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আলকামা থেকে, তিনি ইবনে বুরাইদাহ থেকে তিনি তার পিতা বুরাইদাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদিন আমরা রাসূল ﷺ এর নিকট বসা ছিলাম। তিনি তাঁর সাহাবীগণকে বললেন, উঠ, আমরা আমাদের প্রতিবেশী অসুস্থ ইহুদীর সেবা করতে যাই। তিনি যখন গেলেন তখন ইহুদীর প্রাণ যায় যায় অবস্থা। তিনি তার অবস্থা জিজ্ঞাসা করে বললেন, তুমি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, আমি আল্লাহর রাসূল। অতঃপর ইহুদী তার পিতার দিকে তাকাল কিন্তু কিছুই বলেনি। রাসূল ﷺ আবার তাকে বললেন, তুমি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, আমি আল্লাহর রাসূল। ইহুদী এবারও পিতার দিকে তাকালে পিতা বলল, তুমি সাক্ষ্য দাও। তখন ঐ যুবক ইহুদী বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, আর মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। এতে রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– আল হামদুলিল্লাহ। আল্লাহ আমার উসিলায় একজন মানুষকে দোযখের আগুন থেকে মুক্তি দিলেন।

অপর বর্ণনায় আছে– একদা রাসূল ﷺ তার সাহাবীগণকে বললেন, চলো, আমরা এক অসুস্থ ইহুদী প্রতিবেশীর সেবা করতে যাই। বর্ণনাকারী বলেন– যখন অসুস্থ ইহুদীর নিকট গেলেন তখন তাকে মৃত্যু শয্যায় শায়িত পেলেন। তিনি তাকে বললেন, তুমি সাক্ষ্য

দিচ্ছ আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই? সে বলল, হ্যাঁ (সাক্ষ্য দিচ্ছি)। তুমি কি সাক্ষ্য দিচ্ছ, আমি আল্লাহর রাসূল? তখন ইহুদী চোখ তুলে তার পিতার দিকে তাকাল। বর্ণনাকারী বলেন- তিনি এ প্রশ্ন বারবার করতে থাকলেন। এই বর্ণনায় তিনবার বলেছেন। বাকী হাদিস অনুরূপ। শেষ পর্যন্ত অসুস্থ ইহুদী বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল। তখন রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– আল্লাহর শোকর, তিনি একজন মানুষকে আমার উসিলায় দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করেছেন।

ব্যাখ্যা: এক. এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে, উসিলা বৈধ এবং উপকারী। দুই. প্রতিবেশীর হকের গুরুত্ব। প্রতিবেশী যদি বিধর্মীও হয় তবুও তাদের হক আদায় করা আবশ্যক। বিশেষত: যদি দ্বীনের দাওয়াত উদ্দেশ্য হয়।

আবু নঈম ও তাবরানী, বাযযায (র)'র মারফু হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রতিবেশী তিন প্রকার। এক. সেই মুশরিক প্রতিবেশী। যার সাথে কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই। সে শুধু প্রতিবেশীর হকের অধিকারী। এটি সর্বনিম্ন হক। সে ইসলামের হকও পাবে না এবং আত্মীয়তার হকও পাবে না। দুই. যে দু'টি হকের অধিকারী। যেমন সেই প্রতিবেশী। যে মুসলমানও হবে এবং আত্মীয়ও হবে। সে দু'টি হকের অধিকারী। একটি ইসলামের হক অপরটি প্রতিবেশীর হক। এটি মধ্যপন্থী প্রতিবেশী। তিন. সেই ব্যক্তি যে মুসলমানও হবে, আত্মীয়ও হবে এবং প্রতিবেশও হবে। সে তিনটি হকের অধিকারী, এরা হলো সর্বোচ্চ প্রতিবেশী।

٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّوَقُّفِ فِيْ ذَرَارِيِّ الْـمُشْرِكِيْنَ

٦ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ، عَـنْ أَبِيْ هُرَيْـرَةَ ﷺ، أَنَّ رَسُـوْلَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، وَيُنَصِّرَانِهِ»، قِيْلَ: فَمَنْ مَاتَ صَـغِيْرًا يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: «اَللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ».

বাব নং ৪: মুশরিকদের সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রদান থেকে নিরব থাকা

৬. অনুবাদ: ইমাম আবু হানিফা আবদুর রহমান ইবনে হুরমুয আ'রজ থেকে, তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন জন্মগ্রহণকারী প্রত্যেক সন্তান স্বীয় স্বভাবের উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতাই তাকে ইহুদী কিংবা নাসারা বানায়। রাসূল ﷺ কে প্রশ্ন করা হল– হে আল্লাহর রাসূল! সন্তান যদি শিশু অবস্থায় মারা যায় তাদের কি হুকুম? উত্তরে তিনি বলেন– আল্লাহই ভাল জানেন যে, সে বেঁচে থাকলে কিরূপ আমল করত। অর্থাৎ আল্লাহর ইলমের ভিত্তিতে তাদের জান্নাত- জাহান্নাম নির্ধারিত হবে। (আবু দাউদ ৪/৩৬৬/৪১১৬)

ব্যাখ্যাঃ উক্ত হাদিসে একটি মতপার্থক্য মাসয়ালার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। মাসয়ালাটি হল– কাফেরদের নাবালেগ অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী সন্তানরা শরীয়তের দৃষ্টিতে কি কাফের না মু'মিন, তারা কি দোযখী না জান্নাতী? কেউ কেউ বলেন, ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আল্লাহ তায়ালার উপর নির্ভরশীল। এটি ইমাম শাফেঈ (র)'র মত। ইমাম মালেক (র) থেকে এব্যাপারে কোন মত প্রকাশ পায়নি তবে তার শিষ্যরা বলেছেন– মুসলমানের সন্তানরা জান্নাতে যাবে আর মুশরিকদের সন্তানরা আল্লাহর ইচ্ছের উপর নির্ভরশীল। ইমাম আহমদ (র)'র মতে মুশরিকদের মৃত্যুবরণকারী সন্তানরা দোযখে রয়েছে। আর ইমাম আ'যম আবু হানিফা (র) এ ব্যাপারে নিরব রয়েছেন। কেননা কোনটাকে অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত করা যাবে না। সুতরাং এমন বিষয়ে কোন অকাট্য ফায়সালা না দিয়ে নিরব থাকাই উত্তম।

٥ - بَابُ أَصْلِ الْإِسْلَامِ: الشَّهَادَةُ

٧ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْلُوْا: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، فَإِذَا قَالُوْهَا عَصَمُوْا مِنِّيْ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَـهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ ﷻ».

বাব নং ৫ : ইসলামের মূল ভিত্তি হল একত্ববাদের সাক্ষ্য দেওয়া

৭. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আবু যুবাইর থেকে, তিনি হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন– রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– আমি আদিষ্ট হয়েছি যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কাফেররা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলবেনা ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করব। যখন তারা তাওহীদের স্বীকার করবে তখন তারা তাদের জান-মাল আমার থেকে রক্ষা পাবে। তবে কোন শরয়ী হকের বেলায় রেহাই পাবে না। হ্যাঁ, তাদের অন্তরের অবস্থা আল্লাহর উপর ন্যস্ত। (বুখারী, আবু দাউদ ৩ ও ২, ১০৭৭ ও ১, ২৭৮৬ ও ১৫৫৮)

ব্যাখ্যাঃ কেউ যদি মুখে ঈমান গ্রহণ করে অন্তরে কুফুরী লুকিয়ে রাখে সেগুলোর তদন্ত করার দায়িত্ব আমাদের নয় বরং এদের হিসাব নিকাশ ও তদন্ত ইত্যাদি আল্লাহর দায়িত্ব। সুতরাং উক্ত হাদিসের আলোকে যদি কোন যিন্দিক, মুনাফিক, মুরতাদ মুখে তাওবা করে তবে তা কবুল করতে হবে। কারণ ফতোয়া জাহেরের উপরে হয়। এভাবে কেউ যদি মুখে কালিমা পড়ে মুসলমান হয় কিন্তু অন্তরে কুফুরী লুকিয়ে রাখে এবং তার কুফুরী প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত সে মুসলমান বলে গণ্য হবে। তবে শরয়ী শাস্তির বেলায় যেমন- হত্যা, চুরি, ব্যভিচার ইত্যাদির শাস্তি থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না।

٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ عَدَمِ كُفْرِ أَهْلِ الْكَبَائِرِ

٨ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: مَا كُنْتُمْ تَعُدُّوْنَ الذُّنُوْبَ شِرْكًا؟ قَالَ: لَا، قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! هَلْ فِيْ هَذِهِ الْأُمَّةِ ذَنْبٌ يَبْلُغُ الْكُفْرَ، قَالَ: «لَا، إِلَّا الشِّرْكُ بِاللهِ تَعَالَى».

বাব নং ৬: কবীরাহ গুনাহকারীকে কাফের বলা যাবে না

৮. অনুবাদ: ইমাম আবু হানিফা আবু যুবাইর থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– আমি হযরত জাবির (রা) থেকে জিজ্ঞাসা করলাম– আপনারা কি কবীরা গুনাহকে শিরক মনে করেন? উত্তরে তিনি বললেন, না। হযরত আবু সাঈদ (রা) বলেন, আমি রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলাম হে আল্লাহর রাসূল! এই উম্মতের মধ্যে কি এমন কোন গুনাহ আছে যা মানুষকে কুফুরী পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়? অর্থাৎ কাফের বানিয়ে দেয়। উত্তরে তিনি বলেন– না, তবে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করলে কাফের হয়ে যায়।

ব্যাখ্যা: মূলত উক্ত হাদিস দ্বারা দু'টি গোমরাহ ফেরকার আকীদা খণ্ডন হয়ে যায়। এক খারেজী সম্প্রদায়। তাদের আকীদা হল মুসলমান কবীরাহ গুনাহের দ্বারা ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায়। যেমন ব্যাভিচার, চুরি, হত্যা ইত্যাদি দ্বারা মুসলমান কাফের হয়ে যায়। দুই. মুতাযিলা সম্প্রদায়। তাদের আকীদা হল মু'মিন ব্যক্তি কবীরাহ গুনাহের দ্বারা মু'মিনও থাকেনা কাফেরও হয়না বরং কাফের ও মু'মিনের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করে। উক্ত হাদিস উভয় সম্প্রদায়ের আকীদা খণ্ডন করত: আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করছে। এদের আকীদা হল আল্লাহর সাথে শরীক করা ব্যতীত কোন কবীরাহ গুনাহের কারণে মু'মিন কাফের হয় না বরং মু'মিনে ফাসিক তথা গুনাহগার মু'মিন হবে। পরকালে গুনাহের শাস্তি ভোগ করার পর জান্নাতে প্রবেশ করবে। কেননা বিশুদ্ধ হাদিসে আছে, "যে কেউ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

٩ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ! أَرَأَيْتَ الَّذِيْنَ يَكْسِرُوْنَ أَعْلَاقَنَا، وَيَنْقُبُوْنَ بُيُوْتَنَا، وَيُغِيْرُوْنَ عَلَى أَمْتِعَتِنَا، أَكَفَرُوْا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: أَرَأَيْتَ الَّذِيْنَ يَتَأَوَّلُوْنَ عَلَيْنَا وَيَسْفِكُوْنَ دِمَاءَنَا، أَكَفَرُوْا؟ قَالَ: لَا، حَتَّىٰ يَجْعَلُوْا مَعَ اللهِ شَيْئًا، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَىٰ أُصْبُعِ ابْنِ عُمَرَ، وَهُوَ يُحَرِّكُهَا، وَهُوَ يَقُوْلُ: سُنَّةُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَهٰذَا الْحَدِيْثُ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ، فَرَفَعُوْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

৯. অনুবাদ: ইমাম আবু হানিফা আবদুল করিম ইবনে আবুল মুখারিক থেকে, তিনি তাউস থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর

(রা)'র নিকট এসে জিজ্ঞাসা করল হে আবু আবদুর রহমান! আপনার মত কি? যদি কেউ আমাদের তালা ভেঙ্গে আমাদের ঘরে প্রবেশ করে আমাদের ধন-সম্পদ লুন্টন করে তারা কি কাফের? তিনি উত্তর দিলেন, না। লোকটি আবার প্রশ্ন করল বলুন, যারা অপব্যাখ্যা দিয়ে আমাদের রক্ত প্রবাহিত করে তারা কি কাফের? তিনি উত্তর দিলেন না, যতক্ষণ না সে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে। তাউস (র) বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)কে অঙ্গুলি নাড়তে নাড়তে বলতে দেখেছি যে, তিনি বলতেছেন এটিই হল, রাসূল ﷺ এর সুন্নাত। হাদিস খানা একদল রাবী রাসূল ﷺ থেকে মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ عَدَمِ خُلُوْدِ الْـمُؤْمِنِيْنَ فِي النَّارِ

١٠ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ صَاحِبَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا رَدِيْفُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ! مَنْ شَـهِدَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ وَجَبَتْ لَهُ الْـجَنَّةُ». قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى، وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: فَسَكَتَ عَنِّيْ سَـاعَةً، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، فَقَالَ: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ وَجَبَتْ لَهُ الْـجَنَّةُ».

قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى، وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: فَكَسَتَ عَنِّيْ سَاعَةً، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ وَجَبَتْ لَهُ الْـجَنَّةُ».

قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى، وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ زَنَى، وَإِنْ سَرَقَ، وَإِنْ رَغِـمَ أَنْـفُ أَبِي الدَّرْدَاءِ»، قَالَ: فَكَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَى أُصْبُعِ أَبِي الدَّرْدَاءِ السَّبَّابَةِ يُوْمِئُ إِلَى أَرْنَبَتِهِ.

বাব নং ৭ : মু'মিন স্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকবে না

১০. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আবদুল্লাহ ইবনে আবি হাবীবাহ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলের সাহাবী হযরত আবুদ দারদা (রা)কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, একদা আমি রাসূল ﷺ'র সাথে এক সাওয়ারীতে আরোহণ ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, হে আবুদ দারদা! যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই আর আমি আল্লাহর রাসূল, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেল। আমি বললাম, সে যদি চুরি ও যেনা করে তবুও কি জান্নাত আবশ্যক হবে? তিনি কিছুক্ষণ চুপ রইলেন এবং কিছুপথ অতিক্রম করে বললেন, যে কেউ যদি সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, আর আমি আল্লাহর রাসূল তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেল। তিনি বলেন, আমি পুনরায় বললাম চুরি ও যেনা করলেও? তিনি তখনও চুপ রইলেন এবং কিছুপথ অতিক্রম করলেন। অতঃপর বললেন– যে কেউ সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই আর আমি আল্লাহর রাসূল, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেল। আমি আবার বললাম,

চুরি ও যেনা করলেও? এবার তিনি বললেন, হ্যাঁ, যদিও সে চুরি করে, যেনা করে যদিও আবুদ দারদার নাসিকা ধুলি মলিন হোক। রাবী বলেন আমি যেন দেখতেছি যে, আবু দারদা (রা) স্বীয় শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ে স্বীয় নাকের অগ্রভাগের দিকে ইঙ্গিত করতেছেন। (নাসাঈ কুবরা ৬/২৭৭/১০৯৬৫)

ব্যাখ্যাঃ হাদিসটি আবুদ দারদা (রা) থেকে বুখারী ও মুসলিমেও বর্ণিত হয়েছে। উক্ত হাদিস দ্বারাও খারেজী ও মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মত বাতিল সাব্যস্ত হয় এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা সুদৃঢ় ও মজবুত হয়। উক্ত হাদিসের সারকথা হল কোন ব্যক্তি ঈমান গ্রহণ করে অন্যন্যা গুনাহ থেকে যদি বিরত থাকে তবে তিনি প্রথম থেকেই জান্নাতী হবে। পক্ষান্তরে ঈমান গ্রহণ করে যদি অন্যান্য করীরা কিংবা সগীরা গুনাহ করে, তবে ঐসব গুনাহের শাস্তিভোগ করার পর সে জান্নাতে যাবে। অর্থাৎ কোন মু'মিন চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না।

١١ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيْ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَ مُعَاذٌ حِمْصَ، أَتَاهُ رَجُلٌ شَابٌّ، فَقَالَ: مَا تَرَىٰ فِيْ رَجُلٍ وَصَلَ الرَّحِمَ، وَبَرَّ، وَصَدَقَ الْحَدِيْثَ، وَأَدَّى الْأَمَانَةَ، وَعَفَّ بَطْنَهُ وَفَرْجَهُ، وَعَمِلَ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ خَيْرٍ، غَيْرَ أَنَّهُ شَكَّ فِي اللهِ وَرَسُوْلِهِ، قَالَ: إِنَّهَا تُحْبِطُ مَا كَانَ مَعَهَا مِنَ الْأَعْمَالِ. قَالَ: فَمَا تَرَىٰ فِيْ رَجُلٍ رَكِبَ الْمَعَاصِيَ، وَسَفَكَ الدِّمَاءَ، وَاسْتَحَلَّ الْفُرُوْجَ وَالْأَمْوَالَ، غَيْرَ أَنَّهُ شَهِدَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ مُخْلِصًا، قَالَ مُعَاذٌ: أَرْجُوْ، وَأَخَافُ عَلَيْهِ، قَالَ الْفَتَى: وَاللهِ، إِنْ كَانَتْ هِيَ الَّتِيْ أَحْبَطَتْ مَا مَعَهَا مِنْ عَمَلٍ، مَا تَضُرُّ هَذِهِ مَا عَمِلَ مَعَهَا، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقَالَ مُعَاذٌ: مَا أَزْعُمُ أَنَّ رَجُلًا أَفْقَهُ بِالسُّنَّةِ مِنْ هَذَا.

১১. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হারেস থেকে, তিনি আবু মুসলিম খাওলানী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত মুয়ায (রা) যখন হিম্স শরহে আগমণ করেন তখন জনৈক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে বলল হে মুয়ায! এমন ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার মতামত কি? যে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে মানুষের সাথে সদাচরণ করে, সত্যি কথার আমানত আদায় করে, স্বীয় উদর ও লজ্জাস্থানকে সংযত রেখেছে এবং সাধ্যানুযায়ী সৎকাজ করে কিন্তু আল্লাহ ও তদীয় রাসূল সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে। হযরত মুয়ায (রা) বলেন, তার এই সন্দেহ তার যাবতীয় ভাল আমলগুলোকে নষ্ট করে ফেলবে।

লোকটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করল এমন ব্যক্তির ব্যাপারে আপনার মত কি? যে গুনাহ করে, খুন-খারাপী করে, যেনা করে এবং অপরের সম্পদকে হালাল মনে করে কিন্তু আল্লাহর একত্বাবাদে ও রাসূলের রেসালতে আন্তরিকতার সহিত সাক্ষ্য দেয়। উত্তরে মুয়ায (রা)

বলেন– তার ব্যাপারে আমি আশা রাখি যে, সে মুক্তি পাবে, আবার ভয়ও করি যে (সে শাস্তি পাবে)।

এরপর লোকটি বলল, যদি তার সন্দেহ তার যাবতীয় পূণ্য কাজ সমূহকে নষ্ট করে ফেলে তবে তার খারাপ আমল তথা কবীরা গুনাহ তার আন্তরিক একত্ববাদের সাক্ষ্যকে নষ্ট করতে পারবে না। অর্থাৎ গুনাহ ঈমানের কোন ক্ষতি করতে পারে না। একথা বলে লোকটি চলে গেল আর মুয়ায (রা) বলেন, আমার ধারণায় ওর চেয়ে বেশী সুন্নাত জানা ব্যক্তি কেউ নেই।

ব্যাখ্যাঃ উক্ত হাদিস দ্বারা দু'টি আকীদা সাব্যস্ত হয়। এক. আল্লাহ ও রাসূল ﷺ এর উপর পূর্ণ ঈমান আনা ব্যতীত আমলের কোন সওয়াব বা প্রতিদান পাওয়া যাবে না। দুই. শিরক ব্যতীত অন্যান্য গুনাহ মূল ঈমানের কোন ক্ষতি করতে পারে না।

١٢ – حَمَّادٌ: عَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ، عَنْ أَبِيْ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ خِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: يَدْرُسُ الْإِسْلَامُ كَمَا يَدْرُسُ وَشْيُ الثَّوْبِ، وَلَا يَبْقَى إِلَّا شَيْخٌ كَبِيْرٌ، أَوْ عَجُوْزٌ فَانِيَةٌ، يَقُوْلُوْنَ: قَدْ كَانَ قَوْمٌ يَقُوْلُوْنَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَهُمْ مَا يَقُوْلُوْنَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ: فَقَالَ صِلَةُ بْنُ زَيْدٍ: فَمَا يُغْنِيْ عَنْهُمْ يَا عَبْدَ اللهِ! لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَهُمْ لَا يَصُوْمُوْنَ، وَلَا يُصَلُّوْنَ، وَلَا يَحُجُّوْنَ، وَلَا يَتَصَدَّقُوْنَ، قَالَ: يَنْجُوْنَ بِهَا مِنَ النَّارِ.

১২. অনুবাদঃ হযরত হাম্মাদ আবু হানিফা থেকে, তিনি আবু মালেক আশজাঈ থেকে, তিনি রিবঈ ইবনে খিরাশ থেকে, তিনি হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ইসলাম এমনভাবে বিলুপ্ত হয়ে যাবে যেমনভাবে কাপড় থেকে নকশা বিলুপ্ত হয়ে যায়। (শেষ যামানায়) একজন অতিশয় বৃদ্ধ কিংবা বৃদ্ধা ছাড়া কেউ থাকবে না। তারা বলবে যে, পূর্ববর্তী যামানায় এক সম্প্রদায় ছিল যারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলত অথচ তারা নিজেরা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে না।

তখন উপস্থিতগণের মধ্যে সিলাহ ইবনে যায়েদ বলল– হে আবদুল্লাহ! তাদের 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলাতে কোন লাভ হবে? অথচ তারা নামায পড়ত না, রোযা রাখত না, হজ্ব আদায় করত না এবং যাকাতও দিত না। তখন হযরত হুযাইফা (রা) উত্তর দিলেন– তারা এর (তাওহীদের স্বীকারোক্তি) দ্বারা দোযখের আযাব থেকে রক্ষা পাবে। (ইবনে মাজাহ, ২/১৩৪৪/৮০৮৯)

ব্যাখ্যাঃ উক্ত হাদিসে কিয়ামতের পূর্বের কথা বলা হয়েছে। যখন মানুষ শুধু ঈমান আনবে কিন্তু কোন আমল করবে না। আর অন্তরে ঈমান থাকার কারণে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী

হবে না। যেমন বিশুদ্ধ হাদিসে আছে যার অন্তরে সরিষা পরিমাণও ঈমান থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

١٣ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ وَالْمِسْعَرُ: عَنْ يَزِيْدَ، قَالَ: كُنْتُ أَرَىٰ رَأْيَ الْخَوَارِجِ، فَسَأَلْتُ بَعْضَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَخْبَرَنِيْ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ بِخِلَافِ مَا كُنْتُ أَقُوْلُ، فَأَنْقَذَنِي اللهُ تَعَالَىٰ بِهِ.

১৩. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা ও মিসআর ইয়াযিদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি প্রথমে খারেজীদের আকীদা পোষণ করতাম । অর্থাৎ আমি বিশ্বাস করতাম যে, কবীরাহ গুনাহকারী কাফের ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী। অতঃপর আমি কোন কোন সাহাবীকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা আমাকে অবহিত করলেন যে, রাসূল ﷺ এর বাণী আমি যা বলতেছি তার বিপরীত। এরপর থেকে আল্লাহ তায়ালা আমাকে ভ্রান্তবিশ্বাস থেকে মুক্তি দিয়েছেন। (অর্থাৎ আমি সেই ভ্রান্তআকীদা পরিত্যাগ করি)।

١٤ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: قَالَ: كُنَّا مَعَ عَلْقَمَةَ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِيْ رَبَاحٍ، فَسَأَلَهُ عَلْقَمَةُ، فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ! إِنَّ بِبِلَادِنَا قَوْمًا لَا يُثْبِتُوْنَ لِأَنْفُسِهِمُ الْإِيْمَانَ، وَيَكْرَهُوْنَ أَنْ يَقُوْلُوْا: إِنَّا مُؤْمِنُوْنَ، بَلْ يَقُوْلُوْنَ: إِنَّا مُؤْمِنُوْنَ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ، فَقَالَ: وَمَا لَهُمْ لَا يَقُوْلُوْنَ؟ قَالَ: يَقُوْلُوْنَ: إِذَا أَثْبَتْنَا لِأَنْفُسِنَا الْإِيْمَانَ، جَعَلْنَا لِأَنْفُسِنَا الْجَنَّةَ، قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، هَذَا مِنْ خِدَعِ الشَّيْطَانِ وَحَبَائِلِهِ، وَحِيَلِهِ أَلْجَأَهُمْ إِلَىٰ أَنْ دَفَعُوْا أَعْظَمَ مِنَّةِ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِمْ، وَهُوَ الْإِسْلَامُ، وَخَالَفُوْا سُنَّةَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، رَأَيْتُ أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَرَضِيَ عَنْهُمْ، يُثْبِتُوْنَ الْإِيْمَانَ لِأَنْفُسِهِمْ، وَيَذْكُرُوْنَ ذَلِكَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ: إِنَّا مُؤْمِنُوْنَ، وَلَا يَقُوْلُوْا: إِنَّا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ لَوْ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ لَعَذَّبَهُمْ، وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ، فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ! إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ لَوْ عَذَّبَ الْمَلَائِكَةَ الَّذِيْنَ لَمْ يَعْصُوْهُ طَرْفَةَ عَيْنٍ عَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: هَذَا عِنْدَنَا عَظِيْمٌ، فَكَيْفَ نَعْرِفُ هَذَا؟ فَقَالَ لَهُ: يَا بْنَ أَخِيْ! مِنْ هَا هُنَا ضَلَّ أَهْلُ الْقَدْرِ، فَإِيَّاكَ أَنْ تَقُوْلَ بِقَوْلِهِمْ، فَإِنَّهُمْ أَعْدَاءُ اللهِ تَعَالَىٰ الرَّادُّوْنَ عَلَى اللهِ تَعَالَىٰ، أَلَيْسَ يَقُوْلُ اللهُ تَعَالَىٰ لِنَبِيِّهِ ﷺ: [قُلْ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِيْنَ] {الأنعام: ١٤٩}، فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ: اشْرَحْ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ! شَرْحًا يُذْهِبُ عَنْ قُلُوْبِنَا هَذِهِ الشُّبْهَةَ، فَقَالَ: أَلَيْسَ اللهُ ﷻ دَلَّ الْمَلَائِكَةَ عَلَىٰ تِلْكَ الطَّاعَةِ، وَأَلْهَمَهُمْ إِيَّاهَا، وَعَزَّمَهُمْ عَلَيْهَا، وَجَبَرَهُمْ عَلَىٰ

ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: وَهَذِهِ نِعَمٌ أَنْعَمَ اللهُ تَعَالَى بِهَا عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَلَوْ طَالَبَهُمْ بِشُكْرِ هَذِهِ النِّعَمِ مَا قَدَرُوْا عَلَى ذَلِكَ وَقَصَّرُوْا، وَكَانَ لَهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِتَقْصِيْرِ الشُّكْرِ، وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ.

১৪. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা (রা) বলেন, আমরা আলকামা এবং আতা ইবনে আবি রাবাহ (র)'র সাথে বসা ছিলাম। হযরত আলকামা হযরত আতাকে জিজ্ঞাসা করলেন হে আবু মুহাম্মদ! আমাদের শহরে (কূফা ও ইরাকে) এমন লোক আছে যারা নিজেদের জন্য নিশ্চিত ঈমান সাব্যস্ত করে না এবং "আমরা নিশ্চিত ও নিঃসন্দেহে মু'মিন" এরূপ বলাও খারাপ মনে করে। বরং তারা বলে– আমরা মু'মিন ইনশাল্লাহ। আতা বললেন, তাদের কি হল, তারা ঐরূপ না বলে এরূপ কেন বলে? উত্তরে আলকামা বলেন– তারা বলে যখন আমরা আমাদের জন্য নিশ্চিত ঈমান সাব্যস্ত করবো তখন নিজেরা জান্নাতী বলে দাবী সাব্যস্ত হবে। কেননা আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক মু'মিন নর-নারীর উপর জান্নাতের অঙ্গীকার করেছেন। আর ওয়াদা খেলাফী তাঁর জন্য দোষণীয়। তিনি সমস্ত দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত।

তখন হযরত আতা বললেন, সুবহানাল্লাহ! এটাতো শয়তানের ধোঁকা ও প্রতারণা। শয়তান তাদেরকে বাধ্য করেছে যে, আল্লাহর সবচেয়ে বড় এহসান তথা ইসলামকে অমান্য করতে এবং সুন্নতে রাসূল ﷺ এর বিরোধীতা করতে। আমি সাহাবায়ে কেরামকে দেখেছি যে, তাঁরা নিজেদের জন্য নিশ্চিত ঈমান সাব্যস্ত করতেন এবং এ ব্যাপারে রাসূল ﷺ এর হাদিস বর্ণনা করতেন। আতা আরো বলেন– তারা তো বলতেন আমরা মু'মিন, আমরা জান্নাতী এরূপ বলতেন না। কেননা আল্লাহ তা'আলা যদি আসমান ও জমিনবাসী সকলকে আযাব দেন তবুও তাঁকে জালিম বলা যাবে না।

তখন আলকামা হযরত আতাকে বললেন, হে আবু মুহাম্মদ! আল্লাহ যদি ফেরেস্তাদেরকে আযাব দেন যারা মুহূর্তের জন্যও আল্লাহর নাফরমানী করেননি তাঁকে জালিম বলা যাবে না? উত্তরে আতা বললেন, না। তখন আলকামা বললেন- তবে এটাতো অত্যন্ত গভীর ও সূক্ষ্ম কথা, আমরা এটাকে সহজে কিভাবে বুঝব? তখন আতা বললেন হে ভাতিজা! মু'তাযালাহ তো ভ্রান্ত দল। তাদের ন্যায় কথা বলা থেকে বিরত থাক। কেননা মু'তাযালাহ সম্প্রদায় হল আল্লাহর শত্রু এবং আল্লাহর কালামকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী। আল্লাহ কি তার নবীকে বলেননি? হে নবী! আপনি বলুন, আল্লাহর কাছে রয়েছে সুস্পষ্ট দলীল। যদি তিনি চান তবে সকলকে হেদায়েত করতে পারেন।

তখন আলকামা বললেন, হে আবু মুহাম্মদ! এটাকে আরো বিস্তারিতভাবে বলুন যাতে আমাদের অন্তর এরূপ সন্দেহ তথা ভ্রান্ত আকীদা থেকে মুক্ত হয়ে যায়। তখন হযরত

আতা (র) বলেন, আল্লাহ তায়ালা কি ফেরেস্তাগণকে তাঁর আনুগত্যের প্রতি হেদায়েত করেন নি, তিনি কি তাদেরকে আনুগত্যের পন্থা শিখিয়ে দেন নি এবং তাদের অন্তরে স্বীয় মহত্ত্ব স্থাপন করে তাতে অটুট রাখেন নি? আলকামা উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, রেখেছেন। তখন আতা বললেন, এগুলো এমন নিয়ামত যা আল্লাহ তায়ালা ফেরেস্তাগণকে দান করেছেন। যদি আল্লাহ তায়ালা তাদের থেকে ঐসব নিয়ামতের হিসাব নেন তবে তারা হিসাব দিতে অক্ষম হবেন। সুতরাং এর হিসাব দিতে অক্ষম হওয়ার কারণে যদি আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে শাস্তি দেন তবে আল্লাহকে জালিম সাব্যস্ত করা যাবে না।

ব্যাখ্যাঃ প্রথমত– হাদিস দ্বারা বুঝা যায় যে, ঈমানের বেলায় সন্দেহভাজন শব্দ ব্যবহার করা যাবে না। অর্থাৎ 'আমি মু'মিন ইনশাল্লাহ' এরূপ বলা যাবে না। কেননা রাসূল ﷺ থেকে এর পক্ষে কোন হাদিস বর্ণিত হয়নি। তাছাড়া কুরআনে করিমে মু'মিনের প্রশংসায় বলা হয়েছে اولئك هم المؤمنون حقًّا "তারাই নিশ্চিত মু'মিন।" কেউ কালিমা পাঠ করলেই তাকে মু'মিন বলা যাবে এবং মুমিনের যাবতীয় বিধান তার উপর প্রয়োগ হবে।

দ্বিতীয়ত– ইনশাল্লাহ শব্দটি সাধারণত সন্দেহভাজন স্থানে ব্যবহার হয়। আর ঈমানের বেলায় সন্দেহ করা কুফুরী। আর যদি ইনশাল্লাহ শব্দটি আদবের উদ্দেশ্যে কিংবা অহংকার মুক্ত ভদ্রতা ও নম্রতার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে তবুও জায়েয নেই। কেননা এতে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। সুতরাং একজন নিষ্ঠাবান মু'মিনের ঈমানে সন্দেহ পোষণ করা উচিত নয়।

٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ وُجُوْبِ الْإِيْمَانِ بِالْقَدْرِ

١٥ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ سُرَاقَةَ، قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! حَدِّثْنَا عَنْ دِيْنِنَا كَأَنَّنَا وُلِدْنَا لَهُ، أَنَعْمَلُ بِشَيْءٍ قَدْ جَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيْرُ، وَجَفَّتْ بِهِ الْأَقْلَامُ، أَمْ فِيْ شَيْءٍ نَسْتَقْبِلُ فِيْهِ الْعَمَلَ؟ قَالَ: «بَلْ فِيْ شَيْءٍ قَدْ جَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيْرُ، وَجَفَّتْ بِهِ الْأَقْلَامُ»، قَالَ: فَفِيْمَ الْعَمَلُ؟ قَالَ: «اِعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، [فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ] {الليل: ٥-١٠}».

বাব নং ৮ : তাকদীরের উপর ঈমান রাখা আবশ্যক

১৫. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আবু যুবাইর থেকে, তিনি হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত সুরাকাহ (র) রাসূল ﷺ এর নিকট আবেদন করলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে আমাদের দ্বীনের হাকীকত সম্পর্কে বলুন, যা আমাদের

সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য। আমরা কি ঐসব কাজ করি যা তাকদীরে লেখা হয়েছে এবং যা লিখে কলম শুকিয়ে গেছে, নাকি আমরা যা করি তা তাকদীরে লিপিবদ্ধ করা হয়? উত্তরে তিনি বলেন– বরং তাকদীরে যা লেখা আছে এবং লিখে কলম শুকিয়ে গেছে আমরা তাই করি। তখন সুরাকাহ আরয করলেন, যদি এরূপ হয় তাহলে আমল কি জন্য? অর্থাৎ তাকদীর অনুযায়ী যদি সবকিছু হয়ে থাকে তাহলে আমরা আমল কেন করব? তাকদীরে যা আছে তাতো হবেই। রাসূল ﷺ এরশাদ করলেন তোমরা অবশ্যই আমল করতে থাক। কেননা প্রত্যেকের জন্য সেই কাজটিই সহজ হবে, যে কাজের জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তারপর তিনি কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ পাঠ করেন– যার অর্থ "অতএব, যে দান করে এবং খোদাভীরু হয় এবং উত্তম বিষয়কে সত্য মনে করে, আমি তাকে সুখের বিষয়ের জন্য সহজ পথ দান করব। আর যে কৃপণতা করে ও বেপরওয়া হয় এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা মনে করে, আমি তাকে কষ্টের বিষয়ের জন্য সহজ পথ দান করব।" (সূরা আল লাইল, ৫-১০) (মারেফাতুস সাহাবা ১০/১৩৯/৩১৭৫)

ব্যাখ্যাঃ তাকদীরের সংজ্ঞা: তাকদীর শব্দটি আরবী 'কাদরুন' থেকে নিষ্পন্ন, এর অর্থ নির্ধারণ করা, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। পরিভাষায় তাকদীর বলা হয়– **هو تحديد كل مخلوق ونفع وضر وما يحويه من زمان او مكان وما يترتب بحده الذى يوجد من حسن وقبح عليه من ثواب وعقاب** –'সৃষ্টির যাবতীয় বিষয় তথা ভাল-মন্দ, উপকার-অপকার ইত্যাদির স্থান-কাল এবং এসবের শুভ-অশুভ পরিণাম পূর্ব হতে নির্ধারিত হওয়া।'[১১০]

কোন জিনিসই তাকদীরের বাইরে নয়। তবে তাকদীর মানুষের কাজের কারণ নয় এবং তাকদীরে লিপিবদ্ধ আছে বলেই মানুষ ভাল-মন্দ ইত্যাদি করছে বিষয়টি এমনও নয়। বরং মানুষ ভবিষ্যতে যা করবে আল্লাহ তা যেহেতু আদি থেকেই জানেন, তাই তিনি তা পূর্বেই লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। আবার আল্লাহ লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন বলেই মানুষ করছে একথাও ঠিক নয়। বরং এর উদাহরণ হল একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার তার রোগীর অবস্থা জানেন বলে তার ডায়েরীতে লিখে রাখলেন যে, এ রোগী অমুক সময় অমুক অবস্থায় মারা যাবে। অবশেষে যদি তাই হয়, তবে ডাক্তারের লিখন তার মৃত্যুর কারণ নয়। ঠিক তদ্রুপ আল্লাহ তায়ালা মানুষের যাবতীয় অবস্থা জানেন বলে সব লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। তবে এ লিপিবদ্ধ করণ মানুষের কার্যের কারণ নয়। মানুষের ইচ্ছা ও সংকল্পই তার কার্যের কারণ। কাজেই ভালমন্দ কাজের জন্য মানুষ নিজেই দায়ী হবে।

---

১১০. আল্লামা তাফতাযানী (র) শরহুল আকাঈদিন নসফিয়্যা, আরবী, পৃ: ৮২ ও মুফতি আমীমুল ইহসান (র) কাওয়ায়েদুল ফিকহ পৃ: ৪৩১

তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস করা ঈমানের অপরিহার্য অঙ্গ। পক্ষান্তরে তাকদীরকে অবিশ্বাস করা মূলত আল্লাহ'র ইলমে আযলীকে (চিরন্তন জ্ঞান) অস্বীকার করারই নামান্তর। হাদিস শরীফে রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– আমার উম্মতের মধ্যে দুই শ্রেণির মানুষ আছে যাদের জন্য ইসলামের কোন অংশ নেই। তারা হল মুরজিয়া ও কাদরীয়া সম্প্রদায়।[১১১]

٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَثِّ عَلَى الْعَمَلِ

١٦ – حَمَّادٌ: عَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ مُصْعَبٍ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، قَالَ: «مَا مِنْ نَفْسٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَ اللهُ ﷻ مَدْخَلَهَا وَمَخْرَجَهَا وَمَا هِيَ لَاقِيَةٌ»، قِيْلَ: فَفِيْمَ الْعَمَلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: «اِعْمَلُوْا، فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ اللهُ لَهُ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ يُسِّرَ لِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ يُسِّرَ لِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ»، قَالَ الْأَنْصَارِيُّ: الْآنَ حَقَّ الْعَمَلُ.

বাব নং ৯: আমলের প্রতি উৎসাহিত করা

১৬. অনুবাদ: হযরত হাম্মাদ আবু হানিফা থেকে, তিনি আবদুল আজিজ ইবনে রূপাঈ থেকে, তিনি মুসআব থেকে, তিনি সা'দ (রা) থেকে, তিনি রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– প্রত্যেক ব্যক্তির শুরু ও শেষে, দুনিয়া ও আখেরাতে যা কিছু হবার আল্লাহ তায়ালা সব কিছু (তাকদীরে) লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। তখন একজন আনসারী সাহাবী আরয করল হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে আমল কি জন্যে? তিনি বললেন, তোমরা আমল করতে থাক। কেননা যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তার উপর সে কাজটি সহজ হয়ে যায়। সুতরাং যারা জান্নাতী তাদের জন্য জান্নাতী আমল সহজ হয়ে যাবে আর যারা জাহান্নামী তাদের জন্য সেই আমল সহজ হয়ে যাবে। তখন প্রশ্নকারী আনসারী সাহাবী বললেন, এখন আমল করার কারণ বুঝে এসেছে।

١٧ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ نَفْسٍ إِلَّا وَقَدْ كَتَبَ اللهُ مَدْخَلَهَا وَمَخْرَجَهَا وَمَا هِيَ لَاقِيَةٌ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: فَفِيْمَ الْعَمَلُ إِذًا يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: «اِعْمَلُوْا، فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، أَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ، فَيُيَسَّرُوْنَ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ، وَأَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ، فَيُسَّرُوْا لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ»، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: الْآنَ حَقَّ الْعَمَلُ.

---

১১১. তিরমিযী, সূত্র: মেশকাত শরীফ, পৃ: ২২

وَفِيْ رِوَايَةٍ: «اِعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ، مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْـجَنَّةِ يُسِّرَ لِعَمَلِ أَهْـلِ الْـجَنَّةِ، وَمَـنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ يُسِّرَ لِعَمَلِ أَهْلِهَا»، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: الْآنَ حَقَّ الْعَمَلُ.

১৭. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আব্দুল আজিজ থেকে, তিনি মুসআব ইবনে সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস থেকে, তিনি তার পিতা সা'দ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, প্রত্যেক ব্যক্তির ভবিষ্যত পরিণাম এবং যা কিছু সংঘটিত হওয়ার সব কিছু তিনি লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। তখন একজন আনসারী আরয করল– তাহলে আমল কি জন্যে? তিনি বললেন, তোমরা আমল করতে থাক। কেননা যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে সে কাজ তার জন্য সহজ হয়ে যায়। দুর্ভাগাদের জন্য দুর্ভাগ্য মূলক কাজ সহজ হয় আর সৌভাগ্যবানদের জন্য সৌভাগ্য মূলক কাজ সহজ হয়। তখন সেই আনসারী বলল, এখন আমল করার কারণ বুঝেছি।

অপর এক বর্ণনায় আছে– রাসূল ﷺ বলেছেন, তোমরা আমল করতে থাক। কেননা প্রত্যেকের জন্য কাজ সহজ হয়। যারা জান্নাতী হবে তাদের জন্য জান্নাতের কাজ সহজ হবে, পক্ষান্তরে যারা জাহান্নামী তাদের জন্য জাহান্নামের কাজ সহজ হবে। তখন আনসারী বলল এখন আমলের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছি। (আল জামিউল কবীর, ১/২১৬১১/১৪৫৩)

١٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ ذَمِّ الْقَدْرِيَّةِ

١٨ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنِ الْـهَيْثَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْـنِ عُمَـرَ ﷺ، قَـالَ: قَـالَ رَسُـوْلُ اللهِ ﷺ: «يَجِيءُ قَوْمٌ يَقُوْلُوْنَ: لَا قَدْرَ، ثُمَّ يَخْرُجُوْنَ مِنْهُ إِلَى الزَّنْدَقَـةِ، فَـإِذَا لَقِيْتُمُـوْهُمْ فَـلَا تُـسَلِّمُوْا عَلَيْهِمْ، وَإِنْ مَرِضُوْا فَلَا تَعُوْدُوْهُمْ، وَإِنْ مَاتُوْا فَلَا تُشَيِّعُوْهُمْ، فَإِنَّهُمْ شِيْعَةُ الدَّجَّـالِ وَمَجُـوْسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، حَقَّ عَلَى اللهِ أَنْ يُلْحِقَهُمْ بِهِمْ فِي النَّارِ».

বাব নং ১০: কদরীয়া সম্প্রদায়ের প্রতি নিন্দা

১৮. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হায়শাম থেকে, তিনি নাফে থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন- এমন এক সম্প্রদায় আসবে যারা বলবে তাকদীর বলতে কিছুই নেই। তারা ইসলাম থেকে বেরিয়ে গিয়ে যিন্দিক হয়ে যাবে। যদি তোমরা তাদেরকে পাও তবে তাদেরকে সালাম দিওনা। তারা যদি অসুস্থ হয় তবে তাদের সেবা করতে যেওনা। তারা যদি মারা যায় তাদের জানাযায় শরীক হইওনা। কেননা তারা হল দাজ্জালের সহযোগী ও এই উম্মতের মজূসী। আল্লাহর আদেশ দ্বারা সাব্যস্ত যে, তাদেরকে দাজ্জালের সাথে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (প্রাগুক্ত, ১/২৫৮৭০/২১৭)

ব্যাখ্যা: উক্ত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে, জবরিয়া, কদরীয়াসহ আরো যত বাতিল ফের্কা আছে এদের সাথে সালাম-কালাম সহ যাবতীয় আচার-ব্যবহার নিষিদ্ধ। এগুলো যেহেতু এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের হক। কিন্তু এসব বাতিল ফের্কা হল কাফির বিধায় এদের কোন অধিকার কোন মুসলমানের উপর নেই। সুতরাং এদের সাথে সকল মুয়ামেলা নিষিদ্ধ।

١٩ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «يَجِيءُ قَوْمٌ يَقُوْلُوْنَ: لَا قَدَرَ، ثُمَّ يَخْرُجُوْنَ مِنْهُ إِلَى الزَّنْدَقَةِ، فَإِذَا لَقِيتُمُوْهُمْ فَلَا تُسَلِّمُوْا عَلَيْهِمْ، وَإِنْ مَرِضُوْا فَلَا تَعُوْدُوْهُمْ، وَإِنْ مَاتُوْا فَلَا تَشْهَدُوْا جَنَائِزَهُمْ، فَإِنَّهُمْ شِيْعَةُ الدَّجَّالِ وَمَجُوْسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَحَقًّا عَلَى اللهِ تَعَالَى أَنْ يُلْحِقَهُمْ بِهِمْ فِي النَّارِ».

১৯. অনুবাদ: ইমাম আবু হানিফা না'ফে থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, এমন এক সম্প্রদায় আগমণ করবে যারা তাকদীরকে অস্বীকার করবে, ফলে তারা নাস্তিক হয়ে যাবে। যখন তোমরা তাদের সাক্ষাত পাবে তখন তাদেরকে সালাম দিওনা। যদি তারা অসুস্থ হয় তাদের সেবা করোনা। যদি মরে যায় তাদের জানাযায় অংশগ্রহণ করোনা। কেননা তারা দাজ্জালের সাথী এবং এই উম্মতের মুজসী। আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে জাহান্নামে দাজ্জালের সাথে মিলিয়ে দেবেন। (প্রাগুক্ত)

٢٠ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «لَعَنَ اللهُ الْقَدْرِيَّةَ»، وَقَالَ: «مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللهُ تَعَالَى قَبْلِيْ إِلَّا حَذَّرَ أُمَّتَهُ مِنْهُمْ وَلَعَنَهُمْ».

২০. অনুবাদ: ইমাম আবু হানিফা সালিম থেকে, তিনি ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা কদরীয়া সম্প্রদায়ের উপর লা'নত করেছেন। তিনি আরো বলেন, আমার পূর্বে এমন কোন নবী প্রেরিত হননি যারা আপন আপন উম্মতদেরকে কদরীয়া সম্প্রদায় সম্পর্কে সাবধান করেন নি এবং তাদের উপর লা'নত প্রদান করেননি। অর্থাৎ আমার পূর্বের সকল নবী-রাসূলগণ স্বীয় উম্মতগণকে কদরীয়া সম্প্রদায় সম্পর্কে সাবধান করেছিলেন এবং তাদের উপর অভিশাপ করেছেন।

٢١ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَعَنَ اللهُ الْقَدْرِيَّةَ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ وَلَا رَسُوْلٍ إِلَّا لَعَنَهُمْ، وَنَهَى أُمَّتَهُ عَنِ الْكَلَامِ مَعَهُمْ».

২১. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আলকামা থেকে, তিনি ইবনে বুরাইদা থেকে, তিনি তার পিতা বুরাইদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা কদরীয়া সম্প্রদায়ের প্রতি লা'নত করেছেন। ইতিপূর্বে নবী-রাসূল যাঁরা এসেছিলেন সকলেই তাদের উপর অভিশাপ দিয়েছেন এবং নিজ নিজ উম্মতদেরকে তাদের সাথে কথা বলতে নিষেধ করেছেন।

٢٢ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «الْقَدْرِيَّةُ مَجُوْسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَهُمْ شِيْعَةُ الدَّجَّالِ».

২২. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা না'ফে থেকে, তিনি ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, কদরীয়া সম্প্রদায় হল এই উম্মতের মজূসী তথা নাস্তিক। এরা দাজ্জালের সহযোগী। (আবু দাউদ, ৪/৩৫৭/৪৬৯৩)

١١ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ الشَّفَاعَةِ

٢٣ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ يَزِيْدَ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «يُخْرِجُ اللهُ مِنَ النَّارِ مِنْ أَهْلِ الْإِيْمَانِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ»، قَالَ يَزِيْدُ: فَقُلْتُ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُوْلُ: [وَمَا هُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنْهَا] {المائدة: ٣٧}، قَالَ جَابِرٌ: اقْرَأْ مَا قَبْلَهَا: [إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا] {المائدة: ٣٦} إِنَّمَا هِيَ فِي الْكُفَّارِ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: «يُخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْإِيْمَانِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ»، قَالَ يَزِيْدُ: قُلْتُ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُوْلُ: [وَمَا هُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنْهَا] {المائدة: ٣٧}، فَقَالَ جَابِرٌ: اقْرَأْ مَا قَبْلَهَا: [إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا] {المائدة: ٣٦}، ذَلِكَ الْكُفَّارُ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ: عَنْ يَزِيْدَ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الشَّفَاعَةِ، فَقَالَ: يُعَذِّبُ اللهُ تَعَالَى قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْإِيْمَانِ بِذُنُوْبِهِمْ، ثُمَّ يُخْرِجُهُمْ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ: فَأَيْنَ قَوْلُ اللهِ ﷻ؟ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ إِلَى آخِرِهِ.

বাব নং ১১: শাফায়াতের বর্ণনা

২৩. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা ইয়াযিদ ইবনে সুহাইব থেকে, তিনি হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে, তিনি রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালা (গুনাহগার) মু'মিনদেরকে মুহাম্মদ ﷺ এর শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করবেন। ইয়াযিদ (র) বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন, **وما هم بخارجين منها** অর্থাৎ 'জাহান্নামীদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে না'। তখন হযরত জাবির (রা) বলেন তুমি তোমার পঠিত আয়াতের পূর্বাংশ পড়। আর

তা হল ان الذين كفروا অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামীদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করবেনা কথাটি কাফেরের জন্যে বলেছেন।

অপর বর্ণনায় আছে ঈমানদারগণের একদলকে আল্লাহ তায়ালা মুহাম্মদ ﷺ এর সুপারিশের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবেন। এতে ইয়াযিদ (র) বলেন, আল্লাহ তায়ালা তো বলেছেন এদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে না। উত্তরে জাবির (রা) বললেন– আয়াতের পূর্বাংশ একটু পড়। এটি কাফেরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে।

অপর বর্ণনায় হযরত ইয়াযিদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন আমি হযরত জাবির (রা)কে জিজ্ঞাসা করলাম শাফায়াত সম্পর্কে। উত্তরে তিনি বলেন– কতিপয় ঈমানদারগণকে তাদের গুনাহের কারণে আল্লাহ তাদেরকে আযাব দেবেন। অতঃপর মুহাম্মদ ﷺ এর সুপারিশের উসিলায় তাদেরকে দোযখ থেকে বের করে আনবেন। তখন আমি (ইয়াযিদ) বললাম তাহলে আল্লাহর বাণী কোথায় যাবে? এরপর পূর্ণ হাদিস উল্লেখ করেন।

ব্যাখ্যাঃ কদরীয়া ও মু'তাযালা সম্প্রদায় রাসূল ﷺ এর শাফায়াত অস্বীকার করে। পক্ষান্তরে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত রাসূল ﷺ এর শাফায়াতকে বিশ্বাস করে। তাঁর সুপারিশে অসংখ্য গুনাহগার উম্মত জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভ করবে। এব্যাপারে কুরআন-হাদিসে অসংখ্য প্রমাণাদি বিদ্যমান।

٢٤ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ ﷺ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «يُخْرِجُ اللهُ قَوْمًا مِنَ الْـمُوَحِّدِيْنَ مِنَ النَّارِ بَعْدَ مَا امْتَحَشُوْا، وَصَارُوْا فَحْمًا، فَيُدْخِلُهُمُ اللهُ تَعَالَى الْـجَنَّةَ، فَيَسْتَغِيْثُوْنَ إِلَى اللهِ تَعَالَى مِمَّا تُسَمِّيْهِمْ أَهْـلُ الْـجَنَّةِ الْـجَهَنَّمِيِّيْنَ، فَيُذْهِبُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ ذَلِكَ».

২৪. অনুবাদঃ ঈমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি আসওয়াদ থেকে, তিনি বিরঈ ইবনে হেরাশ থেকে, তিনি হুযাইফা (র) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা মু'মিনগণের একদলকে জাহান্নাম থেকে বের করবেন। তখন তারা জাহান্নামের আগুনে জ্বলে কয়লা হয়ে যাবে। তারপর তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেবেন। জান্নাতে জান্নাতীরা তাদেরকে জাহান্নামী নাম ধরে যখন ডাকবে তখন তারা আল্লাহর কাছে এ ব্যাপারে ফরিয়াদ করবে। ফলে আল্লাহ তাদের জাহান্নামী নাম দূরীভূত করে দেবেন।

ব্যাখ্যাঃ হিংসুকরা বলে– আবু হানিফা (রা) মরজিয়া ছিলেন। (নাউযুবিল্লাহ) উক্ত হাদিস দ্বারা একথা অকাট্য ভাবে খণ্ডন হয়ে গেল। কেননা মরজিয়া সম্প্রদায়ের বিশ্বাস হল

ঈমান গ্রহণের পর কোন গুনাহ মু'মিনের ক্ষতি সাধন করতে পারে না। অর্থাৎ কোন গুনাহের কারণে মু'মিন কখনো জাহান্নামে যাবে না। কিন্তু আবু হানিফা (র) নিজেই উক্ত হাদিস বর্ণনা করে প্রমাণ করলেন যে তিনি মরজিয়া ছিলেন না। বরং হিংসুকরাই একথা রটিয়েছে।

٢٥ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى: «[عَسَى انْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُوْدًا] {الإسراء: ٧٩}»، قَالَ: «اَلْمَقَامُ الْمَحْمُوْدُ: الشَّفَاعَةُ، يُعَذِّبُ اللهُ تَعَالَى قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْإِيْمَانِ بِذُنُوْبِهِمْ، ثُمَّ يُخْرِجُ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ، فَيُؤْتَى بِهِمْ نَهْرًا، يُقَالُ لَهُ: الْحَيَوَانُ فَيَغْتَسِلُوْنَ فِيْهِ، ثُمَّ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ فَيُسَمَّوْنَ فِي الْجَنَّةِ الْجَهَنَّمِيِّيْنَ، ثُمَّ يَطْلُبُوْنَ إِلَى اللهِ تَعَالَى، فَيُذْهِبُ عَنْهُمْ ذَلِكَ الِاسْمَ».

وَفِيْ رِوَايَةٍ، قَالَ: «يُخْرِجُ اللهُ تَعَالَى قَوْمًا مِنْ أَهْلِ النَّارِ مِنْ أَهْلِ الْإِيْمَانِ وَالْقِبْلَةِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَذَلِكَ هُوَ الْمَقَامُ الْمَحْمُوْدُ فَيُؤْتَى بِهِمْ نَهْرًا يُقَالُ لَهُ: الْحَيَوَانُ، فَيُلْقَوْنَ فِيْهِ فَيَنْبُتُوْنَ بِهِ كَمَا يَنْبُتُ الثَّعَارِيْرُ، ثُمَّ يَخْرُجُوْنَ مِنْهُ وَيَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ، فَيُسَمَّوْنَ فِيْهَا الْجَهَنَّمِيِّيْنَ، ثُمَّ يَطْلُبُوْنَ إِلَى اللهِ تَعَالَى أَنْ يُذْهِبَ عَنْهُمْ ذَلِكَ الْاِسْمَ، فَيُذْهِبَ عَنْهُمْ».

وَزَادَ فِيْ آخِرِهِ: «فَيُسَمَّوْنَ عُتَقَاءَ اللهِ»، وَرَوَى أَبُوْ حَنِيْفَةَ هَذَا الْحَدِيْثَ، عَنْ أَبِيْ رَوْبَةَ شَدَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ.

২৫. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আতিয়্যা থেকে, তিনি আবু সাঈদ (রা) থেকে, তিনি রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, আবু সাঈদ (রা) কুরআনের আয়াত– **عَسٰى انْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُوْدًا** অচিরেই আপনার প্রভু আপনাকে মকামে মাহমুদ দান করবেন" (সূরা আসরা, আয়াত ৭৯) প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, মকামে মাহমুদ দ্বারা উদ্দেশ্য হল শাফায়াত। আল্লাহ তায়ালা একদল মু'মিনকে তাদের গুনাহের কারণে আযাব দেবেন। অতঃপর মুহাম্মদ ﷺ এর শাফায়াতের উসিলায় তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করবেন। তারপর তাদেরকে 'হায়ওয়ান' নামক নদীতে নিয়ে গোসল করাবেন এবং জান্নাতে পাঠাবেন, জান্নাতে এদের নাম জাহান্নামী হিসাবে খ্যাত হবে। তখন তারা আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করবে, ফলে তিনি তাদের নাম মুছে দেবেন।

অন্য বর্ণনায় আছে যে, আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামে প্রবেশকারী ঈমানদার ও আহলে কিবলা'র একদলকে মুহাম্মদ ﷺ এর শাফাআতে মুক্তি দেবেন আর এই শাফায়াতই মকামে মাহমুদ। তারপর 'হায়ওয়ান' নামক নদীতে তাদেরকে আনা হবে এবং সেখানে

তাদেরকে গোসল করানো হবে। ফলে তারা চারা গাছের শসার ন্যায় সতেজ হয়ে উঠবে। অতঃপর সেখান থেকে বেরিয়ে এসে জান্নাতে প্রবেশ করবে। জান্নাতে তাদের নাম হবে জাহান্নামী। তারা আল্লাহর কাছে আবেদন করবে যেন সেই নাম মুছে যায়। ফলে আল্লাহ তায়ালা ঐ নাম মুছে দেবেন। এই বর্ণনার শেষে فَيُسَمَّوْنَ عُتَقَاءَ اللهِ শব্দ অতিরিক্ত আছে।

হাদিসখানা ইমাম আবু হানিফা আবু রুবাহ সাদ্দাদ ইবনে আবদুর রহমান থেকে, তিনি আবু সাঈদ থেকে বর্ণনা করেন।

ব্যাখ্যা: ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র) বলেন, নবী করিম ﷺ এর সুপারিশ আট প্রকার। যথা: এক. শাফায়াতে উযমা নামে খ্যাত। যা সকল নবী-রাসূলগণের মধ্যে শুধু তাঁর জন্য নির্ধারিত। এটি অন্য কেউ পাবে না। যখন সকল সৃষ্টির ফায়সালা সমাপ্ত হবে তখনই এই শাফায়াত করবেন তিনি। দুই. যে শাফায়াত এই উম্মতের হিসাব সহজ ও দ্রুত করার জন্য করা হবে। যেমন ইবনে আবিদ দুনিয়া (র) দীর্ঘ মারফু হাদিস এভাবে বর্ণনা করেন– কিয়ামত দিবসে নবী করিম ﷺ বলবেন– يا ربّ عجّل حسابهم "হে প্রভু! ওদের হিসাব দ্রুত নিন।" তখন তাদেরকে ডেকে দ্রুত হিসাব কার্য সম্পাদন করা হবে। তিন. ঐসব লোকদের জন্য শাফায়াত করবেন যাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তখন তারা তার শাফায়াতের উসিলায় মুক্তি লাভ করবে। ইবনে আবিদ দুনিয়া (র) এর স্বপক্ষে দীর্ঘ হাদিস বর্ণনা করেন। চার. চতুর্থ শাফায়াত যা তিনি স্বীয় চাচা আবু তালেবের জন্য করবেন। ফলে তার শাস্তি হ্রাস পাবে। পাঁচ. পঞ্চম শাফায়াত যা তিনি কতিপয় সম্প্রদায়ের জন্য করবেন এবং তারা বিনা হিসাবে জান্নাতে চলে যাবে। কাযী আয়ায (র)এর পক্ষে মত দিয়েছেন। ছয়. এই শাফায়াত মু'মিনগণ জান্নাতে দ্রুত প্রবেশের জন্য করবেন। সাত. সপ্তম শাফায়াত জান্নাতীদের জন্য করবেন যেন জান্নাতে তাদের আমলের চেয়ে মর্যাদা বেশী হয়। মু'তাযালারা এই প্রকার শাফায়াতকে স্বীকার করে বাকীগুলো অস্বীকার করে। আট. অষ্টম শাফায়াত যা তিনি কবীরা গুনাহকারীদের জন্য করবেন, যাদেরকে গুনাহের কারণে জাহান্নামে যেতে হয়েছে। পরিশেষে তাঁর সুপারিশে তারা জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভ করবে। ইমাম গাজ্জালী (র)ও ইয়াহইয়াউল উলুম গ্রন্থে এ ব্যাপারে বিস্তারিত লিখেছেন।

٢٦ – حَمَّادٌ: عَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدٍ الْـخُدْرِيَّ، يَقُـوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، يَقْرَأُ: «[عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَـكَ رَبُّـكَ مَقَامًـا مَحْمُـوْدًا] {الإسراء: ٧٩}»، قَالَ: يُخْرِجُ اللهُ تَعَالَى قَوْمًا مِنَ النَّارِ مِنْ أَهْلِ الْإِيْمَانِ وَالْقِبْلَةِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّـدٍ ﷺ، فَـذَلِكَ

هُوَ الْـمَقَامُ الْـمَحْمُوْدُ، فَيُؤْتَى بِهِمْ نَهْرًا يُقَالُ لَهُ: الْـحَيَوَانُ، فَيُلْقَـوْنَ فِيْـهِ، فَيَنْبُتُـوْنَ كَمَـا يَنْبُتُ الثَّعَارِيْرُ، ثُمَّ يُخْرَجُوْنَ فَيَدْخُلُوْنَ الْـجَنَّةَ، فَيُسَمَّوْنَ الْـجَهَنَّمِيِّيْنَ، ثُمَّ يَطْلُبُوْنَ إِلَى اللهِ تَعَالَى أَنْ يُذْهِبَ عَنْهُمْ ذَلِكَ الْاِسْمَ، فَيُذْهِبَهُ عَنْهُمْ».

২৬. অনুবাদঃ হাম্মাদ আবু হানিফা থেকে, তিনি আতিয়্যাহ থেকে, তিনি বলেন, আমি আবু সাঈদ খুদুরী (রা) কে عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُوْدًا আয়াত তেলাওয়াত করতে শুনেছি। তারপর তিনি বললেন, মুহাম্মদ ﷺ এর সুপারিশে আল্লাহ তায়ালা আহলে ঈমান ও আহলে কিবলাদের একদলকে দোযখ থেকে বের করবেন। আর এটিই হল মকামে মাহমুদ। অতঃপর তাদেরকে নহরে হায়ওয়ান এ নিয়ে যাওয়া হবে এবং তাদেরকে সেখানে নিক্ষেপ করা হবে। ফলে তারা সেখান থেকে শসার ন্যায় তাজা হয়ে গর্জে উঠবে। তারপর বের হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। জান্নাতে তাদের নাম হবে জাহান্নামী। তারা আল্লাহর দরবার আরয করবে, ফলে আল্লাহ তাদের সেই নাম মুছে দেবেন।

٢٧ - حَمَّادٌ: عَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْـمَلِكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، عَنِ النَّـبِيِّ ﷺ، قَـالَ: «يَدْخُلُ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْإِيْمَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ النَّارَ بِـذُنُوْبِهِمْ، فَيَقُـوْلُ لَـهُمُ الْـمُـشْرِكُوْنَ: مَـا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ إِيْمَانُكُمْ، وَنَحْنُ وَأَنْتُمْ فِيْ دَارٍ وَاحِدَةٍ نُعَذَّبُ، فَيَغْضَبُ اللهُ ﷻ لَـهُمْ، فَيَـأْمُرُ أَنْ لَا يَبْقَى فِي النَّـارِ أَحَـدٌ يَقُـوْلُ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، فَيَخْرُجُـوْنَ وَقَـدِ احْتَرَقُـوْا حَـتَّى صَـارُوْا كَالْـحُمَمَةِ السَّوْدَاءِ، إِلَّا وُجُوْهَهُمْ، فَإِنَّهُ لَا يَزْرَقُّ أَعْيُنُهُمْ، وَلَا تَسْوَدُّ وُجُوْهُهُمْ، فَيُؤْتَى بِهِمْ نَهْرًا عَلَى بَابِ الْـجَنَّةِ، فَيَغْتَسِلُوْنَ فِيْهِ، فَيَذْهَبُ كُلُّ فِتْنَةٍ وَأَذًى، ثُمَّ يَـدْخُلُوْنَ الْـجَنَّةَ، فَيَقُـوْلُ لَـهُمُ الْـمَلَكُ: [طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خَالِدِيْنَ] {الزمر: ٧٣}، فَيُسَمَّوْنَ الْـجَهَنَّمِيِّيْنَ فِي الْـجَنَّةِ»، قَالَ: «ثُمَّ يَدْعُوْنَ، فَيَذْهَبُ عَنْهُمْ ذَلِكَ الْاِسْمُ، فَلَا يُدْعَوْنَ أَبَدًا، فَإِذَا خَرَجُوْا، قَالَ الْكُفَّـارُ: يَا لَيْتَنَا كُنَّا مُسْلِمِيْنَ، فَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ ﷻ: [رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَـرُوْا لَـوْ كَانُـوْا مُـسْلِمِيْنَ] {الحجر: ٢}».

২৭. অনুবাদঃ হাম্মাদ আবু হানিফা থেকে, তিনি আবদুল মালিক থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে, তিনি রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, কিয়ামত দিবসে ঈমানদারগণের একদল তাদের গুনাহের কারণে জাহান্নামে যাবে। তখন মুশরিকরা তাদের উদ্দেশ্যে বলবে– তোমাদের ঈমান তোমাদের কোন উপকারে আসেনি। আমরা আর তোমরা জাহান্নামের একই ঘরে অবস্থান করতেছি।

তাদের কথা শুনে আল্লাহ তায়ালা রাগান্বিত হয়ে বলবেন– 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' উচ্চারণকারী একজনও যেন জাহান্নামে না থাকে। সুতরাং তখন গুনাহগার মু'মিনগণ এমন অবস্থায় জাহান্নাম থেকে বের হবে যে, তাদের চেহারা ব্যতিত পুরো শরীর আগুনে পুড়ে কালো হয়ে যাবে। তাদের চোখ নীল বর্ণের এবং চেহারা কালো বর্ণের হবে না।

তারপর তাদেরকে এমন নদীতে নেওয়া হবে যা জান্নাতের দরজার পাশে অবস্থিত। তাতে তারা গোসল করবে। ফলে তাদের ভিতরে-বাইরের যাবতীয় নাপাকী, পাপ-কালিমা ইত্যাদি থেকে পুত পবিত্র হয়ে যাবে। এরপর তাদেরকে জান্নাতে পৌঁছে দেওয়া হবে। তখন জান্নাতের দারোগা তাদেরকে বলবেন– তোমরা এখন পবিত্র হয়ে গিয়েছ, সুতরাং এখন স্থায়ীভাবে জান্নাতে বসবাস কর। তবে জান্নাতে তাদের নাম হবে জাহান্নামী। রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, তারা আল্লাহর কাছে আবেদন করবে। ফলে তাদের সেই নাম মুছে যাবে। এরপর তাদেরকে ঐ জাহান্নামী নামে ডাকা হবে না।

যখন গুনাহগার মু'মিনগণ জাহান্নাম থেকে বের হবে তখন কাফেররা বলবে হায়, যদি আমরাও মুসলমান হতাম তবে এদের সাথে দোযখ থেকে বের হতে পারতাম। এই অর্থেই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন– رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ "কোন কোন সময় কাফেররা আকাঙ্ক্ষা করবে যে, কি চমৎকার হত, যদি তারা মুসলমান হত।" (সূরা আল হিজর, আয়াত, ২)

٢٨ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! هَلْ يَبْقَى احَدٌ مِنَ الْمُوَحِّدِيْنَ فِي النَّارِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، رَجُلٌ فِيْ قَعْرِ جَهَنَّمَ يُنَادِيْ بِالْحَنَّانِ الْمَنَّانِ، حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتَهُ جِبْرِيْلُ ﷺ، فَيَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ الصَّوْتِ، فَقَالَ: الْعَجَبَ الْعَجَبَ، ثُمَّ لَمْ يَصْبِرْ حَتَّى يَصِيْرَ بَيْنَ يَدَيْ عَرْشِ الرَّحْمٰنِ سَاجِدًا، فَيَقُوْلُ اللهُ ﷻ: اِرْفَعْ رَأْسَكَ يَا جِبْرِيْلُ! فَيَرْفَعُ رَأْسَهُ، فَيَقُوْلُ: مَا رَأَيْتُ مِنَ الْعَجَائِبِ؟ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا رَآهُ، فَيَقُوْلُ: يَا رَبُّ، سَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ قَعْرِ جَهَنَّمَ يُنَادِيْ بِالْحَنَّانِ الْمَنَّانِ، فَتَعَجَّبْتُ مِنْ ذَلِكَ الصَّوْتُ، فَيَقُوْلُ اللهُ ﷻ: يَا جِبْرِيْلُ! اذْهَبْ إِلَى مَالِكٍ، قُلْ لَهُ: أَخْرِجِ الْعَبْدَ الَّذِيْ يُنَادِيْ بِالْحَنَّانِ الْمَنَّانِ، فَيَذْهَبُ جِبْرِيْلُ ﷺ إِلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، فَيَضْرِبُهُ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ مَالِكٌ، فَيَقُوْلُ جِبْرِيْلُ ﷺ: إِنَّ اللهَ ﷻ، يَقُوْلُ: أَخْرِجِ الْعَبْدَ الَّذِيْ يُنَادِيْ بِالْحَنَّانِ الْمَنَّانِ، فَيَدْخُلُ فَيَطْلُبُهُ، فَلَا يُوْجَدُ، وَإِنَّ مَالِكًا أَعْرَفُ بِأَهْلِ النَّارِ مِنَ الْأُمِّ بِأَوْلَادِهَا، فَيَخْرُجُ، فَيَقُوْلُ لِجِبْرِيْلَ: إِنَّ جَهَنَّمَ زَفَرَتْ زَفْرَةً لَا أَعْرِفُ الْحِجَارَةَ مِنَ الْحَدِيْدِ، وَلَا الْحَدِيْدَ مِنَ الرِّجَالِ، فَيَرْجِعُ جِبْرِيْلُ ﷺ حَتَّى يَصِيْرَ

بَيْنَ يَدَيْ عَرْشِ الرَّحْمٰنِ سَاجِدًا، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ ﷻ: اِرْفَعْ رَأْسَكَ يَا جِبْرِيْلُ! لِمَ لَمْ تَجِيءْ بِعَبْدِيْ؟ فَيَقُوْلُ: يَا رَبُّ، إِنَّ مَالِكًا يَقُوْلُ: إِنَّ جَهَنَّمَ قَدْ زَفَرَتْ زَفْرَةً لَا أَعْرِفُ الْحِجَارَةَ مِنَ الْحَدِيْدِ، وَلَا الْحَدِيْدَ مِنَ الرِّجَالِ، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ ﷻ: قُلْ لِمَالِكٍ: إِنَّ عَبْدِيْ فِيْ قَعْرِ كَذَا وَكَذَا، فِيْ سِرِّ كَذَا وَكَذَا».

وَفِيْ رِوَايَةٍ: «كَذَا وَكَذَا، فَيَدْخُلُ جِبْرِيْلُ فَيُخْبِرُهُ بِذَلِكَ، فَيَدْخُلُ مَالِكٌ، فَيَجِدُهُ مَطْرُوْحًا مَنْكُوْسًا مَشْدُوْدًا نَاصِيَتُهُ إِلَى قَدَمَيْهِ، وَيَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ، وَاجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الْحَيَّاتُ وَالْعَقَارِبُ، فَيَجْذِبُهُ جَذْبَةً حَتَّى تَسْقُطَ عَنْهُ الْحَيَّاتُ وَالْعَقَارِبُ، ثُمَّ يَجْذِبُهُ جَذْبَةً أُخْرَىٰ حَتَّى تَنْقَطِعَ مِنْهُ السَّلَاسِلُ وَالْأَغْلَالُ، ثُمَّ يُخْرِجُهُ مِنَ النَّارِ، فَيُصَيِّرُهُ فِيْ مَاءِ الْحَيَاةِ وَيَدْفَعُهُ إِلَى جِبْرِيْلَ، فَيَأْخُذُ بِنَاصِيَتِهِ وَيَمُدَّهُ مَدًّا، فَمَا مَرَّ بِهِ جِبْرِيْلُ عَلَى مَلَإٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا وَهُمْ يَقُوْلُوْنَ: أُفٍّ لِهَذَا الْعَبْدِ، حَتَّى يَصِيْرَ بَيْنَ يَدَيْ عَرْشِ الرَّحْمٰنِ سَاجِدًا، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ ﷻ: اِرْفَعْ رَأْسَكَ يَا جِبْرِيْلُ! وَيَقُوْلُ اللّٰهُ ﷻ: عَبْدِيْ أَلَمْ أَخْلُقْكَ بِخَلْقٍ حَسَنٍ؟ أَلَمْ أُرْسِلْ إِلَيْكَ رَسُوْلًا؟ أَلَمْ يُقْرَأْ عَلَيْكَ كِتَابِيْ؟ أَلَمْ يَأْمُرْكَ وَيَنْهَكَ؟ حَتَّى يُقِرَّ الْعَبْدُ، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالَىٰ: فَلِمَ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ فَيَقُوْلُ الْعَبْدُ: يَا رَبُّ! ظَلَمْتُ نَفْسِيْ حَتَّى بَقِيْتُ فِي النَّارِ كَذَا وَكَذَا خَرِيْفًا لَمْ أَقْطَعْ رَجَائِيْ مِنْكَ، يَا رَبُّ! دَعَوْتُكَ بِالْحَنَّانِ الْمَنَّانِ وَأَخْرَجْتَنِيْ بِفَضْلِكَ، فَارْحَمْنِيْ بِرَحْمَتِكَ، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ ﷻ: اِشْهَدُوْا يَا مَلَائِكَتِيْ بِأَنِّيْ رَحِمْتُهُ».

২৮. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি আলকামা থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূল ﷺ এর খেদমতে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! ঈমানদারগণের মধ্যে কি কেউ জাহান্নামে থেকে যাবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, দোযখ থেকে তাদেরকে বের করে আনার পর একজন ব্যক্তি জাহান্নামে থেকে যাবে। সে দোযখের এক গর্ত থেকে ইয়া হান্নান, ইয়া মান্নান বলে বলে ডাকতে থাকবে। শেষ পর্যন্ত তার আওয়াজ হযরত জিব্রাঈল (আ.) শুনবেন এবং তিনি অবাক হয়ে বলবেন– আল আযব, আল আযব। তারপর তিনি আর ধৈর্য্যধারণ করতে পারবেন না এবং আল্লাহর আরশের সামনে সিজদায় পড়ে যাবেন। তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন– হে জিব্রাঈল! তুমি মাথা তোল। অতঃপর আল্লাহ বলবেন– তুমি কি আশ্চর্য বস্তু দেখেছ? অথচ তিনি কি দেখেছেন আল্লাহ তা ভাল করেই জানেন। তখন জিব্রাঈল বলবেন– হে আমার প্রভূ! আমি জাহান্নামের একটি গর্ত থেকে একটি আওয়াজ শুনেছি। কে যেন হে হান্নান, হে মান্নান বলে ডাকতেছে। আর তার আওয়াজে আমি খুবই অবাক হয়েছি। এতে আল্লাহ তায়ালা

বলবেন, হে জিব্রাঈল! তুমি জাহান্নামের দারোগার কাছে গিয়ে তাকে বল ঐ ব্যক্তিকে যেন খুঁজে বের করে দেয়।

এরপর জিব্রাঈল দোযখের দরজাসমূহ থেকে এক দরজায় গিয়ে করাঘাত করলে দারোগা তাঁর কাছে আসবে। জিব্রাঈল তাকে বলবেন– আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ যে সেই বান্দাকে বের করে নিয়ে এসো, যে হান্নান ও মান্নান করে করে চিৎকার করতেছে। দারোগা জাহান্নামের ভিতরে গিয়ে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাকে পাবেনা। অথচ স্বয়ং মা ছেলেকে যেভাবে চিনে দারোগা জাহান্নামীদেরকে তার চেয়ে বেশী চিনে। অবশেষে দারোগা নৈরাশ হয়ে ফিরে আসবে এবং জিব্রাঈলকে বলবে দোযখে এসময় এমন এক নিঃশ্বাস নিয়েছে যে, আমি পাথর ও লোহা এবং লোহাও মানুষকে পার্থক্য করতে পারিনি।

হযরত জিব্রাঈল পুনরায় গিয়ে আরশের সামনে সিজদায় পড়বেন। আল্লাহ বলবেন হে জিব্রাঈল! মাথা উঠাও, তুমি কি আমার বান্দাকে নিয়ে আসনি? তিনি বলবেন, হে আমার প্রভূ! জাহান্নামের দারোগা বলেছে যে, জাহান্নাম নাকি এমন নিঃশ্বাস নিয়েছে যার ফলে দারোগা পাথর ও লোহা, লোহা ও মানুষের মধ্যে পৃথক করতে পারেনি। আল্লাহ বলবেন, দোযখের দারোগাকে গিয়ে বলো– আমার বান্দাহ দোযখের অমুক গর্তের কোণায় এভাবে পড়ে রয়েছে। জিব্রাঈল গিয়ে দারোগাকে এ খবর দিলে দারোগা দোযখের ভিতরে যাবে এবং তাকে এমন অবস্থায় পাবে তার মাথা পায়ের সাথে বাঁধা থাকবে আর হাত গর্দানের সাথে বাঁধা থাকবে। সাপ-বিচ্ছুরা থাকবে তার শরীরের উপর। অতঃপর দারোগা তাকে এমনভাবে ঝাকুনি দেবে সাপ-বিচ্ছুগুলো ঝড়ে পড়বে। দ্বিতীয়বার ঝাকুনি দিলে হাত-পা ও গলার যাবতীয় বন্ধন খুলে পড়ে যাবে। তারপর দারোগা তাকে বের করে এনে, আবে হায়াতে গোসল করায়ে জিব্রাঈলের কাছে সোর্পদ করে দেবে। জিব্রাঈল তাকে কপাল ধরে টেনে টেনে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাবে। যে সকল ফেরেস্তাদের পাশে যাবে তারা তার জন্য আফসোস করবে। তারপর জিব্রাঈল আরশের সামনে সিজদায় পড়বে। আল্লাহ বলবেন, হে জিব্রাঈল! মাথা উঠাও। তখন আল্লাহ বলবেন– হে আমার বান্দাহ! আমি কি তোমাকে সুন্দর আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করিনি? তোমার কাছে কি পয়গাম্বর প্রেরণ করিনি? সেই পয়গাম্বর কি আমার কিতাব পাঠ করে তোমাকে শুনাইনি? তোমাকে কি ভাল কাজের আদেশ দেননি এবং খারাপ কাজ থেকে বাধা দেননি? সেই বান্দা আল্লাহর সব কথার সত্যায়ন করবে। এরপর আল্লাহ বলবেন, তবুও কেন এরূপ গুনাহের কাজ করেছ? বান্দাহ বলবে হে প্রভূ! আমি আমার উপর অত্যাচার করেছি। যার শাস্তি স্বরূপ আমি এত বছর পর্যন্ত জাহান্নামে পড়ে রয়েছিলাম। তবুও আপনার রহমত থেকে নৈরাশ হইনি এবং আমি হান্নান ও মান্নান করে আপনাকে আহ্বান করেছি। আর আপনি স্বীয় মেহেরবাণীতে

আমাকে বের করে এনেছেন। এখন আপনারই রহমতে আমার উপর দয়া করুন। তখন আল্লাহ বলবেন, হে ফেরেস্তারা! তোমরা সাক্ষী থাক আমি তার উপর দয়া করলাম।

٢٩ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُوْرِ بْنِ أَبِيْ سُلَيْمَانَ الْبَلْخِيِّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عِيْسَىٰ، وَيَزِيْدَ الطُّوْسِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أُمَيَّةَ الْحَذَّاءِ الْعَدَوِيِّ، عَنْ نُوْحِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ يَزِيْدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! لِمَنْ تَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: «لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ، وَأَهْلِ الْعَظَائِمِ، وَأَهْلِ الدِّمَاءِ».

২৯. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা মুহাম্মদ ইবনে মনসুর ইবনে আবু সোলায়মান বলখী, মুহাম্মদ ইবনে ঈসা এবং ইয়াযিদ তূসী থেকে, তারা কাশেম ইবনে উমাইয়া থেকে, তিনি নূহ ইবনে কায়েস থেকে, তিনি ইয়াযিদ রুকাশী থেকে, তিনি হযরত আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা আরয করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিয়ামতের দিন আপনি কাদের জন্য সুপারিশ করবেন? উত্তরে তিনি বলেন– কবীরা গুনাহকারী, বড় বড় গুনাহকারী ও খুনীদের জন্য। (মা'আনীউল আখবার, ১/৩৫৬/২৩৯)

ব্যাখ্যাঃ এখানে الْكَبَائِر অর্থ কবীরাহ গুনাহ। আর الْعَظَائِم অর্থ বিশেষ বিশেষ গুনাহ। এখানে ذكر الخاص بعد العام হয়েছে। অর্থাৎ প্রথমে ব্যাপক শব্দ ব্যবহার করার পর বিশেষ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর রাসূল ﷺ এর এই সুপারিশ কিয়ামত দিবসে বিচারকার্য সমাপ্তির পর দোযখে যাওয়ার পূর্বেও হতে পারে কিংবা পরেও হতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে যে, এই সুপারিশ পাওয়ার জন্য মু'মিন হতে হবে। কেননা কেবল মু'মিনগণই সুপারিশের যোগ্য ও অধিকারী। কোন কাফের সুপারিশের যোগ্য নয়। সুতরাং কাফের চিরস্থায়ী জাহান্নামী।

٣٠ - حَمَّادٌ: عَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِيْ خَالِدٍ، وَبَيَانِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِيْ حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيْرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَا تُضَامُوْنَ فِيْ رُؤْيَتِهِ، فَانْظُرُوْا أَنْ لَا تُغْلَبُوْا فِيْ صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا»، قَالَ حَمَّادٌ: يَعْنِيْ: الْغَدَاةَ وَالْعَشِيَّ.

৩০. অনুবাদঃ হাম্মাদ আবু হানিফা থেকে, তিনি ইসমাঈল ইবনে আবু খালেদ ও বয়ান ইবনে বিশর থেকে, তারা কায়েস ইবনে আবু হাসেম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)কে বলতে শুনেছি– রাসূল ﷺ এরশাদ করেন- অচিরেই তোমরা আল্লাহকে দেখবে যেভাবে চৌদ্দ তারিখের রাতে চন্দ্রকে দেখতে পাও। তাকে দেখতে তোমাদের বিড়ম্বনায় পড়তে হবে না। অতঃপর তোমরা সর্বদা সতর্ক থাকবে যেন সূর্যোদয়ের পূর্বের নামায ও সূর্যাস্তের পূর্বের নামায অনাদায় থেকে না যায়।

হাম্মাদ বলেন– উভয় ওয়াক্তের নামায দ্বারা উদ্দেশ্য হল ফজর ও আসরের নামায। (বুখারী, ১/২০৯/৫৪৭)

ব্যাখ্যাঃ উক্ত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পরকালে মু'মিনগণ নিজের চোখে আল্লাহ তায়ালার দীদার লাভে ধন্য হবেন। পবিত্র কুরআন মজিদ, হাদিস শরীফ এবং সাহাবী, তাবেয়ী ও সলফে সালেহীনগণের ঐক্যমত দ্বারা বিষয়টি সাব্যস্ত ও প্রমাণিত। ফলে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা বিশ্বাসই হল এটি। কুরআনে করিমে এরশাদ হচ্ছে وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ، إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ আজ (কিয়ামত দিবসে) কতিপয় চেহারা সমুজ্জল হবে যারা তাদের প্রভূকে দেখতে থাকবে। (সূরা কিয়ামাহ, আয়াত: ২২ ও ২৩)

সিহাহ সিত্তাহসহ অনেক হাদিস গ্রন্থে এর পক্ষে বহু হাদিস বিদ্যমান।

٢ - كِتَابُ الْعِلْمِ

١–بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَرِيْضَةِ طَلَبِ الْعِلْمِ

٣١ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهُ ﷺ: «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ».

২ : ইলম অধ্যায়

বাব নং ১২. ১ : জ্ঞানার্জন আবশ্যক

৩১. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি আবু ওয়ায়েল থেকে, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন প্রত্যেক মুসলমানের উপর জ্ঞানার্জন করা ফরজ। (ইবনে মাজাহ, ১/৮১/২২৪)

ব্যাখ্যাঃ এখানে জ্ঞানার্জন দ্বারা উদ্দেশ্য হল দ্বীনি ইলম, তথা কুরআন, হাদিস, ফিক্বহ ইত্যাদির জ্ঞানার্জন করা। এটাকে ইলমে শরয়ী তথা শরয়ী জ্ঞানও বলা হয়। মনে রাখতে হবে ইলম হল নূর, যা আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাহকে দান করেন। যদি কোন মানুষ তা কষ্ট করে অর্জন করে তাকে ইলমে কসবী বলা হয়। পক্ষান্তরে যদি বেলা ওয়াসেতা অর্জিত হয় তাকে বলে ইলমে লাদুনী।

এই ইলমে লাদুনী আবার তিন প্রকার। যথা– এক. ওহী, দুই. ইলহাম, তিন. ফেরাসাত। ওহী নবীদের জন্য খাস, ইলহাম অলি আল্লাহদের জন্য আর ফেরাসাত প্রত্যেক মু'মিনের মধ্যে বিদ্যমান থাকে তাদের ঈমানের পরিমাপ অনুযায়ী। ওহী শরীয়তের অকাট্য প্রমাণ পক্ষান্তরে ইলহাম ও ফেরাসাত যদি খেলাপে শরা তথা শরীয়তের বিপরীত না হয় তবে গ্রহণযোগ্য অন্যথা ওয়াসওয়াসা বা শয়তানী প্রতারণা।[১১২]

---

১১২. হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ারখান নঈমী (র) ১৩৯১, মেরাতুল মানাজীহ, উর্দু, লাহোর, খণ্ড. ১ম, পৃ: ১৮৫

٣٢ – أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ نَاصِحٍ، عَنْ يَحْيَىٰ، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ».

৩২. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা নাসেহ থেকে, তিনি ইয়াহিয়া থেকে, তিনি আবু সালমা থেকে, তিনি আবু হুরাইরা (রা) থেকে, তিনি রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর আবশ্যক। (প্রাগুক্ত)

٢ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ التَّفَقُّهِ فِي الدِّيْنِ

٣٣ – قَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ: وُلِدْتُ سَنَةَ ثَمَانِيْنَ، وَحَجَجْتُ مَعَ أَبِيْ سَنَةَ سِتٍّ وَتِسْعِيْنَ، وَأَنَا ابْنُ سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمَّا دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَرَأَيْتُ حَلَقَةً عَظِيْمَةً، فَقُلْتُ لِأَبِيْ: حَلَقَةُ مَنْ هَذِهِ؟ فَقَالَ: حَلَقَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَرْثِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيِّ صَاحِبِ النَّبِيِّ ﷺ، فَتَقَدَّمْتُ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، يَقُوْلُ: «مَنْ تَفَقَّهَ فِيْ دِيْنِ اللهِ كَفَاهُ اللهُ تَعَالَىٰ مَهَمَّهُ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ».

বাব নং ১৩: ২. ইলমে ফিকহ্ অর্জনের ফযিলত

৩৩. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা বলেন, আমি ৮০ হিজরি সনে জন্মলাভ করেছি এবং আমার পিতার সাথে ৯৬ হি. সনে হজ্ব করেছি। এসময় আমার বয়স হয়েছিল ১৬ বছর। যখন আমি মসজিদে হারামে গেলাম সেখানে অনেক লোকদেরকে পরিবেষ্টন হয়ে বসে থাকতে দেখেছি। আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করলাম এই বৈঠক কার? উত্তরে বললেন, রাসূল ﷺ এর সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হারেস ইবনে জাযা যুবাইদী (রা)'র বৈঠক। তখন আমি অগ্রসর হলাম এবং তাঁকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীনের পরিপূর্ণ জ্ঞান শিখল আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট এবং আল্লাহ তাকে এমন রিযিক দান করবেন যা তার কল্পনায়ও আসবেনা। (আল জামেউল কবীর, ১/২২৪৪৮/৪৫৪৭)

ব্যাখ্যাঃ যারা আল্লাহর ওয়াস্তে দ্বীনের জ্ঞানার্জন করে তাকওয়া অর্জন করে এবং দ্বীনের কাজে নিয়োজিত থাকে আল্লাহ তায়ালা তাদের রিযিকের গায়েবী ব্যবস্থা করে দেন। যেমন পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে–وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ "যারা আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহর তাদের জন্য মুক্তির পথ বের করে দেন আর তাদেরকে এমন রিযিক দেন যা তাদের ধারণায়ও আসবেনা।" (সূরা তালাক, আয়াত, ২-৩)

খতীব বাগদাদী (র) তার তারীখে বাগদাদ গ্রন্থে যিয়াদ ইবনে হারেস আবদানী (রা) থেকে মারফু হাদিস বর্ণনা করেন, যাতে রয়েছে– من طلب العلم تكفل الله رزقه অর্থ: "যে জ্ঞানার্জন করল আল্লাহর তার রিযিকের দায়িত্ব নিলেন।"

٣٤ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ إِسْمَاعِيْلَ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ ﵂، قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «يَا عَائِشَةُ! لِيَكُنْ شِعَارُكِ الْعِلْمَ وَالْقُرْآنَ».

৩৪. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা ইসমাঈল থেকে, তিনি আবু সালেহ থেকে, তিনি উম্মে হানী (রা) থেকে, তিনি রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ হযরত আয়েশা (রা)কে সম্বোধন করে বলেন, হে আয়েশা! তুমি ইলম ও কুরআনকে আবশ্যক করে নাও।

٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ أَهْلِ الذِّكْرِ

٣٥ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ يَذْكُرُوْنَ اللهَ تَعَالَى، فَقَالَ: «أَنْتُمْ مِنَ الَّذِيْنَ أُمِرْتُ أَنْ أَصْبِرَ نَفْسِيْ مَعَهُمْ، وَمَا جَلَسَ عَدْلُكُمْ مِنَ النَّاسِ، فَيَذْكُرُوْنَ اللهَ تَعَالَى، إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ».

বাব নং ১৪. ৩. যিকিরকারীর ফযিলত

৩৫. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আলী ইবনে আকমার থেকে, তিনি রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহর যিকরকারী একদল লোকের পাশ দিয়ে রাসূল ﷺ গমন করছিলেন। তিনি তাদেরকে সম্বোধন করে বলেন, তোমরা ঐসব লোকের অন্তর্ভুক্ত যাদের সাথে থাকার জন্য আমি আদিষ্ট। যখনই তারা আল্লাহর যিকরে বসে তখন ফেরেস্তারা তাদের পালক দিয়ে ছায়াদান করে এবং আল্লাহর রহমতে আবৃত করে রাখে। আর আল্লাহ তায়ালাও তাঁর নৈকট্য প্রাপ্ত ফেরেস্তাদের নিয়ে তাদের আলোচনা করেন।

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ বান্দাহ যখন দুনিয়াতে বসে আল্লাহর স্মরণ করে তখন তিনি আরশে বসে ফেরেস্তাদের নিয়ে বান্দাহর স্মরণ করেন এবং বান্দাহর উপর 'সকীনাহ' (প্রশান্তি) নাযিল করেন। ফলে বান্দাহর অন্তরে আল্লাহর ভালবাসা সুদৃঢ় হয় এবং ইবাদতের পূর্ণস্বাদ পায়। এদিকে ইশারা করেই আল্লাহ পাক বলেন–فاذكرونى اذكركم "তোমরা আমার স্মরণ কর আমি তোমাদের স্মরণ করব।" (সূরা বাকারা, আয়াত, ১৫২) অন্য আয়াতে বলেছেন– الابذكر الله تطئمن القلوب "আল্লাহর যিকরের দ্বারা অন্তরের প্রশান্তি লাভ হয়।" (সূরা রা'দ, আয়াত, ২৮)

٣٦ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «يَجْمَعُ اللهُ الْعُلَمَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقُوْلُ: إِنِّيْ لَمْ أَجْعَلْ حِكْمَتِيْ فِيْ

قُلُوْبِكُمْ إِلَّا وَأَنَا أُرِيْدُكُمُ الْخَيْرَ، اذْهَبُوْا إِلَى الْجَنَّةِ، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ عَلَى مَا كَانَ مِنْكُمْ».

৩৬. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি আলকামা থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামত দিবসে আলেমগণকে একত্রিত করে বলবেন, আমি তোমাদের অন্তরে হিকমত তথা জ্ঞান দান করেছি তোমাদের কল্যাণের উদ্দেশ্যে। সুতরাং তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর আমি তোমাদের যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করে দিলাম।

٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَغْلِيْظِ الْكِذْبِ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ

٣٧ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، أَوْ قَالَ مَا لَمْ أَقُلْ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

বাব নং ১৫. ৪. ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূল ﷺ এর প্রতি মিথ্যারোপের পরিণাম

৩৭. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা কাসেম থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি (দাদা) বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যে জেনে বুঝে আমার উপর মিথ্যারোপ করে কিংবা এমন কথা বলে যা আমি বলিনি, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে তালাশ করে। (মুসলিম, ১/৭/৪)

ব্যাখ্যাঃ হাদিসখানা মাশহুর ও মুতাওয়াতির এর কাছাকাছি পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, কেননা প্রায় ৬০জনের বেশী সাহাবায়ে কেরাম হাদিসখানা রেওয়ায়েত করেছেন।

এরশাদুস সারী গ্রন্থে বলা হয়েছে– **وهو حديث فى غاية الصحة ونهاية القوة وقد اطلق القول بتواتره جماعة** "হাদিসখানা অতি বিশুদ্ধ ও শক্তিশালী পর্যায়ের। এমনকি একদল মুহাদ্দিস ওটাকে মুতাওয়াতির বলেছেন।"

নবী করিম ﷺ এর প্রতি মিথ্যারোপ করা মারাত্মক অপরাধ। কেননা এতে অসংখ্য মানুষকে পথভ্রষ্ট করা হয়। একদিকে সহীহ হাদিস প্রচার করা যেমন মহাপূণ্যের কাজ তেমনি মিথ্যা বা জাল হাদিস বর্ণনা করা মহাঅপরাধ। এ জন্যেই বড় বড় সাহাবায়ে কেরামগণ হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে খুবই সাবধানতা অবলম্বন করতেন। ইমাম আ'যম আবু হানিফা (র) এ ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন। হাদিস না জানার কারণে নয় বরং অধিক সাবধানতা অবলম্বনের কারণেই ওদের বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা তুলনামূলক কম।

٣٨ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»، عَنْ أَبِيْ رُؤْبَةَ: شَدَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ.

৩৮. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আতিয়্যা থেকে, তিনি আবু সাঈদ খুদুরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন যে ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করে সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে খোঁজে নেয়।

ইমাম আবু নানিফা আবু রূবা সাদ্দাদ ইবনে আবদুর রহমান থেকেও হাদিসখানা বর্ণনা করেন। (প্রাগুক্ত)

٣٩ - حَمَّادٌ: عَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»، قَالَ عَطِيَّةُ: وَأَشْهَدُ أَنِّيْ لَمْ أَكْذِبْ عَلَى أَبِيْ سَعِيْدٍ، وَأَنَّ أَبَا سَعِيْدٍ لَمْ يَكْذِبْ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

৩৯. অনুবাদঃ হাম্মাদ আবু হানিফা থেকে, তিনি আতিয়্যা আওফী থেকে, তিনি আবু সাঈদ খুদুরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি মিথ্যারোপ করবে সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা করে নেয়। আতিয়্যা বলেন আমি (শপথ করে) সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি আবু সাঈদ খুদুরী (রা) সম্পর্কে মিথ্যা বলিনি এবং তিনিও রাসূল ﷺ এর প্রতি মিথ্যারোপ করেননি। (প্রাগুক্ত)

٤٠ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ سَعِيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

৪০. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা সাঈদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি মিথ্যারোপ করে সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে করে নেয়। (প্রাগুক্ত)

٤١ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»، رَوَاهُ أَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ.

৪১. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা যুহুরী থেকে, তিনি হযরত আনাস (রা) থেকে, তিনি বলেন, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি মিথ্যারোপ করে সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা করে নেয়। ইমাম আবু হানিফা (র) হাদিসখানা ইয়াহিয়া ইবনে সাঈদ থেকেও রেওয়ায়েত করেন। (প্রাগুক্ত)

٣ - كِتَابُ الطَّهَارَات

١ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ النَّهْيِ أَنْ يَبُوْلَ فِي الْـمَاءِ الدَّائِمِ

٤٢ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا يَبُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْـمَاءِ الدَّائِمِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ».

৩. পবিত্রতা অধ্যায়

বাব নং ১৬. ১. স্থির পানিতে পেশাব করা নিষেধ প্রসঙ্গে

৪২. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আবু যুবাইর থেকে, তিনি হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যেন স্থির পানিতে পেশাব না করে অতঃপর সেই পানি দিয়ে উযূ না করে। (বুখারী, ১/৩৭/২৩৮ ও মিরাতুল মাফাতীহ, ২/১৬৯/৪৭৮)

ব্যাখ্যাঃ ফুকাহায়ে কেরাম পানিকে সাধারণত দু'ভাগে ভাগ করেছেন। **এক.** কম পানি **দুই.** বেশ পানি। প্রথম প্রকারের পানিতে নাপাকী পতিত হলে পানি নাপাক হয়ে যায়। ফলে সেই পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা বৈধ নয়। স্থির পানির হুকুমও অনুরূপ। পক্ষান্তরে বেশ পানি ও প্রবাহিত পানিতে নাপাকী পতিত হলে সাধারণত পানি নাপাক হয় না বরং তা দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করা যায়। বিস্তারিত ফিকহের কিতাব দেখুন।

٤٣ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنِ الْـهَيْثَمِ الصَّوَّافِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْـرَةَ ﷺ، قَـالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُبَالَ فِي الْـمَاءِ الدَّائِمِ، ثُمَّ يُغْتَسَلَ مِنْهُ أَوْ يُتَوَضَّأَ.

৪৩. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হায়ছাম থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইবনে সীরীন থেকে, তিনি আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ স্থির পানিতে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন এবং তা দিয়ে উযূ-গোসল করতেও নিষেধ করেছেন। (মুসনাদে বাযযার, ২/৩৭১/৭৬১৭)

ব্যাখ্যাঃ হাদিসে যদিও স্থির পানিতে শুধু পেশাব করতে নিষেধ করা হয়েছে কিন্তু তাদ্বারা উদ্দেশ্যে হল এমন যাবতীয় নাপাকী ফেলা নিষেধ যা দ্বারা পানি নাপাক হয়ে যায়।

٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ سُوْرِ الْهِرَّةِ

٤٤ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوْقٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ ذَاتَ يَوْمٍ فَجَاءَتِ الْهِرَّةُ، فَشَرِبَتْ مِنَ الْإِنَاءِ، فَتَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْهُ، وَرَشَّ مَا بَقِيَ.

বাব নং ১৭. ২. বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পানি দিয়ে উযূ করা প্রসঙ্গে

৪৪. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা শা'বী থেকে, তিনি মসরূক থেকে, তিনি হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, একদিন রাসূল ﷺ উযূ করার ইচ্ছে করেছেন। ইত্যবসরে একটি বিড়াল এসে উযূর পানি থেকে পানি পান করল। তিনি সেই (বিড়ালের উচ্ছিষ্ট) পানি দিয়ে উযূ করলেন এবং অবশিষ্ট পানি মাটিতে ঢেলে দিলেন।

ব্যাখ্যাঃ বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পাক কিনা এ নিয়ে ওলামাগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। আইম্মায়ে সালাসাহ'র মতে বিনা কারাহাত পাক। ইমাম আবু হানিফা (র)'র মতে মাকরূহে তানযিহীর সহিত পাক।

মানুষের সহজের জন্য গৃহপালিত কিংবা ঘরে অধিকহারে আসা-যাওয়া করা প্রাণীর উচ্ছিষ্ট জায়েয রাখা হয়েছে। সাধারণত হাদিসের বাহ্যিক অর্থ দ্বারা বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পাক হওয়া বুঝায় যা আইম্মায়ে সালাসা'র অভিমত। কিন্তু ইমাম আ'যম (র) হাদিসের শেষাংশ "অবশিষ্ট পানি মাটিতে ঢেলে দিলেন" থেকে মাকরূহ তানযিহী মুরাদ নিয়েছেন। সুতরাং অন্য পানি পাওয়া না গেলে ঐ পানি দিয়ে উযূ করা বৈধ।

٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبَوْلِ قَائِمًا

٤٥ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ ﷺ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَبُوْلُ عَلَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ قَائِمًا.

বাব নং ১৮. ৩. দাঁড়িয়ে পেশাব করা প্রসঙ্গে

৪৫. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা মনসূর থেকে, তিনি আবু ওয়ায়েল থেকে, তিনি হুযাইফা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺকে এক সম্প্রদায়ের আবর্জনা স্তুপে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে দেখেছি। (বুখারী, ১/৩৫/২২৪)

ব্যাখ্যাঃ নবী করিম ﷺ কোন ওযরের কারণে দাঁড়িয়ে পেশাব করেছিলেন। এটি তাঁর নিয়মিত অভ্যাস ছিলনা বিধায় সুন্নাত কিংবা সাধারণভাবে বৈধ বলার কোন অবকাশ নেই। এ ব্যাপারে তিরমিযী, নাসাঈ ও মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে-

من حدثكم ان النبي ﷺ كان يبول قائمًا فلا تصدقوه ما كان يبول الا قاعدًا

"যে ব্যক্তি তোমাদেরকে বলবে যে, রাসূল ﷺ দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন, তোমরা তার কথা বিশ্বাস করোনা। তিনি বসে বসেই পেশাব করতেন।" (তিরমিযী, ১/১৮)

তাছাড়া হযরত হুযাইফা (রা) রাসূল ﷺ এর একটি বিশেষ অবস্থার কথা বলেছেন। পক্ষান্তরে হযরত আয়েশা (রা) রাসূল ﷺ'র স্বাভাবিক অভ্যাস বর্ণনা করেন। সুতরাং উভয় হাদিস স্বীয় স্থানে সঠিক। অর্থাৎ বিনা ওযরে দাঁড়িয়ে পেশাব করা না জায়েয আর

বিশেষ কোন ওযর থাকলে বৈধ। রাসূল ﷺ'র ওযর সম্পর্কে কয়েকটি মত পাওয়া যায়। যথা– এক. তাঁর পিঠে ও কোমরে ব্যাথা ছিল তাই বসতে সক্ষম হননি। দুই. স্থানটি উঁচু ছিল আর তিনি ছিলেন নীচু স্থানে। বসে পেশাব করলে পেশাব তার দিকে প্রবাহিত হয়ে আসার সম্ভাবনা ছিল। তিন. অথবা তার হাঁটুতে ব্যাথা ছিল। চার. অথবা ওযরবশত: জায়েয প্রমাণের উদ্দেশ্যে তিনি দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন।

٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ عَدَمِ الْوُضُوْءِ مِنْ شُرْبِ اللَّبَنِ

٤٦ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَدِيٍّ، عَنْ ابْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا، فَتَمَضْمَضَ وَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

বাব নং ১৯. ৪. দুধপান করে উযূ না করা প্রসঙ্গে

৪৬. অনুবাদ: ইমাম আবু হানিফা আদী থেকে, তিনি ইবনে জুবাইর থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– আমি রাসূল ﷺকে দেখেছি যে, তিনি দুধপান করেছেন অতঃপর কুলি করে নামায আদায় করেছেন আর নতুনভাবে উযূ করেননি। (মুসনাদে আহমদ, ৩/৪১৯/১৯৫১)

ব্যাখ্যা: দুধপান কিংবা আগুনে স্পর্শ করেছে এমন বস্তু পানাহার করলে ইমাম আবু হানিফা (র)'র মতে উযূ'র প্রয়োজন হয় না। যে সব হাদিসে উযূ'র কথা বলা হয়েছে তা দ্বারা উযূয়ে লুগাভী তথা হাত ধোয়া ও কুলি করা উদ্দেশ্য। তবে দুধে যদি চর্বি থাকে তবে সেক্ষেত্রে কুলি করে নেওয়া উত্তম।

٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ عَدَمِ الْوُضُوْءِ مِنَ اللَّحْمِ

٤٧ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ﷺ، قَالَ: أَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَرَقًا بِلَحْمٍ، ثُمَّ صَلَّى.

বাব নং ২০. ৫. গোশ্‌ত খাওয়ার পর নতুন উযূ না করা প্রসঙ্গে

৪৭. অনুবাদ: ইমাম আবু হানিফা আবু যুবাইর থেকে, তিনি জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ শুরবা (ঝোল)সহ গোশত খেয়েছেন। অতঃপর (নতুনভাবে উযূ করা ব্যতীত) নামায আদায় করেছেন।

٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَمْرِ بِالسِّوَاكِ

٤٨ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الزَّدَّادِ، عَنْ تَمَّامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ دَخَلُوْا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «مَا لِيْ أَرَاكُمْ قُلْحًا؟ اسْتَاكُوْا، فَلَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِيْ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ».

وَفِيْ رِوَايَةٍ: «مَالِيْ أَرَاكُمْ تَدْخُلُوْنَ عَلَيَّ قُلْحًا؟ اسْتَاكُوْا، فَلَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِيْ لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يَسْتَاكُوْا عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، أَوْ عِنْدَ كُلِّ وُضُوْءٍ».

বাব নং ২০.৬. মিসওয়াক সম্পর্কে আদেশ

৪৮. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আলী ইবনে হুসাইন যাদ্দাদ থেকে, তিনি তাম্মাম থেকে, তিনি জা'ফর ইবনে আবু তালেব (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, সাহাবায়ে কেরামগণের মধ্যে কয়েকজন নবী করিম ﷺ এর খেদমতে হাযির হলে তিনি তাদেরকে বললেন কারণ কি? আমি যে তোমাদের দাঁত হলুদ বর্ণ দেখছি? তোমরা মিসওয়াক কর। আমার উম্মতের উপর যদি এটা কঠিন মনে না করতাম তাহলে প্রত্যেক নামাযের (শুরুতে) মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম। (বুখারী, ১/৩০৩/৮৪৭)

অন্য এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, আমি দেখেছি যে, তোমরা আমার কাছে আসছ অথচ তোমাদের দাঁত হলুদ বর্ণের। তোমরা মিসওয়াক কর। যদি আমি আমার উম্মতের উপর এটা কঠিন মনে না করতাম তাহলে প্রত্যেক নামায ও প্রত্যেক উযূর সময় মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।

ব্যাখ্যাঃ শরীয়তের দৃষ্টিতে মিসওয়াকের গুরুত্ব কতটুকু তা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। আল্লামা নববী (র) মিসওয়াক সুন্নাত হাওয়ার উপর উম্মতের এজমা বলে উল্লেখ করেছেন। তবে ইমাম ইসহাক ও দাউদ জাহেরী থেকে দু'টি মত পরিলক্ষিত হয়। এক. ওয়াজিব দুই. সুন্নাত। তবে বিভিন্ন কারণে ওয়াজিব হওয়ার মতটি অগ্রহণযোগ্য।

জমহুর ওলামাগণের মধ্যে ইমাম শাফেয়ী (র)'র মতে মিসওয়াক প্রত্যেক নামাযের সুন্নত। পক্ষান্তরে হানাফীদের মতে মিসওয়াক প্রত্যেক উযূর সুন্নত। উভয়মতের পক্ষে দলীল বিদ্যমান থাকলেও একাধিক কারণে হানাফীগণের মতটি অধিক গ্রহণযোগ্য ও যুক্তিযুক্ত।

٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوْءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا

٤٩ – حَمَّادٌ: عَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ ﷺ: أَنَّهُ تَوَضَّأَ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، وَمَضْمَضَ ثَلَاثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، وَمَسَحَ رَأْسَهُ، وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، وَقَالَ: هٰذَا وُضُوْءُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

বাব নং ২২. ৭. উযূর মধ্যে প্রত্যেক অঙ্গ তিন তিনবার ধৌত করা প্রসঙ্গে

৪৯. অনুবাদঃ হাম্মাদ আবু হানিফা থেকে, তিনি খালেদ ইবনে আলকামা থেকে, তিনি আবদে খায়র থেকে, তিনি হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি উযূ করার সময় উভয় হাত তিনবার ধৌত করেন। অতঃপর তিনবার কুলি করেন, তিনবার নাকে পানি দেন, তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করেন। তিনবার (কনুই পর্যন্ত) উভয়

হাত ধৌত করেন এবং মাথা মাসেহ করেন আর উভয় পা (তিনবার) ধৌত করেন। এরপর তিনি (হযরত আলী (রা)) বলেন– এটাই হল রাসূল ﷺ এর উযূ করার পদ্ধতি।

ব্যাখ্যা: উযূতে প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কমপক্ষে একবার ধৌত করা ফরয। আর তিনবার ধৌত করা মুস্তাহাব। উযূতে তিনটি অঙ্গ ধৌত করতে হয়, একটি অঙ্গ মাসেহ করতে হয়। অঙ্গের নির্দিষ্ট স্থান পর্যন্ত অবশ্যই পানি পৌঁছতে হবে অন্যথা উযূ শুদ্ধ হবে না।

আমাদের দেশের অনেক মুসল্লি তাড়াহুড়া করে উযূ করতে গিয়ে অনেক সময় পায়ের গোড়ালির দিকে শুকনো থেকে যায়। ফলে তাদের উযূ হবে না এবং ঐ উযূ দিয়ে যেসব ইবাদত করবে তাও কবুল হবেনা। সুতরাং তার সব পরিশ্রম বিফলে যাবে।

٥٠ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ ﷺ: أَنَّهُ دَعَا بِمَاءٍ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، وَتَمَضْمَضَ ثَلَاثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: هَذَا وُضُوْءُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ: عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ: «أَنَّهُ دَعَا بِمَاءٍ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً، وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: هَذَا وُضُوْءُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ كَامِلًا.

وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَنَّهُ دَعَا بِمَاءٍ، فَأَتَى بِإِنَاءٍ فِيْهِ مَاءٌ وَطِسْتٍ، قَالَ عَبْدُ خَيْرٍ: وَنَحْنُ نَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَأَخَذَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى الْإِنَاءَ، فَأَكْفَأَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْإِنَاءِ، فَمَلَأَ يَدَهُ وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، فَعَلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ إِلَى الْمَرَافِقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَخَذَ الْمَاءَ بِيَدِهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِهَا رَأْسَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ غَرَفَ بِكَفِّهِ، فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى طَهُوْرِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَهَذَا طَهُوْرُهُ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَنَّهُ دَعَا بِمَاءٍ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، وَمَضْمَضَ ثَلَاثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَخَذَ مَاءً فِيْ كَفِّهِ، فَصَبَّهُ عَلَى صَلْعَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى طَهُوْرِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا.

وَفِيْ رِوَايَةٍ، عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَقَالَ: هَذَا وُضُوْءُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوْبَ يَعْنِيْ بِهِ: مَنْ رَوَى عَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ فِيْ هَذَا الْحَدِيْثِ، عَنْ خَالِدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا، أَنَّهُ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى يَافُوْخِهِ، ثُمَّ مَدَّ يَدَهُ إِلَى مُؤَخَّرِ

رَأْسَهُ، ثُمَّ إِلَى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ، فَجَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً، لِأَنَّهُ لَمْ تُبَايِنْ يَدُهُ، وَلَا أَخَذَ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَهُوَ كَمَنْ جَعَلَ الْمَاءَ فِيْ كَفِّهِ، ثُمَّ مَدَّ إِلَى كُوْعِهِ، أَلَا تَرَى انَّهُ بَيَّنٌ فِي الْأَحَادِيْثِ الَّتِيْ رَوَىٰ عَنْهُ، وَهُمُ الْجَارُوْدُ بْنُ زَيْدٍ، وَخَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ، وَأَسَدُ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ الْمَسْحَ كَانَ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَبَيَّنَ أَنَّ مَعْنَاهُ مَا ذَكَرْنَا.

قَالَ: وَقَدْ رَوَىٰ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، كَثِيْرَةٍ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا، مِنْهُمْ: عُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ، وَغَيْرُهُمْ ﷺ.

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَقَدْ رُوِيَ مِنْ أَوْجُهٍ غَرِيْبَةٍ، عَنْ عُثْمَانَ: تِكْرَارَ الْمَسْحِ إِلَّا أَنَّهُ مَعَ خِلَافِ الْحِفَاظِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَهَلْ كَانَ مَعْنَاهُ إِلَّا عَلَى مَا ذَكَرْنَا، فَمَنْ جَعَلَ أَبَا حَنِيْفَةَ غَالِطًا فِيْ رِوَايَةِ الْمَسْحِ ثَلَاثًا، فَقَدْ وَهِمَ، وَكَانَ هُوَ بِالْغَلَطِ أَوْلَى وَأَخْلَقَ، وَقَدْ غَلِطَ شُعْبَةُ فِيْ هَذَا الْحَدِيْثِ غَلَطًا فَاحِشًا عِنْدَ الْجَمِيْعِ، وَهُوَ رِوَايَةُ هَذَا الْحَدِيْثِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عُرْفُطَةَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ، فَصَحَّفَ الْإِسْمَيْنِ فِيْ إِسْنَادِهِ، فَقَالَ: بَدَلَ خَالِدٍ مَالِكٌ، وَبَدَلَ عَلْمَقَةَ عُرْفُطَةَ، وَلَوْ كَانَ هَذَا الْغَلَطُ مِنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ لَنَسَبُوْهُ إِلَى الْجَهَالَةِ وَقِلَّةِ الْمَعْرِفَةِ، وَلَأَخْرَجُوْهُ مِنَ الدِّيْنِ، وَهَذَا مِنْ قِلَّةِ الْوَرَعِ وَاتِّبَاعِ الْهَوَىٰ.

৫০. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা খালেদ থেকে, তিনি আবদে খায়ের থেকে, তিনি হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, একদা হযরত আলী (রা) পানি চাইলেন এবং পানি দ্বারা তিনি তিনবার হাত ধৌত করেন। তিনবার কুলি করেন, তিনবার নাকে পানি দিলেন। তিনবার মুখমন্ডল ধৌত করেন, তিনবার কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত করেন। তিনবার মাথা মাসেহ করেন এবং তিনবার পা ধৌত করেন। অতঃপর তিনি বলেন, এটাই হল রাসূল ﷺ এর উযূ করার পদ্ধতি।

অন্য এক রেওয়ায়েত খালেদ থেকে, তিনি আবদে খায়ের থেকে, তিনি হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি পানি নিয়ে তিনবার হাত ধৌত করেন, তিনবার নাকে পানি দেন, তিনবার মুখমন্ডল ধৌত করেন। তিনবার কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত করেন, একবার মাথা মাসেহ করেন এবং তিনবার পা ধৌত করেন। এরপর তিনি বলেন, এটাই হলো রাসূল ﷺ এর পূর্ণাঙ্গ উযূ। অর্থাৎ এতে ফরয, সুন্নত ও মুস্তাহাব সবই রয়েছে।

অপর এক বর্ণনায় আছে– হযরত আলী (রা) পানি চাইলে তাঁর নিকট পানির একটি পাত্র ও থালা আনা হল। আবদে খায়ের বলেন, আমি তাঁকে দেখলাম যে, তিনি ডান হাতে পাত্র ধরে বাম হাতে পানি ঢালেন। অতঃপর তিনবার হাত ধৌত করেন। এরপর ডান হাতে পানি নিয়ে বাম হাত ধৌত করেন ও কুলি করেন এবং তিনবার নাকে পানি দেন।

এরপর তিনবার মুখমন্ডল ধৌত করেন এবং এক অঞ্জলি পানি নিয়ে মাথা একবার মাসেহ করেন। অতঃপর দু'পা তিনবার ধৌত করেন। তারপর এক অঞ্জলি পানি নিয়ে পান করেন। এরপর বলেন, যে ব্যক্তি রাসূল ﷺ'র উযু দেখতে চায় সে যেন দেখে যে এটাই হলো রাসূল ﷺ'র উযূ করার পদ্ধতি।

অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, তিনি পানি চেয়ে নিলেন। অতঃপর দু'হাত তিনবার ধৌত করেন। তিনবার কুলি করেন, তিনবার মুখমন্ডল ধৌত করেন। এরপর কনুই পর্যন্ত দু'হাত ধৌত করেন। তারপর এক অঞ্জলি পানি নিয়ে মাথায় দিলেন এবং বললেন, যে রাসূল ﷺ'র উযূ দেখতে চায় তবে দেখুক– তা এরূপই ছিল।

আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াকুব যিনি আবু হানিফা থেকে, তিনি হযরত খালিদ (র) থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এভাবে তিনবার মাথা মাসেহ করেন যে, স্বীয় হাত মোবারক কপালের উপর রেখে ধীরে ধীরে তা মাথার পিছনের দিকে নিয়ে যান। এরপর পুনরায় তা কপালের দিকে নিয়ে আসেন। এভাবে তিনি তিনবার করে মাসেহ করেন। এতে হাত মোবারক মাথা মোবারক থেকে পৃথক হয়নি এবং তিনবার পানি পরিবর্তন করা হয়নি। তোমরা ঐসব হাদিসসমূহ দেখনা যা জারুদ ইবনে যায়েদ, খারিজাহ ইবনে মিসআর এবং আসাদ ইবনে ওমর হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, মাসেহ ছিল একবার যা উপরে বর্ণনা করা হল, আর এটাই সঠিক।

তিনি বলেন, ইমাম আবু হানিফা (র) বলেন, সাহাবায়ে কেরামের বিরাট একদল থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ তিন বার মাথা মাসেহ করেছেন। এঁদের মধ্যে হযরত ওসমান (রা), হযরত আলী (রা), আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) ও আরো অনেকেই ছিলেন।

ইমাম বায়হাকী (র) বলেন, মাথা মাসেহ সম্পর্কিত হাদীস হযরত ওসমান (রা) থেকে দুর্বল পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে। অধিকাংশ হুফ্ফাযে হাদিসগণের রেওয়ায়েতের বিরোধী এবং জ্ঞানী পণ্ডিত ব্যক্তিদের নিকট তা দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

এখন তিনবার মাসেহ করার রেওয়ায়েতে ইমাম আবু হানিফা (র)'র দিকে ভুলের যে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তা মূলত শু'বা (র)'র বর্ণিত। ঐ হাদিসের সনদে সকল মুহাদ্দিসগণের নিকট ভুল রয়েছে। আর তা হল– এই হাদিস মালিক ইবনে উরফুতা থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি– আবদে খায়ের থেকে এবং তিনি হযরত আলী (রা) থেকে। কিন্তু বর্ণনার সময় পিতা–পুত্রের নামের মধ্যে ভুলে পরিবর্তন হয়ে গেছে। খালিদের স্থলে মালিক এবং আলকামার স্থলে উরফুতা লিপিবদ্ধ হয়েছে। যদি ইমাম আবু হানিফা (র) থেকে এই ভুল প্রকাশ হতো, তাহলে বিরোধিদল বলতেন, তিনি ইলমে হাদিস সম্পর্কে

অজ্ঞ। ইলমে দ্বীনের ব্যাপারে তাঁর প্রতি বিরূপ মন্তব্য করা হতো। কিন্তু এসমস্ত বিরূপ মন্তব্য তাকওয়ার স্বল্পতা এবং মনের আবেগের বশবর্তী ও অনুসরণের কারণেই হতে পারে।

٥١ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ: أَنَّ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَقَالَ: هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ.

৫১. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আতা থেকে, তিনি হযরত ওসমান (রা)'র গোলাম হুমরান থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (ওসমান রা.) উযূর মধ্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তিনবার করে ধৌত করেছেন এবং বলেছেন আমি এভাবেই রাসূল ﷺকে উযূ করতে দেখেছি। (বুখারী, ২৭/১৬১)

ব্যাখ্যাঃ মোল্লা আলী ক্বারী (র)'র ভাষ্য মতে ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইসহাক, সুফিয়ান সওরী সহ জমহুর ওলামাগণের মতে উযূতে মাথা মাসেহ একবার, শুধু ইমাম শাফেয়ী (র)'র মতে মাসেহ তিনবার। শাফেয়ী মাযহাবের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম ইবনে হাজর (র) ফতহুল বারী গ্রন্থে লিখেছেন– انه لم يروفى طريق من الصحيحين ذكر عدد المسح وعليه اكثر العلماء الاشافعى هو القائل بالتثليث "বুখারী ও মুসলিম শরীফের কোন বর্ণনায় একবারের অধিক মাসেহ করার কথা উল্লেখ নেই। ইমাম শাফেয়ী (র) ব্যতীত অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামগণ এ মাযহাবের উপরই বিশ্বাসী।"[১১৩]

٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوْءِ مَرَّةً مَرَّةً

٥٢ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً.

বাব নং ২৩.৮. উযূতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একবার করে ধৌত করা প্রসঙ্গে

৫২. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আলকামা থেকে, তিনি ইবনে বুরাইদা থেকে, তিনি তার পিতা বুরাইদাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ উযূ করেছেন একবার করে। অর্থাৎ প্রত্যেক অঙ্গ একবার করে ধৌত করেছেন। (তিরমিযী, ১/৬০/৪২ ও বুখারী, ২৭/১৫৯)

ব্যাখ্যাঃ অত্র হাদিসে একবার ধৌত করা বলে ওয়াজিব বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ উযূতে প্রত্যেক অঙ্গ একবার ধৌত করা ওয়াজিব, আর তিনবার ধৌত করা হল সুন্নত। তবে দু'বার করে ধৌত করা জায়েয। এতে উযূ হয়ে যাবে তবে সুন্নত আদায় হবে না।

---

১১৩. ইবনে হাজর আসকলানী (র) (৮৫২ হি) ফতহুল বারী, খণ্ড. ১, পৃ. ২৬০

٥٣ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ مُحَارِبٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيْبِ مِنَ النَّارِ».

৫৩. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা মুহারিব থেকে, তিনি ইবনে ওমর (রা) থেকে, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, জাহান্নামের মধ্যে ওয়ায়েল নামক একটি স্তর আছে যা পায়ের গোড়ালীর জন্য নির্ধারিত।

ব্যাখ্যাঃ জাহান্নামের একটি গহবরের নাম হল 'ওয়াইলুন'। যারা উযূতে পায়ের গোড়ালী শুষ্ক রাখবে তাদের জন্য জাহান্নামের উক্ত গর্তে শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। যদিও উযূর প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যা ধৌত করা ফরয তা অবশ্যই ধৌত করতে হবে। কোথাও সামান্য পরিমাণও শুষ্ক থেকে গেলে উযূ হবে না। তবুও পায়ের গোড়ালীর কথা বিশেষভাবে বলার কারণ হল সাধারণত লোকেরা দ্রুত ও অসাবধানতার কারণে অধিকাংশ সময় পায়ের গোড়ালী শুস্ক থেকে যায় তাই উযূ হয়না। ফলে কোন ইবাদতই কবুল হয় না।

٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي نَضْحِ الْفَرْجِ بِفَضْلِ الْوُضُوْءِ

٥٤ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيْفٍ يُقَالُ: الْحَكَمُ أَوِ ابْنُ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ، وَأَخَذَ حِفْنَةً مِنْ مَاءٍ، فَنَضَحَهُ فِيْ مَوَاضِعِ طَهُوْرِهِ.

বাব নং ২৪.৯ : উযূর উদ্বৃত্ত পানি লজ্জাস্থানে ছিটিয়ে দেওয়া প্রসঙ্গে

৫৪. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা মনসূর থেকে, তিনি মুজাহিদ থেকে, তিনি সকীফ গোত্রের এক ব্যক্তি যাকে হাকাম অথবা ইবনে হাকাম নামে ডাকা হত তিনি তার পিতা হাকাম থেকে বর্ণনা করেন, একদা নবী করিম ﷺ উযূ করেন এবং এক অঞ্জলি পানি নিয়ে স্বীয় লজ্জাস্থানে ছিটিয়ে দেন। (দারে কুতুনী, ১/১১১/১)

ব্যাখ্যাঃ এ হাদিসখানার উপর শিয়া, রাফেযী সম্প্রদায়সহ আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসূত অনেকেই সমালোচনা করেছেন। রাসূল ﷺ এর বাণীর প্রকৃত মর্ম বুঝতে অক্ষম হয়ে পথভ্রষ্ট ও ইসলাম বিদ্বেষীগণ হাদীসের সমালোচনা করেছেন। অথচ রাসূল ﷺ'র এই পবিত্র আমল এজন্য ছিল যে, মানুষ সাধারণত সন্দেহপ্রবণ হয়, এ সন্দেহের কারণে ইবাদতে ত্রুটি হওয়ার আশঙ্কা থাকে তাই লজ্জাস্থানে পানি ছিটানোর কারণ হল যদি কারও প্রস্রাবের ফোঁটা পড়ার সন্দেহ থাকে তা যেন এর দ্বারা দূরীভূত হয়ে যায়। যদি রাসূল ﷺ'র উপর সত্যিকারের ভালোবাসা থাকে এবং দ্বীনের প্রতি দরদ থাকে তাহলে কোন সমালোচনা না করে অবশ্যই এ হাদীসের উপর আমল করতে হবে। কেননা, এ বিধান আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত জিব্রাইল (আ) রাসূল ﷺ'র উপর এনেছেন। রাসূল ﷺ'র কোন কাজ হেকমত থেকে মুক্ত নয় তাঁর কোন বিশুদ্ধ হাদীসের মর্মার্থ যদি কারো

বুঝে নাও আসে তবুও তা মোতাবেক আমল আবশ্যক। কেননা, রাসূল ﷺ'র বিশুদ্ধ হাদীস যুক্তির উর্ধ্বে। এটাকে ওহীয়ে খফী হিসেবে বিশ্বাস করে আমল করতে হবে। এক্ষেত্রে এর মর্ম বুঝতে আমাদের সীমিত জ্ঞান অক্ষম বলে বিবেচিত হবে। আর রাসূল ﷺ'র হাদীস মোতাবেক আমল করলে আল্লাহ তা'আলা বর্ণিত সন্দেহ দূরীভূত করে দেবেন। এ বিশ্বাস রাখাই হল অনুগত মু'মিনের নিদর্শন। পক্ষান্তরে সমালোচনা ও বিরোধিতা করা কিংবা যুক্তি প্রমাণ খোঁজা কপট লোকের আলামত।

١٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْـمَسْحِ عَلَى الْـخُفَّيْنِ

٥٥ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنِ الْـحَكَمِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ أَمْسَحُ عَلَى الْـخُفَّيْنِ؟ قَالَتِ: ائْتِ عَلِيًّا، فَاسْأَلْهُ، فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ شُرَيْحٌ: فَأَتَيْتُ عَلِيًّا، فَقَالَ لِيْ: امْسَحْ.

বাব নং ২৫. ১০. মোজার উপর মাসেহ করার বর্ণনা

৫৫. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাকাম থেকে, তিনি কাসেম থেকে, তিনি শুরাইহ্ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা)কে জিজ্ঞাসা করলাম আমি কি মোজার উপর মাসেহ করতে পারব? (অর্থাৎ রাসূল ﷺ থেকে কি এরূপ করার প্রমাণ আছে যাতে, আমিও এরূপ করতে পারব?) হযরত আয়েশা (রা) বললেন, এ ব্যাপারে তুমি হযরত আলী (রা)'র নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা কর। কেননা তিনি নবী করিম ﷺ'র সাথে সফর করতেন। শুরাইহ্ বলেন, এরপর আমি হযরত আলী (রা)'র নিকট এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, উত্তরে তিনি বললেন, তুমি মোজার উপর মাসেহ কর। (ইবনে মাজাহ, ১/১৮৩/৫৫২)

ব্যাখ্যাঃ মোজার উপর মাসেহ করা সম্পর্কে হাদিস মুতাওয়াতিরের সীমা পর্যন্ত পৌছেঁছে। হযরত হাসান বসরী (র) বলেন, **حدثنى سبعون من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يمسح على الخفين** "সত্তরজন সাহাবী আমাকে বলেছেন যে, তাঁরা মোজার উপর মাসেহ করেছেন।" আল্লামা আইনী (র) বলেন, ৮০ জনের বেশী সাহাবী মোজার উপর মাসেহ সম্পর্কীয় হাদিস বর্ণনা করেছেন। সুতরাং সকল ইমামগণ এ মাসয়ালায় একমত পোষণ করেছেন। এ কারণেই মোজার উপর মাসেহ করা জায়েযের পক্ষাবলম্বনকারী হওয়া আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারী হওয়ার প্রমাণ। এর অস্বীকারকারীরা বেদয়াতী। আবুল হাসান খারকী (র) বলেন- **اخاف الكفر على من لايرى المسح على الخفين** "যারা এই মাসয়ালার বিরোধিতা করে আমি তাদের ব্যাপারে

কুফুরীর ভয় করি।" ইমাম আবু হানিফা (র) আহলে সুন্নাতের আকীদা বলতে গিয়ে বলেন, نفضل الشيخين ونحب الختنين ونرى المسح على الخفين "আমরা হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রা) কে এবং হযরত ওসমান ও হযরত আলী (রা) কে সম্মান করি ও ভালবাসি আর মোজার উপর মাসেহ করি।" (এটি শেয়ারে আহলে সুন্নাত) পক্ষান্তরে খারেজী ও রাফেযী সম্প্রদায় এ মাসয়ালায় আহলে সুন্নাতের বিরোধিতা করে।

٥٦ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَصَلَّى خَمْسَ صَلَوَاتٍ.

৫৬. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আলকামা থেকে, তিনি সুলাইমান ইবনে বুরাইদা থেকে, তার পিতা বুরাইদা বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ একদা উযূ করেন এবং মোজার উপর মাসেহ করেন। অতঃপর এর দ্বারা পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করেন। (বুখারী, ১/৮৪/১৯৯)

ব্যাখ্যাঃ মোজার উপর মাসেহ করার সময়সীমা: জমহুর ওলামাগণের মতে মু'কীম ব্যক্তির জন্য একদিন ও এক রাত। পক্ষান্তরে মুসাফির ব্যক্তির জন্য তিনদিন তিনরাত। জমহুরের বিপরীত শুধু ইমাম মালেক ও লাইস ইবনে সা'দ এর মত হল মাসেহের কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই বরং যতক্ষণ পর্যন্ত মোজা পরিহিত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত মাসেহ করবে। ইমাম মালেক (র) তার পক্ষে যেসব রেওয়ায়েত দলীল হিসেবে পেশ করেছেন জমহুরের পক্ষ থেকে সেগুলোর যথাযথ উত্তর প্রদান করা হয়েছে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত ফিকাহ্‌র কিতাবে দেখুন।

٥٧ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ صَلَّى خَمْسَ صَلَوَاتٍ بِوُضُوْءٍ وَاحِدٍ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَا رَأَيْنَا صَنَعْتَ هَذَا قَبْلَ الْيَوْمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ!».

৫৭. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আলকামা থেকে, তিনি ইবনে বুরাইদা থেকে, তিনি তার পিতা বুরাইদা থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন একই উযূ দ্বারা পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করেন এবং মোজার উপর মাসেহ করেন। হযরত ওমর (রা) আরয করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আজকের পূর্বে তো আপনাকে কখনো এরূপ করতে দেখিনি। তখন নবী করিম ﷺ বলেন, হে ওমর! আমি ইচ্ছাকৃতভাবে এরূপ করেছি।

ব্যাখ্যাঃ আবু দাউদ শরীফের এক বর্ণনা অনুযায়ী ইসলামের প্রাথমিক যুগে প্রত্যেক নামাযের পূর্বে রাসূল ﷺ'র উপর উযূ ফরয ছিল। পরে এটি রহিত হয়ে গেল এবং একই উযূ দিয়ে একাধিক নামায পড়া বৈধ হল।

উক্ত হাদিসে হযরত ওমর (রা) এর অবাক হওয়ার কারণ মূলত দু'টি। প্রথম কারণ হল- রাসূল ﷺ উযূর মধ্যে পা না ধুয়ে মোজার উপর মাসেহ করেছেন। দ্বিতীয়তঃ একই উযূ দ্বারা তিনি পাঁচওয়াক্ত নামায আদায় করেছেন। তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে এ কাজদ্বয় করে এরূপ করা জায়েয বলে প্রমাণ করেছেন।

٥٨ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ بْنِ أَبِيْ أُمَيَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ جَرِيْرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُوْلُ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ مَا أُنْزِلَتْ سُوْرَةُ الْمَائِدَةِ.

৫৮. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আব্দুল করিম থেকে, তিনি আবু উমাইয়্যা থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি হযরত জারির (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি রাসূল ﷺ কে সূরা মায়িদা নাযিল হওয়ার পরও মোজার উপর মাসেহ করতে দেখেছি। (তবরানী মু'জামুল কবীর, ২/৩৫৯/২৫১২)

ব্যাখ্যাঃ মাসেহ আলাল খুফফাইনের উপর সাহাবায়ে কেরাম থেকে বহু হাদিস রয়েছে কিন্তু ঐসব হাদিস থাকা সত্ত্বেও ওলামায়ে কেরাম হযরত জারির (রা)'র বর্ণিত হাদিসের প্রতি বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। কেননা তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন সূরা মায়েদায় উযূর আয়াত নাযিল হওয়ার পর। এর অর্থ হল তিনি আয়াতে উযূ নাযিল হওয়ার পর রাসূল ﷺ কে মাসেহ আলাল খুফফাইন করতে দেখেছেন। ফলে যারা আয়াতে উযূ দ্বারা মাসেহ রহিত হয়েছে বলে বলেন জারির (রা)'র হাদিস তা প্রত্যাখান করে দিয়েছে।

٥٩ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَرْثِ: أَنَّهُ رَأَى جَرِيْرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنِّيْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَصْنَعُهُ، وَإِنَّمَا صَحِبْتُهُ بَعْدَ مَا نَزَلَتِ الْمَائِدَةُ.

৫৯. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি হাম্মাম ইবনে হারিস থেকে বর্ণনা করেন, তিনি হযরত জারির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) কে দেখেন যে, তিনি উযূ করলেন অতঃপর মোজার উপর মাসেহ করেলেন। তখন হযরত হাম্মাম তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে হযরত জারির (রা) বলেন, আমি রাসূল ﷺকে এরূপ করতে দেখেছি এবং সূরা মায়িদা নাযিল হওয়ার পর আমার সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ হয়েছে।

ব্যাখ্যাঃ হযরত জারির (রা) রাসূল ﷺ'র ইন্তেকালের চল্লিশ দিন পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

٦٠ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ، فَانْطَلَقَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَقَضَى

حَاجَتَهُ، ثُمَّ رَجَعَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ رُوْمِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ، فَرَفَعَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ ضِيْقِ كُمِّهَا، قَالَ الْمُغِيْرَةُ: فَجَعَلْتُ أَصُبُّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ مِنْ إِدَاوَةٍ مَعِيْ، فَتَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلَاةِ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَلَمْ يَنْزَعْهُمَا، ثُمَّ تَقَدَّمَ وَصَلَّى.

৬০. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি শা'বী থেকে, তিনি ইব্রাহীম ইবনে আবু মুছা আশয়ারী থেকে, তিনি মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি একবার রাসূল ﷺ'র সাথে সফরে বের হয়েছিলাম (তাবুকের দিকে)। পথে রাসূল ﷺ ইসতিন্জা করার জন্য একটু দূরে গমন করেন এবং তা শেষ করে ফিরে আসেন। তিনি সংকীর্ণ ও রুমী আস্তিন চাপা জুব্বা পরিধান করেছিলেন। তিনি তা উপরে উঠাতে চাইলেন কিন্তু হাতে আস্তিন উঠছিলনা। তাই তিনি জুব্বা উপরে উঠিয়ে নিলেন। হযরত মুগীরা (রা) বলেন, আমার নিকট চামড়ার যে পাত্র ছিল আমি তা দ্বারা পানি ঢালছিলাম। তিনি নামাযের জন্য উযূ করেন এবং মোজা না খুলে এর উপর মাসেহ করেন। অতঃপর একটু সামনে গিয়ে নামায আদায় করেন। (বুখারী, ৩৩/২০৩)

ব্যাখ্যাঃ এ ঘটনা বিভিন্ন বাক্যের পার্থক্য সহকারে সিহাহ্ সিত্তাহ্ গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে। এ সব বর্ণনা থেকে কিছু গুরত্বপূর্ণ মাসয়ালা উদ্ভাবিত হয়। তা হলো এই যে, হযরত মুগীরা (রা) বলেন, গাযওয়ায়ে তাবুকে আমি রাসূল ﷺ'র সাথে ছিলাম। তিনি পথিমধ্যে বাহনটি থামিয়ে হাজাত পূরণের নিমিত্তে কিছু দূর গমণ করেন। ফিরে আসার পর আমি তাঁকে পানি ঢেলে দিলাম। তিনি হাত ধুইলেন, অতঃপর মুখমন্ডল এবং কনুই পর্যন্ত হাত ধুইলেন। এরপর মাথা মাসেহ করেন। তারপর মোজার উপর মাসেহ করেন। উযূ শেষে আমরা সামনে অগ্রসর হয়ে দেখলাম, লোকজন হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা)কে ইমাম বানিয়ে ফজরের নামায আদায় করছে। হযরত আব্দুর রহমান (রা) সালাম ফিরালেন আর রাসূল ﷺ এক রাকাত পূর্ণ করলেন। রাসূল ﷺকে বাদ দিয়ে নামায আদায় করায় লোকজন ভীত ছিলেন। কিন্তু তিনি সবাইকে অভয় দিয়ে বললেন, তোমরা ঠিক করেছ।

উপরোক্ত হাদিস এবং বর্ণিত ঘটনা থেকে আমরা কয়েকটি মাসয়ালা ও এর সমাধান পেয়ে থাকি। যেমন- রাসূল ﷺ'র পরিহিত জুব্বাটির আস্তিন ছিল চাপা। এতে প্রমাণিত হল যে, চাপা হাতওয়ালা জুব্বা পরিধান করা জায়েয। বিশেষ করে জিহাদে যুদ্ধ পরিচালনার সুবিধার্থে এই ধরনের জামা পরিধান করা উত্তম। দ্বিতীয়তঃ যদি সাওয়াবের আশায় কেউ দ্বিতীয়বার নতুন উযূ করে তাও বৈধ। তৃতীয়তঃ মোজার উপর মাসেহ করার মাসয়ালাটি সমাধান হয়েছে এবং امسحوا برؤسكم এর সন্দেহ দূরীভূত হয়েছে। চতুর্থতঃ উক্ত হাদিস দ্বারা আরো প্রমাণিত হল যে, যদি সময় সকীর্ণ হয় তবে ইমামের

জন্য অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। পঞ্চমতঃ উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত কম মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির পিছনে নামাযে ইকতিদা করতে পারবে। ষষ্ঠতঃ মোজা পরিধানের সময় পা পবিত্র হওয়া শর্ত। কেননা বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত মুগীরা (রা) রাসূল ﷺ'র মোজা খোলার জন্য ঝুঁকলে তিনি বলেন, না, খুলতে হবে না। কেননা আমি পা পবিত্র অবস্থায় মোজা পরিধান করেছি।

٦١ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْـمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: وَضَّأْتُ رَسُـوْلَ اللهِ ﷺ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ رُوْمِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ، فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِهَا، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ.
وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْـخُفَّيْنِ، وَعَلَيْـهِ جُبَّـةٌ شَـامِيَّةٌ ضَـيِّقَةُ الْكُمَّـيْنِ، فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ أَسْفَلِ الْـجُبَّةِ.

৬১. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি শা'বী থেকে, তিনি মুগারী ইবনে শো'বা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ কে উযূ করালাম। এ সময় তিনি চাপা হাত বিশিষ্ট রুমী জুব্বা পরিধান করেছিলেন। তিনি জুব্বার নীচ থেকে হাত বের করেন এবং মোজার উপর মাসেহ করেন।

অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, তিনি মোজার উপর মাসেহ করেন। এ সময় তিনি চাপা হাত বিশিষ্ট শামী জুব্বা পরিধান করেছিলেন, তিনি জুব্বার নীচ থেকে হাত বের করেন। (ইবনে খুযাইমা, ৩/৭২/১৬৪৫)

٦٢ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْـمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: رَأَيْـتُ رَسُـوْلَ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ.

৬২. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি শা'বী থেকে, তিনি মুগীরা ইবনে শো'বা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺকে মোজার উপর মাসেহ করতে দেখেছি।

٦٣ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ أَبِيْ بَكْـرِ بْنِ أَبِي الْـجَهْمِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى غَزْوَةِ الْعِرَاقِ، فَإِذَا سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ يَمْسَحُ عَلَى الْـخُفَّيْنِ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: يَا بْـنَ عُمَـرَ! إِذَا قَدِمْتَ عَلَى أَبِيْكَ فَسَأَلْهُ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ.
وَفِيْ رِوَايَةٍ، قَالَ: قَدِمْتُ الْعِرَاقَ لِلْغَزْوِ، فَإِذَا سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ يَمْسَحُ عَلَى الْـخُفَّيْنِ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَ: إِذَا قَدِمْتَ عَلَى عُمَرَ فَسَأَلْهُ، فَقَالَ: قَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُـوْلَ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ فَمَسَحْنَا.

وَفِيْ رِوَايَةٍ، قَالَ: قَدِمْتُ الْعِرَاقَ لِغَزْوَةِ جَلُوْلَاءَ، فَرَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِيْ وَقَّاصٍ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا يَا سَعْدُ؟ فَقَالَ: إِذَا لَقِيْتَ أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَاسْأَلْهُ، قَالَ: فَلَقِيْتُ عُمَرَ، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا صَنَعَ، فَقَالَ عُمَرُ: صَدَقَ سَعْدٌ، رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَصْنَعُهُ، فَصَنَعْنَا.

وَفِيْ رِوَايَةٍ: قَالَ: قَدِمْنَا عَلَى غَزْوِ الْعِرَاقِ، فَرَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِيْ وَقَّاصٍ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَأَنْكَرْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لِيْ: إِذَا قَدِمْتَ عَلَى عُمَرَ فَاسْأَلْهُ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَيْهِ سَأَلْتُهُ وَذَكَرْتُ لَهُ مَا صَنَعَ سَعْدٌ، فَقَالَ: عَمُّكَ أَفْقَهُ مِنْكَ، رَأَيْنَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ فَمَسَحْنَا.

৬৩. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আবু বকর ইবনে আবুল জাহম থেকে, তিনি ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি জিহাদের উদ্দেশ্যে ইরাক গমন করি। সেখানে হযরত সা'দ ইবনে মালিক (রা)কে মোজার উপর মাসেহ করতে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, হুযূর! এটা কি? তিনি বললেন, হে ইবনে ওমর! যখন তুমি তোমার পিতার নিকট যাবে, তখন এ সম্পর্কে তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করবে। ইবনে ওমর (রা) বলেন, আমি আমার পিতার নিকট ফিরে আসার পর এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। উত্তরে তিনি বললেন, আমি রাসূল ﷺ কে মোজার উপর মাসেহ করতে দেখেছি। অতঃপর আমরাও মাসেহ করা আরম্ভ করি।

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, কোন এক যুদ্ধের উদ্দেশ্যে একদা আমি ইরাক গমন করি, সেখানে গিয়ে আমি হযরত সা'দ (রা) কে মোজার উপর মাসেহ করতে দেখেছি। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, এটি আবার কি? তিনি আমাকে বললেন, হযরত ওমর (রা)'র নিকট যাওয়ার পর তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে। ইবনে ওমর (রা) বলেন, আমি বাড়ি ফিরে এসে এসম্পর্কে হযরত ওমর (রা)কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺকে মোজার উপর মাসেহ করতে দেখেছি। তাই আমরাও মাসেহ করতে শুরু করেছি।

অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, আমি গায়ওয়ায়ে জালুলায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে ইরাক পৌঁছি। সেখানে হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা) কে মোজার উপর মাসেহ করতে দেখি। আমি তাঁকে বললাম, হে সা'দ! এটা কি? তিনি আমাকে বললেন, যখন তুমি আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর (রা)'র সাথে সাক্ষাত করবে, তখন তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবে। অতঃপর ফিরে এসে আমি হযরত ওমর (রা)'র সাথে সাক্ষাত করলাম এবং তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। উত্তরে তিনি বললেন, সা'দ সত্যবাদী। আমি রাসূল ﷺকে এরূপ করতে দেখেছি। তখন আমরা অনুরূপ করছি।

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, আমরা যুদ্ধের জন্য ইরাক গমণ করি। সেখানে হযরত সা'দ (রা) কে মোজার উপর মাসেহ করতে দেখি। আমি এটাকে নতুন পদ্ধতি মনে করলাম। তখন হযরত সা'দ (রা) আমাকে বললেন, যখন তুমি হযরত ওমর (রা)'র নিকট যাবে, তখন এ বিষয়ে তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করবে। ইবনে ওমর (রা) বলেন, যখন আমি হযরত ওমর (রা)'র নিকট পৌঁছি, তখন তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, তোমার চাচা (সা'দ) তোমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী ও ফকীহ। আমি রাসূল ﷺ কে মোজার উপর মাসেহ করতে দেখেছি। তখন আমরাও মাসেহ করছি।

ব্যাখ্যাঃ এমন প্রসিদ্ধ মাসয়ালা হযরত ইবনে ওমর (রা)'র কাছে অজানা থাকার কারণ হল- এ যাবৎ উক্ত মাসয়ালা সম্পর্কে তাঁর নিকট কোন হাদিস পৌঁছেনি। অথবা তাঁর ধারণা ছিল যে, মোজার উপর মাসেহ শুধু সফরের জন্যই প্রযোজ্য, স্থায়ী আবাসে নয়। তাই তিনি হযরত সা'দ (রা)কে স্থায়ী আবাসে মাসেহ করতে দেখে অবাক হলেন এবং এর কারণ জিজ্ঞাসা করেন। অবশেষে তিনি স্বীয় পিতার নিকট থেকে বিস্তারিত অবগত হলেন।

٦٤ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ تَنَازَعَ أَبُوْهُ وَسَعْدُ بْنُ أَبِيْ وَقَّاصٍ فِي الْـمَسْحِ عَلَى الْـخُفَّيْنِ، فَقَالَ سَعْدٌ: امْسَحْ، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ: مَا يُعْجِبُنِيْ، قَالَ سَعْدٌ: فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَ عُمَرَ ﷺ، فَقَالَ عُمَرُ: عَمُّكَ أَفْقَهُ مِنْكَ سُنَّةً.

৬৪. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি হযরত সালিম ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মোজার উপর মাসেহ সম্পর্কে হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াককাস (রা) এবং আমার পিতা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)'র মধ্যে মত পার্থক্য সৃষ্টি হয়। হযরত সা'দ (রা) বলেন, আমি মাসেহ করছি কিন্তু হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, আমি এটা পছন্দ করছিনা। হযরত সা'দ (রা) বলেন, আমরা তখন হযরত ওমর (রা)'র কাছে উপস্থিত হলাম। তখন তিনি তাঁর পুত্রকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমার চাচা (সা'দ) (রা) সুন্নত সম্পর্কে তোমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী।

١١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي تَوْقِيْتِ الْـمَسْحِ

٦٥ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْـخُفَّيْنِ فِي السَّفَرِ، وَلَمْ يُوَقِّتْهُ.

বাব নং ২৬. ১১. মাসেহ করার সময় নির্ধারণ করা প্রসঙ্গে

৬৫. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার থেকে, তিনি ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺকে সফরে মোজার উপর মাসেহ করতে দেখেছি। কিন্তু তিনি এর সময়-সীমা নির্ধারণ করেননি।

ব্যাখ্যাঃ ইবনে ওমর (রা)'র হাদিস لَـمْ يُوَقِّتْهُ দ্বারা সময়সীমা নির্ধারণ হওয়াকে নফী করেনা। বরং অনেক বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা মাসেহের সময়-সীমা নির্ধারণ আছে। তবে সময়-সীমা নির্ধারণ না হওয়ার হাদিসও আছে যা থেকে ইমাম মালেক (র) দলীল গ্রহণ করেছেন। জমহুর মুহাদ্দিসীনে কেরাম ঐসব হাদিসকে দুর্বল রেওয়ায়েত বলে আখ্যায়িত করেছেন।

٦٦ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ النَّخْعِيِّ، عَنْ أَبِيْ عَبْدِ اللهِ الْـجَدَلِيِّ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْـمَسْحِ عَلَى الْـخُفَّيْنِ: «لِلْمُقِيْمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيْهَا، لَا يَنْزِعُ خُفَّيْهِ إِذَا لَبِسَهُمَا وَهُوَ مُتَوَضِّئٌ».

وَفِيْ رِوَايَةٍ: «الْـمَسْحُ عَلَى الْـخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلِلْمُقِـيْمِ يَوْمًا وَلَيْلَـةً، إِنْ شَاءَ إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ أَنْ يَلْبَسَهُمَا».

৬৬. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম নখঈ থেকে, তিনি আবু আব্দুল্লাহ জাদালী থেকে, তিনি খুযাইমা ইবনে সাবিত (রা) থেকে, তিনি নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, মোজার উপর মাসেহ মুকীমের জন্য একদিন একরাত আর মুসাফিরের জন্য তিনদিন-তিনরাত সময়-সীমা নির্ধারিত। যদি উযূ অবস্থায় মোজা পরিধান করে থাকে, তবে মোজা খোলার প্রয়োজন নেই।

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, মোজার উপর মাসেহকারী মুসাফিরের জন্য তিনদিন এবং মুকীমের জন্য একদিন ও একরাত, যদি সে ইচ্ছা করে। অবশ্য যদি সে মোজা পরিধানের পূর্বে উযূ করে থাকে। (বায়হাকী, ১/২৭৮/১২৩৯)

ব্যাখ্যাঃ মাসেহ করার সময়-সীমা নির্ধারণের মধ্যেও শরীয়তের একটি বিশেষ রহস্য রয়েছে। অধিকাংশ কাজের মধ্যে সময়-সীমা কমপক্ষে একদিন একরাত ধরা হয়ে থাকে। তাই শরীয়ত মুকীমের জন্য এই সময় নির্ধারণ করেছে। পক্ষান্তরে মুসাফিরের ক্ষেত্রে সফরের সময় কাজ লাঘব করার জন্য তা তিনগুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। তাছাড়া কোন কোন সময় মুসাফিরের নিকট পানির ঘাটতি থাকে। আবার কখনো সময়ের স্বল্পতা দেখা দেয়। শরীয়তে এসব ওযরের কারণে মুসাফিরের উপর অনুগ্রহ ও সফর সহজ করার উদ্দেশ্যে

তিনদিন তিনরাত পর্যন্ত সুযোগ দান করা হয়েছে। আর দুই সংখ্যাকে এইজন্য পরিহার করা হয়েছে যে, আল্লাহ বেজোড় এবং তিনি বেজোড়কে পছন্দ করেন। তাই বেজোড় সংখ্যা গ্রহণ করা হয়েছে। অথবা এটাও হতে পারে যে, বহুবচনের সর্বনিম্ন সংখ্যা হল তিন। মোটকথা শরীয়তের প্রতিটি বিষয়ই হেকমতে পরিপূর্ণ।

٦٧ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ سَعِيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ الْأَوْدِيِّ، عَنْ أَبِيْ عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ﷺ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، قَالَ: «لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيْهِنَّ، وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً».

৬৭. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা সাঈদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম তাইমী থেকে, তিনি আমর ইবনে মাইমুন থেকে, তিনি আবু আব্দুল্লাহ জাদালী থেকে, তিনি খুযাইমা ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ থেকে মোজার উপর মাসেহ করার সময়-সীমা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি বলেন, মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিনরাত আর মুকীমের জন্য একদিন একরাত।

ব্যাখ্যাঃ ইমাম শাফেয়ী (র)'র মতে মোজা পরিধান করার পর থেকে মাসেহ করার সময়-সীমা আরম্ভ হয়। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানিফা (র)'র মতে হাদসের পর থেকে আরম্ভ হয়। অর্থাৎ যদি কোন মুকীম সকালে মোজা পরিধান করে এবং ঐ উযূ দিয়ে যোহরের নামায আদায় করে কিন্তু যোহরের পর উযূ ভেঙ্গে যায়, তাহলে পরবর্তী দিনের সকালে নয় বরং যোহরের নামাযের পর পর্যন্ত মাসেহ করার সময় বাকী থাকবে। এ মতটাই কিয়াসের নিকটবর্তী। কেননা, মোজার কাজ হল অপবিত্র বস্তুকে পা পর্যন্ত পৌঁছতে না দেয়া আর এর প্রতিক্রিয়া উযূ ভঙ্গের পর থেকে শুরু হবে। কারণ পূর্বে তা অপবিত্র ছিল। এসময় অপবিত্র বস্তু প্রতিরোধ করার প্রশ্নই আসেনা।

এখানে আরো উল্লেখ্য যে, এক মুকীম ব্যক্তি মোজার উপর মাসেহ করল এবং একদিন একরাত তার উযূ ভাঙ্গেনি। তাহলে সে কি তার মোজা খুলে ফেলবে? না, খুলবে না। তখন তার মোজা খোলার প্রয়োজন নেই। সুতরাং বুঝা গেল মোজা পরিধান করার সময় থেকে নয়, বরং উযূ ভেঙ্গে যাওয়ার পর থেকে সময়-সীমা আরম্ভ হবে। এটাই ইমাম আবু হানিফা (র)'র মাযহাব।

٦٨ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ عَلِيٍّ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيْهِنَّ، وَالْمُقِيْمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً».

৬৮. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাকাম থেকে, তিনি কাসেম ইবনে মুহাম্মদ থেকে, তিনি শুরাইহ্ ইবনে হানী থেকে, তিনি হযরত আলী (রা) থেকে, তিনি নবী করিম ﷺ

থেকে বর্ণনা করেন, মুসাফির তিনদিন তিনরাত পর্যন্ত মোজার উপর মাসেহ করবে আর মুকীম একদিন একরাত।

١٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْـجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ الْعَوْدَ

٦٩ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَـتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصِيْبُ مِنْ أَهْلِهِ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، فَيَنَامُ، وَلَا يُصِيْبُ مَاءً، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِـنْ آخِرِ اللَّيْلِ عَادَ وَاغْتَسَلَ.

বাব নং ২৭.১২. অপবিত্র অবস্থায় দ্বিতীয়বার সহবাস করা প্রসঙ্গে

৬৯. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আবু ইসহাক থেকে, তিনি আসওয়াদ থেকে, তিনি শা'বী থেকে, তিনি হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ রাতের প্রথমভাগে স্বীয় স্ত্রীদের সাথে সহবাস করতেন, অতঃপর শুয়ে পড়তেন কিন্তু পানি স্পর্শ করতেন না। এরপর শেষরাতে যখন জাগ্রত হতেন, পুনরায় সহবাস করতেন এবং গোসল করতেন।[১১৪]

ব্যাখ্যাঃ সকল ফকীহগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, দুই সহবাসের মধ্যখানে গোসল করা আবশ্যক নয়। তবে রাসূল ﷺ জায়েয প্রমাণের জন্য মাঝে-মধ্যে প্রতিবার সহবাসের পর গোসল করেছেন বলেও উল্লেখ আছে। যেমন আবু রাফে (রা) থেকে বর্ণিত আছে- ان النبى صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه قال فقلت له يا رسول الله الا تجعله غسلاً واحدًا ؟ فقال هذا ازكى واطيب واطهر- এই হাদিস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিবার গোসল করা উত্তম। দুই সহবাসের মধ্যখানে উযূ করাও আবশ্যক নয় তবে করা মুস্তাহাব। ইমাম তাহাভী (র) হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন-

قالت كان النبى صلى الله عليه وسلم يجامع ثم يعود ولايتوضأ

নবী করিম ﷺ একাধিকবার সহবাস করতেন কিন্তু কোন উযূ করতেন না।[১১৫]

٧٠ – حَمَّادٌ: عَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ: عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْـوَدِ، عَـنْ عَائِـشَةَ ﵂، قَالَـتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصِيْبُ أَهْلَهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ، وَلَا يُصِيْبُ مَاءً، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْـلِ عَادَ وَاغْتَسَلَ.

---

১১৪. ইমাম বায়হাকী (র), (৪৫৮ হি.) সুনানে কুবরা, খণ্ড-১, পৃ. ২০৪ ও ইমাম আবু দাউদ, সুনানে আবু দাউদ, খণ্ড. ১, পৃ. ৮৮

১১৫. মাআরিফুস সুনান, খণ্ড. ১, পৃ. ৪৬৯

৭০. অনুবাদঃ হাম্মাদ ইমাম আবু হানিফা থেকে, তিনি আবু ইসহাক থেকে, তিনি আসওয়াদ থেকে, তিনি হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ রাতের প্রথমভাগে স্বীয় স্ত্রীদের সাথে সহবাস করতেন তবে পানি স্পর্শ করতেন না। অতঃপর শেষ রাতে যখন জাগ্রত হতেন, পুনরায় সহবাস করতেন এবং গোসল করতেন।

١٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْـجُنُبِ حَتَّىٰ يَتَوَضَّأَ

٧١ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: كَانَ رَسُـوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ، تَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلَاةِ.

বাব নং ২৮.১৩. অপবিত্র ব্যক্তি উযূ না করা পর্যন্ত নিদ্রা যাবে না

৭১. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি আসওয়াদ থেকে, তিনি হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ যখন অপবিত্র অবস্থায় নিদ্রা যাওয়ার ইচ্ছা করতেন তখন নামাযের উযূর ন্যায় উযূ করতেন। (মুসলিম, ১/১৭০/৭২৫)

ব্যাখ্যাঃ উক্ত হাদিস ছাড়াও 'সিহাহ সিত্তাহ' গ্রন্থসমূহেও এ বিষয়ের হাদিস রয়েছে। রাসূল ﷺ রাতের বেলায় অপবিত্র অবস্থায় যখন পানাহার ও শয়নের ইচ্ছা করতেন তখন নামাযের উযূর ন্যায় উযূ করতেন। এতে অসংখ্য উপকার রয়েছে। বুজর্গানে দ্বীনের এটাই ছিল নিয়ম।

١٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْـمُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ

٧٢ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ ﵁، أَنَّ رَسُـوْلَ اللهِ ﷺ مَدَّ يَدَهُ إِلَيْهِ، فَدَفَعَهَا عَنْهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَالَكَ؟ قَالَ: إِنِّي جُنُبٌ، قَالَ لَهُ رَسُـوْلُ اللهِ ﷺ: «أَرِنَا يَدَيْكَ، فَإِنَّ الْـمُؤْمِنَ لَيْسَ بِنَجِسٍ». وَفِيْ رِوَايَةٍ: «الْـمُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ».

বাব নং ২৯. ১৪. মু'মিন অপবিত্র হয়না

৭২. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি জনৈক ব্যক্তি থেকে, তিনি হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺএকবার মোসাফাহা করার উদ্দেশ্যে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দেন। তখন হুযাইফা (রা) স্বীয় হাত টেনে নেন। তখন রাসূল ﷺ বলেন, তোমার কি হয়েছে? হুযাইফা (রা) বলেন, আমি অপবিত্র। রাসূল ﷺ বলেন, আমাকে তোমার হাত দু'টি দেখাও। নিশ্চয় মু'মিন অপবিত্র নয়। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, মু'মিন অপবিত্র হয় না। (আল মুসনাদুল মুস্তাখরাজ, ১/৪০৫/৮১৫)

ব্যাখ্যাঃ উক্ত হাদিস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, জানাবতের নাপাকী হল নাজাসাতে হুকমী, হাকীকী নয়। এ অপবিত্রতার কারণে নামায আদায় করা, মসজিদে প্রবেশ করা এবং

পবিত্র কুরআন স্পর্শ করা নিষিদ্ধ। এটা নাজাসাতে হাকীকীর ন্যায় মানুষের দেহ ও চামড়াকে নাপাক করেনা। এর দ্বারা মু'মিন নিজে অপবিত্র হয় কিন্তু তা অন্যের দিকে সংক্রমিত হয়না। তাই এরূপ নাপাক ব্যক্তির ঘাম ও থুথু অপবিত্র নয়। কিন্তু নিজে অপবিত্র হওয়ার কারণে নামায ইত্যাদি আদায় করা যাবে না।

অথবা কোন মু'মিন মৌলিকভাবে অপবিত্র নয়। অথচ প্রত্যেক মুশরিক মৌলিকভাবে নাপাক। যেমন আল্লাহ বলেন- انما المشركون نجس "মুশরিক মৌলিকভাবেই নাপাক।" (সূরা তাওবা, আয়াত, ২৮) সুতরাং তারা মসজিদে প্রবেশ করা নিষেধ।

٧٣ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَدَّ يَدَهُ إِلَيْهِ فَأَمْسَكَهَا عَنْهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ».

৭৩. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি হুযাইফা থেকে বর্ণনা করেন, একদা রাসূল ﷺ স্বীয় হাত মোবারক হুযাইফার দিকে বাড়িয়ে দেন। তখন হুযাইফা স্বীয় হাত টেনে নেন। এতে রাসূল ﷺ এরশাদ করেন। মু'মিন অপবিত্র হয় না।

٧٤ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ﷺ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، قَالَ لَهَا: «نَاوِلِيْنِي الْخُمْرَةَ»، فَقَالَتْ: إِنِّيْ حَائِضٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِيْ يَدَيْكِ».

৭৪. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি আসওয়াদ থেকে, তিনি হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, একদা রাসূল ﷺ আয়েশা (রা)কে বললেন, চাটাইটি এনে দাও। তখন হযরত আয়েশা (রা) বললেন, আমি ঋতুবতী। রাসূল ﷺ বললেন, 'হায়েয তো তোমার হাতের মধ্যে নেই, অর্থাৎ এতে তোমার হাত অপবিত্র হয়নি। (মুসলিম, ১/১৬৮/৭১৫)

ব্যাখ্যাঃ উক্ত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হায়েয নাজাসাতে হুকমী হাকীকী নয়। অধিকন্তু হাদিসে বর্ণিত আছে যে, অপবিত্র ও ঋতুবতী মহিলার উচ্ছিষ্ট ও ঘাম পবিত্র। ঋতুবতী মহিলা মসজিদে প্রবেশ না করে মসজিদ হতে কোন বস্তু উঠিয়ে রাখতে পারে, তবে প্রবেশ করা জায়েয নেই। হযরত আয়েশা মনে করেছিলেন যে, হায়েয নাজাসাতে হাকীকীর ন্যায় পুরো দেহকে নাপাক করে ফেলে। তাই তিনি হাতে মসজিদ থেকে চাটাই উঠাতে অস্বীকার করেছিলেন।

١٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْـمَرْأَةِ تَرَىٰ فِيْ مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ

٧٥ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِيْ مَنْ سَمِعَ أُمَّ سُلَيْمٍ ﷺ، أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْـمَرْأَةِ تَرَىٰ مَا يَرَى الرَّجُلُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «تَغْتَسِلُ».

বাব নং ৩০.১৫. নিদ্রায় মহিলারাও সেরূপ দেখে যেরূপ পুরুষরা দেখে

৭৫. অনুবাদ: ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি বলেন, উম্মে সুলাইম থেকে শ্রবণকারী আমাকে বলেছেন, উম্মে সুলাইম (রা) মহিলাদের সম্পর্কে নবী করিম ﷺ'র নিকট জিজ্ঞাসা করেন যে, যদি তারা স্বপ্নে ঐ রূপ দেখে যা পুরুষরা দেখে থাকে (অর্থাৎ যদি মহিলাদের স্বপ্নদোষ হয় তাহলে এর বিধান কি?) উত্তরে নবী করিম ﷺ বলেন, সে গোসল করবে। (জামেউল আহাদীস, ৪০/২৭৬/৪৩৬৩৮)

ব্যাখ্যা: বুখারী শরীফে যয়নব বিনতে আবি সালমা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা) রাসূল ﷺ'র নিকট আগমন করে আরয করেন, হে আল্লাহর রাসূল! সত্য প্রকাশে আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন না। মহিলাদের উপর কি গোসল ফরয হবে যখন তাদের স্বপ্নদোষ হয়? রাসূল ﷺ বলেন, "হ্যাঁ, যখন আর্দ্রতা দেখবে।"[১১৬]

এখানে মাসয়ালা হল যে, আর্দ্রতা দেখার উপর গোসল নির্ভর করে। যদি স্বপ্নদোষ হওয়া স্মরণ হয় কিন্তু আর্দ্রতা অনুভূত না হয়, তবে গোসল ওয়াজিব নয়। পক্ষান্তরে যদি স্বপ্নদোষ স্মরণ না থাকে কিন্তু আর্দ্রতা দেখে, তাহলে গোসল ওয়াজিব হবে। তাই ইমাম বায়হাকী (র) হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়ার পর আর্দ্রতা দেখে কিন্তু স্বপ্নদোষ না হয়, তাহলে তার উপর গোসল ওয়াজিব হবে। আর যদি স্বপ্নদোষের কথা স্মরণ হয় কিন্তু আর্দ্রতা না দেখে, তাহলে তার উপর গোসল ওয়াজিব হবেনা। আবু দাউদ শরীফে একই সনদে হযরত কাসিম'র সূত্রে হযরত আয়েশা (রা) অনুরূপ রেওয়ায়েত করেছেন।

١٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي بِئْسَ الْبَيْتِ الْـحَمَّامِ

٧٦ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﷺ، قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «بِئْسَ الْبَيْتُ الْـحَمَّامُ، هُوَ بَيْتٌ لَا يَسْتُرُ، وَمَاءٌ لَا يُطَهِّرُ».

---

১১৬. ইমাম বুখারী (র), (২৫৬ হি.), সহীহ বুখারী, খণ্ড. ১, পৃ. ৪১, হাদিস নং ২৭৮

বাব নং ৩১.১৬. গোসলখানা সবচেয়ে খারাপ স্থান

৭৬. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আতা থেকে, তিনি হযরত আয়েশা (রা) থেকে, বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, গোসলখানা সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্থান। এটি এমন স্থান যেখানে পর্দাহীনতা রয়েছে এবং যেখানকার পানি অপবিত্র। (প্রাগুক্ত, ৪০/২৯৩/৪৪৯৬১)

পূর্বে আরব দেশে ক্ষুদ্র পরিসরের গোসলখানার প্রচলন ছিল। লোকজন উলঙ্গ হয়ে এর থেকে পানি নিয়ে গোসল করত। পানি নাপাক হয়ে যেত। তাই গোসলখানাকে নিকৃষ্টস্থান বলা হয়েছে। যদি গোসলখানায় পবিত্র পানির ব্যবস্থা করা যায় এবং গুপ্তস্থান খুলে না যায় অর্থাৎ যদি পর্দার ব্যবস্থা থাকে তবে গোসলখানা ব্যবহারে কোন অসুবিধা নেই।

١٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَرْكِ الْـمَنِيِّ

٧٧ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْـحَرْثِ، عَنْ عَائِـشَةَ ﵂: كُنْـتُ أَفْرُكُ الْـمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

বাব নং ৩২. ১৭. কাপড় থেকে বীর্য খুঁটে ফেলা

৭৭. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি হাম্মাম ইবনে হারিস থেকে, তিনি হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ 'র কাপড় থেকে বীর্য খুঁটে পরিস্কার করে দিয়েছি। (আবু দাউদ, ১/১৪৩/৩৭২)

٧٨ - أَبُوْ حَنِيْفَـةَ: عَـنْ حَمَّـادٍ، عَـنْ إِبْـرَاهِيْمَ، عَـنْ هَمَّـامٍ، أَنَّ رَجُـلًا أَضَـافَتْهُ عَائِـشَةُ أُمُّ الْـمُؤْمِنِيْنَ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِمِلْحَفَةٍ، فَالْتَحَفَ بِهَا اللَّيْلَ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ، فَغَسَلَ الْـمِلْحَفَةَ كُلَّهَا، فَقَالَتْ: مَا أَرَادَ بِغَسْلِ الْـمِلْحَفَةِ، إِنَّمَا كَانَ يُجْزِيْهِ أَنْ يَفْرُكَهُ لَقَـدْ كُنْـتُ أَفْـرُكُ مِـنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ يُصَلِّيْ مَعَهُ.

৭৮. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি হাম্মাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা)'র বাড়ীতে মেহমান হল। তার জন্য তিনি একটি লেপ পাঠালেন। রাতে সে এটা বিছায়ে অথবা গায়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। ঐ সময় তার স্বপ্নদোষ হয়ে গেল। সে সম্পূর্ণ লেপটি ধুয়ে দেয়। হযরত আয়েশা বললেন পুরো লেপটি কেন ধৌত করলে। এটা (শুকানোর পর) খুঁটে ফেললেই তো যথেষ্ট হতো। আমি রাসূল ﷺ'র কাপড় থেকে খুঁটে বীর্য পরিস্কার করে দিয়েছি এরপর এ কাপড়ে তিনি নামায আদায় করেছেন।

ব্যাখ্যা: বীর্য পবিত্র না অপবিত্র এ নিয়ে সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। সাহাবাগণের মধ্যে ইবনে ওমর, ইবনে আব্বাস (রা) এবং ইমামগণের মধ্যে ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র)'র মতে বীর্য পাক।[১১৭]

পক্ষান্তরে সাহাবাগণের মধ্যে হযরত ওমর, সা'দ ইবনে আবি ওয়াককাস, হযরত আয়েশা, আবু হুরাইয়া, আনাস (রা) প্রমুখ এবং ইমামগণের মধ্যে সুফিয়ান সওরী, আওযাঈ, ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেক (র)'র মতে বীর্য সাধারণত নাপাক। বীর্য থেকে পবিত্রতা অর্জনের ব্যাপারে ইমাম মালিক ও ইমাম আবু হানিফা (র)'র মধ্যে সামান্য মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম মালিক বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত বীর্য ধৌত করা না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কাপড় পাক হবেনা। ইমাম আবু হানিফা বলেন, শুষ্ক বীর্য খুঁটে ফেলে দিলেই কাপড় পাক হয়ে যায়। কিন্তু আর্দ্রতা ও তরল বীর্য ধৌত করা ব্যতীত কাপড় পবিত্র হবেনা।

ইমাম আবু হানিফা (র) সহীহ আবু আওয়ানায় হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত হাদিস দ্বারা দলীল পেশ করেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, বীর্য শুষ্ক হলে আমি রাসূল ﷺ'র কাপড় থেকে তা খুঁটে পরিস্কার করে দিতাম আর আর্দ্র হলে তা ধুয়ে দিতাম। মুসলিম শরীফের বর্ণনায়ও আছে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল ﷺ নিজে বীর্য ধৌত করতেন এরপর সে কাপড় পরিধান করে নামাযের জন্য মসজিদে চলে যেতেন, তখন কাপড়ে আমি ধৌত করার চিহ্ন দেখতে পেতাম। এ'তে বীর্য নাপাক হওয়া প্রমাণিত হয়।

যুক্তিগত দলীল হল পেশাব, রক্ত ও মজি বের হলে শুধু উযূ করতে হয় গোসল করতে হয় না। পক্ষান্তরে বীর্যপাত হলে গোসল ওয়াজিব হয়।

ইমাম শাফেঈ বীর্য পাক হওয়ার পক্ষে যুক্তিগত দলীল পেশ করতে গিয়ে কিতাবুল উম্ম গ্রন্থে বলেন- বীর্য থেকে আম্বিয়ায়ে কেরামগণের ন্যায় পবিত্র ব্যক্তিগণ সৃষ্টি হয়। সুতরাং বীর্যকে কিভাবে নাপাক বলা যাবে? উত্তরে আমরা বলবো বীর্য থেকে আবু জেহেল ও আবু লাহাবের মত কাফেরও তো সৃষ্টি হয়েছে এর কি উত্তর হবে? নাপাক বস্তু থেকে পবিত্র বস্তু সৃষ্টি করা এটা আল্লাহর কুদরতের বহিঃপ্রকাশ। অতএব হানাফী মাযহাবই দলীল সম্মত ও যুক্তিযুক্ত।

١٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ

٧٩ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ».

[১১৭]. ইমাম নববী, শরহে মুসলিম, খণ্ড. ১ম, পৃ. ১৫০

বাব নং ৩৩. ১৮. চামড়া দাবাগত দ্বারা পাক হয়ে যায়

৭৯. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা সিমাক থেকে, তিনি ইকরামা থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, যে চামড়া দাবাগত করা হয়, তা পাক হয়ে যায়। (ইবনে মাজাহ, ২/১১৯৩/৩৬০৯)

ব্যাখ্যাঃ দাবাগত অর্থ চামড়াকে বিশেষ পদ্ধতিতে লবণ দিয়ে সংস্কার করা। এর দ্বারা চামড়া পাক হয়ে যায় এবং প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করা যায়। তবে শুকর মূলত অপবিত্র হওয়ার কারণে এবং মানুষ সম্মান ও মর্যাদার কারণে এদের চামড়া এ হুকুমের বহির্ভূত। ইমাম শাফেয়ী (র) কুকুরের চামড়াকেও এ বিধানের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

ইমাম আবু হানিফা (র)'র মতে কুকুরের চামড়া শুকুরের ন্যায় মৌলিকভাবে নাপাক নয়। তাই কুকুরের চামড়া দাবাগত দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় এবং এর শিকার করা জন্তু হালাল। পক্ষান্তরে ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (র)'র মতে মুর্দার চামড়া থেকে উপকারিতা লাভ করা জায়েয নেই।

٨٠ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ لِسَوْدَةَ، فَقَالَ: «مَا عَلَى أَهْلِهَا لَوِ انْتَفَعُوْا بِإِهَابِهَا، فَسَلَخُوْا جِلْدَ الشَّاةِ، فَجَعَلُوْهُ سِقَاءً حَتَّى صَارَتْ شَنًّا».

৮০. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা সিমাক থেকে, তিনি ইকরামা থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, একদা রাসূল ﷺ হযরত সওদা (রা)'র মৃত বকরীর নিকট দিয়ে গমন করছিলেন। তখন তিনি বললেন, এর মালিকদের কি হয়েছে? যদি তারা এর চামড়া দিয়ে উপকৃত হত! অতঃপর তারা এই মৃত বকরীর চামড়াটি খুলে নিয়ে যায় এবং এর দ্বারা ঘরে ব্যবহারের জন্য একটি মশক তৈরী করে। এ মশক দীর্ঘদিন ব্যবহার করার ফলে বহু পুরাতন হয়ে যায়।

ব্যাখ্যাঃ কাঁচা চামড়া নাপাক এবং এর দ্বারা কোন প্রকার উপকৃত হওয়া যাবে না। উপরোক্ত হাদিসে বর্ণিত "চামড়া দিয়ে মশক তৈরী করেছেন।" দ্বারা দাবাগতের মাধ্যমে পাকা করে মশক তৈরী করেছিলেন, কাঁচা চামড়া দিয়ে নয়।

٤ - كِتَابُ الصَّلَاةِ

١٩ - بَابٌ

٨١ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةً فَخَفَّفَهَا، وَأَكْثَرَ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَنْتَ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللهِ

ﷺ وَتُصَلِّيْ هَذِهِ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ أَبُوْ ذَرٍّ: أَلَمْ أُتِمَّ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، يَقُوْلُ: «مَنْ سَجَدَ لِلّٰهِ سَجْدَةً رَفَعَ بِهَا دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ»، فَأَحْبَبْتُ أَنْ تُؤْتَى دَرَجَاتٌ، أَوْ تُكْتَبُ لِيْ دَرَجَاتٌ. وَفِيْ رِوَايَةٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ مَنْ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ مَرَّ بِأَبِيْ ذَرٍّ ﷺ بِالرَّبْذَةِ، وَهُوَ يُصَلِّيْ صَلَاةً خَفِيْفَةً، يُكْثِرُ فِيْهَا الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَبُوْ ذَرٍّ، قَالَ لَهُ الرَّجُلُ: تُصَلِّيْ هَذِهِ الصَّلَاةَ، وَقَدْ صَحِبْتَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ؟! فَقَالَ أَبُوْ ذَرٍّ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، يَقُوْلُ: «مَنْ سَجَدَ لِلّٰهِ سَجْدَةً رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ»، فَلِذَلِكَ أُكْثِرُ فِيْهَا السُّجُوْدَ.

৪. সালাত অধ্যায়

বাব নং-৩৪. ১৯.

৮১. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি হযরত আব্দুল্লাহ (র) থেকে, তিনি হযরত আবু যর গিফারী (রা) থেকে বর্ণনা করেন- একদা তিনি সংক্ষিপ্ত করে নামায আদায় করেন। কিন্তু রুকু-সিজদা অধিক পরিমাণে করেন। নামায শেষে ফিরে আসলে এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, আপনি রাসূল ﷺ'র একজন সাহাবী, কিন্তু এভাবে (তাড়াহুড়া) করে নামায আদায় করেন? আবু যর (রা) বললেন, আমি কি রুকু-সিজদা পূর্ণ করিনি? লোকটি বলল, হ্যাঁ, করেছেন। তিনি বললেন, আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য একটি সিজদা দিবে জান্নাতে তার জন্য আল্লাহ একটি দরজা বুলন্দ করবেন। সুতরাং আমার পছন্দ হল যে, আমার বহু দরজা বৃদ্ধি হোক।

ইব্রাহীম নখঈ (র) থেকে অপর একটি রেওয়ায়েত আছে যে, রাবযাহ নামক স্থানে হযরত আবু যর (রা)'র নিকট দিয়ে এক ব্যক্তি যাচ্ছিলেন। তখন তিনি সংক্ষিপ্তভাবে নামায আদায় করছিলেন এবং অধিক পরিমাণে রুকু-সিজদা করেছেন। (অর্থাৎ অল্পসময় অধিক রাকাত নামায পড়েছিলেন)। তিনি সালাম ফিরালে লোকটি বলল, আপনি একজন রাসূলের সাহাবী অথচ এভাবে নামাজ আদায় করলেন? তখন আবু যর (রা) বললেন, আমি রাসূল ﷺকে বলতে শুনেছি, যে আল্লাহর জন্য একটি সিজদা করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি দরজা বৃদ্ধি করবেন। তাই আমি নামাযে অধিক সিজদা করছি।

ব্যাখ্যাঃ নামাযে কিয়ামকে দীর্ঘ করা উত্তম না রাকাতের সংখ্যা বৃদ্ধি করে রুকু-সিজদার সংখ্যা বৃদ্ধি করা উত্তম? এ নিয়ে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে। কেউ

নামাযে দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করাকে উত্তম ও অধিক সওয়াবের কাজ মনে করেন। আবার কেউ কেউ বেশী রাকাতে বেশী রুকু-সিজদা করা উত্তম মনে করেন। আর কেউ কেউ উভয়টিতে সমান ফযীলত মনে করেন। বিশুদ্ধ হাদিস সমূহে কিয়াম, রুকু ও সিজদার ফযীলত বর্ণিত আছে। ইমাম আ'যম (র) বলেন- যেহেতু হাদিসে উভয়টির ফযীলত সম্পর্কে দলীল রয়েছে, একটির উপর অপরটিকে প্রাধান্য দেওয়ার কোন সংগত কারণ নেই। তাই তিনি এ ব্যাপারে কোন ফায়সালা দেননি। যারা অধিক সিজদার পক্ষে মত পোষনকারী, তারা দলীল হিসাবে এ হাদিসটি পেশ করেন।

তাছাড়া মুসলিম শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদিসও দলীল হিসেবে পেশ করেন। হাদিসে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ বলেছেন "বান্দা ঐ সময় আল্লাহর অতি নিকটবর্তী হয়ে থাকে, যখন সে সিজদা অবস্থায় থাকে। সুতরাং এ সময় অধিক দোয়া করবে।" এ হাদিস দ্বারা সিজদার ফযীলত প্রমাণিত হয়।

যারা দীর্ঘ কিয়ামের পক্ষে তারা সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত হাদিস দলীল হিসেবে পেশ করেন। উক্ত হাদিসে রাসূল ﷺ বলেছেন, **اَفْضَلُ الصلوةِ طولُ القنوتِ** "উত্তম নামায হল দীর্ঘ কিয়াম করা।" পক্ষান্তরে কিয়াম কিরাতের সাথে সর্ম্পক যুক্ত আর সিজদা তাসবীহ্'র সাথে সর্ম্পক যুক্ত আর কিরাত তাস্বীহ থেকে উত্তম। এ কারণেই রাসূল ﷺ সিজদা অপেক্ষা কিয়াম দীর্ঘ করতেন। এছাড়া কষ্ট ও পরিশ্রম অনুযায়ী কাজের সওয়াব মিলে থাকে। কিয়ামে দৈহিক যে কষ্ট হয় সিজদায় তা হয়না। তাই দীর্ঘ সিজদা থেকে দীর্ঘ কিয়াম উত্তম। হানাফী মাযহাবের তিনজন ইমাম এ মত পোষণ করেন। ইসহাক ইবনে রাহ্ওয়ায়হ (র) এ মতামতের মধ্যে চমৎকার ও সূক্ষ্ম একটি দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন, দিবাভাগের নামাযে রুকু-সিজদা দীর্ঘ করা আর রাতের নামাযে কিয়াম দীর্ঘ করা সংগতিপূর্ণ। ইমাম তিরমিযী বলেছেন তিনি হয়ত এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলেছেন যে, রাসূল ﷺ দিনের নামাযের চেয়ে রাতের নামাযে কিয়াম দীর্ঘ করতেন বলে বর্ণিত আছে।

٢٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِي مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ عَوْرَةٌ

٨٢ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ ﷺ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَا بَيْنَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ عَوْرَةٌ».

বাব নং ৩৫.২০. নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত সতর

৮২. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, নাভী ও হাঁটুর মধ্যবর্তী স্থান হলো (পুরুষের জন্য) সতর। (জামেউল আহাদীস, ১৮/৪৭৩/১৯৯৩৪)

ব্যাখ্যাঃ দারেকুতনীর রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা) বলেছেন, আমি রাসূল ﷺকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন সতর হলো হাঁটুর উপর থেকে নাভীর নীচ পর্যন্ত। ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন, নাভীর নীচ থেকে হাঁটু পর্যন্ত। অর্থাৎ পুরুষের জন্য সতর হলো নাভীর নীচ থেকে হাঁটু পর্যন্ত। এটা ঢেকে রাখা জরুরী এবং প্রকাশ করা হারাম।

উপরে বর্ণিত হাদিসের দৃষ্টিকোণ থেকে সতর সম্পর্কে আইম্মায়ে কেরাম একমত যে, নাভী ও হাঁটুর মধ্যবর্তী স্থান হলো সতর তবে নাভী সতরের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়। আর হাঁটু সতর কিনা তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। হাদিসের বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইমাম মালিক, ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমদ (র)'র মতে হাঁটু সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। ইমাম আবু হানিফা (র)'র মতে হাঁটু সতরের অন্তর্ভুক্ত। তিনি দারেকুতনী কর্তৃক উক্বা ইবনে আলকামার সূত্রে হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত হাদিসটি দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। এতে বলা হয়েছে الركبة العورة "হাঁটু সতরের অন্তর্ভুক্ত।" সুতরাং ইমাম আবু হানিফা (র)'র মতে ما بين السرة والركبة এর প্রকৃত অর্থ হল ما بين السرة منتهى الركبة "সতর হলো নাভী থেকে হাঁটুর শেষ পর্যন্ত।" এতে সব হাদিস নিজ নিজ অর্থের উপর সঠিক থাকবে। 'হাঁটু সতরের অন্তর্ভুক্ত' থাকলে প্রকৃত সতর হবে। নতুবা সতরের সীমা নির্ধারনে কঠিন হবে।

٢١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

٨٣ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ ﷺ، أَنَّهُ أَمَّهُمْ فِيْ قَمِيْصٍ وَاحِدٍ، وَعِنْدَهُ فَضْلُ ثِيَابٍ، يُعَرِّفُنَا سُنَّةَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. أَبُوْ قُرَّةَ، قَالَ: ذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا، قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟!». قَالَ أَبُوْ قُرَّةَ: فَسَمِعْتُ أَبَا حَنِيْفَةَ يَذْكُرُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَيْسَ كُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ».

বাব নং ৩৬.২১. এক কাপড়ে নামায আদায় করা জায়েয

৮৩. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আতা থেকে, তিনি হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি এক কাপড়ে নামাযে ইমামতি করেন অথচ তাঁর নিকট অতিরিক্ত কাপড় ছিল। আমাদেরকে রাসূল ﷺ'র সুন্নতের শিক্ষা দেওয়ার জন্যই তিনি এরূপ করেছেন।

আবু কুররা বলেন, ইবনে জুরাইজ যুহুরী থেকে, তিনি আবি সালমা থেকে, তিনি আব্দুর রহমান থেকে তিনি হযরত আবু হোয়ায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ'র নিকট আরয করল, হে আল্লাহর রাসূল! এক কাপড়ে কি মানুষ নামায পড়তে পারে? রাসূল ﷺ বললেন, তোমাদের প্রত্যেকের কি দু'টি কাপড় আছে?

আবু কুররা বলেন, আমি আবু হানিফাকে যুহুরী থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব (রা) থেকে, তিনি হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি নবী করিম ﷺ'র নিকট এক কাপড়ে নামায আদায় করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন তিনি বলেন, তোমাদের সবার তো দু'টি কাপড় নেই। (মুসান্নিফে ইবনে আবি শায়বা, ২/২২৬/৬২৪৬)

ব্যাখ্যাঃ ইবনে আবি শায়বা হযরত আসমা বিনতে আবি বকর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আমার পিতা আবু বকর (রা)কে একটি কাপড়ে নামায পড়তে দেখেছি। আমি বললাম আপনি একটি কাপড় দ্বারা নামায পড়তেছেন অথচ আপনার অনেক কাপড় রয়েছে। তিনি উত্তরে বললেন, হে স্নেহের মেয়ে! রাসূল ﷺ সর্বশেষ যে নামায আমার পেছনে পড়েছেন, তাতে একটি কাপড় তাঁর পরিধানে ছিল।

মুসান্নিফে আব্দুর রাজ্জাকে বর্ণিত আছে যে, হযরত উবাই ইবনে কা'ব ও হযরত ইবনে মাসউদের মধ্যে এক কাপড়ে নামায আদায় সম্পর্কে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। হযরত উবাই (রা) বলেন, এক কাপড়ে নামায পড়তে কোন দোষ নেই। কেননা, রাসূল ﷺ এক কাপড়ে নামায আদায় করেছিলেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, এটা ঐ সময় প্রযোজ্য ছিল যখন মানুষের কাছে কাপড়ের প্রাচুর্য ছিলনা। কিন্তু মানুষ যখন স্বচ্ছলতা লাভ করবে তখন নামায দুই কাপড়ে পড়তে হবে। হযরত ওমর (রা) মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে হযরত উবাই (রা)'র মতের উপর ফায়সালা দান করেন। তবে ফযীলতের ক্ষেত্রে হযরত ইবনে মাসউদের উক্তিই সঠিক। এক কাপড়ে নামায জায়েয হওয়ার ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। যদি উভয়ের মধ্যে মতানৈক্য হয়, তাহলে হযরত ওমর (রা)'র ফায়সালা অনুযায়ী হযরত উবাই (রা)'র মত সঠিক বলে গণ্য করতে হবে।

٨٤ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ﷺ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَلَّى فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لِأَبِي الزُّبَيْرِ: غَيْرُ الْمَكْتُوْبَةِ؟ قَالَ: الْمَكْتُوْبَةُ وَغَيْرُ الْمَكْتُوْبَةِ.

৮৪. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আবু যুবাইর থেকে, তিনি জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ মুতাওশ্বিহ অবস্থায় এক কাপড় পরিধান করে নামায আদায়

করেছেন। কিছুলোক আবু যুবাইরকে জিজ্ঞাসা করল, এটা কি নফল নামায ছিল? তিনি বললেন, নফল ও ফরয সমস্ত নামাযই এর অন্তর্ভুক্ত। (মুসনাদে আহমদ, ৩/৩১২/১৪৩৮৩)

ব্যাখ্যাঃ **مُتَوَشِّحْ** শব্দের অর্থ একটি কাপড় সোজা কাঁধের নিম্নাংশ বগল থেকে বের করে দ্বিতীয় কাঁধে রাখা এবং কাঁধের উল্টা দিক থেকে বের করে সোজা কাঁধের উপর রাখা। অন্য এক রেওয়াতে এটাও বলা হয়েছে যে, অতঃপর বুকের উপর এটা বেঁধে নেওয়া।

٢٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي مَوَاقِيْتِهَا

٨٥ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ طَلْحَةَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ جَابِرٍ ﷺ، قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «اَلصَّلَاةُ فِيْ مَوَاقِيْتِهَا».

বাব নং ৩৭.২২. ওয়াক্ত মতে নামায পড়া

৮৫. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা তালহা ইবনে নাফে থেকে, তিনি হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ'র কাছে প্রশ্ন করা হয়েছে যে, কোন আমল উত্তম? উত্তরে তিনি বলেন, ওয়াক্ত অনুযায়ী নামায পড়া। (বুখারী, ৩/১০২৫/২৬৩০)

ব্যাখ্যাঃ বুখারী শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে মারফু হাদিসে বর্ণিত আছে যে, **اي الاعمال احبّ اليه قال الصلوة على وقتها** কেউ রাসূল ﷺ'র নিকট প্রশ্ন করল যে, আল্লাহর নিকট কোন আমল অধিক পছন্দনীয়? উত্তরে তিনি বলেন, ওয়াক্ত মতে নামায পড়া।"[১১৮] উক্ত হাদিসে যথাসময়ে নামায আদায়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

٢٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْإِسْفَارِ بِالصُّبْحِ

٨٦ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «أَسْفِرُوْا بِالصُّبْحِ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلثَّوَابِ».

বাব নং ৩৮.২৩. পূর্বাকাশ পরিস্কার হওয়ার পর নামায আদায়ের ফযীলত

৮৬. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আব্দুল্লাহ থেকে, তিনি ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, তোমরা ফজরের নামায আকাশ ফর্সা হওয়ার পর আদায় কর। কারণ এতে অধিক সওয়াব রয়েছে। (নাসাঈ, ১/৪৭৯/১৫৩১)

---

১১৮ . ইমাম বুখারী (র), (২৫৬ হি), বুখারী, খণ্ড. ৬, পৃ. ২৭৪০

ব্যাখ্যাঃ এ হাদিসের বিষয় বস্তু নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। এখানে মাসয়ালাটি মূলত ফজরের নামায সম্পর্কে। ইমাম মালিক, ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমদ (র)'র মতে ফজরের নামায **غلس** তথা অন্ধকারে পড়া উত্তম। পক্ষান্তরে ইমাম আ'যম আবু হানিফা (র)'র মতে **اسفار** তথা আকাশ পরিস্কার অবস্থায় পড়া মুস্তাহাব। সিহাহ্ সিত্তাহ্ হাদিস গ্রন্থসমূহে একই অর্থে বিভিন্ন শব্দ প্রয়োগে এ হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রা) থেকে ইবনে মাজাহ শরীফে এক মারফু রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। **اصبحوا بالصبح فانه اعظم الاجر** "ভোরের অন্ধকার দূরীভূত হওয়ার পর ফজরের নামায আদায় কর। কেননা, এতে অধিক সওয়াব রয়েছে।" আবু দাউদ শরীফে একই হাদিস বর্ণিত আছে, তিরমিযী শরফে বর্ণিত আছে- **اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر** "আলো স্পষ্ট হওয়ার পর ফজরের নামায আদায় কর। কেননা এতে অনেক সওয়াব রয়েছে।"[১১৯]

ইমাম তিরমিযী (র) রাফে ইবনে খাদীজের হাদিসকে সহীহ ও হাসান বলেছেন। সাহাবী ও তাবেঈগণের মধ্যে অনেকেই এই মত পোষণ করতেন। ইমাম সুফিয়ান সওরী (র)ও এমত পোষণ করতেন। নাসাঈ, ইবনে হাব্বান এবং তাবরানী একই বাক্য দ্বারা এ হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া এ হাদিসের সমর্থনে কয়েকটি বিশুদ্ধ হাদিসও রয়েছে। যেমন: রাসূল ﷺ হযরত বেলাল (রা) কে বললেন, ফজরের নামায আলোকিত হলে আদায় কর। যাতে আলোর কারণে নামাযী তাদের সিজদার স্থান দেখতে পায়। মুসান্নিফে ইবনে আবি শায়বা, ইসহাক ও আবু দাউদ (র) স্বীয় মুসনাদে এ হাদিস রেওয়ায়েত করেছেন।

এই বির্তক দূর করার জন্য বুখারী ও মুসলিম শরীফের বর্ণিত হযরত ইবনে মাসউদের হাদিস পেশ করা যায়। তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺকে দু'টি নামায ব্যতীত প্রত্যেক নামায ওয়াক্ত মতে আদায় করতে দেখেছি। প্রথমতঃ মুযদালিফায় মাগরিব ও এশা একত্রে আদায় করতেন আর দ্বিতীয়তঃ মুযদালিফায় ফজরের নামায সাধারণ সময়ের পূর্বে অন্ধকারে আদায় করতেন। কেননা মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে **قبل ميقاتها بغلس** এটা এজন্য যে, উকুফের সময় অধিক মিলে থাকে।

ইবনে মাসউদ রাসূল ﷺ'র বিশেষ খাদেম ছিলেন। তিনি রাসূল ﷺ'র পারিবারিক, বাহ্যিক, সফর ও বাড়ীতে দিবারাত্রি জীবনের অভ্যন্তরীন খবর সম্পর্কে অবহিত হওয়ার

---

১১৯. ইমাম তিরমিযী (র), (২৭৯ হি), তিরমিযী, খণ্ড. ১, পৃ. ২৮৯, হাদীস নং ১৫৪, বৈরুত

সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। তিনি বলেছেন, রাসূল ﷺ ফজরের নামায **اسفار** এ পড়ার অভ্যস্থ ছিলেন। সুতরাং এ বিষয়ে আর কারো সাক্ষীর প্রয়োজন আছে কি?

তাছাড়া শরহে মাআনিউল আসার নামক গ্রন্থে হযরত ইব্রাহীম নখঈ (র) থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, রাসূলের সাহাবাদের মধ্যে অন্য কোন বিষয়ে এরূপ ঐক্য সৃষ্টি হয়নি যেরূপ এ বিষয়ে সৃষ্টি হয়েছিল।

কিয়াসও ইমাম আ'যমের মতকে সমর্থন করে। কেননা যতটুকু সম্ভব মুসল্লীদেরকে অধিক সংখ্যক জামাতে অংশগ্রহণের সুযোগ দান করা উত্তম। জামাতে অংশ গ্রহণ করতে পারবেনা এমন সংক্ষিপ্ত সময় নির্ধারণ করা ঠিক নয়। অতএব উপরোক্ত হাদিস ও কিয়াসের আলোকে ফজরের নামায **اسفار** এ পড়া মুস্তাহাব, অন্ধকারে নয়।

যারা **غلس** তথা অন্ধকারে ফজরের নামায আদায় করার পক্ষে মত পোষণ করেন, তারা সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হাদিস দলীল হিসেবে পেশ করেন। হাদিসে বর্ণিত আছে- **ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلى الصبح فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس** "রাসূল ﷺ ফজরের নামায আদায় করতেন তখন মহিলাগণ (জামাত শেষে) তাদের চাদরে আবৃত হয়ে বাসায় ফিরে যেতেন। অন্ধকারের কারণে তাদেরকে চেনা যেতনা।"[১২০] 'চেনা যেতনা' দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তখন যথেষ্ট অন্ধকার থাকত। তবে বাস্তবে চেনা না যাওয়ার দু'টি কারণ রয়েছে। প্রথমতঃ অন্ধকার হওয়া, দ্বিতীয়তঃ চাদরে আবৃত থাকা। মূলত চাদরে আবৃত থাকার কারণেই তাদেরকে চেনা যেতনা, অন্ধকারের কারণে নয়।

তাছাড়া এটি ঐ সময়ের ঘটনা যখন ইসলামের প্রারম্ভে মহিলাদের জন্য মসজিদে জামাতে নামায আদায়ের অনুমতি ছিল। যখন এটা রহিত হয়ে যায় তখন সম্ভবত **غلس** তথা অন্ধকারে ফজরের নামায আদায়ের বিষয়টি বাকী থাকেনি। তবে এসব সন্দেহ দূরীভূত করার জন্য ইবনে মাসউদ (রা)'র রেওয়ায়েত সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। এছাড়া হযরত আয়েশা (রা)'র হাদিস হল আমলের সাথে জড়িত (**فعلى**) কিন্তু **اسفار** এর হাদিস হল বর্ণনা সূচক (**قولى**)। হানাফী মাযহাব মতে **قولى** কে **فعلى** এর উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়। এখানে দু'টি হাদিসের মধ্যে এভাবে সমন্বয় করা যায় যে, **غلس** অর্থ হলো হালকা

১২০. বুখারী ও মুসলিম, সূত্রঃ মেশকাত, পৃ. ৬

অন্ধকার থাকা এবং اسفار অর্থ হলো এরূপ আলোকিত হওয়া যাতে কিঞ্চিৎ অন্ধকার বিদ্যমান থাকে যাকে غلس ও বলা যায়। তবে যদি উভয়ের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়, তা হলে اسفار কে প্রাধান্য দেওয়া হবে এবং ফজরের নামায اسفار এ আদায় করা বৈধ হবে। আর যদি اسفار এর অর্থ আলো- অন্ধকার মিশ্রণ হয় তবে غلس এর চেয়ে এটি অধিক শুদ্ধ হবে।

٢٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي وَعِيْدِ تَفْوِيْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ

٨٧ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ بُرَيْدَةَ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «بَكِّرُوْا بِصَلَاةِ الْعَصْرِ». وَفِيْ رِوَايَةٍ: عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «بَكِّرُوْا بِصَلَاةِ الْعَصْرِ». وَفِيْ رِوَايَةٍ: عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «بَكِّرُوْا بِصَلَاةِ الْعَصْرِ فِيْ يَوْمٍ غَيْمٍ، فَإِنَّ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ».

বাব নং ৩৯.২৪. আসর নামায কাযা হওয়া সম্পর্কে কঠোর হুঁশিয়ারী

৮৭. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা শায়বান থেকে, তিনি ইয়াহিয়া থেকে, তিনি ইবনে বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আসর নামায তাড়াতাড়ি আদায় কর।

অন্য এক রেওয়ায়েতে হযরত বুরায়দা আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ বলেছেন- আসর নামায সময় মতে শীঘ্র আদায় কর।

অপর এক রেওয়ায়েতে হযরত বুরায়দা আসলী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ বলেছেন- মেঘলা দিনে আসর নামায তাড়াতাড়ি আদায় কর। কারণ যার আসর নামায বাদ পড়ে যায় (অনাদায় অবস্থায়) আর সূর্য অস্ত যায় তবে এরূপ ব্যক্তির আমল নষ্ট হয়ে যায়। (ইবনে হিব্বান, ৪/৩৩২/১৪৭০)

ব্যাখ্যাঃ ইমাম আহমদ, ইমাম শাফেঈ ও ইমাম মালিক (র)'র মতে আসর নামায প্রথম ওয়াক্তে পড়া উত্তম। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানিফা (র) বিলম্ব করার পক্ষে মত দিয়েছেন। উভয় মতামতের পক্ষে মওকূফ ও মরফু হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু হানিফা (র) উভয় মতামতের হাদিস একত্র করে জলদি সম্পর্কিত হাদিস মেঘলা দিনের সাথে এবং বিলম্বের হাদিস মেঘবিহীন পরিস্কার দিনের সাথে সংযুক্ত করেছেন। تعجيل তথা জলদি সম্পর্কে হযরত বুরায়দা আসলামী (র)'র হাদিস দলীল হিসেবে পেশ করে তিনি এভাবে যুক্তি দিয়েছেন যে, মেঘলা দিনে মেঘের কারণে নামায

কাযা হওয়ার আশংকা থাকে। তাই কাযা থেকে বাঁচার জন্য জলদি নামায আদায় করা উত্তম। বিলম্বে নামায আদায়ের ব্যাপারে আবু দাউদ শরীফে হযরত আলী ইবনে শায়বান বর্ণিত হাদিসে বর্ণিত আছে যে, **فكان قد منا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يؤخر الصلوة ما دامت الشمش بيضاء تقيّة** "আমরা যখন মদীনায় রাসূল ﷺ'র খেদমতে আগমণ করি, তখন আসর নামায বিলম্ব করে আদায় করা হতো। তখন সূর্যের আলো উজ্জ্বল ও পরিস্কার থাকত। আসর নামায বিলম্বে পড়ার হেকমত হল- এতে আসরের পূর্বে অনেক নফল নামায পড়তে পারে কিন্তু জলদি পড়লে নফল নামায পড়ার আর সুযোগ থাকেনা। কেননা আসর নামাযের পর কোন নফল নামায জায়েয নেই।

মোটকথা হল, আহনাফের মতে সূর্যের রং হলুদ আকার ধারণ করার পূর্বে পর্যন্ত আসর নামায বিলম্ব করে পড়া উত্তম আকাশ পরিস্কার থাকা অবস্থায়, অন্যথায় জলদি পড়া উত্তম।

٨٨ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَىٰ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ».

৮৮. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা শায়বান থেকে, তিনি ইয়াহিয়া থেকে, তিনি ইবনে বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যার আসর নামায কাযা হয়ে গেল, যেন তার সন্তান-সন্ততি ও ধনসম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল। (শুয়াবুল ঈমান, ৩/৫৩/২৮৪৬)

ব্যাখ্যাঃ আসর নামাযের ব্যাপারে এ কঠোর হুঁশিয়ারী ও শাস্তির কথা বলার কারণ হল আসর নামাযের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। অধিকাংশ হাদিসে এ আসর নামাযকে মধ্যবর্তী নামায তথা **صلوة الوسطى** বলা হয়েছে।

আর সন্তান-সন্ততি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার অর্থ হল এদের উপর থেকে রহমত ও বরকত ছিনিয়ে নেওয়া হয় এবং এদের প্রতিপালন ও বৃদ্ধিপ্রাপ্তি থামিয়ে দেওয়া হয়। কারণ মানুষ যখন আল্লাহর গুরুত্বপূর্ণ হক আদায়ের ব্যাপারে গাফিল হয়ে যায় এবং অলসতা প্রদর্শন করে, তখন এ কারণে আল্লাহ বান্দার প্রিয় বস্তুসমূহ থেকে বরকত ও রহমত তুলে নেন।

٨٩ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ قَزْعَةَ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْغَدَاةِ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّىٰ تَغِيْبَ، وَلَا يُصَامُ هَذَانِ الْيَوْمَانِ: الْأَضْحَىٰ وَالْفِطْرُ، وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَىٰ ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ، وَإِلَىٰ مَسْجِدِيْ هَذَا، وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ إِلَّا مَعَ ذِيْ مَحْرَمٍ».

৮৯. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আব্দুল মালিক থেকে, তিনি কাযআ থেকে, তিনি আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, ফজরের নামাযের পর সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত কোন নামায নেই এবং আসর নামাযের পর সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে কোন নামায নেই। ঈদুল আযহা এবং ঈদুল ফিতরের দিন কোন রোযা রাখা যাবেনা। তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদে (বেশী সওয়াবের উদ্দেশ্যে) সফর করা যাবে না। (এই মসজিদ তিনটি হল) মসজিদে হারাম, মসজিদে আক্সা ও আমার এ মসজিদ (মসজিদে নববী)। আর মহিলাগণ মুহরিম ব্যতীত দু'দিনও সফর করবে না।

ব্যাখ্যাঃ সিহাহ্ সিত্তাহ্ গ্রন্থসমূহে প্রায় একই বাক্য দ্বারা এ হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে, বরং এত অধিক সংখ্যক সাহাবা থেকে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, হানাফী ফকীহগণ এটিকে মুতাওয়াতির পর্যায়ে গণ্য করেছেন।

উক্ত হাদিসে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা বর্ণিত হয়েছে। **প্রথম মাসয়ালা হলঃ** ফজরের নামাযের পর সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত এবং আসর নামাযের পর সূর্যাস্তের পূর্বে কোন নামায পড়া মাকরূহ। এ হাদিস ঐসব লোকদের মতামতকে খণ্ডন করেছে, যারা আসর নামাযের পর দু'রাকাত নামায জায়েয বলে মনে করে। অথবা সূর্যোদয়ের সময় ফজরের নামায বৈধ মনে করে। অথবা যারা ফজর নামাযের পর সুন্নতের কাযা জায়েয মনে করে। উক্ত চারটি মতামতকে হাদিসের প্রথমাংশ দ্বারা খণ্ডন করা হয়েছে। তবে আসরের পর দু'রাকাত নামায কোন কোন সহীহ রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে। এমনকি বুখারী ও মুসলিম শরীফেও এ হাদিস বর্ণিত আছে। এবং এর উপর রাসূল ﷺ 'র অনবরত আমলেরও প্রমাণ আছে। তবে এ হাদিসের আলোকে বলা হবে যে, এ আমল রাসূল ﷺ'র সাথে নির্ধারিত ছিল। উম্মতের জন্য এ বিধান নিষিদ্ধ। যেমন রাসূল ﷺ صوم وصال রাখতেন কিন্তু তা উম্মতের জন্য নিষেধ করেছেন। এটা রাসূল ﷺ'র বিশেষ আমল।

দ্বিতীয় মাসয়ালা হলো- দু'ঈদের দিন রোযা রাখা নিষেধ। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু সাঈদ খুদুরী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, نهى صوم الفطر والنحر "রাসূল ﷺ ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন।" তবে ঈদুল আযহার সাথে ১১, ১২, ১৩ যিলহজ্জও এ বিধানের অন্তর্ভুক্ত। কেননা মুসলিম শরীফে নাবীশা থেকে মারফু রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر الله " আইয়্যামে তাশরীক তথা ১১, ১২ ও ১৩ যিলহজ্জ হল পানাহার ও আল্লাহর যিকরের দিন।"[১২১]

১২১. ইমাম মুসলিম (র), (২৬১ হি.), মুসলিম, খণ্ড. ৩, পৃ. ১৫৩, হাদীস নং ২৭৩৩, বৈরুত

সুতরাং রোযা রেখে নিজের উপর পানাহার হারাম করে নেওয়া কিভাবে বৈধ হবে? মোটকথা, এ দিন সমূহে রোযা হারাম হওয়ার ব্যাপারে ইমামগণ একমত।

তৃতীয় মাসয়ালা হলো- অধিক সওয়াবের উদ্দেশ্যে বর্ণিত তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদের দিকে সফর করা নিষেধ। কারণ এই তিনটি মসজিদের জন্য সওয়াব নির্ধারিত রয়েছে। বাকী সব মসজিদের সওয়াব সমান। তবে কেউ যদি জ্ঞানার্জন, ব্যবসা কিংবা হক আদায়ের উদ্দেশ্যে সফর করে, তাহলে অন্যান্য মসজিদের দিকে সফর করা জায়েয হবে। কেননা এ হাদিস দ্বারা কোন বৈধ কাজের সফর নিষিদ্ধ নয়। যদিও কেউ কেউ এ হাদিস দ্বারা কবর যিয়ারত নিষিদ্ধ বলে মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু মুহাদ্দিসীনে কিরাম এই মতকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কারণ কবর যিয়ারত **الافزورها** হাদিসাংশ দ্বারা সাব্যস্ত। সুতরাং এর জন্য সফর করাও বৈধ। মোল্লা আলী ক্বারী (র) মিরকাত গ্রন্থে, ইমাম নববী (র) শরহে মুসলিম গ্রন্থে ও ইমাম গাযযালী (র) ইয়াহিয়াউল উলুমুদ্দীন গ্রন্থে এ ব্যাপারে বিস্তারিত লিখেছেন।

চতুর্থ মাসয়ালা– দু'টি অবস্থার উপর বিদ্যমান। প্রথমত: মহিলাগণ স্বামী কিংবা অন্যান্য মুহরিম তথা পুত্র, ভাই, মামা, চাচ ছাড়া সফর করতে পারবে কিনা? দ্বিতীয়ত: তাদের সফরের সময়সীমা কোথাও কোথাও একদিন একরাত বর্ণিত আছে। যদি সফরের আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করা হয়, তাহলে একদিন একরাতের কম সময়ের সফরও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মুসলিম শরীফের রেওয়ায়েতে একরাত, আবার অন্যান্য গ্রন্থে একদিন।

ইমাম আবু হানিফা (র) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে এরূপ একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে যে, মহিলাদের একদিনের জন্যও মুহরিম ব্যতীত সফর করা নিষেধ। কিন্তু গ্রহণযোগ্য মত হলো- সবচেয়ে কম সময়ের সফরে মহিলাগণ স্বামী ও মুহরিম ব্যতীত সফর করতে পারবে।

٢٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي بَدْءِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ

٩٠ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ﷺ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مَرَّ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَرَآهُ حَزِيْنًا، وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَعِمَ يَجْتَمِعُ إِلَيْهِ، فَانْطَلَقَ حَزِيْنًا بِمَا رَأَىٰ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَتَرَكَ طَعَامَهُ وَمَا كَانَ يَجْتَمِعُ إِلَيْهِ، وَدَخَلَ مَسْجِدَهُ يُصَلِّيْ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ نَعَسَ، فَأَتَاهُ آتٍ فِي النَّوْمِ، فَقَالَ: هَلْ عَلِمْتَ حُزْنَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَهُوَ لِهَذَا التَّأْذِيْنِ، فَأْتِهِ فَمُرْهُ أَنْ يَأْمُرَ بِلَالًا أَنْ يُؤَذِّنَ لِلهِ، فَعَلَّمَهُ الْأَذَانَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ مَرَّتَيْنِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مَرَّتَيْنِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ مَرَّتَيْنِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ مَرَّتَيْنِ، حَيَّ عَلَى

الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، ثُمَّ عَلَّمَهُ الْإِقَامَةَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَقَالَ فِيْ أُخْرَىٰ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ كَأَذَانِ النَّاسِ وَإِقَامَتِهِمْ، فَأَقْبَلَ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَعَدَ عَلَىٰ بَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَمَرَّ أَبُوْ بَكْرٍ، فَقَالَ: اسْتَأْذِنْ لِيْ، وَقَدْ رَأَىٰ مِثْلَ ذَلِكَ، فَأَخْبَرَ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ الْأَنْصَارِيُّ، فَدَخَلَ فَأَخْبَرَ بِالَّذِيْ رَأَىٰ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «قَدْ أَخْبَرَنَا أَبُوْ بَكْرٍ مِثْلَ ذَلِكَ»، فَأَمَرَ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِذَلِكَ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ: «أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مَرَّ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَرَآهُ حَزِيْنًا، وَكَانَ الرَّجُلُ ذَا طَعَامٍ يُعَشِّيْ، فَانْصَرَفَ لِمَا رَأَىٰ مِنْ حُزْنِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَتَرَكَ طَعَامَهُ، فَدَخَلَ مَسْجِدَهُ يُصَلِّيْ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ نَعَسَ، فَأَتَاهُ آتٍ فِي النَّوْمِ، فَقَالَ لَهُ: تَدْرِيْ مَا أَحْزَنَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: هُوَ النِّدَاءُ، فَأْتِهِ بِأَنْ يَأْمُرَ بِلَالًا، قَالَ الرَّجُلُ: فَعَلَّمَهُ الْأَذَانَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ مَرَّتَيْنِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مَرَّتَيْنِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ مَرَّتَيْنِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ مَرَّتَيْنِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، ثُمَّ عَلَّمَهُ الْإِقَامَةَ كَذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ فِيْ آخِرِهِ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةِ مَرَّتَيْنِ كَأَذَانِ النَّاسِ وَإِقَامَتِهِمْ، فَانْتَبَهَ الْأَنْصَارِيُّ، فَأَتَىٰ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، فَجَلَسَ بِالْبَابِ، فَجَاءَ أَبُوْ بَكْرٍ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: اسْتَأْذِنْ لِيْ، فَدَخَلَ أَبُوْ بَكْرٍ، فَأَخْبَرَ أَبُوْ بَكْرٍ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بِمِثْلِ ذَلِكَ، ثُمَّ دَخَلَ الْأَنْصَارِيُّ، فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ بِالَّذِيْ رَأَىٰ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «قَدْ أَخْبَرَنَا أَبُوْ بَكْرٍ»، فَقَالَ: «مُرْ بِلَالًا بِمِثْلِ ذَلِكَ».

বাব নং ৪০.২৫. আযান ও ইকামতের বর্ণনা

৯০. অনুবাদ: ইমাম আবু হানিফা আলকামা থেকে, তিনি ইবনে বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, একজন আনসারী সাহাবী রাসূল ﷺ'র খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে চিন্তিত দেখতে পেলেন। এ ব্যক্তি ধনী ও সম্পদশালী ছিলেন। দরিদ্র লোকজন তাঁর বাড়িতে একত্রিত হতো। তিনি রাসূল ﷺকে চিন্তাযুক্ত দেখে সেখান থেকে চলে গেলেন। পানাহার ত্যাগ করে এবং আত্মীয়-স্বজন ও তাঁর নিকট আগত লোকজন ছেড়ে তিনি মহল্লার মসজিদে গিয়ে নামায পড়া আরম্ভ করলেন। এ অবস্থায় তাঁর তন্দ্রা এসে যায় এবং স্বপ্নে দেখেন যে, একজন ব্যক্তি এসে তাকে বলল, তুমি কি জান রাসূল ﷺ কেন চিন্তিত হয়েছেন? তিনি বললেন, না। তখন আগন্তুক বলল, এ আযানের ব্যাপারে তিনি চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। তুমি তাঁর কাছে যাও এবং বল, তিনি যেন হযরত বিলাল (রা)কে আযান দেয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। অতঃপর ঐ আগন্তুক ব্যক্তি তাকে

এভাবে আযান শিক্ষা দিলেন- الله اكبر الله اكبر দু'বার اشهد ان لا اله الا الله দু'বার حي على الفلاح দু'বার حي على الصلوة দু'বার اشهد ان محمد رسول الله দু'বার الله اكبر একবার এবং لا اله الا الله একবার। অতঃপর তাঁকে একইভাবে ইকামত শিক্ষা দেন। আযানের শেষে قد قامت الصلوة ، قد قامت الصلوة ، الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله (ইকামতে) সংযোগ করেন। যেভাবে লোকেরা আযান ও ইকামত দিয়ে থাকে। অতঃপর এ আনসারী (আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আবদে রাব্বিহরা) মসজিদ থেকে বের হয়ে রাসূল ﷺ'র দরজায় গিয়ে বসেন। ইতিমধ্যে হযরত আবু বকর (রা) সেখানে আগমন করেন। আনসারী তাঁকে বললেন, আমার জন্য একটু প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করুন। হযরত আবু বকর (রা)ও অনুরূপ স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং তা বর্ণনা করেন। অতঃপর আনসারীকে অনুমতি দেওয়া হলো। তখন আনসারী প্রবেশ করে স্বপ্নে যা দেখেছিলেন, তা প্রকাশ করলেন। তখন রাসূল ﷺ বলেন, হযরত আবু বকরও অনুরূপ স্বপ্নের কথা আমার নিকট বর্ণনা করেছে। অতঃপর তিনি হযরত বিলাল (রা)কে এভাবে আযান দেওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।

অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, আনসারদের এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ'র নিকট আগমন করেন এবং তাঁকে চিন্তিত দেখতে পান। এ ব্যক্তি লোকজনের সাথে রাতে আহার করতেন। রাসূল ﷺ'র অবস্থা দেখে তিনি আহার পরিত্যাগ করে মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করতে থাকেন। এ অবস্থায় তাঁর তন্দ্রা এসে যায় এবং তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, এক ব্যক্তি তার নিকট এসে বলে, তুমি কি জান রাসূল ﷺ কেন চিন্তিত হয়ে পড়েছেন? তিনি বললেন, না, ঐ ব্যক্তি বলল, এ আযানের কারণেই। তুমি রাসূল ﷺ'র নিকট গিয়ে বল, তিনি যেন বিলালকে আযান দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন, অতঃপর ঐ ব্যক্তি তাকে এভাবে আযান শিক্ষা দিলেন- الله اكبر দু'বার করে চারবার। اشهد ان لا اله الا الله দু'বার حي على الفلاح দু'বার حي على الصلوة দু'বার اشهد ان محمد رسول الله দু'বার। الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله । অতঃপর অনুরূপভাবে ইকামত শিক্ষা দিলেন। সর্বশেষ قد قامت الصلوة দু'বার। যেভাবে লোকজন আযান-ইকামত দিয়ে থাকে। এরপর আনসারী তন্দ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে রাসূল ﷺ'র ঘরের নিকট এসে দরজায় বসে পড়েন। এ সময় হযরত আবু বকর (রা) আগমন করেন। আনসারী বললেন, আমার প্রবেশের জন্য একটু অনুমতি প্রার্থনা করুন। হযরত আবু বকর (রা) ঘরে প্রবেশ করে আনসারীর স্বপ্নের ন্যায়ই রাসূল ﷺ'র নিকট আযানের কথা বর্ণনা

করেন। এরপর আনসারী প্রবেশ করলেন এবং যা কিছু স্বপ্নে দেখেছেন, তা রাসূল ﷺ'র নিকট বর্ণনা করেন। তখন রাসূল ﷺ বলেন, হযরত আবু বকর এ আযান আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি বলেন, বিলালকে নির্দেশ দাও সে যেন এরূপ আযান দেয়। (তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, ২/২৯৩)

ব্যাখ্যাঃ ইবনে হাজর আসকালানী (র)'র মতে আযান দ্বিতীয় হিজরীতে আরম্ভ হয়। পক্ষান্তরে আল্লামা আইনী (র)'র মতে প্রথম হিজরীতে আরম্ভ হয় এবং এ মতটিই অধিক বিশুদ্ধ। ইমাম মালিক, ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমদ (র)'র মাযহাব হল- আযানে কালিমা দু'বার করে আর ইকামতে **قد قامت الصلوة** ব্যতীত বাকী সব কালিমা একবার করে বলবে। পক্ষান্তরে ইমাম আ'যম (র)'র মতে আযানের ন্যায় ইকামতেও প্রত্যেক কালিমা দু'বার করে বলবে। তিনি দলীল হিসেবে আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা)'র বর্ণিত হাদিস পেশ করেন- **قال كان اذ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعًا شفعًا فى الاذان والاقامة** " রাসূল ﷺ'র যামানায় আযান ও ইকামতে কালিমা দু'বার, দু'বার করে বলা হতো।"[১২২]

ইমাম আবু হানিফা (র)'র মতে আযানের কালিমা মোট ১৫টি। আর ইকামতের কালিমা ১৭টি। ইমাম আহমদ ও ইমাম শাফেঈ (র)'র মতে ইকামতের কালিমা ১১টি। তারা আল্লাহু আকবর ও কাদ কামাতিস সালাতকে দু'বার বাকী কালিমা গুলোকে একবার বলার পক্ষে মত পোষণ করেন। ইমাম মালেক (র)'র প্রসিদ্ধ মত হলো ইকামতের কালিমা ১০টি। তিনি **قدقامت الصلوة** কেও একবার বলার পক্ষে মত পোষণ করেন।

ইমাম আবু হানিফা (র) দলীল হিসেবে ইমাম তিরমিযী ও আবু দাউদ নিজ নিজ গ্রন্থে বিভিন্ন সূত্রে হযরত আবু মাহযূরা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, **الاقامة سبع عشر كلمة** "ইকামতে ১৭ কালিমা।"[১২৩]

আযানে তারজী (**ترجيع**) করা প্রসঙ্গে:- তারজী শব্দের অর্থ হলো শাহাদাতাইনকে প্রথমে নিম্নস্বরে বলার পর পুনরায় দু'বার উচ্চস্বরে বলা। ইমাম শাফেঈ (র)'র মতে আযানে তারজী উত্তম। তাই তাঁর মতে আযানের কালিমা ১৯টি হয়। ইমাম মালিক (র)'র মতে আযানের কালিমা ১৭টি। যদিও তিনি তারজীর পক্ষে তবে শাহাদাতাইন দু'বার, চারবার নয়। হানাফী ও হাম্বলী মাযহাবে আযানের কালিমা ১৫টি যাতে তারজী নেই।[১২৪]

---

১২২. আবু ঈসা মুহাম্মদ তিরমিযী, (২৭৯ হি.) তিরমিযী শরীফ, পৃ.৫৫

১২৩. ইমাম আবু দাউদ (র) (২৭৫হি.) আবু দাউদ শরীফ, পৃ. ৭৩, লাহোর

১২৪. গোলাম রাসূল সাঈদী, শরহে সহীহ মুসলিম। খণ্ড. ১ম, পৃ. ১০৮০-৮৪ ও অন্যান্য কুতুবে ফিকহের সারমর্ম

٩١ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ﷺ، يَقُوْلُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَذَّنَ الْـمُؤَذِّنُ قَالَ مِثْلَ مَا يَقُوْلُ الْـمُؤَذِّنُ.

৯১. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আব্দুল্লাহ থেকে, তিনি বলেন, আমি ইবনে ওমর (রা) কে বলতে শুনেছি, নবী করিম ﷺ মুয়ায্যিনের আযানের সময় ঐ বাক্যসমূহ উচ্চারণ করতেন যা মুয়ায্যিন বলতেন। (তাবরানী, মু'জামুল কবীর, ১/৩১৩/৯২৪)

ব্যাখ্যাঃ ইমাম বুখারী (র) হযরত আবু সাঈদ (রা) থেকে মারফু হাদিস রেওয়ায়েত করেন যে, যখন তোমরা আযান শুন, তখন মুয়াযযিন যেরূপ বলেন, তোমরাও তদ্রুপ বলতে থাক। ইবনে মাজাহ হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে মারফু হাদিস রেওয়ায়েত করেন যে, যখন মুয়াযযিন আযান দিবে তখন মুয়াযযিন যা বলবে, তোমরাও তা বলতে থাক। মোটকথা সহীহ হাদিস ও সুনানে প্রায় একই বাক্য দ্বারা এ হাদিস বর্ণিত আছে। কিন্তু যখন মুয়াযযিন حى على الصلوة এবং حى على الفلاح বলবে, তখন এর জবাবে لا حول ولا قوة الا بالله বলতে হবে। কেননা তাহাভী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, যখন রাসূল ﷺ মুয়াযযিনের আযান শুনতেন তখন মুয়াযযিনের উচ্চারিত বাক্যসমূহ তিনিও উচ্চারণ করতেন। তবে যখন মুয়াযযিন حى على الصلوة এবং حى على الفلاح বলত, তখন তিনি لا حول ولا قوة الا بالله বলতেন। নিশ্চয়ই এই বাক্য সমূহ উচ্চারণে যথেষ্ট সওয়াব ও ফযীলত রয়েছে। কোন কোন মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন যে, যে ব্যক্তি আযানের জবাব প্রদান করবে, তিনি কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষের মধ্যে অধিক সম্মানের অধিকারী হবে।

٢٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي مَنْ بَنَىٰ لِلهِ مَسْجِدًا

٩٢ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِيْ أَوْفَىٰ ﷺ، يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، يَقُوْلُ: «مَنْ بَنَىٰ لِلهِ مَسْجِدًا وَلَوْ كَمِفْحَصِ قَطَاةٍ بَنَى اللهُ تَعَالَىٰ لَهُ بَيْتًا فِي الْـجَنَّةِ».

বাব নং ৪১.২৬. যে আল্লাহর জন্য মসজিদ নির্মাণ করবে

৯২. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা থেকে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ ইবনে আবি আওফা (রা) বলেন, আমি রাসূল ﷺকে এ হাদিস বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর (সন্তুষ্টির) জন্য মসজিদ নির্মাণ করবে, যদিও এর কাত্তাতের (এক প্রকারের পাখি) বাসার ন্যায় ক্ষুদ্র হোক, আল্লাহ তা প্রতিদান স্বরূপ বেহেস্তে তার জন্য একটি প্রাসাদ তৈরী করবেন। (শুয়াবুল ঈমান, ৪/৩৭৭/২৬৮১)

ব্যাখ্যাঃ আরবী ভাষায় একটি পাখির নাম হলো কাত্তাত। আর উপরে বর্ণিত হাদিসের মধ্যে **مفحص** শব্দের অর্থ ছোট গর্ত। উর্দূ ভাষায় এই পাখির নাম হল সঙ্গেখার (**سنگ خوار**)। কোন কোন অঞ্চলে এ পাখির নাম হলো মাছরাঙ্গা। এ ছোট পাখি ডিম দেওয়ার জন্য নদীর তীরে গর্ত করে ক্ষুদ্র বাসা তৈরী করে থাকে।

আরবী ভাষায় প্রবাদ বাক্য রয়েছে **ليس له مفحص قطاة** "কাত্তাত পাখির ঘরের ন্যায়ও তার কোন ঘর নেই।" মোল্লা আলী ক্বারী (র) বলেছেন, **قطاة مفحص** এর উপমা দেওয়ার কারণ হলো- এই পাখির বাসা মাটির উপর তৈরী করে আর মসজিদও মাটির উপর তৈরী করা হয়। তবে আমার মনে হয় এর দ্বারা সবচেয়ে ছোট মসজিদ বুঝানো হয়েছে।

হাদিসে মসজিদ নির্মাণের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। মুসলমানদের সামাজিক জীবনে মসজিদ কত গুরুত্বপূর্ণ, এর ধারণা রাসূল ﷺ'র মদনী জীবন থেকে লাভ করা যায়। মসজিদ ইবাদতের স্থান, আদালতের জায়গা। এখানে বিভিন্ন বিষয়ের মীমাংসা করা হতো। রাসূল ﷺ মসজিদে বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের সাথে মিলিত হতেন। এটাই ছিল মাদ্রাসা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, লোকজন এখানে তালীম হাসিল করতেন। এখানেই যিকরের আওয়াজ উচ্চারিত হতো। মসজিদই হলো শান্তি ও নিরাপত্তার স্থান। সমস্ত পৃথিবী থেকে ভয়-ভীতি নিয়ে মসজিদের দিকে আগমন করুন এবং আল্লাহর রহমতের উপর নিজকে সোর্পদ করে শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করুন।

যে মহল্লায় মসজিদ নেই, তা এক নির্জন প্রান্তরের ন্যায়। মূলত মুসলমানদের জীবন মসজিদ থেকেই আরম্ভ হয়। কেননা জন্মের সাথে সাথে কানে আযান দেওয়া হয় এবং মৃত্যুর পর এখানেই জানাযা সম্পন্ন হয়, মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করা হয়। সুতরাং উপরের আলোচনায় এটাই প্রমাণিত হয় যে, একমাত্র মসজিদ থেকেই মুসলমানদের জীবনে যাবতীয় ন্যায়-নীতি ও শৃখলাবোধ সৃষ্টি হয়ে থাকে। রাসূল ﷺ'র পবিত্র বাণীর এটাই মূল উদ্দেশ্য যে, মসজিদ মুসলমানদের জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই তিনি এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মসজিদ তৈরী করবে, আল্লাহ তার জন্য পরকালে বেহেস্তে ঘর তৈরী করবেন।

٢٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ إِنْشَادِ الضَّالَّةِ فِي الْمَسْجِدِ

٩٣ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ جَمَلًا فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: «لَا وَجَدْتَ». وَفِيْ رِوَايَةٍ: سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ بَعِيْرًا، فَقَالَ:

«لَا وَجَدْتَ، إِنَّ هَذِهِ الْبُيُوْتَ بُنِيَتْ لِـمَا بُنِيَـتْ لَهُ». وَفِيْ رِوَايَـةٍ: أَنَّ رَجُـلًا اِطَّلَـعَ رَأْسَـهُ فِي الْـمَسْجِدِ، فَقَالَ: مَنْ دَعَا إِلَى الْـجَمَلِ الْأَحْمَرِ، فَقَالَ لَهُ ﷺ: «مَا وَجَدْتَ، إِنَّمَـا بُنِيَـتْ هَـذِهِ الْـمَسَاجِدُ لِـمَا بُنِيَتْ لَهُ».

বাব নং ৪২. ২৭. মসজিদে হারানো বস্তুর অন্বেষণ করা নিষেধ

৯৩. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আলকামা থেকে, তিনি ইবনে বুরাইদা থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ কোন এক ব্যক্তিকে মসজিদে তার উট খোঁজ করতে শুনেন, সে মসজিদে তার হারানো উটের ঘোষণা দিচ্ছে। তখন তিনি বললেন, তুমি যেন (উট) না পাও।

অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ শুনেন যে, এক ব্যক্তি মসজিদে তার উট খোঁজ করছে। তখন তিনি বলেন, তুমি তা যেন না পাও। নিশ্চয়ই এই ঘর নির্মাণ করা হয়েছে ঐ কাজের জন্য, যে কাজের জন্য এটা নির্মাণ করা হয়েছে।

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, এক ব্যক্তি মসজিদে তার মাথা প্রবেশ করিয়ে বলে- কে আমার হারানো লাল উটের সন্ধান দিতে পারবে? তখন রাসূল ﷺ বলেন, তুমি তোমার উট না পাও, নিশ্চয়ই মসজিদ ঐ কাজের জন্য, যে কাজের জন্য তা তৈরী করা হয়েছে। (মুসান্নিফে ইবনে আবি শায়বা, ২/৪১৯/৭৯৮৮)

ব্যাখ্যাঃ হাদিসের সহীহ কিতাব সমূহের মধ্যে এই হাদিস বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। দারেমী হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে মারফু রেওয়ায়েত করেন যে, রাসূল ﷺ বলেছেন, যদি তোমরা কাউকে মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করতে দেখ, তাহলে তাকে বল আল্লাহ তোমার ব্যবসায় লাভ না দিন। অথবা যদি কেউ মসজিদে তার হারানো উট খোঁজ করে, তাহলে তাকে বল, আল্লাহ যেন তোমার হারিয়ে যাওয়া বস্তু ফিরিয়ে না দেন বা তুমি যেন তা না পাও।

রাসূল ﷺ إِنَّ هَذِهِ الْبُيُوْتَ بُنِيَتْ لِـمَا بُنِيَتْ لَهُ দ্বারা নিষেধাজ্ঞার একটি সীমা নির্ধারণ করেছেন যে, যেসব কাজ মসজিদ নির্মাণের পরিপন্থী হবে, তা শরীয়তের দৃষ্টিতে মসজিদে না জায়েয ও হারাম। মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্য হলো, নামায পড়া, আল্লাহর যিক্‌র করা। সুতরাং যে কাজ এ উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হবে কিংবা এতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে, তা কঠোর ভাবে নিষেধ করা হয়েছে এবং এর উপর কঠোর শাস্তির কথা বলা হয়েছে। যেমন মসজিদে দুনিয়াবী কথা-বার্তা বলা, হস্তশিল্পের কাজ করা অথবা এরূপ আওয়াজে কথা বলা যাতে মুসল্লীদের নামাযে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। কোন কোন ওলামায়ে কিরাম মসজিদে উচ্চস্বরে যিক্‌র করতেও নিষেধ করেছেন।

মোটকথা, এ হাদিস দ্বারা মসজিদে কোন হারানো বস্তু খোঁজ করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

٢٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ اِفْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

٩٤ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ﷺ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّىٰ يُحَاذِيَ بِهِمَا شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: عَنْ وَائِلٍ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّىٰ يُحَاذِيَ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ.

বাব নং ৪৩. ২৮. নামায আরম্ভ করার সময় উভয় হাত উত্তোলন প্রসঙ্গে

৯৪. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আসেম থেকে তিনি তার পিতা থেকে তিনি ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ (নামায আরম্ভ করার সময়) তাঁর উভয় হাত এতখানি উপরে উঠাতেন যে, তা কানের লতি বরাবর হয়ে যেতো।

অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, হযরত ওয়ায়েল (রা) রাসূল ﷺ কে নামাযের (প্রারম্ভে) হাত উঠাতে দেখেছেন, তখন ঐ হাত কানের লতি পর্যন্ত উঠে যেত। (তাবরানী, আল মু'জামুল কবীর, ১৯/২৮৫/৩৬০)

ব্যাখ্যাঃ রাসূল ﷺ কিভাবে নামায শুরু করতেন উপরে বর্ণিত হাদিসে তা আলোচনা করা হয়েছে। তা হলো- তিনি তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত তাঁর কাঁধ বরাবর উঠাতেন। কখনো এতখানি হাত উঠাতেন যে, তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলী কান বরাবর উঠে যেত।

নামাযের প্রারম্ভে হাত কাঁধ বরাবর উঠানো উত্তম, না কানের লতি পর্যন্ত উঠানো উত্তম এ বিষয়ে হানাফী ও শাফেঈ মাযহাবের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। হানাফী মাযহাবে কানের লতি পর্যন্ত উঠানো উত্তম। তাঁরা উপরে বর্ণিত হাদিসসহ একই বিষয়ে যেসব সহীহ রেওয়ায়েত রয়েছে, তা দলীল হিসেবে পেশ করে থাকেন। শাফেঈ মাযহাবে কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠানো উত্তম। তাঁরা দলীল হিসেবে আবু হোমাইদ সায়েদী (রা) বর্ণিত হাদিস অথবা ইবনে ওমর (রা) বর্ণিত হাদিস পেশ করে থাকেন।

মূলতঃ- উভয় মাযহাবের মতের উপর সহীহ হাদিস বিদ্যমান রয়েছে এবং এ হাদিস সমূহের মধ্যে সমন্বয় করা খুবই সহজ। যেমন একদা ইমাম শাফেঈ (র) মিসর গমন করেন। সেখানে লোকজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন যে, এ সমস্ত হাদিসের মধ্যে কি সমন্বয় করার কোন সুযোগ আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, এভাবে সমন্বয় করা যায় যে, হাতের তালু কাঁধের সামনে থাকবে, আর বৃদ্ধাঙ্গুলী কানের লতি বরাবর এবং অঙ্গুলি সমূহের শেষাংশ কানের উপর অংশের বরাবর থাকবে। অবশ্য হানাফী মাযহাবও এ সমন্বয় সমর্থন করেছে। হানাফী মাযহাবের ফাতহুল কাদীরের লেখক এটাই গ্রহণ করেছেন। উপরোক্ত হাদিস সমূহের মধ্যে এভাবেও সমন্বয় করা যায় যে, রাসূল ﷺ কোন বিশেষ নির্ধারিত নিয়ম ব্যতীত কখনো কাঁধ পর্যন্ত, কখনো কানের লতি পর্যন্ত এবং কখনো কানের উপর মাথা বরাবর পর্যন্ত হাত উঠাতেন।

٩٥ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْـجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيْهِ ﷺ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ التَّكْبِيْرِ، وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَيَسَارِهِ.

৯৫. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আসেম থেকে, তিনি আব্দুল জাব্বার ইবনে ওয়ায়েল ইবনে হুজর থেকে, তিনি তার পিতা ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ কে (প্রথম) তাকবীরের সময় হাত উঠাতে দেখেছি এবং তিনি (নামায শেষে) ডান ও বাম দিকে সালাম ফিরাতেন।

ব্যাখ্যাঃ এ হাদিসের মধ্যে প্রথমত: দু'টি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটি হল হাত উঠানো এবং সাথে সাথে আল্লাহু আকবর বলে তাকবীর বলা, অথবা একটার পর একটা বলা। অতঃপর এর মধ্যে অন্য একটি বিষয় হলো- প্রথমে হাত উঠাবে, পরে তাকবীর বলবে, নাকি প্রথমে তাকবীর বলে পরে হাত উঠাতে হবে?

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো- নামায শেষে দু'টি সালাম দিতে হবে না একটি? উপরে বর্ণিত প্রথম বিষয়ে তথা হাত উঠানো ও তাকবীর বলা সম্পর্কে হানাফী মাযহাবের অধিকাংশ ফিকাহবিদ যেমন- তাহাভী, কাযীখান ও ইমাম আবু ইউসূফ (র) প্রথম পদ্ধতিটি গ্রহণ করেছেন। এ মতের সমর্থনে হযরত ওয়ায়েল (রা), হযরত আবু হোরায়রা (রা), হযরত ইবনে ওমর (রা), হযরত আলী (রা) এবং হযরত বারা ইবনে আযিব (রা)'র বর্ণিত হাদিস রয়েছে। এর মধ্যে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ যখন তাকবীর বলতেন, তখন কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাতেন। এখানে তাকবীর বলা ও হাত উঠানোর সময়ের সূক্ষ্ম মিলনের কারণে একটি অপরটির শর্তবিশেষ। তাছাড়া উক্তদল আরো একটি দলীল পেশ করে বলেন যে, হাত উঠানো তাকবীরের সুন্নত। সুতরাং এর সাথেই তা আদায় করতে হবে।

ইমাম আবু হানিফা (র)'র মতে প্রথমে হাত উঠাতে হবে এরপর তাকবীর বলতে হবে। তাঁর যুক্তি হলো- হাত উঠানোর দ্বারা গায়রুল্লাহকে অস্বীকার করা বুঝায় আর তাকবীর ও হাত উঠানোর মধ্যে এর স্বীকৃতি রয়েছে। যেহেতু নীতি অনুযায়ী **نفى** তথা অস্বীকৃতি **اثبات** তথা স্বীকৃতির উপর প্রাধান্য পেয়ে থাকে। তাই তাকবীরের পূর্বে হাত উঠানো প্রয়োজন। যেমন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু'র মধ্যে **نفى** তথা লা-ইলাহা **اثبات** তথা ইল্লাল্লাহু'র উপর অগ্রগামী হয়েছে। ইমাম নাসাঈ (র) এটা সঠিক বলেছেন অনেক ওলামা ও মাশায়েখ এ মত গ্রহণ করেছেন এবং তাঁদের মতের সমর্থনে আবু দাউদ ও নাসাঈ শরীফে হযরত ইবনে ওমর (রা)'র বর্ণিত মারফু হাদিস পেশ করেছেন। উক্ত হাদিসে বর্ণিত আছে, **كان يرفع يديه حذوء منكبيه ثم يكبر** " রাসূল ﷺ কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাতেন অতঃপর তাকবীর বলতেন",[১২৫] এখানে **ثم** শব্দ দ্বারা সামান্য বিলম্ব করা বুঝায়। আবু হুমাইদ সায়েদী (রা) বর্ণিত হাদিসেও **ثم** শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লামা ইবনে হুম্মাম (র) তৃতীয় পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। একদল ওলামায়ে কিরাম তা সমর্থন

১২৫. ইমাম নাসাঈ (র), (৩০৩ হি.) নাসাঈ শরীফ, খণ্ড. ১, পৃ. ২২১, হাদীস নং-৬৪৪, বৈরুত

করেছেন। তাঁদের দলীল বায়হাকী শরীফে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত মারফু হাদিস اِذَا اِفْتَتَحَ الصَّلٰوةَ كَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ " রাসূল ﷺ যখন নামায শুরু করতেন তখন তাকবীর বলতেন অতঃপর হাত উঠাতেন।" এছাড়া হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা) বর্ণিত হাদিসে আছে, فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ "রাসূল ﷺ প্রথমে তাকবীর বলতেন অতঃপর হাত উঠাতেন।"

সমাধানঃ উপরোক্ত হাদিস সমূহের মধ্যে এভাবে সমন্বয় করা যায় যে, রাসূল ﷺ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আমল করেছেন। সুতরাং এর মধ্যে যে কোন একটি আমল করা বাঞ্ছনীয়।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সালাম। অর্থাৎ নামায শেষে কয়বার সালাম ফিরাবে। এ ব্যাপারে ইমাম মালিক (র) ব্যতীত সকল ওলামায়ে কিরাম একমত যে, দু'বার সালাম ফিরাতে হবে। প্রায় পনেরজন সাহাবী সহীহ ও নির্ভুলভাবে রাসূল ﷺ থেকে এ ব্যাপারে হাদিস বর্ণনা করেছেন। এর উপর রাসূল ﷺ সর্বদা আমল করতেন এবং সাহাবা ও তাবেঈগণও এ আমল করতেন।

٩٦ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، أَنَّهُ قَالَ فِيْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ﷺ: وَأَعْرَابِيٌّ لَمْ يُصَلِّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ صَلَاةً قَبْلَهَا قَطُّ، أَهُوَ أَعْلَمُ مِنْ عَبْدِ اللهِ وَأَصْحَابِهِ، حَفِظَ وَلَمْ يَحْفَظُوْا، يَعْنِيْ: رَفْعَ الْيَدَيْنِ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، أَنَّهُ ذَكَرَ حَدِيْثَ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، فَقَالَ: أَعْرَابِيٌّ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ صَلَاةً قَبْلَهَا، أَهُوَ أَعْلَمُ مِنْ عَبْدِ اللهِ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: ذُكِرَ عِنْدَهُ حَدِيْثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوْعِ وَعِنْدَ السُّجُوْدِ، فَقَالَ: هُوَ أَعْرَابِيٌّ لَا يَعْرِفُ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ، لَمْ يُصَلِّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً. وَقَدْ حَدَّثَنِيْ مَنْ لَا أُحْصِيْ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ، أَنَّهُ رَفَعَ يَدَيْهِ فِيْ بَدْءِ الصَّلَاةِ فَقَطْ، وَحَكَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَعَبْدُ اللهِ عَالِمٌ بِشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ وَحُدُوْدِهِ، مُتَفَقِّدٌ لِأَحْوَالِ النَّبِيِّ ﷺ، مُلَازِمٌ لَهُ فِيْ إِقَامَتِهِ وَفِيْ أَسْفَارِهِ، وَقَدْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مَالَا يُحْصَىٰ.

৯৬. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা)'র সমালোচনা করে বলেন- তিনি একজন গ্রামের লোক ছিলেন। তিনি এর পূর্বে কখনো রাসূল ﷺ'র সাথে নামায আদায় করেন নি। তিনি কি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এবং তাঁর সাথীদের থেকে অধিক জ্ঞাত ছিলেন? তিনি কি (হাত উঠানো সম্পর্কে) মুখস্থ করে নিয়েছিলেন এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)'র সাথীগণ তা মুখস্থ করতে পারেন নি?

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, হযরত ইব্রাহীম নখঈ (র) হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা)'র হাদিস বর্ণনা করেন। অতঃপর বলেন, তিনি একজন গ্রাম্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি এ নামাযের আগে নবীর সাথে আর কোন নামায আদায় করেন নি। তিনি কি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বেশী জ্ঞান রাখেন?

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, হযরত ইব্রাহীম নখঈ (রা)'র সামনে হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা)'র হাদিস বর্ণনা করা হলো যে, তিনি রাসূল ﷺ কে রুকু ও সিজদার সময় হাত উঠাতে দেখেছেন। তখন তিনি (ইব্রাহীম) বলেন, হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা) একজন গ্রাম্য লোক। তিনি (আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের মত) ইসলামের ফকীহ্ নন। তিনি কেবল একবার নবী ﷺ'র সাথে নামায আদায় করেছিলেন। আমার নিকট অসংখ্য বর্ণনাকারী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা শুধু নামাযের শুরুতে হাত উঠাতেন এবং তা নবী ﷺ থেকে রেওয়ায়েতে করেছেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) শরীয়ত ও ইসলামের বিধান সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। রাসূল ﷺ'র সাথে সফরে ও বাড়িতে থাকাকালীন সময়ে সাথে সাথে থাকতেন। তিনি রাসূল ﷺ'র সাথে অসংখ্যবার নামায আদায় করেছেন।

ব্যাখ্যাঃ রুকু-সিজদার সময় হাত উঠানো একটি বিতর্কিত মাসয়ালা। এ ব্যাপারে ওলামায়ে কিরাম বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন। প্রত্যেক দল স্বীয় মতের স্বপক্ষে শক্তিশালী দলীল পেশ করে অপর দলের দুর্বলতা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন।

ইমাম নববী (র) বলেন, তাকবীরে তাহরীমায় হাত উঠানো মুস্তাহাব হওয়ার উপর সকল উম্মত একমত। তবে তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অন্যান্য স্থানে হাত উঠানো নিয়ে ওলামায়ে কিরামের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমদ ও অধিকাংশ ফকীহ সাহাবীগণের মতে রুকু'র আগে ও পরে হাত উঠানো মুস্তাহাব। ইমাম মালিক থেকেও অনুরূপ মত পাওয়া যায়।

ইমাম আবু হানিফা, কূফা'র ফকীহগণ এবং ইমাম মালিক (র)'র প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া হাত উঠানো মুস্তাহাব নয়।[১২৬]

হাত না উঠানোর উপর হানাফীগণের দলীলঃ-

(১) ইমাম তিরমিযী (র) বর্ণনা করেন

عن علقمة قال قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه الا اصلى بكم صلوة رسول الله ﷺ فصلى فلم يرفع يديه الا فى اول مرّة قال ابو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن وبه لقول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم والتابعين -

১২৬. ইয়াহিয়া ইবনে শরফ নববী র.) (৬৭৬ হি.) শরহে মুসলিম, খণ্ড. ১ম, পৃ. ১৬৮

"হযরত আলকামা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূল ﷺ'র ন্যায় নামায পড়াবো না? অতঃপর তিনি নামায পড়ালেন। এতে শুধু প্রথমবার হাত উঠালেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, ইবনে মাসউদ (রা)'র হাদিস হাসান এবং রাসূল ﷺ'র অসংখ্যা সাহাবী ও তাবেয়ীদের মতও অনুরূপ।"[১২৭]

উক্ত হাদিসটি ইমাম আবু দাউদ, ইমাম তাহাভী, ইমাম ইবনে আবি শায়বা ও ইমাম আব্দুর রাযযাকও রেওয়ায়েত করেছেন।

(২) ইমাম আবু দাউদ (র) বর্ণনা করেন-

عن البراء ان رسول الله ﷺ كان اذا افتتح الصلوة رفع يديه الى قريب من اذنيه ثم لا يعود

"হযরত বারা ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ যখন নামায আরম্ভ করতেন তখন কানের নিকট পর্যন্ত হাত উঠাতেন। এরপর আর হাত উঠাতেন না।[১২৮]

উক্ত হাদিসখানা ইমাম তাহাভী। দারে কুতনী এবং ইবনে আবি শায়বা (র) বর্ণনা করেন।

(৩) ইমাম তাহাভী (র) বর্ণনা করেন- **عن الاسود قال رأيت عمر بن الخطاب رضى الله عنه يرفع يديه فى اوّل مرة ثم لايعود ورائت ابراهيم والشعبى يفعلان ذالك**– "হযরত আসওয়াদ (র) বলেন, আমি হযরত ওমর (রা) কে দেখেছি যে, তিনি শুধু প্রথমবার হাত উত্তোলন করতেন। এরপর আর করতেন না।" হযরত ইব্রাহীম ও শা'বী (র) ও অনুরূপ করতেন।[১২৯]

(৪) ইমাম দারেকুতুনী (র) বর্ণনা করেন- **عن علقمة عن عبد الله قال صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم مع ابى بكر ومع عمر رضى الله عنهما فلم يرفعوا ايديهم الا عند التكبير الاولى فى افتتاح الصلوة** – "হযরত আলকামা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি নবী করিম ﷺ হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত ওমর (রা)'র সাথে নামায পড়েছি। এরা সবাই নামাযের প্রারম্ভে কেবল একবার প্রথম তাকবীরে হাত উঠাতেন।"[১৩০]

(৫) ইমাম হুমাইদী (র) বর্ণনা করেন- **عن سالم عن عبد الله بن عمر قال رائت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلوة رفع يديه خذ ومنكبيه واذا اراد ان يركع**

---

১২৭. ইমাম তিরমিযী (র) (২৭৯ হি.) জামে তিরমিযী, পৃ. ৬৪-৬৫

১২৮. ইমাম আবু দাউদ (র) আবু দাউদ শরীফ, খণ্ড. ১. পৃ.১০৯, লাহোর

১২৯. ইমাম তাহাভী (র) (৩২১ হি.) শরহে মাআনিউল আসার, খণ্ড. ১ম, পৃ. ১৩৩, পাকিস্তান

১৩০. ইমাম দারেকুতুনী (২৮৫ হি.) সুনানে দারেকুতুনী, খণ্ড. ১, পৃ. ২৯৫, মুলতান

وبعد ما يرفع راسه من الركوع فلا يرفع ولابين السجدتين – "হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ নামায আরম্ভ করার সময় উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন। রুকুর আগে ও পরে আর হাত উঠাতেন না এবং দুই সিজদার মধ্যখানেও হাত উঠাতেন না।"[১৩১]

(৬) ইবনে আবি শায়বা (র) বর্ণনা করেন- عن عاصم بن كليب عن ابيه ان عليا كان يرفع يديه اذا افتتح الصلوة ثم لايعود "হযরত আসিম ইবনে কুলাইব স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রা) নামাযের শুরুতেই হাত উঠাতেন। এরপর আর হাত উঠাতেন না।"[১৩২]

(৭) عن الشعبى انه كان يرفع يديه فى اول التكبير ثم لايرفعهما "ইমাম শা'বী (র) থেকে বর্ণিত, তিনিও শুধু প্রথম তাকবীরে হাত উঠাতেন এরপর আর উঠাতেন না।"[১৩৩]

(৮) عن ابراهيم انه كان يقول اذا كبرت فى فاتحة الصلوة فارفع يديك ثم لاترفعهما فيما بقى "ইব্রাহীম নখঈ (র) বলেন, যখন তুমি নামাযের শুরুতে তাকবীর বলবে তখন হাত উঠাবে তবে বাকী নামাযে হাত উঠাবে না।"[১৩৪]

(৯) عن مجاهد قال ما رائت ابن عمر يرفع يديه الا فى اوّل يفتح "হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)কে শুধু প্রথম তাকবীরে হাত উঠাতে দেখেছি।"[১৩৫]

(১০) عن جابر عن الاسود وعلقمة انهما كانا يرفعان ايديهما اذا افتتحا ثم لايعودان

"হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, হযরত আসওয়াদ ও আলকামা (র) কেবল প্রথম তাকবীরে হাত উঠাতেন। এরপর আর উঠাতেন না।"

(১১) عن الاسود قال صليت مع عمر فلم يرفع يديه فى شيئ من صلوته الاحين افتتح الصلوة " হযরত আসওয়াদ (র) বলেন, আমি হযরত ওমর (রা)'র সাথে নামায পড়েছি, তিনি নামাযের প্রারম্ভে ছাড়া হাত উঠান নি।"[১৩৬]

---

১৩১. ইমাম হুমাইদী (র) (২১৯ হি.) আল মুসনাদ, খণ্ড. ২য়, পৃ.২৭৭, বৈরুত
১৩২. ইবনে আবি শায়বা (র) (২৩৫ হি.), আল মুসান্নিফ, খণ্ড. ১, পৃ. ২৩৬, করাচী
১৩৩. প্রাগুক্ত
১৩৪. প্রাগুক্ত
১৩৫. প্রাগুক্ত
১৩৬. প্রাগুক্ত

(১২) ইমাম আবু ইউসূফ (র) রেওয়ায়েত করেন- حدثنا ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم انه قال ارفع يديك فى التكبيرة الاولى فى افتتاح الصلوة ولاترفع يديك فيما سواها-

" হযরত ইব্রাহীম নখঈ (র) বলেছেন, নামাযের শুরুতে তাকবীরে তাহরীমায় হাত উঠাও, এ ছাড়া আর কোন স্থানে হাত উঠাবে না।"[১৩৭]

(১৩) عن ابن عباس ان النبى صلى الله عليه وسلم قال لاترفع الايدى الا فى سبع مواطن حين يفتتح الصلوة وحين يدخل المسجد الخ "হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেছেন, শুধু সাতটি স্থানে হাত উঠানো যাবে। তম্মধ্যে প্রথমটি হল নামাযের প্রারম্ভে।"[১৩৮]

সমাধান:- উল্লেখ্য যে, রুকু'র আগে ও পরে হাত উঠানোর পক্ষে ও বিপক্ষে যথেষ্ট বিশুদ্ধ হাদিস রয়েছে। তবে যখন দুই হাদিসের মধ্যে দ্বন্দ্ব হয় তখন উভয় হাদিসের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা একান্ত জরুরী। সমন্বয়টি হলো এভাবে যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে বিশেষ কারণে হাত উঠানোর বিধান ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে হয়তো সেটিকে রহিত করা হয়েছে। যেমন প্রথমে নামাযে কথা বলা বৈধ ছিল। পরে তা রহিত হয়ে গেল।

এ বিধান রহিত হওয়ার দলীল:- عن جابر بن سمرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مالى اراكم رافعى ايديكم كانها اذا ناب خيل شمس اسكنوا فى الصلوة- "হযরত জাবির ইবনে সামুরাহ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ আমাদের নিকট তাশরীফ আনলেন এবং বললেন, আমার কী হলো, আমি যে তোমাদেরকে অবাধ্য ঘোড়ার লেজের ন্যায় (ঘনঘন) হাত উঠাতে দেখছি! তোমরা নামায স্থির করে আদায় কর।"[১৩৯]

সহীহ বুখারী ও মুসলিম সহ অন্যান্য অনেক গ্রন্থে হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে হাত উঠানোর পক্ষে যে হাদিস বর্ণিত হয়েছে তা রহিত হয়ে গিয়েছে। কেননা তিনি নিজেই তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত হাত উঠাতেন না। সুতরাং কোন বর্ণনাকারীর আমল যদি তাঁর রেওয়ায়েতের বিপরীত প্রমাণিত হয় তখন ঐ রেওয়ায়েত তাঁর নিকট রহিত বলে সাব্যস্ত হয়। আবার তাঁরা হাদিস বিরোধী আমল করবেন এ কথাও বলা যাবেনা।

---

১৩৭. ইমাম আবু ইউসূফ (র) (১৮২ হি.), কিতাবুল আসার, পৃ.২০-২১

১৩৮. ইমাম আবু বকর হায়সামী (র) (৮০৭ হি.), মাজমাউয যাওয়ায়েদ, খণ্ড. ৩য়, পৃ.২৩৮

১৩৯. ইমাম মুসলিম (র) (২৬২ হি.), সহীহ মুসলিম, খণ্ড. ১ম, পৃ. ১৮১, করাচী

তাছাড়া এই নীতি রয়েছে যে, যখন সহীহ হাদিস পরস্পর বিরোধী হয় তখন কিয়াসের মাধ্যমে একটি হাদিসকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কিয়াসও সমর্থন করে যে, হাত না উঠানো হোক। কেননা হাত উঠালে নামাযের একাগ্রতা, ভয় ও বিনয়ের মধ্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। অতএব, তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত হাত না উঠানো উচিত।

٩٧ – سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ : قَالَ: اجْتَمَعَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ وَالْأَوْزَاعِيُّ فِيْ دَارِ الْحَنَّاطِيْنَ بِمَكَّةَ، فَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ لِأَبِيْ حَنِيْفَةَ: مَا بَالُكُمْ لَا تَرْفَعُوْنَ أَيْدِيَكُمْ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الرُّكُوْعِ وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنْهُ؟ فَقَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ: لِأَجْلِ أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْهِ شَيْءٌ، قَالَ: كَيْفَ لَا يَصِحُّ، وَقَدْ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَعِنْدَ الرُّكُوْعِ، وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنْهُ.

فَقَالَ لَهُ أَبُوْ حَنِيْفَةَ: وَحَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، وَلَا يَعُوْدُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: أُحَدِّثُكَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، وَتَقُوْلُ: حَدَّثَنِيْ حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ! فَقَالَ لَهُ أَبُوْ حَنِيْفَةَ: كَانَ حَمَّادٌ أَفْقَهَ مِنَ الزُّهْرِيِّ، وَكَانَ إِبْرَاهِيْمُ أَفْقَهُ مِنْ سَالِمٍ، وَعَلْقَمَةُ لَيْسَ بِدُوْنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْفِقْهِ، وَإِنْ كَانَتْ لِابْنِ عُمَرَ صُحْبَةٌ، وَلَهُ فَضْلُ صُحْبَةٍ، فَالْأَسْوَدُ لَهُ فَضْلٌ كَثِيْرٌ، وَعَبْدُ اللهِ هُوَ عَبْدُ اللهِ، فَسَكَتَ الْأَوْزَاعِيُّ.

৯৭. অনুবাদঃ হযরত সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (র) বলেন, একদা হযরত ইমাম আবু হানিফা (র) ও ইমাম আওযাঈ (র) পবিত্র মক্কায় গম বিক্রির বাজারে একত্রিত হলেন। ইমাম আওযাঈ (র) হযরত ইমাম আবু হানিফা (র) কে বললেন, তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা নামাযে রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু থেকে উঠার সময় হাত উঠাও না? ইমাম আবু হানিফা (র) বলেন, এর কারণ হলো- রাসূল ﷺ থেকে এ বিষয়ে কোন সহীহ হাদিস পাওয়া যায়নি। ইমাম আওযাঈ (র) বলেন, কেন সহীহ হাদিস থাকবে না? আমার নিকট ইমাম যুহ্‌রী বর্ণনা করেছেন, তিনি হযরত সালিম থেকে, তিনি তাঁর পিতা (হযরত ইবনে ওমর রা.) থেকে, তিনি রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি যখন নামায শুরু করতেন এবং রুকু করতেন ও রুকু থেকে উঠতেন, তখন হাত উঠাতেন। তখন ইমাম আবু হানিফা (র) তাঁকে বলেন, আমার নিকট হযরত হাম্মাদ বর্ণনা করেন, তিনি হযরত ইব্রাহীম নখঈ থেকে, তিনি হযরত আলকামা থেকে, তাঁরা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রাসূল ﷺ শুধু নামায আরম্ভ করার

সময় হাত উঠাতেন। এছাড়া দ্বিতীয়বার হাত উঠাতেন না। তখন ইমাম আওযাঈ (র) বলেন, আমি তোমার নিকট ইমাম যুহ্‌রী থেকে হাদিস বর্ণনা করছি, তিনি হযরত সালিম থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে (অর্থাৎ উর্ধ্বতন ব্যক্তিগণের হাদিস অধিক গ্রহণযোগ্য) আর তোমরা বলছ, আমার নিকট ইমাম হাম্মাদ হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি ইব্রাহীম থেকে, (অর্থাৎ তাঁরা পূর্বোক্তদের মত সৌভাগ্য লাভে ধন্য হননি)। তখন ইমাম আবু হানিফা (র) ইমাম আওযাঈ (র)'র মতের বিরোধিতা করে বলেন, হাদিসের প্রাধান্য বর্ণনাকারীর ইলমে ফিকহের দ্বারা হয়ে থাকে, উর্ধ্বতন হওয়া বা মর্যাদার দ্বারা নয়। হাম্মাদ (র) যুহ্‌রী থেকে ইলমে ফিক্‌হ সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী, ইব্রাহীম নখঈ (র) হযরত সালিম (র) থেকে ফিক্‌হ সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী। আর হযরত আলকামা (রা) হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে ইলমে ফিক্‌হ সম্পর্কে কম জ্ঞানী ছিলেন না। (আদবের কারণে অধিক জ্ঞানী বলেননি)। ইবনে ওমর (রা) যদিও রাসূল ﷺ'র সোহবত হাসিলের সৌভাগ্য অর্জন করে থাকেন, তবে হযরত আলকামা (র) অন্য ফযীলত লাভে ধন্য হয়েছিলেন। অতঃপর হযরত আব্দুল্লাহ (রা) (মর্যাদার দিক দিয়ে) হযরত আব্দুল্লাহই ছিলেন। তখন ইমাম আওযাঈ (র) চুপ হয়ে গেলেন। (শরহে মা'আনিউল আসার, ১/১২৪/১২৪৪)

ব্যাখ্যাঃ ইমাম আওযাঈ (র) ও ইমাম আবু হানিফা (র)'র এই বির্তক কয়েকটি বিষয়ের আলোচনাকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। একদিকে এটা খুবই উপকারী ও ফলদায়ক। এর দ্বারা ইমাম আবু হানিফা (র)'র জ্ঞানের গভীরতা ও উন্নত মেধাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, যার আলোকে তিনি নবী করিম ﷺ'র হাদিস সমূহ পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে এগুলো থেকে মাসয়ালা সমূহ বের করতেন। ফলে কোন প্রকার দুর্বল বর্ণনা তাঁর তীক্ষ্ম দৃষ্টি থেকে বাদ পড়েনি। সুতরাং এই বির্তক একদিকে ইমাম সাহেবের এই গুণাবলী প্রকাশ করে, অন্যদিকে ঐ সমস্ত মিথ্যা বর্ণনাকারীর দাঁত ভাঙ্গা জবাব হয়েছে, যারা তাঁকে ব্যক্তিগণ মত পোষণকারী কিংবা যুক্তিবাদী বলে আখ্যায়িত করে বলে, তাঁর মাযহাব যুক্তি ও কিয়াসের উপর নির্ভরশীল।

বলা বাহুল্য, তিনি কি ইমাম আওযাঈ (র)'র বিরোদ্ধে স্বীয় মত ব্যক্ত করেছেন, না রাসূল ﷺ'র হাদিস পেশ করেছেন? আর ঐ হাদিস সনদের দিক দিয়ে আওযাঈ (র)'র বর্ণিত হাদিসের মোকাবিলায় অধিক শক্তিশালী ও গ্রহণযোগ্য ছিল, না দুর্বল? এই বির্তক বর্ণনাকারীদের মর্যাদা ইলমে ফিক্‌হের জ্ঞানের উপর নির্ভর করে, উচুঁ মানের সনদ বা ন্যায়-নিষ্ঠার উপর করেনা। এই বির্তকের মাধ্যমে এটাও প্রতীয়মান হয় যে, ইলমে ফিক্‌হের জ্ঞান ও অন্যান্য জ্ঞানের গভীরতা সোহবত লাভের ফযীলত থেকে উত্তম। তবে শর্ত হলো- উভয়ই নবী ﷺ'র সোহবত লাভের সৌভাগ্য অর্জন করতে হবে। তাই তিনি বলেছেন হযরত আলকামা (র) হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে কোন অংশে কম নন। মোটকথা এর দ্বারা ইমাম আ'যম (র)'র আদব ও হাদিসের জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

٩٨ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ طَرِيْفٍ أَبِيْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيْ نَضْرَةَ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْـخُدْرِيِّ ﷺ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اَلْوُضُوْءُ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ، وَالتَّكْبِيْرُ تَحْرِيْمُهَا، وَالتَّسْلِيْمُ تَحْلِيْلُهَا، وَفِيْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، فَسَلِّمْ وَلَا تُجْزِيْ صَلَاةٌ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَمَعَهَا غَيْرُهَا».

وَفِيْ رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ: عَنِ الْـمُقْرِيْ، عَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ مِثْلُهُ، وَزَادَ فِيْ آخِرِهِ: قُلْتُ لِأَبِيْ حَنِيْفَةَ: مَا يَعْنِيْ بِقَوْلِهِ: «فِيْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَسَلِّمْ»؟ قَالَ: يَعْنِيْ: التَّشَهُّدَ، قَالَ الْـمُقْرِيْ: صَدَقَ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ: نَحْوُهُ، وَزَادَ فِيْ آخِرِهِ: «وَلَا يُجْزِيْ صَلَاةٌ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَمَعَهَا شَيْءٌ».

৯৮. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা ত্বারীফ আবু সুফিয়ান থেকে, তিনি আবি নাদ্বরাহ থেকে, তিনি হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, উযূ হলো নামাযের চাবি, তাকবীর হলো এর তাহরীমা (যাবতীয় দুনিয়াবী কাজকে হারাম করে দেয়), সালাম হলো তাহলীল তথা হালালকারী। প্রতি দু'রাকাতে সালাম ফিরাও অর্থাৎ তাশাহহুদ পাঠ কর এবং কোন নামায সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা মিলানো ব্যতীত পূর্ণ হয়না।

অন্য এক রেওয়ায়েতে মুকরী ইমাম আবু হানিফা (র) থেকে একই ধরনের বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এতে এতটুকু বেশী আছে যে, আমি আবু হানিফা (র) কে জিজ্ঞাসা করি, প্রতি দু'রাকাতে সালাম ফিরার অর্থ কি? তিনি বলেন, এর অর্থ হলো তাশাহহুদ পড়া। তখন মুকরী বলেন- সঠিক বলেছেন।

অন্য এক রেওয়ায়েতের শেষ দিকে এতটুকু অধিক রয়েছে যে, কোন নামায ফাতিহাতুল কিতাব তথা আলহামদু এবং এর সাথে কোন সূরা মিলানো ব্যতীত নামায পূর্ণ হয়না। (সুনানে বায়হাকী কুবরা, ২/৩৮০/৩৭৮৭)

ব্যাখ্যাঃ اَلْوُضُوْءُ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ "উযূ নামাযের চাবি।" এর দ্বারা অতি সূক্ষ্মভাবে একটি মাসয়ালার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, উযূর মধ্যে নিয়্যত ওয়াজিব নয়, বরং সুন্নত। কেননা, উযূ ইবাদতে গাইরে মাকসূদা। এরূপ ইবাদতে নিয়্যত ফরয-ওয়াজিব হয়না। তাছাড়া উযূ ইবাদতের মধ্যে গণ্য নয়, বরং ইবাদতের বাহন হিসেবে গণ্য হয়েছে। আর ইবাদত সহীহ হওয়ার জন্য নিয়্যত শর্ত। কেননা নিয়ত ব্যতীত ইবাদতের সওয়াব পাওয়া যায় না।

وَالتَّكْبِيْرُ تَحْرِيْمُهَا :- ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র)'র মতে ঐ সমস্ত কাজ দ্বারা তাকবীরে তাহরীমা জায়েয হবে যা আল্লাহর মর্যাদা ও মহত্ব প্রকাশ করে থাকে। তিনি অর্থের দিকে দৃষ্টি রেখে বলেন, তাকবীর অভিধানে তা'যীমের অর্থে ব্যবহার হয়।

সুতরাং যে বাক্য দ্বারা তা'যীম প্রকাশ পাবে, এরদ্বারা তাকবীরে তাহরীমা বলা জায়েয হবে। তাই الله اعظم ، الله اجل ، الله اكبر ইত্যাদি বাক্য দ্বারা তাকবীরে তাহরীমা বলা জায়েয হবে।

وَالتَّسْلِيْمُ تَحْلِيْلُهَا :- "সালাম নামাযের জন্য তাহলীল।" অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমার সাথে সাথে দুনিয়াবী যেসব কাজ হারাম হয়েছিল সালামের দ্বারা তা পূর্ণ জায়েয বা হালাল হয়ে যায়।

ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমদ (র) সালাম ফিরানোকে ফরয বলেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানিফা (র) ওয়াজিব বলেছেন। হযরত আলী, হযরত ইবনে মুসাইয়্যেব, হযরত ইব্রাহীম নখঈ, ইমাম সুফিয়ান সওরী এবং ইমাম আওযাঈ (র)'র মাযহাব এটাই ছিল।

وَفِيْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، فَسَلِّمْ :- "প্রতি দু'রাকাতে সালাম ফিরাও" এই বাক্যটি দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। এক. এটি বাহ্যিক অর্থে ব্যবহৃত হলে অর্থ হবে প্রতি দু'রাকাত নফল নামাযে সালাম ফিরাও। তখন এটা নুদুব (ندب) হিসাবে গণ্য হবে। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, হাদিস الصلوة مثنى مثنى অনুযায়ী নফল নামায দু'-দু' রাকাত করে পড়া উচিত। দুই. فَسَلِّمْ দ্বারা প্রকৃত সালাম উদ্দেশ্য নয় বরং এর দ্বারা তাশাহহুদ বুঝানো হয়েছে। যেমন এই হাদিসের দ্বারা তা-ই বুঝা যাচ্ছে।

٩٩ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِيْ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ، قَالَ: نَادَىٰ مُنَادِي رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ».

৯৯. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আতা ইবনে আবি রাবাহা থেকে, তিনি হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ'র পক্ষ থেকে এক ব্যক্তি মদীনায় এই ঘোষণা প্রচার করে যে, কোন সূরা পাঠ করা ব্যতীত কোন নামায সহীহ হবে না। যদিও পঠিত সূরা ফাতিহাতুল কিতাব তথা সূরা ফাতিহা হোকনা কেন। (জামেউল আহাদীস, ১৬/৪১০/১৭১৩০)

ব্যাখ্যাঃ নামাযে সূরা ফাতিহা ও এর সাথে সূরা মিলানো নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম শাফেঈ ও ইমাম মালিক (র)'র মতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ফরয আর এর সাথে সূরা মিলানো সুন্নত। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানিফা (র)'র মতে উভয়টি ওয়াজিব। তবে নামাযে কিরাত ফরয। ইমাম আবু হানিফা (র) নামাযে কিরাত ফরয হওয়া সম্পর্কে কয়েকটি দলীল পেশ করেন। প্রথম দলীল:- পবিত্র কুরআনের

আয়াত- **فاقرؤا ما تيسرمن القران** 'পবিত্র কুরআন থেকে যতটুকু সহজ বা সম্ভব তিলাওয়াত কর।" (সূরা মুযযাম্মিল, আয়াত, ২০) এখানে কুরআনের আয়াত কে নিদিষ্ট করা হয়নি তবে কমপক্ষে একটি পূর্ণাঙ্গ আয়াত এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সুতরাং খবরে ওয়াহিদ দ্বারা কিতাবুল্লাহর **عام** কে কীভাবে ভঙ্গ করা হবে? তাই ইমাম আবু হানিফা (র) পবিত্র কুরআন মতে কিরাত ফরয আর হাদিস মতে সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব বলেছেন। ফলে কুরআন ও হাদিস উভয়ের উপর আমল হয়ে যায়।

দ্বিতীয় দলীল হিসেবে তিনি ঐ হাদিস পেশ করেন, যাতে রাসূল ﷺ একজন গ্রাম্য ব্যক্তিকে সমস্ত আহকামের সাথে নামাযের তালীম দিয়েছেন কিন্তু এতে সূরা ফাতিহার উল্লেখ নেই। যদি সূরা ফাতিহা পাঠ করা ফরয হতো, তাহলে এটা ত্যাগ করা কীভাবে সম্ভব হলো? তবে এতটুকু বলা হয়েছে **ثم اقرأ تيسر معك من القران** "অতঃপর যতটুকু সম্ভব পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত কর।"

তৃতীয় দলীল হিসেবে তিনি হযরত আবু হোরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদিস পেশ করেন, যাতে বলা হয়েছে যে, সূরা ফাতিহা ছাড়া নামায পড়লে **خداج** তথা নাকিস হবে। **خداج** অর্থ অসম্পূর্ণ। হাদিসে **غير تام** বলে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সূরা ফাতিহা ফরয হলে নাকিস নয় বরং ফাসিদ হয়ে যেতো। আর ওয়াজিব ত্যাগ করলে নাকিস হয়। সুতরাং নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব।

চতুর্থ দলীল হলো- বর্ণিত হাদিস। এতে বলা হয়েছে **ولو بفاتحة الكتاب** "যদিও কেবল সূরা ফাতিহা হয়" এতে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এখানে ফাতিহার তিলাওয়াতকে নির্দিষ্ট করা হয়নি। অর্থাৎ কুরআনের যে কোন অংশ হোক আর যদি তা সূরা ফাতিহা হোক না কেন।

পঞ্চম দলীল হলো- **لاصلوة** বলে মূল নামায না হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়নি বরং নফীয়ে কামাল (**نفى كمال**) এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেভাবে বলা হয়েছে **لاوضوء لمن لم يسم الله** "বিসমিল্লাহ ছাড়া উযূ পরিপূর্ণ হবেনা।"

٢٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي لَا يَجْهَرُ بِـ «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فِى الصّلَوة»

١٠٠ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ، وَأَبُوْ بَكْرٍ، وَعُمَرُ ﷺ لَا يَجْهَرُوْنَ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

বাব নং ৪৪. ২৯. নামাযে উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ পড়বে না

১০০. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী করিম ﷺ, হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত ওমর (রা.) (নামাযে) উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ পাঠ করতেন না। (মুসনাদে আহমদ, ৩/১৭৯/১২৮৬৮)

ব্যাখ্যাঃ সূরা ফাতিহার পূর্বে উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ পড়া বা না পড়া সম্পর্কে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম মালিক (র)'র মতে উচ্চস্বরে হোক বা নিম্নস্বরে হোক বিসমিল্লাহ পড়া যাবে না। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফল (রা)'র হাদিস দলীল হিসেবে পেশ করেন। ইমাম শাফেঈ (র)'র মতে বিসমিল্লাহ পড়া সুন্নাত। উচ্চস্বর বিশিষ্ট নামাযে উচ্চস্বরে নিম্নস্বর বিশিষ্ট নামাযে নিম্নস্বরে পড়তে হবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আহমদ এবং ইমাম ইসহাক (র)'র মতে বিসমিল্লাহ সুন্নত তবে সর্বাবস্থায় নিম্নস্বরে পড়া উত্তম। সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈনের মধ্যে হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হযরত ইবনে যুবাইর (রা), হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফল (রা), হযরত হাসান (রা), হযরত শা'বী (র), হযরত ইব্রাহীম নখঈ (র), ইমাম আওযাঈ (র), ইমাম সুফিয়ান সওরী (র), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (র), হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয (র), হযরত আ'মশ (র), ইমাম যুহ্‌রী (র), হযরত মুজাহিদ (র), হযরত হাম্মাদ (র), ইমাম আহমদ (র) এবং হযরত ইসহাক (র) এই মত পোষণ করতেন।

এই বিষয়ে ইমাম বুখারী (র) হযরত আনাস (রা) থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন-

ان النبي ﷺوابابكر وعمر كانوا يفتحون الصلوة بالحمد لله رب العالمين

"রাসূল ﷺ এবং হযরত আবু বকর (র) ও হযরত ওমর (রা) আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন দ্বারা নামায শুরু করতেন।"[১৪০]

মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে- صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابى بكر وعمر وعثمان فلم اسمع احدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم- "আমি রাসূল ﷺ, হযরত আবু বকর (রা), হযরত ওমর (রা) ও হযরত ওসমান (রা)'র পেছনে নামায পড়েছি, তাঁদের কাউকে বিসমিল্লাহ পড়তে শুনিনি।"[১৪১]

তবে এর পক্ষ ও বিপক্ষদলের নিকট রাসূল ﷺ'র হাদিস রয়েছে। এগুলোকে সমন্বয় করতে হবে। তা হলো উচ্চস্বর সম্পর্কিত হাদিস সমূহ কেবল তালীমের জন্য। অথবা প্রথমে উচ্চস্বরে পড়ার বিধান ছিল পরে তা রহিত হয়ে গিয়েছে। এর সমর্থনে আবু দাউদ

১৪০. ইমাম বুখারী (র), (২৫৬ হি.) সহীহ বুখারী, খণ্ড. ১, পৃ. ২৫৯, হাদীস নং ৭১০, বৈরুত
১৪১. ইমাম মুসলিম (র), (২৬১ হি.), সহীহ মুসলিম, খণ্ড. ২, পৃ. ১২, হাদীস নং ৯১৮, বৈরুত

শরীফে হযরত সাঈদ ইবনে যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত হাদিস বিদ্যমান। এই হাদিসের শেষাংশে বলা হয়েছে **فامر الله رسوله باخفاء فما جهر حتى مات** "অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূলকে নিম্ন বা অনুচ্চ আওয়াযে পড়ার নির্দেশ দেন। সুতরাং তিনি ইন্তেকাল পর্যন্ত উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ পড়েন নি।"

উল্লেখ্য যে, ইমাম শাফেঈ (র) তাঁর মতের পক্ষে বহু হাদিস পেশ করেছেন। হাফেয যা'আলী (র) 'নসবুর রিয়া' নামক গ্রন্থে ইমাম শাফেঈ (র)'র সব দলীলের উত্তর দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

١٠١ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ﷺ، أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ، فَجَهَرَ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ! احْبِسْ عَنَّا نِعْمَتَكَ هَذِهِ، فَإِنِّيْ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَخَلْفَ أَبِيْ بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، فَلَمْ أَسْمَعْهُمْ يَجْهَرُوْنَ بِهَا، وَهَذَا صَحَابِيٌّ. قَالَ الْجَامِعُ: وَرَوَتْ جَمَاعَةٌ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ، عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ، عَنْ يَزِيْدَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قِيْلَ: وَهُوَ الصَّوَابُ، لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَشْهُوْرٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ.

১০১. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আবু সুফিয়ান থেকে, তিনি ইয়াযিদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি একদা কোন একজন ইমামের পেছনে নামায আদায় করেন। নামাযে ইমাম উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ পড়েন। নামায শেষে তিনি ইমামকে বললেন হে, আল্লাহর বান্দা! তুমি তোমার গান বন্ধ কর (অর্থাৎ উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ পড়া বন্ধ কর), কেননা আমি রাসূল ﷺ, হযরত আবু বকর (রা), হযরত ওমর (রা) এবং হযরত ওসমান (রা)'র পেছনে নামায পড়েছি, কিন্তু আমি তাদেরকে বিসমিল্লাহ উচ্চস্বরে পড়তে শুনিনি। জামে' গ্রন্থে বর্ণিত আছে, একটি দল এই হাদিস হযরত ইমাম আবু হানিফা (র) থেকে, তিনি আবু সুফিয়ান থেকে তিনি ইয়াযিদ থেকে, তিনি স্বীয় পিতা আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) থেকে এবং তিনি রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। (অর্থাৎ হাদিসটি মারফু') আর এটাই সঠিক। কেননা এই হাদিস আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা) থেকে মশহুর হয়েছে।

١٠٢ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَدِيٍّ، عَنِ الْبَرَاءِ ﷺ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الْعِشَاءَ، وَقَرَأَ بِالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ.

১০২. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আদী থেকে, তিনি হযরত বারা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ'র পেছনে এশা'র নামায আদায় করি। তিনি এতে সূরা ওয়াত্তীনি ওয়ায-যায়তুন তিলাওয়াত করেন।

ব্যাখ্যা: রাসূল ﷺ এশা'র প্রথম রাকাতে ওয়াত্-তীন এবং দ্বিতীয় রাকাতে اذا السماء انشقت তিলাওয়াত করেন। তিনি হযরত মুয়ায (রা) কে বলেন, এশা'র নামাযে তুমি কেন সূরা বুরূজ এবং সূরা ইনশিকাক তিলাওয়াত করনা? একই বাক্যের মাধ্যমে এই হাদিস তিরমিযী, নাসাঈ আহমদ এবং ইমাম মালিক (র) রেওয়ায়েত করেছেন।

١٠٣ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ، وَمِسْعَرٌ: عَنْ زِيَادٍ، عَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِيْ إِحْدَىٰ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ: «[وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيْدٌ] {ق: ٥٠}».

১০৩. অনুবাদ: ইমাম আবু হানিফা মিস্আর থেকে, তিনি যিয়াদ থেকে, তিনি কুতবা ইবনে মালিক থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ কে ফজরের এক রাকাতে والنخل باسقات لها طلع نضيد পাঠ করতে শুনেছি।

ব্যাখ্যা: এই হাদিসের দৃষ্টিকোণ থেকে হানাফী মাযহাবে ফজর নামাযে তিওয়ালে মুফাস্সল (طوال مفصل) তথা একশ' আয়াত তিলাওয়াত করা সুন্নত বলা হয়েছে। তাদের এই মত হযরত ওমর (রা)'র খিলাফতকালে বিভিন্ন রাজ্যের শাসনকর্তাদের নামে যে দ্বীনি নির্দেশ খলিফার দরবার থেকে জারী হয়েছিল তা এর উপর নির্ভর করেই পেশ করা হয়েছে।

٣٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِي قِرَاءَةِ الْإِمَامِ قِرَاءَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ

١٠٤ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ مُوْسَىٰ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ».

وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَنَّ رَجُلًا قَرَأَ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَنَهَاهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: أَتَنْهَانِيْ أَنْ أَقْرَأَ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ؟ فَتَذَاكَرَا ذَلِكَ حَتَّىٰ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّىٰ خَلْفَ الْإِمَامِ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ».

وَفِيْ رِوَايَةٍ، قَالَ جَابِرٌ: قَرَأَ رَجُلٌ خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَنَهَاهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ، قَالَ: صَلَّىٰ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالنَّاسِ، فَقَرَأَ رَجُلٌ خَلْفَهُ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ، قَالَ: «أَيُّكُمْ قَرَأَ خَلْفِيْ»؟ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: «مَنْ صَلَّىٰ خَلْفَ الْإِمَامِ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ».

وَفِيْ رِوَايَةٍ، قَالَ: انْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ، فَقَالَ: «مَنْ قَرَأَ مِنْكُمْ: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ»؟ فَسَكَتَ الْقَوْمُ، حَتَّىٰ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ مِرَارًا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ! قَالَ: «لَقَدْ رَأَيْتُكَ تُنَازِعُنِيْ، أَوْ تُخَالِجُنِي الْقُرْآنَ».

বাব নং ৪৫.৩০. ইমামের কিরাতই মুক্তাদীর কিরাত

১০৪. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা মুসা থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে সাদ্দাদ থেকে, তিনি হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যার (নামাযে) ইমাম থাকবে, ইমামের কিরাতই তার জন্য যথেষ্ট।

অপর এক রেওয়ায়েতে আছে- এক ব্যক্তি নবী করিম ﷺ'র পেছনে যোহর অথবা আসর নামাযে কিরাত পাঠ করে, তখন এক ব্যক্তি ইঙ্গিতে তা থেকে নিষেধ করেন। যখন তিনি নামায থেকে অবসর হলেন তখন বললেন, তুমি কি আমাকে রাসূল ﷺ'র পিছনে পড়া থেকে বাঁধা প্রদান করছ? অতঃপর উভয়ে এটা নিয়ে তর্ক করতে লাগল। ফলে এটা রাসূল ﷺ শুনে ফেললেন। তখন তিনি বললেন, যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে নামায পড়বে, তখন ইমামের কিরাতই তার কিরাত হবে।

অন্য এক রেওয়াতে আছে, হযরত জাবির (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ'র পিছনে কিরাত পাঠ করে। তখন তিনি তাকে কিরাত পাঠ থেকে নিষেধ করেন।

অপর এক রেওয়ায়েতে আছে- হযরত জাবির (রা) বলেন, একবার রাসূল ﷺ লোকদের নামায পড়ান। তখন তাঁর পিছনে এক ব্যক্তি কিরাত পড়েন। নামায শেষে তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে কে আমার পিছনে কিরাত পড়েছ? এটা তিনি তিনবার বললেন। তখন এক ব্যক্তি আরয করল, আমি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে নামায পড়বে, ইমামের কিরাতই তার কিরাত হিসেবে গণ্য হবে।

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে নবী ﷺ একবার যোহর অথবা আসর নামায শেষ করার পর জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের মধ্যে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى পাঠ করেছ কে? (আদবের খাতিরে) সবাই চুপ থাকে। ফলে তিনি একই কথা তিনবার জিজ্ঞাসা করলেন। তখন মুক্তাদীদের মধ্য থেকে একজন আরয করল, আমি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আমি দেখছি যে, তোমরা আমার পবিত্র কুরআন নিয়ে ঝগড়া করছ, অথবা কুরআন পড়ার মধ্যে তোমরা আমাকে চিন্তার মধ্যে ফেলে দিচ্ছ। (ইবনে মাজা, ১/২৭৭/৮৫০)

ব্যাখ্যাঃ ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পাঠ করা এবং না করা সম্পর্কে আইম্মায়ে কিরামের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা (র)'র মতে উচ্চস্বরের নামায হোক যেমন ফজর, মাগরীব, এশা ও জুমা অথবা নিম্নস্বরের নামায হোক যেমন যোহর ও আসর, কোন অবস্থাতেই ইমামের পিছনে মুকতাদীর সূরা ফাতিহা পড়তে হবে না। হযরত জাবির (রা), হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) হযরত আলী (রা), হযরত ওমর (রা) হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা) হযরত সুফিয়ান সওরী (র), সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (র) ইবনে আবি লায়লা (রা), হাসান ইবনে

সালেহ ইবনে হাসান, ইব্রাহীম নখঈ (র) সহ আরো অনেকেই এ মত পোষণ করেন। মোটকথা প্রখ্যাত সাহাবী ও তাবেয়ীগণ এই মত পোষণ করতেন। আল্লামা আইনী (র) বলেন, প্রথম যুগের মর্যাদা সম্পন্ন ৮০ জন সাহাবী ইমামের পিছনে কিরাত পাঠ না করার পক্ষে সমর্থন করেছেন। কারো কারো মতে এই সংখ্যা আরো বৃদ্ধি হয়ে ইজমা হওয়ার স্তর পর্যন্ত পৌঁছেছে। হেদায়া প্রণেতা বলেন ইমামের পিছনে কিরাত না পড়ার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে ইজমা হয়েছে।

দলীলঃ (১) ইমাম মালেক (র) মুয়াত্তা গ্রন্থে ইবনে ওমর (রা) থেকে হাদিস বর্ণনা করেন, যখন তোমাদের কেউ ইমামের পিছনে নামায পড়বে তখন ইমামের কিরাত তার (মুক্তাদীর জন্য) যথেষ্ট। আর যখন কেউ একাকী নামায পড়বে তখন কিরাত পড়বে। আর ইবনে ওমর (রা) ইমামের পিছনে কিরাত পড়তেন না।

(২) ইমাম ইবনে আদী (র) 'কামেল' নামক গ্রন্থে আবু সাঈদ খুদুরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তির ইমাম থাকবে তবে ইমামের কিরাতই তার কিরাত।

(৩) ইমাম তাহাভী (র) 'শরহে মাআনীউল আসার' গ্রন্থে বর্ণনা করেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুকাসিম (র) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা), যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) এবং জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা)'র নিকট এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে উত্তরে তারা বলেন, কোন নামাযেই ইমামের পিছনে কিরাত পড়বে না।

(৪) ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান (র) স্বীয় সনদে স্বীয় মুয়াত্তা গ্রন্থে হযরত আবু ওয়ায়েল (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি ইবনে মসউদ (রা)'র কাছে ইমামের পিছনে কিরাত পড়া প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন- চুপ থাকবে। কেননা নামায শুধু একটি কাজ আর তোমাদের জন্য ইমামই যথেষ্ট। উক্ত কিতাবে হযরত সা'দ (রা)'র কোন সন্তান থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত সা'দ (রা) বলেছিলেন, যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে কিরাত পড়ে আমার ইচ্ছে হয় যে, তার মুখে আগুনের কয়লা ঢেলে দিতে।

(৫) ইমাম মুহাম্মদ (র) স্বীয় 'মুযাত্তা' গ্রন্থে স্বীয় সূত্রে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যে ইমামের পিছনে কিরাত পড়ে তার মুখে যদি পাথর হত।

(৬) ইমাম তাহাভী (র) স্বীয় সনদে আবু জামরাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা) কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, ইমামের পিছনে কিরাত পড়বো? তিনি বললেন না।

(৭) ইমাম ইবনে আবি শায়বা (র) স্বীয় 'মুসান্নিফ' গ্রন্থে হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তোমরা ইমামের পিছনে কিরাত পড়না। চাই উচ্চস্বর বিশিষ্ট নামায হোক কিংবা নিম্নস্বর বিশিষ্ট নামায হোক।

(৮) ইমাম আব্দুর রাজ্জাক (র) বলেন, হযরত আলী (রা) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে কিরাত পড়ছে সে স্বভাব-চরিত্রে ভুল করেছে।[১৪২]

১৪২. গোলাম রাসূল সাইদী, শরহে মুসলিম, উর্দু, গুজরাট, খণ্ড. ১, পৃ. ১১৩৪

উল্লেখ্য যে, ইমাম আবু হানিফা (র)'র মাযহাব অত্যন্ত শক্তিশালী দলীলের উপর প্রতিষ্ঠিত। কেননা কুরআন-হাদিসে এর স্বপক্ষে দলীল-প্রমাণ তো আছেই, তাছাড়া কিয়াস ও এর সমর্থন করে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে **واذا قرى القران فاستمعوا له وانصتوا** "যখন পবিত্র কুরআন পাঠ করা হয়, তা শ্রবণ কর এবং চুপ থাক।" (সূরা আ'রাফ, আয়াত, ২০৪) এ ব্যাপারে প্রায় সবাই একমত যে, এই আয়াত ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। রাসূল ﷺ'র পিছনে একজন মুকতাদী সূরা ফাতিহা পাঠ করলে এই আয়াত নাযিল হয়। ইমাম আহমদ (র) থেকে ইমাম বায়হাকী (র) বর্ণনা করেন- **اجمع الناس على ان هذه الاية فى الصلوة** "ফোকাহাগণ এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, এই আয়াত নামায সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।"[১৪৩]

মুজাহিদ থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ নামাযে কিরাত পাঠ করছিলেন, এ সময় তিনি পিছন থেকে একজন আনসারীর কিরাতের শব্দ শুনতে পেলেন। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। এই মাসয়ালায় ইমামগণের মাযহাব: হানাফী মাযহাব মতে ইমামের পিছনে মুকতাদীর কিরাত পড়া মাকরূহে তাহরীমা। ইমাম শাফেঈ (র)'র মতে উচ্চস্বরের নামায হোক কিংবা নিম্নস্বরের নামায হোক ইমামের পিছনে কিরাত পড়া ওয়াজিব। ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (র)'র মতে উচ্চস্বরের নামাযে ইমামের পিছনে মুক্তাদীর কিরাত ওয়াজিব নয়। তবে কুরআন হাদিস, ইজমা ও কিয়াসের দৃষ্টিকোণ থেকে ইমাম আবু হানিফা (র)'র মাযহাব অধিক সঠিক বলে মনে হয়।

٣١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي نَسْخِ التَّطْبِيْقِ

١٠٥ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ أَبِيْ يَعْفُوْرَ، عَنْ مَنْ حَدَّثَهُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ، قَالَ: كُنَّا نُطَبِّقُ، ثُمَّ أُمِرْنَا بِالرُّكَبِ.

বাব নং ৪৬. ৩১. তাতবীক রহিত হওয়ার বর্ণনা

১০৫. অনুবাদঃ- ইমাম আবু হানিফা আবি ইয়াফুর থেকে, তিনি হযরত সা'দ ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা তাতবীক করতাম, এরপর আমাদের প্রতি নির্দেশ হলো, যেন আমরা হাঁটু আঁকড়িয়ে ধরি। (আল-মুস্তাদরাক, ১/৩৪৬/৮১৫)

ব্যাখ্যাঃ- تَّطْبِيْقِ হলো উভয় হাত মিলিয়ে উভয় রানের মাঝে চেপে ধরা। প্রথমে প্রথমে এভাবেই রুকু করতে হতো। পরে রাসূল ﷺ'র নির্দেশে এই পদ্ধতি রহিত হয়ে যায় এবং রুকু করার সময় হাত দ্বারা হাঁটু ধরার সুন্নত চালু হয় এখনো তা অব্যাহত আছে। রহিত সম্পর্কে এই হাদিস প্রমাণ বহন করে। এছাড়া অন্যান্য সহীহ হাদিসেও এর প্রমাণ রয়েছে। হানাফী মাযহাব সহ অন্যান্য ওলামায়ে কিরাম এই আমলের উপর বিদ্যমান।

---

১৪৩. শরহে সহীহ মুসলিম, উর্দূ, খণ্ড. ১ম, পৃ. ১২৩৭

٣٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِمَامِ إِذَا قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِـمَنْ حَمِدَ»

١٠٦ - ابْنُ أَبِي السَّبْعِ بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا حَنِيْفَةَ يَسْأَلُ عَطَاءً عَنِ الْإِمَامِ، إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِـمَنْ حَمِدَهُ، أَيَقُوْلُ: رَبَّنَا لَكَ الْـحَمْدُ؟ قَالَ: مَا عَلَيْهِ أَنْ يَقُوْلَ ذَلِكَ.

ثُمَّ رَوَىٰ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ: صَلَّىٰ بِنَا النَّبِيُّ ﷺ، فَلَـمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَـةِ، قَـالَ: «سَـمِعَ اللهُ لِـمَنْ حَمِدَهُ»، فَقَالَ: «رَبَّنَا لَكَ الْـحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَـارَكًا فِيْـهِ»، فَلَـمَّا انْـصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ ذَا الْـمُتَكَلِّمُ بِهَذِهِ»؟ قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ الرَّجُلُ: أَنَا يَا نَبِيَّ اللهِ! قَالَ: «فَوَالَّذِيْ بَعَثَنِيْ بِالْـحَقِّ، لَقَدْ رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِيْنَ مَلَكًا يَبْتَدِرُوْنَ أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَـا لَـكَ، أَوْ مَنْ يَرْفَعُهَا لَكَ».

বাব নং ৪৭. ৩২. ইমাম যখন 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদা বলে

১০৬. অনুবাদঃ ইবনে আবিস সাবআ ইবনে তালহা (র) বলেন, আমি ইমাম আবু হানিফা (র) কে হযরত আতা (র)'র নিকট এটা জিজ্ঞাসা করতে দেখেছি যে, ইমাম যখন سَمِعَ اللهُ لِـمَنْ حَمِدَهُ বলেন, তখন এর সাথে কি رَبَّنَا لَكَ الْـحَمْدُ বলতে হবে? উত্তরে হযরত আতা (র) বলেন, এটা ইমামের জন্য জরুরী নয়। অতঃপর হযরত আতা (র) হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা নবী ﷺ আমাদের নামায পড়ান। যখন তিনি রুকু থেকে মাথা উঠান এবং سَمِعَ اللهُ لِـمَنْ حَمِدَهُ বলেন। তখন (মুক্তাদীদের মধ্য থেকে) এক ব্যক্তি رَبَّنَا لَكَ الْـحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ বলেন। তিনি নামায শেষে জিজ্ঞাসা করেন এই সমস্ত বাক্য কে উচ্চারণ করেছে? তিনি এটা তিনবার জিজ্ঞাসা করেন। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর নবী! আমি বলেছি। তখন রাসূল ﷺ বললেন, ঐ পবিত্র সত্তার শপথ! যিনি আমাকে সত্য দ্বীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন, নিঃসন্দেহে আমি ত্রিশের অধিক ফেরেস্তাকে এই বাক্যটিকে কে আগে লিখবে এবং কে আগে উঠিয়ে নিবে, এটা নিয়ে প্রতিযোগিতা করতে দেখেছি। (মুসনাদে আহমদ, ৪/৩৪০/১৯০১৮)

ব্যাখ্যাঃ একাকী নামায আদায়কারী ব্যক্তি سَمِعَ اللهُ لِـمَنْ حَمِدَهُ এবং رَبَّنَا لَكَ الْـحَمْدُ উভয়টি বলবে। ইমামের পিছনে নামায আদায়কারী মুক্তাদী শুধু رَبَّنَا لَكَ الْـحَمْدُ বলবে। এ বিষয়ে ইমামদের মধ্যে ঐকমত্য রয়েছে। তবে ইমাম সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম শাফেঈ (র)'র মতে ইমাম উভয় বাক্য বলবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক এবং ইমাম আহমদ (র)'র মতে ইমাম শুধু سَمِعَ اللهُ لِـمَنْ حَمِدَهُ বলবে।

ইমাম শাফেঈ (র) দলীল হিসেবে হযরত আবু হোরায়রা (রা) বর্ণিত হাদিস ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الذكرين "রাসূল ﷺ উভয় যিক্‌র একত্রে আদায় করতেন।" পেশ করেন। ইমাম আবু হানিফা দলীল হিসাবে এই হাদিস এবং এ ধরনের অন্যান্য হাদিস পেশ করেন যাতে নবী ﷺ শুধু سَمِعَ اللهُ لِـمَنْ حَمِدَهُ বলেছেন। তাই হযরত আতা ইবনে আবি রাবাহ (রা) হাদিসের এই অংশের মাধ্যমে দলীল পেশ করেছেন যে, ইমাম শুধু سَمِعَ اللهُ لِـمَنْ حَمِدَهُ বলবে আর মুক্তাদী শুধু رَبَّنَا لَكَ الْـحَمْدُ বলবে। কেননা এ ক্ষেত্রে নবী করিম ﷺ ইমাম ও মুক্তাদীর আমল বন্টন করে দিয়েছেন- اذا قال الامام سمع الله لمن حمده قولوا ربنا لك الحمد "ইমাম যখন سَمِعَ اللهُ لِـمَنْ حَمِدَهُ বলবে, তখন তোমরা মুক্তাদীরা رَبَّنَا لَكَ الْـحَمْدُ বল।" আর আবু হোরায়রা (রা)'র হাদিসের জবাব হলো-এটা একাকী নামায আদায়কারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

٣٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي هَيْئَةِ السُّجُوْدِ

١٠٧ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ﷺ، قَـالَ: كَانَ النَّـبِيُّ ﷺ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَامَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.

বাব নং ৪৮. ৩৩. সিজদার অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা

১০৭. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আসিম থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী করিম ﷺ সিজদা করার সময় উভয় হাত রাখার পূর্বে মাটির উপর স্বীয় হাঁটুদ্বয় রাখতেন এবং উঠার সময় হাঁটুর আগেই উভয় হাত উঠাতেন। (ইবনে মাজাহ, ১/২৮৬/৮৮২)

ব্যাখ্যাঃ- ইমাম আবু হানিফা (র), ইমাম শাফেঈ (র) এবং ইমাম আহমদ (র)'র মতে সিজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে মাটির উপর হাঁটুদ্বয়, এরপর দু'হাত রাখতে হবে এবং সিজদা থেকে উঠার সময় প্রথমে দু'হাত, এরপরে দু'হাঁটু উঠাতে হবে। দলীল হিসেবে তাঁরা এই হাদিসকে পেশ করে থাকেন। ইমাম মালিক (র) ও ইমাম আওযাঈ (র)'র মতে সিজদায় যাওয়ার সময় মাটির উপর প্রথম দু'হাঁটুর পূর্বে হাত রাখতে হবে। তাঁরা দলীল হিসেবে আবু দাউদ শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রা) বর্ণিত মারফু হাদিস পেশ করে থাকেন:- اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ويضع يديه قبل ركبتيه

"যখন তোমাদের কেউ সিজদা করবে, তখন উটের ন্যায় বসবে না, বরং হাঁটুর আগে স্বীয় হাত (মাটিতে) রাখবে।"[১৪৪]

তারা ইবনে ওমর (রা)'র মাওকূফ হাদিসও পেশ করেন যাতে আছে- তিনি হাঁটু রাখার আগে হাত রাখতেন।

প্রথম তিন ইমামের মত অধিক সহীহ ও সঠিক। কেননা হযরত ওয়ায়েলের হাদিস হযরত আবু হোরায়রা বর্ণিত হাদিসের চেয়ে সহীহ, সুস্পষ্ট ও অগ্রগণ্য। ইমাম তিরমিযী (র) এটাকে গরীব বলেছেন। এর সনদের ক্রমধারায় আব্দুল্লাহ ইবনে সাঈদ ইবনে মাকবুরী রয়েছেন, ইবনে খুযাইমা যার থেকে রেওয়ায়েত করেছেন। তিনি বলেন, আমরা হাঁটুর পূর্বে হাত রাখতাম। কিন্তু পরে আমাদেরকে হাতের পূর্বে হাঁটু লাগানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া হযরত আবু হোরায়রা (রা)'র হাদিসের মূল বিষয়ের সাথে বিরোধ রয়েছে। কেননা, আগে হাত পরে হাঁটু রাখলেই উট বসার সাদৃশ্য হয়। অথচ এরূপ করা নিষেধ।

١٠٨ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، أَوْ غَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: أُوْحِيَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ.

১০৮. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা তাউস থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (রা) অথবা অন্য সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ'র নিকট ওহী প্রেরণ করা হয় যে, তিনি যেন হাড়ের উপর সিজদা করেন। (বুখারী, ১/১৬৩/৮১৫)

ব্যাখ্যাঃ- বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদিসে বর্ণিত আছে:- **أُمرت ان اسجد على سبعة اعظم على الجبهة واليدين والركبتين واطراف القدمين** "আমি আর্দিষ্ট হয়েছি যে, যেন আমি সাত হাড়ের অর্থাৎ কপাল, দু'হাত, দু'হাঁটু এবং দু'পা'র উপর সিজদা করি।"[১৪৫] এই হাদিসের দৃষ্টিকোণে ইমাম শাফেঈ (র)'র মতে উপরে বর্ণিত অঙ্গসমূহ সিজদার সময় মাটিতে রাখা ফরয এবং তিনি **أُمرت** শব্দ দ্বারা দলীল পেশ করেন। হিদায়া গ্রন্থে আছে আমাদের (হানাফীদের) মতে দু'হাত ও দু'হাঁটু মাটিতে রাখা সুন্নত অর্থাৎ ফরয-ওয়াজিব নয়। কারণ পবিত্র কুরআনে মুতলাক সিজদার কথা উল্লেখ রয়েছে। খরবে ওয়াহিদ দ্বারা এর উপর অতিরঞ্জিত করা জায়েয নয়। আর ওয়াজিব এই জন্য নয় যে, রাসূল ﷺ গ্রাম্য ব্যক্তিকে নামাযের যে ওয়াজিব শিক্ষা দিয়েছিলেন এর মধ্যে ঐ সমস্ত

১৪৪. আবু দাউদ (র), (২৭৫ হি.) আবু দাউদ শরীফ, খণ্ড. ১, পৃ. ৩১১, হাদীস নং ৮৪০, বৈরুত
১৪৫. ইমাম বুখারী (র), (২৫৬ হি.), সহীহ বুখারী, খণ্ড. ১, পৃ. ২৮০, হাদীস নং ৭৭৯, বৈরুত

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কথা উল্লেখ নেই। তাই এখানে أُمرت শব্দটি ندب অর্থে ব্যবহৃত, ফরয-ওয়াজিব হিসেবে নয়।

١٠٩ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيْ نَضْرَةَ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اَلْإِنْسَانُ يَسْجُدُ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمَ: جَبْهَتِهِ، وَيَدَيْهِ، وَرُكْبَتَيْهِ، وَمُقَدِّمِ قَدَمَيْهِ، وَإِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَضَعْ كُلَّ عُضْوٍ مَوْضِعَهُ، وَإِذَا رَكَعَ فَلَا يُدَبِّحْ تَدْبِيْحَ الْحِمَارِ».

১০৯. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আবু সুফিয়ান থেকে, তিনি আবু নাদ্বরাহ থেকে, তিনি আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, মানুষ (নামাযে) সাতটি হাড়ের উপর সিজদা করে থাকে- কপাল, দু'হাত, দু'হাঁটু ও উভয় পায়ের অগ্রভাগ। আর যখন তোমাদের কেউ সিজদা করবে, তখন (উল্লেখিত) প্রত্যেকটি অঙ্গ এর স্বীয় স্থানে রাখবে। যখন রুকু করবে তখন গাধার মত মাথা ঝুকাবে না।

ব্যাখ্যাঃ এই হাদিসে সিজদার সাথে সাথে রুকু করার পদ্ধতিও সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রুকু'র মধ্যে মাথাকে পিটের বরাবর রাখতে হবে। মাথা যখন পিঠ থেকে অধিক নিচু হবে তখন পিঠের মধ্যে বক্রতা সৃষ্টি হবে। ফলে উটের পিঠের কুঁজের আকৃতি ধারণ করবে এবং রাসূল ﷺ'র নির্দেশের বিরোধী হবে, তাই এরূপ নিষিদ্ধ।

ইবনে মাজাহ (র) ইবনে মা'বাদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺকে নামায আদায় করতে দেখেছি। যখন তিনি রুকু আদায় করতেন তখন পিঠ এমনভাবে সমান রাখতেন যে, যদি এর উপর পানি ঢালা হতো তাহলে তা স্থির থাকত।

١١٠ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيْ نَضْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمُدَّ رِجْلَيْهِ، فَإِنَّ الْإِنْسَانَ يَسْجُدُ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمَ: جَبْهَتِهِ، وَيَدَيْهِ، وَرُكْبَتَيْهِ، وَرِجْلَيْهِ، وَقَدَمَيْهِ». وَفِيْ رِوَايَةٍ: «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمُدَّ صُلْبَهُ» وَفِيْ رِوَايَةٍ: قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَمُدَّ الرَّجُلُ صُلْبَهُ فِيْ سُجُوْدِهِ.

১১০. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আবু সুফিয়ান থেকে, তিনি আবু নাদ্বরাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, সিজদা করার সময় তোমাদের কেউ যেন স্বীয় পা (উপরের দিকে) না উঠায়। কেননা মানুষ সাতটি হাড়ের উপর সিজদা করে থাকে। কপাল, উভয় হাত, উভয় হাঁটু এবং উভয় পা (এর হাড়ের উপর)।

অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, তোমাদের মধ্যে কেউ যখন সিজদা করবে, তখন যেন স্বীয় পিঠ বিছিয়ে না দেয়। অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ সিজদার সময় মানুষকে স্বীয় পিঠ বিছানো থেকে নিষেধ করেছেন।

١١١ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أُمِـرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمَ، وَلَا أَكُفُّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا».

১১১. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা ইকরামা থেকে, তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, সাতটি হাড়ের উপর সিজদা করা এবং চুল ও কাপড় ধরে না রাখার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি। (মুসান্নিফে ইবনে আবি শায়বা, ২/৪৩৫/৮১৩৪)

ব্যাখ্যাঃ নামাযে সিজদা করার সময় সামনে ও পিছনে চুল বা কাপড় ধরে না রাখার কথা বলা হয়েছে। জামার হাত গুটানোও এই নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত। কারণ এতে নামাযের আদব, বিনয় ও নম্রতার পরিপন্থী হয়। নামাযের দ্বারা সফলতা অর্জিত হয় বিনয় ও নম্রতার মাধ্যমে। তাই আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে বলেছেন- **قد افلح المؤمنون الذين هم فى صلوتهم خاشعون** "নিশ্চয়ই ঐ মু'মিনগণ সফলতা লাভ করেছে যারা বিনয় ও নম্রতার সাথে নামায আদায় করেছে।" (সূরা আল মু'মিনুন, আয়াত, ১-২)

١١٢ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُـوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى فَلَا يَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ».

১১২. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা জাবলা ইবনে সুহাইম থেকে, তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি নামায আদায় করবে, সে যেন (সিজদায়) স্বীয় বাহু কুকুরের ন্যায় (মাটিতে) বিছিয়ে না দেয়। (শরহে মা'আনিউল আসার, ১/২৬০/১৪৩৮)

ব্যাখ্যাঃ এই হাদিস সিহাহ সিত্তাহ্‌র সকল গ্রন্থে বিভিন্ন বাক্যের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। এমন কি রাসূল ﷺ কখনো কুকুরের সাথে আবার কখনো অন্য প্রাণীর সাথে এর উদাহরণ দিয়েছেন। যেমন আবু দাউদ ও নাসাঈ শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ (নামাযের মধ্যে) কাকের ন্যায় ঠোকর মারা, বিভিন্ন প্রাণীর বাহু বিছানো এবং উটের ন্যায় মসজিদে স্থান নির্দিষ্ট করতে নিষেধ করেছেন।

٣٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقُنُوْتِ فِي الْفَجْرِ

١١٣ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَقْنُتْ فِي الْفَجْرِ إِلَّا شَهْرًا وَاحِدًا، لَمْ يُرَ قَبْلَ ذَلِكَ، وَلَا بَعْدَهُ يَدْعُوْ عَلَى انَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

বাব নং ৪৯. ৩৪. ফজর নামাযে দোয়া কুনূত পাঠ প্রসঙ্গে

১১৩. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি আলকামা থেকে, তিনি ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, একমাস ছাড়া রাসূল ﷺ কখনো ফজর নামাযে দোয়া কুনূত পাঠ করেন নি। এর পূর্বে বা পরে কখনো তা পাঠ করতে দেখা যায়নি। তিনি এতে কয়েকজন মুশরিকের বিরুদ্ধে বদ দোয়া করেছেন।

ব্যাখ্যাঃ হাদিসে বর্ণিত আছে, যে সমস্ত কাফিরের বিরোদ্ধে রাসূল ﷺ বদ দোয়া করেছেন, তারা তাঁর সাথে চুক্তি করে তা ভঙ্গ করেছে এবং প্রতারণা করে বেশ কয়েকজন সাহাবীকে নিয়ে গিয়ে অত্যন্ত মর্মান্তিকভাবে শহীদ করে। এর ফলে রাসূল ﷺ অন্তরে এত দুঃখ পেয়েছেন যে, তিনি এই অপকর্মকারীদের বিরোদ্ধে দোয়া কুনূতের মাধ্যমে একমাস যাবৎ বদ দোয়া অব্যাহত রেখেছিলেন।

হাদিসে বর্ণিত দোয়া কুনূত সম্পর্কে ইমামদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আহমদ (র)'র মতে বিতর নামাযে দোয়া কুনূত পাঠ করা সুন্নত। কারণ তাদের মতে ফজরে দোয়া কুনূত একটি বিশেষ সময়ে এবং বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে শুরু হয়েছিল যা একমাস অব্যাহত থাকার পর সমাপ্ত হয়ে যায়। এটা রাসূল ﷺ'র নিয়মিত আমল নয়। ফলে এটা স্থায়ী সুন্নত হতে পারেনা।

ইমাম শাফেঈ ও ইমাম মালিক (র)'র মতে ফজর নামাযে দোয়া কুনূত পাঠ করা সুন্নত। তাঁরা আবু জাফরের সূত্রে দারেকুতনী গ্রন্থে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদিস দলীল হিসেবে পেশ করেনঃ- ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت فى الصبح حتى فارق الدنيا "রাসূল ﷺ ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত ফজর নামাযে দোয়া কুনূত পাঠ করেন।"[১৪৬] দ্বিতীয় দলীল হিসেবে বুখারী শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদিস পেশ করেছেন। হাদিসে আবু হোরায়রা (রা) বলেন, আমি নামাযে তোমাদের চেয়ে রাসূল ﷺ'র অতি নিকটবর্তী ছিলাম। অর্থাৎ আমি রাসূল ﷺ'র সাথে তোমাদের চেয়ে অধিক নামায আদায় করেছি। হযরত আবু হোরায়রা (রা) ফজর নামাযের দ্বিতীয় রাকাতে سمع الله لمن حمده বলার পর মু'মিনদের জন্য দোয়া করতেন এবং কাফিরদের জন্য বদদোয়া করতেন। আব্দুল্লাহ ইবনে সাঈদ আল মাকবিরী (র)'র

১৪৬. ইমাম দারেকুতুনী (র) (৩৮৫ হি.), সুনানে দারেকুতুনী, খণ্ড. ২, পৃ, ৩৯, হাদীস নং ৯, বৈরুত

সূত্রে হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে অপর রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, নবী করিম ﷺ ফজর নামাযের দ্বিতীয় রাকাতে রুকু থেকে মাথা উঠানোর পর দোয়া কুনূত পাঠ করতেন।

ইমাম আবু হানিফা (র)'র প্রথম দলীল হলো হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণিত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফজরের দোয়া কুনূতে নাযিলা আকারের ছিল। এই দোয়া কুনূতে নাযিলা একমাস পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এরপর তা বন্ধ হয়ে যায়। দ্বিতীয় দলীল হলো বায়হাকী বর্ণিত হযরত ইবনে ওমর (রা)'র হাদিস। তিনি বলেন, আমি ইবনে ওমর (রা)'র সাথে ফজরের নামায আদায় করি। তিনি এই নামাযে দোয়া কুনূত পাঠ করেন নি। ইবনে আবি শায়বা ও হযরত সাঈদ ইবনে যুবাইর (র) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত ওমর (রা) ফজর নামাযে দোয়া কুনূত পাঠ করেননি। ইমাম শা'বী (র) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) পড়েননি। যদি হযরত ওমর (রা) পড়তেন তবে হযরত ইবনে ওমর (রা)ও পড়তেন। ইবনে আবি শায়বা (রা) বলেন, হযরত আবু বকর, হযরত ওমর, হযরত ওসমান (রা) ফজরের নামাযে দোয়া কুনূত পড়তেন না। মুহাম্মদ ইবনে হাসান আসওয়াদ ইবনে ইয়াযিদ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি দু'বৎসর সফরে ও বাড়িতে হযরত ওমর (রা)'র সাথে ছিলাম। আমি তাঁকে ফজর নামাযে দোয়া কুনূত পড়তে দেখিনি।

ইবনে আবি শায়বা বলেন, একবার হযরত আলী (রা) শত্রুদের অনিষ্টতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ফজর নামাযে দোয়া কুনূত পড়েন। এই নূতন ঘটনায় মুকতাদীগণ অবাক হলেন। ফলে হযরত আলী (রা) বলেন, এই দোয়া আমরা শত্রুদের উপর জয়ী হওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট সাহায্য চেয়েছি। এতে প্রতীয়মান হয় যে, এটা কুনূতে নাযিলা ছিল। যদি সর্বদা পাঠ করতেন তাহলে সাহাবায়ে কিরাম এতে অবাক হতেন না।

তৃতীয় দলীল হলো- আবু মালিক সা'দ ইবনে তারেক আশজাঈ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি রাসূল ﷺ'র পিছনে ইকতিদা করে নামায আদায় করেছি, কিন্তু তিনি কুনূত পাঠ করেন নি। এমনিভাবে হযরত আবু বকর, হযরত ওমর, হযরত ওসমান এবং হযরত আলী (রা)'র পিছনেও নামায আদায় করেছি, কিন্তু তাঁরা নামাযে দোয়া কুনূত পাঠ করেন নি। অতঃপর তিনি বলেছেন, হে পুত্র! এটা বিদআত। ইমাম তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ (র) এই হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী এই হাদিসকে হাসান বলেছেন এবং আরো বলেছেন যে, অধিকাংশ আলিম এই মত পোষণ করেন। সুতরাং উপরোক্ত দলীল সমূহের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আবু হানিফা (র)'র মাযহাবই সঠিক।

শরীয়তের দৃষ্টিতে কুনূতে নাযিলা এখনো জায়েয আছে না রহিত হয়েছে, এটা জানা প্রয়োজন। পরবর্তী ওলামায়ে কিরামের বর্ণনায় প্রতীয়মান হয় যে, রাসূল ﷺ'র পরও এই আমল বহাল আছে। কেননা হযরত আবু বকর ও ওমর (রা) যুদ্ধের সময় কুনূতে

নাযিলা পাঠ করতেন। হযরত আলী (রা) হযরত মুয়াবিয়া (রা)'র বিরুদ্ধে এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা) হযরত আলী (রা)'র বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় কুনূতে নাযিলা পাঠ করেছেন।

١١٤ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ لَـمْ يَقْنُتْ إِلَّا أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا، يَدْعُوْ عَلَى عُصَيَّةَ وَذَكْوَانَ، ثُمَّ لَـمْ يَقْنُتْ إِلَى أَنْ مَاتَ.

১১৪. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আতিয়্যাহ থেকে, তিনি আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ (নামাযে) কুনূত পাঠ করেন নি। তবে উসাইয়্যা ও যাকওয়ান গোত্রের উপর চল্লিশদিন কুনূতের মাধ্যমে বদ দোয়া করেছেন। এরপর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি কুনূত পাঠ করেন নি।

٣٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صِفَةِ الْـجُلُوْسِ فِي التَّشَهُّدِ

١١٥ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ﷺ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ أَضْجَعَ رِجْلَهُ الْيُسْرَىٰ، وَقَعَدَ عَلَيْهَا، وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَىٰ.

বাব নং ৫০. ৩৫. তাশাহহুদে বসার নিয়ম

১১৫. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আসিম থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ নামাযের তাশাহহুদে যখন বসতেন, তখন বাম পা' বিছিয়ে দিয়ে এর উপর বসতেন এবং ডান পা' খাড়া রাখতেন।

ব্যাখ্যাঃ তাশাহহুদের সময় কীভাবে বসতে হবে এ নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা (র) উভয় তাশাহহুদে বাম পা বিছিয়ে এর উপর বসা এবং ডান পা খাড়া করে রাখা সুন্নত বলে উল্লেখ করেছেন। ইমাম শাফেঈ (র) প্রথম তাশাহহুদে ইমাম আবু হানিফা (র)'র মত এবং দ্বিতীয় তাশাহহুদে তাওয়াররুক তথা নিতম্বের উপর বসা সুন্নত বলেছেন। ইমাম মালিক (রা) উভয় তাশাহহুদে নিতম্বের উপর বসা সুন্নত বলেছেন। ইমাম আহমদ (র) এক তাশাহহুদ বিশিষ্ট নামাযে ইমাম আবু হানিফা (র)'র সাথে এবং দু'তাশাহহুদ বিশিষ্ট নামাযে ইমাম শাফেঈ (র)'র সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

ইমাম আবু হানিফা উপরোক্ত হাদিস সহ তিরমিযী শরীফে হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা) থেকে বর্ণিত হাদিস দলীল হিসেবে পেশ করেন। ওয়ায়েল (রা) বলেছেন, আমি মদীনায় গমন করার পর নবী ﷺ কে নামায আদায় করতে দেখেছি। তিনি তাশাহহুদে বাম পা বিছিয়ে বসতেন এবং বাম হাত বাম রানের উপর রাখতেন, আর ডান পা খাড়া রাখতেন। ইমাম তিরমিযী এই হাদিসকে হাসান বলেছেন এবং অধিকাংশ ওলামায়ে কিরামের এই মত বলে উল্লেখ করেছেন। ইমাম আবু হানিফা (র)'র সমর্থনে মুসলিম

শরীফে আবুল হাওযার সূত্রে হযরত আয়েশা (রা) থেকে হাদিস বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, كان يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى "রাসূল ﷺ বাম পা বিছিয়ে রাখতেন এবং ডান পা খাড়া রাখতেন।"[১৪৭] এছাড়া আহমদ রিফা' ইবনে রাফি থেকে হাদিস বর্ণনা করেন যে, নবী করিম ﷺ জনৈক আরাবীকে বললেন, যখন তুমি নামাযে তাশাহহুদে বসবে তখন বাম পা এর উপর বস। ইমাম নাসাঈ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন- من سنة الصلوة ان ينصب القدم اليمنى ويستقبل باصا بعها القبلة ويجلس على اليسرى "নামাযের সুন্নত হলো, ডান পা খাড়া রেখে এর অঙ্গুলী সমূহ কিবলার দিকে রাখা এবং বাম পা'র উপর বসা।" যে সব হাদিসে নিতম্বের উপর বসার কথা বলা হয়েছে, তা বৃদ্ধাবস্থার সাথে সংযুক্ত হবে।

١١٦ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، أَنَّهُ سُئِلَ: كَيْفَ كُنَّ النِّسَاءُ يُصَلِّيْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؟ كُنَّ يَتَرَبَّعْنَ، ثُمَّ أُمِرْنَ أَنْ يَحْتَفِزْنَ.

১১৬. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা নাফে থেকে, তিনি ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, ইবনে ওমর (রা)'র নিকট জিজ্ঞাসা করা হলো যে, রাসূল ﷺ'র যুগে মহিলাগণ কীভাবে নামায আদায় করতেন? (অর্থাৎ তাশাহহুদের সময় কীভাবে বসতেন?) উত্তরে তিনি বলেছেন, প্রথমত চার উরুর উপর বসে নামায আদায় করতেন। পরে নিতম্বের উপর বসার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়।

ব্যাখ্যাঃ এই হাদিসে মহিলাদের তাশাহহুদে বসার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে এবং এটা পর্দার খুবই উপযোগী।

٣٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشَهُّدِ

١١٧ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُ السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْآنِ.

বাব নং ৫১. ৩৬. তাশাহহুদের বর্ণনা

১১৭. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আবু ইসহাক থেকে, তিনি হযরত বারা (রা) থেকে, তিনি নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, বারা (রা) বলেন, রাসূল ﷺ আমাদেরকে এমনভাবে তাশাহহুদ শিক্ষা দিতেন, যেভাবে পবিত্র কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন।

---

১৪৭. ইমাম মুসলিম (র), (২৬১ হি.), সহীহ মুসলিম, খণ্ড. ২, পৃ. ৫৪, হাদীস নং ১১৩৮, বৈরুত

١١٨ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ﷺ، قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خُطْبَةَ الصَّلَاةِ، يَعْنِيْ: التَّشَهُّدَ.

১১৮. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা কাসেম থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ আমাদেরকে খুৎবাতুস সালাত তথা তাশাহহুদ শিক্ষা দিতেন।

١١٩ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ شَقِيْقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ، قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ، نَقُوْلُ: السَّلَامُ عَلَى اللهِ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ زِيَادَةٌ مِنْ عِبَادَةِ: السَّلَامُ عَلَى جِبرِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ، فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ، فَإِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ».

وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَنَّهُمْ كَانُوْا يَقُوْلُوْنَ: السَّلَامُ عَلَى اللهِ، السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيْلَ، السَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ: «لَا تَقُوْلُوْا: السَّلَامُ عَلَى اللهِ السَّلَامِ، وَلَكِنْ قُوْلُوْا: التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ..» إِلَى آخِرِ التَّشَهُّدِ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: عَلَّمَنَا. وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَلَّمَهُمُ التَّحِيَّاتِ إِلَى آخِرِ التَّشَهُّدِ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، نَقُوْلُ إِذَا جَلَسْنَا فِيْ آخِرِ الصَّلَاةِ: السَّلَامُ عَلَى اللهِ، السَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ، وَعَلَى مَلَائِكَةٍ نُسَمِّيْهِمْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا تَقُوْلُوْا كَذَا، وَقُوْلُوْا: التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ..».

১১৯. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি আবু ওয়ায়েল শকীক ইবনে সালমা থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যখন আমরা নবী করিম ﷺ'র পিছনে নামায আদায় করতাম তখন (তাশাহহুদে) আমরা বলতাম السَّلَامُ عَلَى اللهِ । অন্য এক রেওয়ায়েতে এতটুকু অধিক আছে من عباده السلام على جبريل وميكائيل "আল্লাহর বান্দাদের পক্ষ থেকে জিব্রাইল ও মিকাঈল (আ.)'র উপর সালাম।" তখন রাসূল ﷺ আমাদের দিকে লক্ষ্য করে বলেন, আল্লাহ স্বয়ং সালাম, সুতরাং- যখন তোমাদের কেউ তাশাহহুদ পাঠ করবে তখন বলবে-

التحيات لله والصلوة والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدًا عبده ورسوله

অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, তিনি তাশাহহুদে বলতেন- **السلام على الله السلام** তখন রাসূল ﷺ বলেন, **السلام على الله** বলো না, বরং বল- **التحيات لله والصلوة والطيبات** অর্থাৎ সম্পূর্ণ তাশাহহুদ পাঠ কর।

التحيات لله والصلوة অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ লোকদেরকে - **والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدًا عبده ورسوله**

পর্যন্ত তাশাহহুদ শিক্ষা দিয়েছেন।

অন্য এক বর্ণনায় **علمنا** শব্দ রয়েছে, অর্থাৎ আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন।

অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, যখন আমরা নবী করিম ﷺ'র সাথে নামায আদায় করতাম এবং শেষ বৈঠকে বসতাম তখন আমরা বলতাম- **السلام على الله السلام على رسول الله وعلى ملائكته** এর সাথে ফেরেশতাদের নাম উল্লেখ করতাম। তখন রাসূল ﷺ বলেন, এরূপ বলোনা। বরং বল- **التحيات لله والصلوة والطيبات** (বুখারী, ৬/২৬৮৮/৬৯৪৬)

ব্যাখ্যা: বিশজনের অধিক সাহাবায়ে কিরাম থেকে তাশাহহুদের বাক্যসমূহ বর্ণিত আছে। তাশাহহু সর্ম্পকে ইমামদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা (র) তাশাহহুদ সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণিত হাদিস গ্রহণ করেছেন। ইমাম শাফেঈ (র) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)'র এবং ইমাম মালিক (র) হযরত ওমর (রা)'র হাদিস গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণিত হাদিস কয়েকটি কারণে অধিক গ্রহণযোগ্য। আয়িম্মায়ে হাদিস এর বিশুদ্ধতার উপর একমত। ইমাম তিরমিযী (র) বলেছেন, তাশাহহুদ সম্পর্কে এটা সবচেয়ে বিশুদ্ধ হাদিস এবং অধিকাংশ আলিম, সাহাবা ও তাবেঈন এর উপর আমল করেছেন। বাযযায (র) বলেছেন, তাশাহহুদ সম্পর্কে আমার নিকট হযরত ইবনে মাসউদ (রা)'র হাদিস সর্বাধিক বিশুদ্ধ। ইমাম মুসলিম (র) বলেছেন, তাশাহহুদ সম্পর্কে লোকজন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)'র হাদিসের উপর ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন। তিবরানী বলেছেন, তাশাহহুদ সম্পর্কে এরচেয়ে উত্তম হাদিস আমি শুনিনি।

এছাড়া কয়েকজন সাহাবা তাশাহহুদ সম্পর্কে হযরত ইবনে মাসউদের সমর্থন করেছেন। যেমন:- হযরত আবু বকর (রা) হযরত মুয়াবিয়া (রা) প্রমুখ। অধিকন্তু তাশাহহুদের

তালীমের প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ইমাম হাম্মাদ (র) ইমাম আবু হানিফা (র)'র হাত ধরে তাশাহহুদ শিক্ষা দিয়েছেন। ইমাম হাম্মাদের হাত ধরে ইব্রাহীম নখঈ, ইব্রাহীম নখঈর হাত ধরে হযরত আলকামা, হযরত আলকামার হাত ধরে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), হযরত ইবনে মাসউদ (রা)'র হাত ধরে রাসূল ﷺ তাশাহহুদের তালীম দিয়েছেন।

মোটকথা, উপরোক্ত দলীল ও প্রমাণের ভিত্তিতে প্রতীয়মান হয় যে, তাশাহহুদ সম্পর্কে হযরত ইবনে মাসউদ (রা)'র হাদিস অধিক গ্রহণযোগ্য।

١٢٠ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ» حَتَّىٰ يُرَىٰ شِقُّ وَجْهِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلُ ذَلِكَ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: حَتَّىٰ يُرَىٰ بَيَاضُ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ، وَعَنْ شِمَالِهِ مِثْلُ ذَلِكَ.

১২০. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি আলকামা থেকে, তিনি ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ' বলে ডান দিকে সালাম ফিরাতেন। ফলে তাঁর পবিত্র গাল দৃষ্টিগোচর হতো। একইভাবে বাম দিকেও সালাম ফিরাতেন।

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, (সালাম ফিরানোর সময়) তিনি এমনভাবে গর্দান ফিরাতেন যে, এতে তাঁর পবিত্র গালের শুভ্রতা লক্ষ্য করা যেতো। বাম দিকে সালাম ফিরানোর সময়ও একই অবস্থা হতো। (জামেউল আহাদীস, ৩৭/২১৯/৪০৪৬১)

١٢١ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ﷺ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ تَسْلِيْمَتَيْنِ.

১২১. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা কাসেম থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ ডান ও বাম দিকে দু'সালাম ফিরাতেন।

ব্যাখ্যাঃ নামায শেষে দু'সালামের ব্যাপারে প্রায় ইমাম ঐকমত্য রয়েছে। কেবল ইমাম মালিক (র) এক সালামের পক্ষে মত পোষণ করেন এবং দলীল হিসেবে হযরত আয়েশা (রা)'র হাদিস পেশ করেছেন- كان يسلم فى الصلوة بتسليمة "রাসূল ﷺ নামাযে এক সালাম ফিরাতেন।" এর জবাবে হানাফীগণ বলেন, নবী ﷺ'র নামাযের সঠিক অবস্থা পুরুষরা যতটুকু অবগত আছেন। মহিলারা ততটুকু নেই এবং পুরুষদের সবগুলো রেওয়ায়েতে দু'সালামের কথা উল্লেখ রয়েছে।

٣٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي تَخْفِيْفِ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ

١٢٢ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ، وَحُذَيْفَةُ، وَأَبُوْ مُوْسَى ﷺ، وَغَيْرُهُمْ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ اجْتَمَعُوْا فِيْ مَنْزِلٍ، فَأُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ، فَجَعَلُوْا يَقُوْلُوْنَ: تَقَدَّمْ يَا فُلَانُ! فَأَبَى، فَقَالَ: تَقَدَّمْ أَنْتَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ! فَتَقَدَّمَ، فَصَلَّى بِهِمْ صَلَاةً خَفِيْفَةً وَجِيْزَةً، أَتَمَّ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ الْقَوْمُ: لَقَدْ حَفِظَ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ صَلَاةَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

বাব নং ৫২. ৩৭. ইমাম সংক্ষেপে নামায আদায় করা

১২২. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), হযরত হুযায়ফা (রা), হযরত আবু মূসা (রা) সহ বেশ কয়েকজন সাহাবায়ে কিরাম কোন এক বাড়িতে একত্রিত হলেন। এ সময় নামাযের জন্য ইকামত বলা হলো। সবাই বাড়ির মালিককে বললেন, জনাব! আপনি (ইমামতির জন্য) সামনে অগ্রসর হোন। কিন্তু এতে তিনি অস্বীকৃতি জানিয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) কে বলেন, হে আবু আব্দুর রহমান! আপনি সামনে অগ্রসর হোন। অবশেষে তিনি অগ্রসর হয়ে সংক্ষিপ্তভাবে কিন্তু পূর্ণাঙ্গভাবে রুকু-সিজদার সাথে নামায আদায় করেন। তিনি নামায শেষ করলে সাথীগণ বললেন, আবু আব্দুর রহমান রাসূল ﷺ'র নামায উত্তমরূপে স্মরণ রেখেছেন। (অর্থাৎ কিরাত সংক্ষিপ্ত কিন্তু রুকু-সিজদা পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করেছেন)।

ব্যাখ্যাঃ এই হাদিসে কয়েকটি মাসয়ালা রয়েছে। প্রথমত মুক্তাদীর প্রতি লক্ষ্য রেখে রাসূল ﷺ নিজেও সংক্ষিপ্তভাবে নামায আদায় করতেন এবং সাহাবায়ে কিরামকেও এভাবে নামায আদায়ের নির্দেশ দিতেন। মুক্তাদীগণ বিরক্তবোধ করে এবং নামাযকে বোঝা মনে করে এমন নামায পড়ানোর উপর তিনি অসন্তুষ্ট প্রকাশ করতেন। কারণ এতে মানুষ জামাতে নামায আদায় করা থেকে বিরত থাকে। ইবনে মাজাহ হযরত আবু দাউদ আনসারী (রা) থেকে একই বিষয়ের উপর হাদিস বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ'র দরবারে এসে আরয করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি অমুক ব্যক্তির কারণে ফজর নামাযের জামাতে অংশগ্রহণ করতে পারিনি। কেননা তিনি নামায বেশী দীর্ঘ করে থাকেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাঁকে ঐ দিনের চেয়ে অধিক কখনো অসন্তুষ্ট হতে দেখিনি। তিনি বলেছেন, হে লোকসকল! তোমরা লোকদের মনে নামাযের ব্যাপারে ঘৃণা সৃষ্টি করছ। তোমাদের কেউ যখন নামাযের ইমামতি করবে, তখন নামায সংক্ষিপ্ত করবে। কারণ মুক্তাদীর মধ্যে কেউ বৃদ্ধ এবং কেউ বিশেষ কাজের লোকও থাকতে

পারে। এভাবে একদিন দীর্ঘ নামায পড়ানোর কারণে রাসূল ﷺ হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) কে সাবধান করে দেন।

উপরোক্ত ঘটনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ঘরে আরো অনেক সাহাবায়ে কিরাম থাকা সত্ত্বেও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) কে ইমামতির জন্য নির্বাচন করা হয়। কারণ ইমামতির জন্য ইলমে ফিক্হ জানতে হবে। উপস্থিত সকলের চেয়ে ইবনে মাসউদ (রা) ইলমে ফিক্হে বিজ্ঞ ছিলেন বলে তাঁকে ইমামতির দায়িত্ব প্রদান করা হয়। অধিকন্তু চার খলিফার পর তাঁকেই ইলমে ফিক্হ সম্পর্কে সবচেয়ে বিজ্ঞ বলে বিবেচিত হয়।

এই হাদিস দ্বারা এটাও প্রতীয়মান হয় যে, মুক্তাদীর অবস্থা বিবেচনায় যদিও নামায সংক্ষিপ্ত করা হয় কিন্তু নামাযের অন্যান্য আরকান অত্যন্ত ধীর-স্থীরভাবে বিনয়ের সাথে আদায় করতে হবে। তাই বর্ণিত হাদিসে **فصلى صلوة خفيفة** এর সাথে **اتم الركوع والسجود** বলা হয়েছে।

٣٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيْرِ

١٢٣ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ ﷺ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ، فَوَجَدَهُ يُصَلِّيْ عَلَى حَصِيْرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ.

বাব নং ৫৩. ৩৮. চাটাই'র উপর নামায পড়ার বর্ণনা

১২৩. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আবু সুফিয়ান থেকে, তিনি হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন, একদা তিনি, রাসূল ﷺ'র খেদমতে আগমন করেন এবং তাঁকে চাটাই'র উপর নামায আদায় করতে ও সিজদা করতে দেখেন। (মুসলিম, ২/১২৮/১৫৩৭)

ব্যাখ্যাঃ উপরোক্ত হাদিস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মাটির উপর কার্পেট, চাটাই ও বিছানা ইত্যাদি বিছিয়ে নামায পড়া জায়েয। অধিকাংশ ওলামায়ে কিরাম এর উপর একমত। তবে কেউ কেউ মাটির উপর নামায পড়াকে উত্তম বলেছেন। এতে নামাযে একাগ্রতা ও বিনয় সৃষ্টি হয়ে থাকে। ইমাম তিরমিযী **باب ما جاء فى الصلوة على الحصير** অধ্যায়ে লিখেছেন-**الا ان قومًا من اهل العلم اختاروا الصلوة على الارض استحبابًا** "কোন কোন আলিম জমির উপর নামায পড়াকে মুস্তাহাব বলেছেন।"[১৪৮] ইমাম নববী (র) এ প্রসঙ্গে কাযী আয়াযের উদ্ধৃতি উল্লেখ করে বলেন, যদি জায়নামায মাটির তৈরী না হয়। তাহলে জমির উপর নামায পড়া উত্তম। **لان الصلوة سرها التواضع** "কেননা জমির মধ্যে বিনয় রয়েছে।"

১৪৮. ইমাম তিরমিযী (র), জামে তিরমিযী, খণ্ড. ২, পৃ. ১৫৩, হাদীস নং ৩৩২, বৈরুত

٣٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْـمَرِيْضِ

١٢٤ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَلَّى قَاعِدًا وَقَائِمًا وَمُحْتَبِيًا.

বাব নং ৫৪. ৩৯. রোগীর নামায প্রসঙ্গে

১২৪. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আতা থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বসে, দাঁড়িয়ে এবং হাঁটু গেড়ে বসে নামায পড়েছেন।

١٢٥ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ، عَنِ الْـحَسَنِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَلَّى مُحْتَبِيًا مِنْ رَمَدٍ كَانَ بِعَيْنِهِ.

১২৫. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আবু সুফিয়ান থেকে, তিনি হাসান (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ চোখের ব্যাথার কারণে হাঁটু গেড়ে বসে নামায আদায় করেছেন।

١٢٦ – مُحَمَّدٌ بْنُ بُكَيْرٍ قَاضِيُ الدَّامِغَانِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِيْ حَنِيْفَةَ فِي الْـمَرِيْضِ إِذَا ذَهَبَ عَقْلُهُ، كَيْفَ يَعْمَلُ بِهِ فِيْ وَقْتِ الصَّلَاةِ؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ يُخْبِرُنِيْ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْـمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ، قَالَ: مَرِضْتُ، فَعَادَنِي النَّبِيُّ ﷺ، وَمَعَهُ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ فِيْ مَرَضِيْ، وَجَاءَتِ الصَّلَاةُ، فَتَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، وَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوْئِهِ، فَقَالَ: «كَيْفَ أَنْتَ يَا جَابِرُ»؟ ثُمَّ قَالَ: «صَلِّ مَا اسْتَطَعْتَ، وَلَوْ أَنْ تُوْمِيَ».

১২৬. অনুবাদঃ দামেগানের কাযী মুহাম্মদ ইবনে বুকাইর (র) বলেন, আমি হযরত আবু হানিফা (র)'র নিকট এই বিষয়ে পত্র লিখি যে, যখন কোন রুগ্ন ব্যক্তি জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, তখন সে নামাযের সময় কি করবে? তখন তিনি আমার নিকট পত্র লিখেন এবং মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির (র) থেকে একটি হাদিস রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, আমি একদা অসুস্থ হয়ে পড়ি এবং রাসূল ﷺ হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রা) কে সাথে নিয়ে আমার রোগের অবস্থা দেখার জন্য আগমণ করেন। এ সময় রোগের কারণে আমি অজ্ঞান ছিলাম। তখন নামাযের সময় হয়ে যায়। রাসূল ﷺ উযূ করেন এবং উযূর পানি আমার উপর ছিঁটিয়ে দেন। তারপর আমার জ্ঞান ফিরে আসে এবং তিনি আমাকে বলেন, জাবির! তোমার অবস্থা কেমন? এরপর তিনি বললেন, ইশারা করে হলে ও নামায আদায় কর, যতক্ষণ শক্তি থাকে।

ব্যাখ্যাঃ উপরোক্ত হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রুগ্ন ব্যক্তি কোন অবস্থাতেই যেন নামায পরিত্যাগ না করে। দাঁড়িয়ে হোক, বসে হোক, চিৎ হয়ে হোক কিংবা মাথার

ইশারায় হোক, নামায আদায় করতেই হবে। এ সম্পর্কে হযরত জাবির (রা) ও হযরত আলী (রা) এবং হযরত ওমর (রা) থেকে মারফু' ও মওকুফ হাদিস বর্ণিত আছে যে, সামান্যতম ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যেন কেউ নামায পরিত্যাগ না করে।

١٢٧ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ ﵂، قَالَتْ: لَمَّا أُغْمِيَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، قَالَ: «مُرُوْا أَبَا بَكْرٍ، فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ»، فَقِيْلَ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ حَصْرٌ، وَهُوَ بِنَفْسِهِ يَكْرَهُ أَنْ يَقُوْمَ مَقَامَكَ، قَالَ: «افْعَلُوْا مَا آمُرُكُمْ بِهِ».

১২৭. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি আলকামা থেকে, তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, (রোগের কারণে) যখন রাসূল ﷺ জ্ঞান হারিয়ে ফেলার উপক্রম হন। তখন তিনি আমাকে বলেন, আবু বকরকে বল, তিনি যেন লোকদের নিয়ে জামাতে নামাযে পড়ান। হযরত আয়েশা (রা) আরয করলেন, আবু বকর একজন নম্র স্বভাবের লোক এবং তিনি নিজেও আপনার স্থানে দাঁড়াতে অপছন্দ করেন। তখন রাসূল ﷺ বললেন, আমি যা বলছি, তা কর। (বুখারী, ১/১৩৭/৬৮২)

١٢٨ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ ﵂ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ، قَالَتْ: لَمَّا أُغْمِيَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، قَالَ: «مُرُوْا أَبَا بَكْرٍ، فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ»، فَقِيْلَ لَهُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ حَصْرٌ، وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُوْمَ مَقَامَكَ، قَالَ: «مُرُوْا أَبَا بَكْرٍ، فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ يَا صُوَيْحِبَاتِ يُوْسُفَ، وَكَرَّرَ».

১২৮. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি আলকামা থেকে, তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ যখন সংজ্ঞাহীনতার উপক্রম হন, তখন তিনি বলেন, তোমরা আবু বকরকে বল, তিনি যেন লোকদের নামায পড়ান। তখন তাঁকে বলা হলো- হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! হযরত আবু বকর অত্যন্ত দুর্বল চিত্তের মানুষ। তিনি আপনার জায়গায় দাঁড়িয়ে নামায পড়াকে অপছন্দ করেন। তখন তিনি বললেন, হে ইউসুফের সঙ্গিনীগণ! আবু বকরকে বল যেন লোকদের নামায পড়ান।

١٢٩ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا مَرِضَ الْمَرَضَ الَّذِيْ قُبِضَ فِيْهِ خَفَّ مِنَ الْوَجَعِ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، قَالَ لِعَائِشَةَ: «مُرِيْ أَبَا بَكْرٍ، فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ»، فَأَرْسَلَتْ إِلَى أَبِيْ بَكْرٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ

تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا: إِنِّيْ شَيْخٌ كَبِيْرٌ رَفِيْقٌ، وَإِنِّيْ مَتَىٰ لَا أَرَىٰ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِيْ مَقَامِهِ أَرِقُّ لِذَلِكَ، فَاجْتَمِعِيْ أَنْتِ وَحَفْصَةُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَيُرْسِلَ إِلَىٰ عُمَرَ، فَلْيُصَلِّ بِهِمْ، فَفَعَلَتْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوْسُفَ، مُرِيْ أَبَا بَكْرٍ، فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ»، فَلَمَّا نُوْدِيَ بِالصَّلَاةِ، يَسْمَعُ النَّبِيُّ ﷺ الْمُؤَذِّنَ، وَهُوَ يَقُوْلُ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «ارْفَعُوْنِيْ»، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَدْ أَمَرْتُ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، وَأَنْتَ عَذِرٌ، قَالَ: «ارْفَعُوْنِيْ»، فَإِنَّهُ جُعِلَتْ قُرَّةَ عَيْنِيْ فِي الصَّلَاةِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَرُفِعَ بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَقَدَمَاهُ تَخُدَّانِ الْأَرْضَ، فَلَمَّا سَمِعَ أَبُوْ بَكْرٍ لِحِسِّ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ تَأَخَّرَ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ يَسَارِ أَبِيْ بَكْرٍ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ حِذَاءَهُ يُكَبِّرُ، وَيُكَبِّرُ أَبُوْ بَكْرٍ بِتَكْبِيْرِ النَّبِيِّ ﷺ، وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيْرِ أَبِيْ بَكْرٍ حَتَّىٰ فَرَغَ، ثُمَّ مَا صَلَّىٰ بِالنَّاسِ غَيْرَ تِلْكَ الصَّلَاةِ حَتَّىٰ قُبِضَ، وَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ الْإِمَامُ، وَالنَّبِيُّ ﷺ وَجِعٌ حَتَّىٰ قُبِضَ.

১২৯. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি আসওয়াদ থেকে তিনি হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ যখন এমন রোগে আক্রান্ত হন, যাতে তিনি ইন্তেকাল করেন। রোগের ব্যথার তীব্রতার কারণে তিনি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েন। নামাযের সময় হলে তিনি আয়েশা (রা) কে বলেন, আবু বকরকে বল, যেন লোকদেরকে নামায পড়ান। তখন আয়েশা (রা) হযরত আবু বকর (রা)'র নিকট লোক পাঠিয়ে বলেন যে, রাসূল ﷺ লোকদেরকে নামায পড়ানোর জন্য আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আয়েশা (রা)'র নিকট এই বলে সংবাদ পাঠান যে, আমি বৃদ্ধ ও দুর্বল মনের লোক। রাসূল ﷺ কে তাঁর জায়গায় দেখতে না পেলে আমি ধৈর্যধারণ করতে পারব না। সুতরাং তুমি এবং হাফসা উভয়ে মিলে রাসূল ﷺ'র নিকট বল, তিনি যেন লোক পাঠিয়ে হযরত ওমর (রা) কে নামায পড়ানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি সেই ব্যবস্থা করলাম। কিন্তু রাসূল ﷺ বলেন, তোমরা হলে ইউসূফের (আ.) সঙ্গিণীদের মত। আবু বকরকে বল, তিনি যেন নামায পড়ান। অতঃপর নামাযের জন্য যখন আযান দেওয়া হয় এবং রাসূল ﷺ মুয়াযিযনের কণ্ঠে حى على الصلوة শুনতে পান, তখন তিনি বলেন, আমাকে উঠাও। হযরত আয়েশা (রা) আরয করলেন, আমি আবু বকর (রা) কে নামায পড়ানোর জন্য বলে দিয়েছি, আপনি অসুস্থ (কেন কষ্ট করবেন)। তখন তিনি বলেন, আমাকে উঠাও, আমার চোখের শান্তি হলো নামায। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি তাঁকে উঠালাম এবং দু'জন ব্যক্তির উপর ভর করে তিনি পা মাটির উপর হেঁচড়িয়ে হেঁচড়িয়ে মসজিদের দিকে যাচ্ছিলেন। যখন হযরত আবু বকর (রা) রাসূল ﷺ 'র পবিত্র পায়ের আওয়ায

শুনতে পেলেন তখন পিছনে চলে আসতে চাইলেন। কিন্তু রাসূল ﷺ ইশারায় তাঁকে পিছনে আসতে নিষেধ করেন।

অতঃপর তিনি হযরত আবু বকর (রা)'র বামদিকে এসে বসে পড়েন। নবী করিম ﷺ তাঁর বরাবর তাকবীর বলতেন আর হযরত আবু বকর (রা) নবী ﷺ'র তাকবীরের অনুসরণ করতেন। লোকজন হযরত আবু বকর (রা)'র তাকবীরের অনুসরণ করতেন, এভাবেই নামায সমাপ্ত হয়। এরপর ইন্তেকাল পর্যন্ত এই নামায ব্যতীত অন্য কোন নামায পড়ান নি। এরপর থেকে হযরত আবু বকর (রা) নামাযের ইমামতি করতেন এবং নবী করিম ﷺ অসুস্থ ছিলেন। অবশেষে তিনি ইন্তেকাল করেন।

ব্যাখ্যা: উপরোক্ত হাদিসগুলো দ্বারা হযরত আবু বকর (রা)'র শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ হয়েছে। ইমামতে সুগরার দায়িত্ব দিয়ে ইমামতে কুবরা'র যোগ্যতার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। স্বয়ং হযরত আলী (রা) হযরত আবু বকর (রা) কে খলিফা নির্বাচন করার সময় বলেন- **كيف لانوثره علينا فى امردنيا فاوقد اشره النبى صلى الله عليه وسلم علينا فى امرديننا**"দুনিয়াবী কাজে আমরা তাঁকে কেন খলীফা মানব না। অথচ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীনি কাজে তাঁকে আমাদের নেতৃত্বের জন্য মনোনীত করেছিলেন।

٤٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ إِمَامَةِ وَلَدِ الزِّنَا وَالْعَبْدِ وَالْأَعْرَابِيِّ

١٣٠ - حَمَّادٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَلَدُ الزِّنَا وَالْعَبْدُ وَالْأَعْرَابِيُّ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ.

বাব নং ৫৫.৪০. জারজ সন্তান, ক্রীতদাস ও গ্রাম্যলোকের ইমামতির বর্ণনা

১৩০. অনুবাদ: হাম্মাদ তাঁর পিতা থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, জারজ সন্তান, ক্রীতদাস এবং গ্রাম্যলোক যদি (শুদ্ধভাবে) কুরআন তিলাওয়াত করতে জানে তবে লোকদের ইমামতি করতে পারবে।

ব্যাখ্যা: এ হাদিসের দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত না জানলে জারজ সন্তান, ক্রীতাদাস ও গ্রাম্য লোকের ইমামত জায়েয নয়। ইমামতের জন্য বিশেষভাবে ইলম, ফযীলত, তাকওয়া ও বুযর্গী অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু এগুলো অধিকাংশই তাদের মধ্যে পাওয়া যায় না। তাই তাদের ইমামত মাকরূহ থেকে মুক্ত নয়। তবে তারা যদি শিক্ষার মাধ্যমে যোগ্যতা অর্জন করে তবে বংশগত দুর্বলতা দূরীভূত হয়ে যাবে। কেননা, পবিত্র কুরআনে আছে **ولاتزر وازرة وزر أُخرى** এর দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যেকেই নিজের কৃত পাপের জন্য নিজেই দায়ী থাকবে। অন্যের পাপের বোঝা তার কাঁধে চাপিয়ে দেয়া হবে না। মোটকথা যোগ্যতা থাকলে ওদের ইমামত জায়েয।

٤١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْاِثْنَيْنِ جَمَاعَةٌ

١٣١ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنِ الْـهَيْثَمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِرَجُلٍ فَصَلَّى خَلْفَهُ، وَامْرَأَةٌ خَلْفَ ذَلِكَ، صَلَّى بِهِمْ جَمَاعَةً.

বাব নং ৫৬. ৪১. দু'জনের জামা'আত

১৩১. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাইসাম থেকে, তিনি ইকরামা থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ তাঁর পিছনে একজন এবং ঐ একজনের পিছনে এক মহিলাকে নিয়ে জামাতে নামায আদায় করেন।

ব্যাখ্যাঃ হাদিসে এই পুরুষ ও মহিলা কে ছিলেন তা স্পষ্ট করা হয়নি। সম্ভবত হযরত আনাস (রা) ও তাঁর মা উম্মে সুলায়ম (রা) হতে পারে। রাসূল ﷺ'র পিছনে ছিলেন হযরত আনাস (রা) এবং তাঁর পিছনে হযরত উম্মে সুলায়ম (রা) ছিলেন। অথবা এই ঘটনা হযরত আলী (রা) ও হযরত খদীজা (রা) সম্পর্কেও হতে পারে। রাসূল ﷺ'র পিছনে হযরত আলী (রা) এবং তাঁর পিছনে হযরত খদীজা (রা) ছিলেন। ইমাম আবু হানিফা (র) এর দ্বারা দলীল পেশ করেন যে, নামাযে পুরুষ ও মহিলা বরাবর দাঁড়ালে পুরুষের নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। যদি এই আশংকা না হতো, তা হলে মহিলাদেরকে পুরুষদের সাথে দাঁড়াবার অনুমতি দেওয়া হতো। কেননা কাতারে একা দাঁড়ানো ঠিক নয়। এটা ইমাম আবু হানিফা (র)'র মতে মাকরূহ এবং ইমাম আহমদ (র)'র মতে ফাসেদ। কিন্তু যখন দু'টি মন্দ একত্রিত হয়, তখন সাধারণত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র মন্দকে গ্রহণ করা হয়। এখানে পুরুষ ও মহিলা বরাবর দাঁড়ানো মন্দ থেকে অপেক্ষাকৃত কম দূষনীয় হলো একা দাঁড়ানো। তাই এটা গ্রহণ করতে হয়েছে।

٤٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ وَصْلِ الصُّفُوْفِ

١٣٢ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْـخُدْرِيِّ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ الصُّفُوْفَ».

বাব নং ৫৭. ৪২. কাতার মিলানোর ফযীলত

১৩২. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আতা ইবনে ইয়াসার থেকে, তিনি আবু সাঈদ খুদুরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা এবং ফেরেস্তাগণ ঐ সমস্ত লোকের উপর দরূপ পাঠ করেন যারা নামাযে কাতার বরাবর রাখে। অর্থাৎ কাতার বাঁকা ও ফাঁক না রাখে। (সহীহ ইবনে হিব্বান, ৫/৫৩৬/২১৬৩)

ব্যাখ্যাঃ ইমাম ইবনে মাজাহ (র) হযরত আয়েশা (রা) থেকে এই হাদিস মারফু রেওয়ায়েত করেছেন। এতে এতটুকু বেশী আছে- **من صدفرجة رفعه الله بها درجة** "যে ব্যক্তি নামাযের কাতার ফাঁক স্থান পূরণ করে, আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।" আহমদ, ইবনে হাব্বান, হাকিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। মোটকথা কাতার মিলোনোর ব্যাপারে বিভিন্ন হাদিসে জোর তাকীদ দেওয়া হয়েছে এবং অবহেলা করলে কঠোর শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। হাকিম হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি কাতার কাটবে, আল্লাহ তাকে কাটবেন। খলীফা চতুষ্টয় তাঁদের খিলাফত আমলে এর উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতেন। হযরত আলী এবং হযরত ওসমান (রা) স্বয়ং এর তত্ত্বাবধান করতেন।

٤٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مَنْ شَهِدَ الْفَجْرَ وَالْعِشَاءَ فِيْ جَمَاعَةٍ

١٣٣ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ شَهِدَ الْفَجْرَ وَالْعِشَاءَ فِيْ جَمَاعَةٍ، كَانَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ: بَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ».

বাব নং ৫৮. ৪৩. যে ব্যক্তি ফজর ও এশার জামা'আতে অংশগ্রহণ করে

১৩৩. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আতা থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ফজর ও এশার জামাতে উপস্থিত হয়, তার জন্য দু'টি মুক্তি রয়েছে। একটি হলো নিফাক থেকে অপরটি হলো শিরক থেকে।

ব্যাখ্যাঃ নিফাক ও শিরক থেকে মুক্তির জন্য এ দু'নামাযকে নির্দিষ্ট করার কারণ হলো এ দু'নামাযের সময় মানুষের উপর নিদ্রা ও অলসতা প্রবল থাকে। সুতরাং যার ঈমান শক্তিশালী এবং যিনি নিফাক ও শিরক থেকে মুক্ত, তারাই অধিকাংশ এ দু'জামাতে অংশগ্রহণ করে থাকে। আর যারা এ দু'জামাতে অংশগ্রহণ করবে তারা অন্যান্য জামাতে অবশ্যই অংশগ্রহণ করবে নিঃসন্দেহে। তাই এদু'টাকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

١٣٤ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، قَالَ: «مَنْ دَاوَمَ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا عَلَى صَلَاةِ الْغَدْوَةِ وَالْعِشَاءِ فِيْ جَمَاعَةٍ، كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ».

১৩৪. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আতা থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন যাবৎ ফজর ও এশা জামাতের সাথে আদায় করবে, তার জন্য নিফাক ও শিরক থেকে মুক্তি লিখা হবে।

ব্যাখ্যাঃ চল্লিশ সংখ্যার বিশেষ বরকত রয়েছে। চল্লিশ দিন একাধারে কোন কাজ করলে মানুষ তাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। তাই হাদিসে চল্লিশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

١٣٥ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي الْخُرُوْجِ لِصَلَاةِ الْغُدْوَةِ وَالْعِشَاءِ لِلنِّسَاءِ. فَقَالَ رَجُلٌ: إِذًا يَتَّخِذُوْنَهُ دَغَلًا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَتَقُوْلُ هَذَا!

১৩৫. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি শা'বী থেকে, তিনি ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ মহিলাদেরকে ফজর ও এশার জামাতে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। এক ব্যক্তি (এটা শুনে) বললেন, (অন্য রেওয়ায়েতে জানা যায় যে, এই ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)'র পুত্র হযরত বিলাল ছিলেন) লোকজন এই সুযোগকে এখন প্রতারণার কাজে লাগাবে। তখন ইবনে ওমর (রা) রাগান্বিত হয়ে বললেন, আমি তোমার নিকট রাসূল ﷺ'র হাদিস বর্ণনা করছি, আর তুমি এরূপ বলছ!

ব্যাখ্যাঃ নবী করিম ﷺ মহিলাদেরকে মসজিদে যেতে যে নিষেধ করেন তা নাহীয়ে তানযীহী তথা শিথিল নিষেধাজ্ঞা। ইমাম আবু হানিফা (র) বলেন, যুবতী মহিলারা সাধারণত কোন নামাযেই মসজিদে যাবেনা তবে বৃদ্ধারা মাগরীব, এশা ও ফজর নামাযে যেতে পারবে। কিন্তু কোন প্রকারের সাজ-গোছ করা নিষেধ। তার দলীল হল রাসূল ﷺ সুগন্ধি লাগিয়ে মহিলাদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম) অনুরূপ মুসনদে বাযযার-এ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, মহিলারা রাসূল ﷺ'র খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করল- হে আল্লাহর রাসূল! পুরুষরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে অংশগ্রহণ করে নেকী অর্জনে আমাদের অগ্রগামী হয়ে যাচ্ছে। আমরা এই সওয়াব কিভাবে পেতে পারি? উত্তরে তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে যারা ঘরে বসে থাকবে তারা মুজাহিদগণের সাওয়াব লাভ করবে।[১৪৯]

٤٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ إِذَا حَضَرَ الْعِشَاءُ وَالْعَشَاءُ

١٣٦ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا نُوْدِيَ بِالْعِشَاءِ، وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، فَابْدَءُوْا بِالْعَشَاءِ».

১৪৯. গোলাম রাসূল সাঈদী, শরহে সহীহ মুসলিম, উর্দু, খণ্ড. ১, পৃ. ১২৩৭

বাব নং ৫৯. ৪৪. এশার সময় যখন খাবার উপস্থিত হয়

১৩৬. অনুবাদ: ইমাম আবু হানিফা যুহ্‌রী থেকে, তিনি আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যখন এশা নামাযের আযান দেওয়া হয় এবং মুয়াযযিন তাকবীর বলে (এ সময় যদি খাবার উপস্থিত হয়) তখন প্রথমে খাবার খেয়ে নিবে। (তিরমিযী, ২/১৮৪/৩৫৩)

ব্যাখ্যা: নামাযের সময় খাবার উপস্থিত হলে আগে খাবার না নামায? এ বিষয়ে উভয় প্রকারের পক্ষে হাদিসে বর্ণিত আছে। যেমন উপরোক্ত হাদিস আগে খাবার গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে হযরত জাবির (রা) থেকে মারফু হাদিস বর্ণিত আছে যে, **لاتؤخروا الصلوة ولا بغيره** "খাবার বা অন্য কোন কারণে নামায বিলম্ব কর না।" উভয় হাদিসের মধ্যে এভাবে সমন্বয় করা হয়েছে যে, (১) নামায বিলম্ব করার অনুমতি ঐ সময় দেওয়া হয়েছে যখন খাবার খাওয়া আরম্ভ করা হয়েছে, (২) অথবা যদি এই আশংকা থাকে যে, এই খাবার পরে পাওয়া যাবে না, (৩) অথবা প্রচণ্ড ক্ষুধা নিয়ে নামায শুরু করে দিলে মন খাবারের দিকে চলে যাবে। যেমন পায়খানা-পেশাবের যদি প্রচণ্ড চাপ থাকে তখনও নামায বিলম্ব করার অনুমতি আছে। আর যদি এর বিপরীত হয় কিংবা নামাযের ওয়াক্ত চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তা হলে আগে নামায আদায় করে নিতে হবে।

٤٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مَنْ صَلَّى صَلَاةً ثُمَّ دَخَلَ الْـمَسْجِدَ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ

١٣٧ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنِ الْـهَيْثَمِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ الْأَسْوَدِ أَوِ الْأَسْوَدِ بْنِ جَابِرٍ، عَـنْ أَبِيْـهِ ﷺ: أَنَّ رَجُلَيْنِ صَلَّيَا الظُّهْرَ فِيْ بُيُوْتِهِمَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُمَا يَرَيَانِ أَنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا، ثُمَّ أَتَيَا الْـمَسْجِدَ، فَإِذَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي الصَّلَاةِ، فَقَعَدَا نَاحِيَةً مِنَ الْـمَسْجِدِ، وَهُمَا يَرَيَانِ أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَحِلُّ لَهُمَا، فَلَـمَّا انْـصَرَفَ رَسُـوْلُ اللهِ ﷺ وَرَآهُمَـا أَرْسَـلَ إِلَيْهِمَـا، فَـجِيءَ بِهِمَـا، وَفَرَائِصُهُمَا تَرْتَعِدُ مَخَافَةَ أَنْ يَكُوْنَ فِيْ أَمْرِهِمَا شَيْءٌ، فَسَأَلَهُمَا، فَأَخْبَرَاهُ الْـخَبَرَ، فَقَالَ: «إِذَا فَعَلْتُمَا ذَلِكَ، فَصَلِّيَا مَعَ النَّاسِ، وَاجْعَلَا الْأُوْلَى هِيَ الْفَرْضَ». قِيْلَ: قَدْ رُوِيَ هَذَا الْـحَدِيْثُ عَنْ جَمَاعَةٍ، عَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ، فَقَالُوْا: عَنِ الْـهَيْثَمِ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ.

বাব নং ৬০. ৪৫. কেউ নামায পড়ে মসজিদে প্রবেশ করল আর মুসল্লিরা নামাযে রত

১৩৭. অনুবাদ: ইমাম আবু হানিফা হায়সাম থেকে, তিনি জাবির ইবনে আসওয়াদ থেকে অথবা আসওয়াদ ইবনে জাবির থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ'র সময়ে দু'ব্যক্তি যোহরের নামায ঘরে আদায় করেন এই ধারণায় যে, হয়ত লোকজন জামাতের সাথে নামায আদায় করেছেন। অতঃপর মসজিদে এসে দেখেন যে, রাসূল ﷺ নামাযে মগ্ন রয়েছেন। তখন তারা এই ভেবে মসজিদের এক কোণায় বসে

পড়লেন যে, (একবার ফরয আদায়ের পর) আবার জামাতে অংশগ্রহণ করা জায়েয নয়। রাসূল ﷺ নামায শেষে তাদের বসে থাকতে দেখে লোক মারফত তাদেরকে ডেকে আনালেন। অতঃপর তাদেরকে এমন অবস্থায় সেখানে উপস্থিত করা হলো যে, তাঁদের কাঁধের গোশত এই ভয়ে কাঁপছিল যে, হয়ত তাদের সম্পর্কে কোন শাস্তির নির্দেশ জারী হয়েছে। তিনি তাদেরকে জামাতে শরীক না হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তারা তখন তাঁকে সম্পূর্ণ ঘটনা খুলে বলেন। তখন তিনি এরশাদ করেন, তোমরা যখন এরূপ করবে (ঘরে নামায পড়ে আসবে) তখন লোকদের সাথে জামাতে শরীক হয়ে যাবে এবং প্রথম নামাযকে ফরয মনে করবে। কেউ কেউ বলেন এই হাদিসখানা একদল মুহাদ্দিস ইমাম আবু হানিফা (র) থেকে বর্ণনা করেন, তারা বলেন, তিনি হায়সাম থেকে মারফু বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ এই হাদিস মুরসাল এবং ইমাম আবু হানিফা (র)'র মতে এই হাদিস দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য।

ব্যাখ্যাঃ উপরোক্ত হাদিস দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে একাকী নামায আদায়কারী মসজিদে এসে জামাত পেলে জামাতে শরীক হয়ে যাবে। একাকী নামায ফরয আর জামাতের নামায নফল হিসেবে সাব্যস্থ হবে। যেমন তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাঈসহ অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত আছে- انما ذالك نافلة কিন্তু হানাফী মাযহাবে ফজর, মাগরিব ও আসর এই বিধানের আওতাভুক্ত নয়। কেননা সহীহ হাদিস মতে ফজর, আসর ও মাগরিবের পর নফল নামায জায়েয। এছাড়া দারেকুতনী সহীহ সনদের মাধ্যমে হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন- اذا صليت فى اهلك ثم ادركت الصلوة فصلها الا الفجر والمغرب "যখন তুমি তোমার পরিবারবর্গের মধ্যে নামায আদায় করবে, এরপর জামাতে নামায পাবে, তখন ঐ নামাযে অংশগ্রহণ করবে, কিন্তু ফজর ও মাগরিব ব্যতীত।" এ ব্যাপারে হাদিসের মধ্যে ব্যতিক্রম নির্দেশ রয়েছে। মাগরিব নামাযের পর যদিও নফল নামায জায়েয, কিন্তু তিন রাকাত নফলের প্রমাণ নেই। তাই এই তিন ওয়াক্ত নামায এই বিধানের আওতা বহির্ভূত রাখা হয়েছে।

٤٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغُسْلِ يَوْمَ الْـجُمُعَةِ

١٣٨ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: كَانُوْا يَرُوْحُوْنَ إِلَى الْـجُمُعَةِ، وَقَدْ عَرَقُوْا وَتَلَطَّخُوْا بِالطِّيْنِ، فَقِيْلَ لَـهُمْ: مَنْ رَاحَ إِلَى الْـجُمُعَةِ، فَلْيَغْتَسِلْ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ: كَانَ النَّاسُ عُمَّارَ أَرْضِهِمْ، وَكَانُوْا يَرُوْحُوْنَ يُخَالِطُهُمُ الْعَرَقُ وَالتُّرَابُ، فَقَالَ لَـهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا حَضَرْتُمُ الْـجُمُعَةَ، فَاغْتَسِلُوْا».

বাব নং ৬১. ৪৬. জুমার দিনে গোসল প্রসঙ্গে

১৩৮. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা ইয়াহিয়া থেকে, তিনি আমরাহ্ থেকে, তিনি হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, লোকজন জুমার নামাযে অংশগ্রহণ করার জন্য এই অবস্থায় আগমণ করতেন যে, তাদের শরীর থেকে দুর্গন্ধ বের হতো এবং শরীরে ধুলিমাখা থাকতো। অতঃপর তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হলো যে, যারা জুমার নামাযে অংশগ্রহণের জন্য আগমণ করবে তারা যেন গোসল করে।

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে যে, লোকজন কৃষিকাজ করত। যখন জুমার নামাযের জন্য গমণ করত, তখন ঘাম ও ধুলিবালিতে জর্জরিত থাকত। এ অবস্থায় রাসূল ﷺ বলেন, তোমরা জুমার নামাযে যাওয়ার পূর্বে গোসল করে নিবে। (মুসান্নিফে ইবনে আবি শায়বা, ১/৪৩৫/৫০১৪)

ব্যাখ্যাঃ ইমাম মালিক (র)'র মতে জুমার দিন গোসল করা ওয়াজিব। জমহুর ওলামা ও ইমামগণের মতে সুন্নত। উভয় দল সহীহ হাদিস দ্বারা দলীল পেশ করে থাকেন। তবে যেসব হাদিসে সীগায়ে আমর ব্যবহার হয়েছে তা দ্বারা ওয়াজিব নয় বরং সুন্নত উদ্দেশ্য হবে এবং এটাই সঠিক।

١٣٩ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ وَمَنْصُوْرٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ كُلُّهُمْ: عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اَلْغُسْلُ يَوْمَ الْـجُمُعَةِ عَلَى مَنْ أَتَى الْـجُمُعَةَ».

১৩৯. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা, মনসূর এবং মুহাম্মদ ইবনে বিশর সকলেই নাফে থেকে, তিনি ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, জুমার দিন জুমার নামায আদায় উপলক্ষে আগমণকারীর জন্য গোসল করা আবশ্যক।

٤٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْـخُطْبَةِ

١٤٠ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَعِدَ الْـمِنْبَرَ يَوْمَ الْـجُمُعَةِ جَلَسَ قَبْلَ الْـخُطْبَةِ جِلْسَةً خَفِيْفَةً.

বাব নং ৬২ . ৪৭. খুৎবার বর্ণনা

১৪০. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আতিয়্যা থেকে, তিনি ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী করিম ﷺ জুমার দিন যখন মিম্বরের উপর আরোহণ করতেন তখন খুৎবার পূর্বে অল্প কিছুক্ষণ বসতেন।

ব্যাখ্যাঃ আবু দাউদ শরীফের হাদিসে حتى يفرغ المؤذن অতিরিক্ত বাক্য রয়েছে। অর্থাৎ মুয়াযিযন আযান শেষ না করা পর্যন্ত তিনি মিম্বরের উপর বসে থাকতেন। এই মাসয়ালায় ইমাম আবু হানিফা (র) ইমাম মালিক (র), ইমাম শাফেঈ (র) ঐকমত্য পোষণ করেছেন। জমহুর ওলামার মাযহাবও এটি।

١٤١ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، أَنَّ رَجُلًا حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ ﷺ عَنْ خُطْبَةِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ لَهُ: أَمَا تَقْرَأُ سُوْرَةَ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: بَلَىٰ، وَلَكِنْ لَا أَعْلَمُ، قَالَ: فَقَرَأَ عَلَيْهِ: [وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوْا إِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا] {الجمعة: ١١}.

১৪১. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি (ইবনে মাজাহ শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী ঐ ব্যক্তি ছিলেন হযরত আলকামা ইবনে কাসেম (র)) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)'র নিকট রাসূল ﷺ'র জুমার খুৎবা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, তোমরা কি সূরা জুমা পাঠ করনা? ঐ ব্যক্তি বলল, হ্যাঁ, কিন্তু আমি এর মমার্থ উপলব্ধি করতে পারিনি। অতঃপর তিনি কুরআনের এই আয়াত তিলাওয়াত করেন-"وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا যখন তারা দেখল ব্যবসা ও কৌতুক, তখন তারা আপনাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে তার দিকে ছুটে গেল। (সূরা জুমা, আয়াত, ১১)

ব্যাখ্যাঃ উপরোক্ত হাদিসে ইবনে মাসউদ (রা)'র গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেছেন।

দলীলের মূল উৎস হলো وتركوك قائمًا "তাঁরা আপনাকে দাঁড়ানো অবস্থায় ছেড়ে গিয়েছে।" এতে প্রতীয়মান হয় যে, রাসূল ﷺ দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন। হযরত জাবির ইবনে সামুরা, হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ, হযরত আবু হোরায়রা এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা) সহ আরো অনেক সাহাবা থেকে এটাই বর্ণিত আছে।

খুৎবা সম্পর্কে এখানে কয়েকটি বিষয় আলোচনা প্রয়োজন। তা হল-ইমাম আবু হানিফা (র)'র মতে খুৎবা দাঁড়িয়ে পড়া সুন্নত। বসে পড়লেও আদায় হবে, তবে রাসূল ﷺ ও সাহাবায়ে কিরামের আমল বিরোধী হবে। তাই এটা মাকরূহ হিসেবে গণ্য হয়েছে। ইমাম শাফেঈ (র) দাঁড়ানোকে খুৎবার শর্ত বলেছেন। বসে খুৎবা দিলে আদায় হবে না। ইমাম মালিক (র) এক রেওয়ায়েতে ইমাম শাফেঈ (র)'র সাথে একমত পোষণ করেছেন। ইমাম আহমদ (র)ও তাঁদের অনুসরণ করেছেন।

জুমার দিন খুৎবা সংক্ষিপ্ত করে নামায দীর্ঘ করা সুন্নত। মুসলিম শরীফে হযরত আম্মার (রা) থেকে বর্ণিত আছে-

ان طول صلوة الرجل وقصر خطبة مانّة من فقهه فاطيلوا الصلوة واقصروا الخطبة وان من البيان لسحرًا-

"পুরুষের নামায দীর্ঘ করা এবং খুৎবা সংক্ষিপ্ত করা তাদের ইলমে ফিকহের জ্ঞানের পরিচায়ক। সুতরাং তোমরা নামায দীর্ঘ কর আর খুৎবা সংক্ষিপ্ত কর। কিছু বক্তৃতা যাদুর প্রভাব রাখে।"[১৫০] মুস্তাদরাক গ্রন্থে বর্ণিত আছে, হযরত আম্মার (রা) বলেন, রাসূল ﷺ আমাদেরকে খুৎবা সংক্ষিপ্ত করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

লাঠির উপর হাত রেখে খুৎবা প্রদান করা রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত আছে। আবু দাউদে হযরত হাকাম ইবনে হাযম (র) থেকে বর্ণিত আছে, আমরা জুমার নামাযে উপস্থিত হয়েছি, তখন রাসূল ﷺ কে লাঠি অথবা ধনুকের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতে দেখেছি। হযরত বারা (রা) বলেন, রাসূল ﷺ ঈদের সময় ধনুকের উপর ভর দিয়ে খুৎবা দিতেন।

٤٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مَا يُقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ

١٤٢ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيْلَ الْكُوْفِيُّ، عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ يُوْسُفَ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِيْ جُنَادَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ: سُوْرَةَ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِيْنَ.

বাব নং ৬৩. ৪৮. জুমার নামাযে কোন সূরা পড়তে হবে

১৪২. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল কূফী থেকে, তিনি ইয়াকুব ইবনে ইউসূফ ইবনে যিয়াদ থেকে, তিনি আবু জুনাদা থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি সাঈদ ইবনে জুবাইর থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ জুমার নামাযে সূরা জুমআ এবং সূরা মুনাফিকূন তিলাওয়াত করতেন। (জামেউল উসূল, ৫/৬৮৯/৩৯৯২)

ব্যাখ্যাঃ অধিকাংশ সময় রাসূল ﷺ'র আমল এটাই ছিল। উবাইদুল্লাহ ইবনে আবি রাফে (রা) থেকে বর্ণিত আছে, মারওয়ান পবিত্র মক্কা গমনের সময় হযরত আবু হোরায়রা (রা) কে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত করেন। তখন তিনি জুমার নামাযে প্রথম রাকাতে সূরা জুমুআ এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা মুনাফিকূন তেলাওয়াত করেন এবং তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ কে জুমার নামাযে এই দু'টি সূরা পাঠ করতে শুনেছি।

١٤٣ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيْدَيْنِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ.

১৫০. ইমাম মুসলিম (র), (২৬১ হি.) সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯০৬

১৪৩. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা ইব্রাহীম থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি হাবীব ইবনে সালিম থেকে, তিনি নু'মান ইবনে বশীর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ দু'ঈদ ও জুমার নামাযে هل اتاك حديث الغاشية ও سبح اسم ربك الاعلى পাঠ করতেন। (ইবনে মাজাহ, ১/২৯৩/১১২২)

ব্যাখ্যাঃ কোন কোন রেওয়ায়েতে সূরা কাফ এবং সূরা ক্বামারের কথা উল্লেখ রয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সূরা পাঠ করতেন।

٤٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ لَيْلَةِ الْـجُمُعَةِ وَمَنْ مَاتَ فِيْهَا

١٤٤ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ قَيْسٍ، عَنْ طَارِقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُـوْلُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ لَيْلَةِ جُمُعَةٍ إِلَّا وَيَنْظُرُ اللهُ ﷻ إِلَى خَلْقِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، يَغْفِرُ اللهُ لِـمَنْ لَا يُشْرِكُ بِـهِ شَيْئًا».

বাব নং ৬৪. ৪৯. জুমার রাত এবং ঐ রাতে মৃত্যুবরণকারীর ফযীলত

১৪৪. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা কায়েস থেকে, তিনি তারেক থেকে, তিনি ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা জুমার প্রত্যেক রাতে সৃষ্টিজগতের দিকে তিনবার রহমতের দৃষ্টিদান করে থাকেন। এ রাতে তিনি ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেন যিনি আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করে না।

ব্যাখ্যাঃ এখানে ক্ষমা দ্বারা সগীরা গুনাহের কথা বুঝানো হয়েছে। তবে কেউ কেউ কবীরা গুনাহও ক্ষমা করে দেন বলে মত প্রকাশ করেছেন। তবে হুকুকুল ইবাদ সর্বসম্মতিক্রমে এ বিধানের বহির্ভূত। কারণ এটা ক্ষমা করা না করা বান্দার উপর নির্ভরশীল।

١٤٥ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنِ الْـهَيْثَمِ، عَنِ الْـحَسَنِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ، قَـالَ: قَـالَ رَسُـوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ مَاتَ يَوْمَ الْـجُمُعَةِ وُقِيَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ».

১৪৫. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হায়সাম থেকে, তিনি হাসান থেকে, তিনি হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি জুমার দিন মৃত্যুবরণ করবে। সে কবর আযাব থেকে নিরাপদ থাকবে। (মুসনাদে আবি ইয়ালা, ৭/১৪৬/৪১১৩)

ব্যাখ্যাঃ ইবনে ওমর (রা) থেকে তিরমিযী ও বায়হাকীর বর্ণনায় ليلة الجمعة অতিরিক্ত রয়েছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি জুমার দিন অথবা রাতে মৃত্যুবরণ করবে, আল্লাহ তাকে কবর আযাব থেকে রেহাই দেবেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, সে আল্লাহর

সাথে এমনভাবে মিলিত হবে যে, তার কোন হিসাব নেয়া হবেনা। হাকেম ও তিরমিযী এর ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যে, জুমার দিন দোযখের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়, এর কঠোরতা হ্রাস পায়, এর প্রজ্জলিত অগ্নিশিখা নিস্তেজ হয়ে পড়ে। সুতরাং এরূপ পবিত্র দিনে কেউ মৃত্যুবরণ করলে, তার সৌভাগ্যের কারণে আযাব রহিত হয়ে যায়।

٥٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ الرُّخْصَةِ لِلنِّسَاءِ فِي الْـخُرُوْجِ إِلَى الْـخَيْرِ وَدَعْوَةِ الْـمُسْلِمِيْنَ

١٤٦ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، مَنْ سَمِعَ، أُمَّ عَطِيَّةَ، تَقُوْلُ: رُخِّـصَ لِلنِّـسَاءِ فِي الْـخُرُوْجِ إِلَى الْعِيْدَيْنِ، حَتَّىٰ لَقَدْ كَانَتِ الْبِكْرَانِ تَخْرُجَانِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، حَتَّىٰ لَقَدْ كَانَتِ الْـحَايِضُ تَخْرُجُ، فَتَجْلِسُ فِيْ عُرْضِ النَّاسِ يَدْعُوْنَ وَلَا يُصَلِّيْنَ.

বাব নং ৬৫. ৫০. মুসলমানদের দোয়া ও কল্যাণের দিকে মহিলাদের গমনের অনুমতি

১৪৬. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি ঐ ব্যক্তি থেকে যিনি উম্মে আতিয়্যাকে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ মহিলাদেরকে দু'ঈদের নামাযে অংশগ্রহণের অনুমতি দিয়েছেন। ফলে দু'জন বালিকা একটি কাপড়ে আবৃত হয়ে বের হতো। এমনকি ঋতুবতী মহিলাও বের হতো এবং মানুষ থেকে দূর গিয়ে পৃথক হয়ে বসত। এসব মহিলা দোয়ার মধ্যে অংশগ্রহণ করত কিন্তু নামায পড়ত না।

ব্যাখ্যাঃ রাসূল ﷺ'র যুগে মহিলাদের মসজিদে ও ঈদগাহে গিয়ে নামাযে অংশগ্রহণের অনুমতি ছিল। কিন্তু পরবর্তী ওলামায়ে কিরাম ফিৎনার ভয়ে মহিলাদের মসজিদে গমণ নিষেধ করে দিয়েছেন। তারা বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদিস দলীল হিসেবে পেশ করেন। আয়েশা (রা) বলেন, যদি নবী করিম ﷺ তাঁর পরে বর্তমান মহিলাদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করতেন, তাহলে নিশ্চয়ই তিনি তাদেরকে মসজিদে আগমণে বাঁধা দান করতেন।

١٤٧ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَـنْ عَبْـدِ الْكَـرِيْمِ، عَـنْ أُمِّ عَطِيَّـةَ، قَالَـتْ: كَانَ يُـرَخِّصُ لِلنِّـسَاءِ فِي الْـخُرُوْجِ إِلَى الْعِيْدَيْنِ مِنَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَىٰ. وَفِيْ رِوَايَةٍ، قَالَتْ: إِنْ كَانَ الطَّامِـثُ لَتَخْـرُجُ، فَتَجْلِسُ فِيْ عُرْضِ النِّسَاءِ، فَتَدْعُوْ فِي الْعِيْدَيْنِ. وَفِيْ رِوَايَةٍ، قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ نُخْرِجَ يَوْمَ النَّحْرِ، وَيَوْمَ الْفِطْرِ ذَوَاتِ الْـخُدُوْرِ وَالْـحُيَّضَ، فَأَمَّا الْـحُيَّضُ، فَيَعْتَزِلْنَ الـصَّلَاةَ وَيَشْهَدْنَ الْـخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْـمُسْلِمِيْنَ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِذَا كَانَتْ إِحْـدَانَا لَـيْسَ لَـهَا جِلْبَابٌ؟ قَالَ: «لِتُلْبِسْهَا أُخْتَهَا مِنْ جِلْبَابِهَا».

১৪৭. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আব্দুল করিম থেকে, তিনি উম্মে আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার নামাযে মহিলাদের অংশগ্রহণের জন্য অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল।

অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, ঋতুবতী মহিলাও বের হতো কিন্তু তারা অন্যান্য মহিলাদের থেকে পৃথক হয়ে বসত এবং উভয় ঈদে দোয়ায় অংশগ্রহণ করত।

অপর এক রেওয়ায়েতে হযরত উম্মে আতিয়্যা (রা) বলেন, রাসূল ﷺ আমাদেরকে নির্দেশ দেন যে, আমরা ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন ঋতুবতী মহিলাদেরকেও মসজিদে নিয়ে যাই। অবশ্য ঋতুবতী মহিলারা নামায থেকে দূরে থাকত কিন্তু অন্যান্য ইবাদত ও দোয়ায় অংশগ্রহণ করত। একজন মহিলা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! যদি আমাদের মধ্যে কারো ওড়না না থাকে? উত্তরে তিনি বললেন, তাকে তার কোন বোন স্বীয় চাদরের মধ্যে শরীক করে নিবে।

٥١ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ عَدْمِ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعِيْدِ وَلَا بَعْدَهَا

١٤٨ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْعِيْدِ إِلَى الْمُصَلَّى، فَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا بَعْدَهَا شَيْئًا.

বাব নং ৬৬. ৫১. ঈদের নামাযের আগে ও পরে (নফল) নামায না পড়া প্রসঙ্গে

১৪৮. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আদী থেকে, তিনি সাঈদ ইবনে জুবাইর থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ ঈদের দিন ঈদগাহে গমন করেছেন কিন্তু ঈদের নামাযের আগে অথবা পরে কোন (নফল) নামায আদায় করেন নি। (নাসাঈ, ৩/১৯৩/১৫৮৭)

ব্যাখ্যাঃ হাদিসে বর্ণিত বিধান ঈদগাহের সাথে সম্পৃক্ত। কেননা রাসূল ﷺ ঈদগাহের মধ্যে ঈদের নামাযের আগে ও পরে অন্য কোন নামায আদায় করেন নি। সিহাহ সিত্তাহ্ গ্রন্থসমূহে এ ধরনের আরো অনেক রেওয়ায়েত রয়েছে। তবে কোন কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, اذا رجع الى منزله صلى ركعتين "যখন তিনি বাড়ি ফিরে আসতেন, তখন দু'রাকাত নামায পড়তেন।" মূলকথা হল ঈদের নামাযের আগে ঘরে কিংবা ঈদগাহে নামায পড়া জায়েয নয়। তবে ঈদের নামাযের পরে ঘরে দু'রাকাত পড়া যেতে পারে।

٥٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَقْصِيْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ

١٤٩ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ، قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ أَرْبَعًا، وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ.

বাব নং ৬৭. ৫২. সফরে নামায কসর পড়া প্রসঙ্গে

১৪৯. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির থেকে, তিনি হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা রাসূল ﷺ'র সাথে মদীনায় যোহর নামায চার রাকাত আদায় করেছি এবং যুলহুলাইফাতে আসরের নামায দু'রাকাত আদায় করেছি। (বুখারী, ২/৪৩/১০৮৯)

ব্যাখ্যাঃ এই হাদিসটি হযরত আনাস (রা) থেকে ইমাম তিরমিযী (র) রেওয়ায়েত করেছেন এবং তিনি এই হাদিসকে সহীহ বলেছেন। হাদিসটি সফরে নামায কসর পড়া সম্পর্কে সুস্পষ্ট দলীল।

١٥٠ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّيْ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَأَبُوْ بَكْرٍ، وَعُمَرُ لَا يَزِيْدُوْنَ عَلَيْهِ.

১৫০. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি আলকামা থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ সফরে (চার রাকাত বিশিষ্ট) নামায দু'রাকাত পড়তেন এবং হযরত আবু বকর ও ওমর (রা) এর উপর অতিরিক্ত কিছু করতেন না। (ইবনে মাজাহ, ১/৩৭৭/১১৯৩)

ব্যাখ্যাঃ ইমাম আবু হানিফা (র)'র মতে সফরে কসর পড়া ওয়াজিব। তিনি দলীল হিসেবে উপরোক্ত দু'টি হাদিস ছাড়াও বুখারী-মুসলিমে বর্ণিত হাদিস পেশ করেন। বুখারী শরীফে আছে- **عن بن عمر يقول صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لايزيد فى السفر على ركعتين وابابكر وعمر وعثمان كذالك**- "হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, আমি রাসূল ﷺ, আবু বকর, ওমর ও ওসমান (রা)'র সাহচর্যে ছিলাম। তারা সফরে কখনো দু'রাকাতের বেশী পড়েন নি।[১৫১]

মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে- **عن عائشة ان الصلوة اوّل ما فرضت ركعتين ثم اتمها فى الحضر فاقرات صلوة السفر على الفريضة الاولى**- "হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, নামায প্রথমত দু'রাকাত ফরয হয়েছিল। অতঃপর সফরে দু'রাকাত স্থায়ী থাকে এবং স্থায়ী বাসস্থানে নামায চার রাকাত হয়ে যায়।"[১৫২]

---

১৫১. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল (র), (২৫৬ হি.) সহীহ্ বুখারী শরীফ, খণ্ড. ১, পৃ. ১৪৯, করাচী
১৫২. ইমাম মুসলিম (র) (২৬১ হি.), মুসলিম শরীফ, খণ্ড. ১ম, পৃ. ২৩১, করাচী

নাসাঈ শরীফে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, قال ان الله عز وجل فرض الصلوة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم فى الحضر اربعًا وفى السفر ركعتين – "আল্লাহ তায়ালা তোমাদের নবীর জবানে নামায ফরয করেছেন আবাস স্থলে চার রাকাত, সফরে দু'রাকাত। ইমাম শাফেঈ (র)'র মতে সফরে কসর ও পুরা উভয় পড়া জায়েয তবে কসর পড়া উত্তম। ইমাম মালিম ও আহমদ (র)'র মতে কসর পড়া মুবাহ।

ইমাম শাফেঈ (র) দলীল হিসেবে কুরআনের আয়াত- وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ "যখন তোমরা জমিনে ভ্রমণ করবে তখন নামায কসর করলে কোন গুনাহ নেই।" (সূরা নিসা, আয়াত, ১০১)

হানাফীদের পক্ষ থেকে এর জবাব হলো আয়াতটি অপর আয়াত لاجناح عليه ان يطوف بهما এর ন্যায়। অর্থাৎ এ আয়াত দ্বারা যেমন সাফা মারওয়া পবর্তদ্বয় সাঈ করা ওয়াজিব অনুরূপ ঐ আয়াত দ্বারাও সফরে নামায কসর পড়া ওয়াজিব।

অতএব, রাসূল ﷺ সহ বড় বড় সাহাবায়ে কিরামগণ থেকে সফরে দু'রাকাত পড়ার কথা প্রমাণিত যখন হয়েছে, তখন সফরে চার রাকাত পড়া মাকরূহ বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। এ মাসয়ালায়ও ইমাম আবু হানিফা (র)'র মাযহাব অধিক সঠিক।

١٥١ – أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُ أُتِيَ فَقِيْلَ: صَلَّى عُثْمَانُ بِمِنًى أَرْبَعًا، فَقَالَ: إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ، صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ أَبِيْ بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ حَضَرَ الصَّلَاةَ مَعَ عُثْمَانَ، فَصَلَّى مَعَهُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَقِيْلَ لَهُ: اسْتَرْجَعْتَ، قُلْتَ مَا قُلْتَ، ثُمَّ صَلَّيْتَ أَرْبَعًا؟ قَالَ: الْخِلَافَةُ، ثُمَّ قَالَ: وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ أَتَمَّهَا أَرْبَعًا بِمِنًى.

১৫১. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি আলকামা থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বলল, হযরত ওসমান (রা) মিনায় নামায চার রাকাত পড়েছেন। তখন তিনি বললেন, انا لله وانا اليه راجعون (অতঃপর বললেন) আমি রাসূল ﷺ'র সাথে দু'রাকাত এবং হযরত ওমর (রা)'র সাথে দু'রাকাত নামায পড়েছি। এরপর তিনি হযরত ওসমান (রা)'র সাথে নামাযে অংশ গ্রহণ করেন এবং তাঁর সাথে চার রাকাত নামায পড়েন। ফলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, আপনি এ ব্যাপারে ইন্নালিল্লাহ পড়েছেন অথচ

আপনি নিজেই চার রাকাত পড়েছেন? তিনি উত্তরে বলেন, এটা খিলাফতের আদব রক্ষা করা হয়েছে। অতঃপর তিনি বলেন, হযরত ওসমান (রা) হলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি মিনায় চার রাকাত পড়েছেন। (ইবনে মাজাহ, ২/১৪৫/১৯৬২)

ব্যাখ্যাঃ হযরত ওসমান (রা) হজ্ব সমাপন করার পর মিনায় অবস্থানের নিয়্যত করেছিলেন। তাই তিনি চার রাকাত আদায় করেছেন। আব্দুর রাযযাক (র) এরূপ বর্ণনা করেছেন। এছাড়া ইমাম আহমদ (র) এই ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, যখন হযরত ওসমান (রা)'র আমলের উপর লোকজন বিস্ময় প্রকাশ করেন, তখন তিনি ওযর পেশ করে বলেন, আমি রাসূল ﷺ কে এটা বলতে শুনেছি **من تاهل فى بلد فليصل صلوة المقيم** "যখন কেউ কোন শহরে অবস্থান করে এবং পরিবারবর্গ নিয়ে বসবাস শুরু করে, তখন সে যেন মুকীমের ন্যায় নামায আদায় করে।"

٥٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ الصَّلَاةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ

١٥٢ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ صَحِبَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ، فَصَلَّى عَلَى رَاحِلَتِهِ قَبْلَ الْمَدِيْنَةِ يُوْمِيْ إِيْمَاءً إِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ وَالْوِتْرَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَنْزِلُ لَهُمَا عَنْ دَابَّتِهِ، قَالَ: فَسَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاتِهِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَوَجْهُهُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ؟ فَقَالَ لِيْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّيْ عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ، يُوْمِيْ إِيْمَاءً.

বাব নং ৬৮. ৫৩. বাহনের উপর নামায পড়া

১৫২. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি মক্কা থেকে মদীনা যাওয়ার সময় হযরত ইবনে ওমর (রা)'র সাথী ছিলেন। তিনি নিজের সওয়ারীর উপর বসে মদীনার দিকে মুখ করে নামায আদায় করেন। (রুকু-সিজদার) জন্য তিনি ইশারা করতেন। কিন্তু ফরজসমূহ ও বিতর সওয়ারী থেকে নেমে পড়তেন। মুজাহিদ বলেন, মদীনার দিকে সওয়ারীর মুখ থাকা অবস্থায় (কিবলা থেকে অন্য দিকে) সওয়ারীর উপর নামায পড়া সম্পর্কে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, রাসূল ﷺ সওয়ারীর উপর নফল নামায আদায় করতেন এ অবস্থায় যে, মুখ যেদিকে হোক না কেন এবং তিনি রুকু ও সিজদা ইশারায় আদায় করতেন।

ব্যাখ্যাঃ ইমাম শাফেঈ ও আহমদ (র)'র মতে সফরে নফল ও বিতর নামায সওয়ারীর উপর পড়া যায়। শুধু ফরয নামায মাটির উপর নেমে আদায় করতে হয়। ইমাম শাফেঈ (র) দলীল হিসেবে বুখারী শরীফে হযরত নাফে (রা)'র সূত্রে ইবনে ওমর (রা) বর্ণিত হাদিস পেশ করেন: **كان ابن عمر يصلى على راحلته ويوتر عليها** "হযরত ইবনে ওমর

(রা) সওয়ারীর উপর 'নামায পড়তেন এবং এর উপর বিতরের নামাযও পড়তেন।"[১৫৩] **ويخبران النبى صلى الله عليه وسلم كان يفعله** "এবং নবী করিম ﷺ এরূপ করতেন বলে বর্ণনা করতেন।" ইমাম আবু হানিফা (র)'র মতে নফল নামায সওয়ারীর উপর পড়া যাবে তবে বিনা ওযরে ফরয ও বিতর সওয়ারীর উপর পড়া যাবেনা। মাটিতে নেমে পড়তে হবে। তিনি ইবনে ওমর (রা)'র হাদিস দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন যা তিনটি সহীহ সূত্রে বর্ণিত আছে। প্রথমত মুজাহিদের সূত্রে সুস্পষ্ট বর্ণিত আছে, হযরত ইবনে ওমর বিতর ও ফরয মাটিতে নেমে পড়তেন। দ্বিতীয়ত হোসাইন (র)'র সূত্রে ইমাম মুহাম্মদ (র)'র মুয়াত্তা গ্রন্থে ৩১৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত হাদিস- **فاذا كانت الفريضة او الوتر نزل فصلى** "যখন ফরয অথবা বিতর নামায হতো তখন মাটিতে অবতরণ করতেন অতঃপর নামায পড়তেন।" তৃতীয়ত হযরত নাফে (রা)'র সূত্রে ইমাম তাহাভী (র) উল্লেখ করেছেন, **كان يصلى على راحلته و يوتر بالارض** "সওয়ারীর উপর তিনি (নফল) নামায পড়তেন এবং বিতর মাটিতে পড়তেন।"

মোটকথা সকল ইমামগণের মতে সওয়ারীর উপর নফল নামায পড়া জায়েয। তবে ওয়র বশত ফরয এবং বিতর নামাযও জায়েয আছে।

٥٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ الْـحَثِّ عَلَى الْوِتْرِ

١٥٣ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ أَبِيْ يَعْفُوْرَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ مَنْ حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ زَادَكُمْ صَلَاةً وَهِيَ وِتْرٌ». وَفِيْ رِوَايَةٍ: «إِنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ، وَزَادَكُمُ الْوِتْرَ». وَفِيْ رِوَايَةٍ: «إِنَّ اللهَ زَادَكُمْ صَلَاةَ الْوِتْرِ، وَهِيَ الْوِتْرُ، فَحَافِظُوْا عَلَيْهَا».

বাব নং ৬৯. ৫৪. বিতরের বর্ণনা

১৫৩. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আবু ইয়াফুর থেকে, তিনি ঐ ব্যক্তি থেকে, যিনি বর্ণনা করেছেন ইবনে ওমর (রা) থেকে, ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আল্লাহ তোমাদের উপর ফরয নামাযের পর আর এক নামায অতিরিক্ত করে দিয়েছেন। তা হলো বিতর।

অপর এক রেওয়ায়েতে আছে। আল্লাহ তোমাদের উপর নামায ফরয করেছেন এবং অতিরিক্ত করে দিয়েছেন বিতর।

---

১৫৩. ইমাম বুখারী (র) (২৫৬ হি.), বুখারী শরীফ, খণ্ড. ১, পৃ. ৩৭১, হাদীস নং ১০৪৪, বৈরুত

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, আল্লাহ তোমাদের জন্য এক নামায অতিরিক্ত করে দিয়েছেন, তা হলো বিতর। সুতরাং এর সংরক্ষণ কর। (মুসনদে আহমদ, ১১/৫১৬/৬৯১৯)

ব্যাখ্যা: আইম্মায়ে সালাসা এবং ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র)'র মতে বিতর সুন্নত। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানিফা (র)'র মতে বিতর ওয়াজিব। তিনি দলীল হিসাবে উপরোক্ত হাদিস ছাড়া আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত বুরাইদার হাদিস পেশ করেন-

قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا-

"বুরাইদা (রা) বলেন, আমি রাসূল ﷺকে বলতে শুনেছি, বিতর ওয়াজিব। যে বিতর পড়বে না সে আমাদের দলভূক্ত নয় (কথাটি তিনবার বলেছেন)।[১৫৪]

হযরত আবু সাঈদ খুদুরী (রা) থেকে বর্ণিত- **قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره او نسيه فليصله اذا اصبح اوذكره** "রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, কেউ বিতর না পড়ে ঘুমিয়ে গেলে কিংবা ভুলে গেলে সে যেন সকালে উঠে পড়ে অথবা যখন মনে পড়বে তখন পড়ে নেয়।"[১৫৫] উক্ত হাদিসে বিতরকে কাযা করতে বলা হয়েছে, ওয়াজিব ছাড়া কাযা নেই। সুতরাং বিতর নামায ওয়াজিব। তাছাড়া কোন রেওয়ায়েতে বিতর সম্পর্ক **زادكم** বলা হয়েছে আবার কোন রেওয়ায়েতে -**امدكم** বলা হয়েছে। এগুলোর সম্পর্ক আল্লাহর দিকে। অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের জন্য বিতর নামায অতিরিক্ত করেছেন। "আল্লাহ অতিরিক্ত করেছেন" দ্বারা ওয়াজিব বুঝায়। যদি নবী ﷺ'র দিকে সম্পর্কিত হতো তবে সুন্নত বুঝাতো।

١٥٤ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حَمْزَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيًّا ﷺ عَنِ الْوِتْرِ: أَحَقٌّ هُوَ؟ قَالَ: أَمَّا كَحَقِّ الصَّلَاةِ، فَلَا، وَلَكِنْ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَلَا يَنْبَغِيْ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَهُ.

১৫৪. অনুবাদ: ইমাম আবু হানিফা আবু ইসহাক থেকে, তিনি আসিম ইবনে হামযা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি হযরত আলী (রা)'র নিকট বিতর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি যে, এই নামায কি হক (ওয়াজিব)? তিনি বলেন, অন্যান্য নামাযের ন্যায় হক নয়, তবে

১৫৪. ইমাম আবু দাউদ (র) আবু দাউদ শরীফ, খণ্ড. ১, পৃ. ২০১
১৫৫. ইমাম বায়হাকী (র), (৪৮৫ হি.) সুনানে সগীর, খণ্ড. ২, পৃ. ১৮৬, হাদীস নং ৫৮৬, বৈরুত

রাসূল ﷺ'র সুন্নত। সুতরাং এই নামায ত্যাগ করা কারো জন্য উচিত নয়। (সুনানে নাসাঈ, ৩/২৩৫/১৭০০)

ব্যাখ্যাঃ উপরোক্ত হাদিস বিতরের গুরুত্ব প্রমাণ করে। যদিও তা ফরযের ন্যায় অকাট্য দলীল দ্বারা সাব্যস্ত নয় বলে ফরয হয়নি, কিন্তু নবী করিম ﷺ'র সুন্নত দ্বারা প্রমাণিত বলে তা অবশ্যই ওয়াজিব। ফলে এটা ত্যাগ করা কারো জন্য জায়েয নয়।

١٥٥ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُوْتِرُ بِثَلَاثٍ، يَقْرَأُ فِي الْأُوْلَىٰ: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ، وَفِي الثَّانِيَةِ: بِقُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ، وَفِي الثَّالِثَةِ: بِقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُوْلَىٰ مِنَ الْوِتْرِ: بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ، وَفِي الثَّانِيَةِ: بِأُمِّ الْكِتَابِ وَقُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ، وَفِي الثَّالِثَةِ: بِأُمِّ الْكِتَابِ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ بِثَلَاثٍ.

১৫৫. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি আসওয়াদ থেকে, তিনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বিতরের তিন রাকাত আদায় করতেন। প্রথম রাকাতে **سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ** দ্বিতীয় রাকাতে **قُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ** এবং তৃতীয় রাকাতে **قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ** পাঠ করতেন।

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে। রাসূল ﷺ বিতরের প্রথম রাকাতে **الحمدلله** এবং **سبح اسم ربّك الاعلى** দ্বিতীয় রাকাতে **الحمدلله** এবং **قُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ** এবং তৃতীয় রাকাতে **الحمدلله** ও **قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ** পাঠ করতেন।

অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, রাসূল ﷺ বিতর তিন রাকাত পড়তেন।

ব্যাখ্যাঃ বিতর নামায কত রাকাত এটা নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা (র)'র মতে বিতর তিন রাকাত। ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেঈ (র)'র মতে বিতর এক রাকাত। উভয় দল বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত ইবনে ওমর (রা)'র হাদিস দলীল হিসেবে পেশ করে থাকেন। যেমন এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ'র নিকট রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন- **مثنى مثنى فاذا خشيت الصبح فصل ركعة توتر لك**

صلوتك "রাতের নামায দু'রাকাত, যখন তুমি ভোর হওয়ার আশংকা কর, তখন এক রাকাত পড়ে নাও। এতে তোমার বিতর নামায হয়ে যাবে।"

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে **فاوتروا بواحدة** "এক রাকাত মিলিয়ে দু'রাকাতকে বিতর করে নাও।"

ইমাম আবু হানিফা (র) স্বীয় মাযহাবের পক্ষে কতিপয় জোড়ালো দলীল পেশ করেছেন। **প্রথমতঃ** হাদিস **يوتر بثلاث** "রাসূল ﷺ বিতর তিন রাকাত পড়তেন।" অতঃপর প্রত্যেক রাকাতের জন্য পৃথক কিরাত নির্ধারিত ছিল এবং পৃথক তকবীরে তাহরিমা ছাড়া তৃতীয় রাকাত মিলিয়ে পড়ার বিধান জারী ছিল। **দ্বিতীয়তঃ** বুখারী ও মুসলিম শরীফের শর্ত অনুযায়ী হাকেম হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন- **كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لايسلم الافى اخرهن** "রাসূল ﷺ বিতর তিন রাকাত পড়তেন এবং শেষে সালাম ফিরাতেন।"[১৫৬] **তৃতীয়তঃ** নাসাঈ শরীফে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে- নবী করিম ﷺ বিতরের দু'রাকাতে সালাম ফিরাতেন না" **চতুর্থতঃ** দারেকুতনী ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, **وتر الليل ثلاث كوتر النهار صلوة المغرب** "রাতের বিতর নামায হলো দিনের বিতর নামায মাগরিবের ন্যায় তিন রাকাত"[১৫৭], **পঞ্চমতঃ** ইমাম তাহাভী (র) আবু খালিদ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আবুল আলিয়াকে বিতর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন তিনি বলেছেন- সাহাবায়ে কিরাম আমাদেরকে মাগরিবের নামাযের মত বিতর শিক্ষা দিয়েছেন। এটা হলো রাতের বিতর আর মাগরিব হলো দিনের বিতর। **ষষ্ঠতঃ** ইমাম বুখারী (র) কাসিম ইবনে মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন:- আমরা লোকদেরকে বিতর তিন রাকাত পড়তে দেখেছি। **সপ্তমতঃ** হযরত ওমর (রা)'র আমলও এরূপ ছিল। হাকেম মুস্তাদরাক গ্রন্থে হাবীবে মুয়াল্লিম থেকে বর্ণনা করেন যে, কোন এক ব্যক্তি হযরত হাসান (রা)'র নিকট বলেন, ইবনে ওমর (রা) বিতরে দু'রাকাতের পর সালাম ফিরিয়ে থাকেন। তখন হযরত হাসান (রা) বলেন, হযরত ওমর (রা) ইবনে ওমর (রা) থেকে অধিক ফকীহ ছিলেন। তিনি দু'রাকাতের পর তাকবীর বলে উঠে যেতেন। **অষ্টমতঃ** ইবনে আবি শায়বা হযরত

১৫৬. হাকেম, মুস্তাদরাক, খণ্ড. ১, পৃ. ৪৪৭, হাদীস নং ১১৪০, বৈরুত
১৫৭. দারেকুতুনী, খণ্ড. ২, পৃ. ২৭, হাদীস নং ১

হাসান (রা) থেকে বর্ণনা করেন- **اجتمع المسلمون على ان الوتر ثلاث لا يسلم الا فى اخر منها** "জমহুর মুসলমান ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, বিতর হলো তিন রাকাত এবং নামাযের শেষে ছাড়া কেউ সালাম ফিরায়নি।" **নবমতঃ** ইমাম মুহাম্মদ (র) মুয়াত্তায় হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, এক রাকাত কখনো যথেষ্ট নয়।

এবার উভয় ইমামের দলীল বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। **فاوتروا بواحدة** অথবা **توترلك صلوتك** হাদিস দু'টি যদি শাফেঈ ও মালেকী মাযহাবের দলীল হয়, তাহলে হানাফী মাযহাবেরও দলীল হবে। কেননা এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, ঐ দু'রাকাত নামাযের সাথে আরো এক রাকাত মিলিয়ে তিন রাকাত বিতর করে নাও। নতুন তাকবীরে তাহরীমার মাধ্যমে বিতরকে এক রাকাত হিসেবে পৃথক আদায় করা উদ্দেশ্য নয়। এটা শুধু মনের খেয়াল ও ধারণা। সুতরাং উভয় অর্থবোধক হাদিস কীভাবে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হতে পারে?

এছাড়াও হানাফী মাযহাবের পক্ষে বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা (রা) থেকে হাদিস বর্ণিত আছে-

انه سأل عائشة رضى الله عنها كيف كانت صلوة رسول الله ﷺ فى رمضان فقالت ما كان رسول الله ﷺ يزيد فى رمضان ولا فى غيره على احدى عشرة ركعة يصلى اربعًا فلاتسئل عن حسنهن وطولهن ثم يصلى اربعًا فلا تسئل عن حسنهن وطولهن ثم يصلى ثلاثا الخ-

"আবু সালমা ইবনে আব্দুর রহমান (র) আয়েশা (রা)কে জিজ্ঞাসা করেন, রমযান মাসে রাসূল ﷺ'র নামায কেমন ছিল? তিনি বললেন, রাসূল ﷺ রমযান মাসে এবং অন্যান্য সময় (রাতের বেলা) এগার রাকাতের বেশী নামায আদায় করতেন না। তিনি (প্রথমে) চার রাকাত নামায পড়তেন। তুমি সেই নামাযের সৌন্দর্য ও দীর্ঘত্ব সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করোনা। তারপর চার রাকাত নামায পড়তেন, এর সৌন্দর্য ও দীর্ঘত্ব সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করোনা। অতঃপর তিনি তিন রাকাত (বিতর) নামায পড়তেন।"[১৫৮] এই হাদিসেও আট রাকাত তাহাজ্জুদ নামাযের সাথে রাসূল ﷺ তিন রাকাত বিতর পড়ার উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং ইমাম আবু হানিফা (র)'র মাযহাবই অধিক বিশুদ্ধ।

---

১৫৮. ইমাম বুখারী (র) (২৬১ হি.) সহীহ বুখারী, খণ্ড. ১, পৃ. ১৫৪, হাদিস নং ১০৮১

١٥٦ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ زُبَيْدِ بْنِ الْحَرْثِ الْيَامِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبْزَىٰ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِيْ وِتْرِهِ: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ، وَقُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ فِي الثَّانِيَةِ، وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ فِي الثَّالِثَةِ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُوْلَىٰ: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ، وَفِي الثَّانِيَةِ: قُلْ لِلَّذِيْنَ يَعْنِيْ: قُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ، فَهٰكَذَا فِيْ قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، وَفِي الثَّالِثَةِ: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُوْلَىٰ: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ، وَفِي الثَّانِيَةِ: قُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ، وَفِي الثَّالِثَةِ: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: كَانَ يُوْتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، يَقْرَأُ فِيْهَا: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ، وَقُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ، وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ.

১৫৬. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা যুবাইদ ইবনে হারেস থেকে, তিনি আবু ওমর থেকে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনে আবযা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ স্বীয় বিতর নামাযে (প্রথম রাকাতে) সূরা আ'লা, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা কাফেরুন এবং তৃতীয় রাকাতে **قل هو الله احد** পাঠ করতেন।

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, নবী করিম ﷺ বিতরের প্রথম রাকাতে সূরা আ'লা, দ্বিতীয় রাকাতে কাফেরুন পাঠ করতেন। ইবনে মাসউদ (রা) এরূপ পাঠ করেছেন এবং তৃতীয় রাকাতে **قل هو الله احد** পাঠ করতেন।

অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, রাসূল ﷺ বিতরের প্রথম রাকাতে সূরা আ'লা, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা কাফিরূন এবং তৃতীয় রাকাতে **قل هو الله احد** পাঠ করতেন।

অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ বিতর তিন রাকাত আদায় করতেন। প্রথম রাকাতে সূরা আ'লা, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা কাফিরূন এবং তৃতীয় রাকাতে **قل هو الله احد** পাঠ করতেন।

١٥٧ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيْ نَضْرَةَ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا فَصْلَ فِي الْوِتْرِ».

১৫৭. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আবু সুফিয়ান থেকে, তিনি আবু নাদ্বরা থেকে, তিনি আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, বিতর নামাযে (নতুন তাহরীমার মাধ্যমে) কোন বিভক্তি নেই।

١٥٨ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، يَقُوْلُ: «اَلْوِتْرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ مُسْخَطَةٌ لِلشَّيْطَانِ، وَأَكْلُ السَّحُوْرِ مَرْضَاةُ الرَّحْمٰنِ».

১৫৮. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, প্রথম রাতের বিতর শয়তানকে রাগান্বিত করে এবং (মধ্যরাতে) সাহ্‌রী খাওয়া আল্লাহর সন্তুষ্টির উপায়।

ব্যাখ্যাঃ প্রথম রাতের বিতর শয়তানের রাগের কারণ হলো- এর দ্বারা তার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ধোকা দেওয়ার সমস্ত কৌশল ব্যর্থ হয়ে যায়। যদি নামাযী শুয়ে যায় এবং গভীর নিদ্রার কারণে বিতর কাযা হয়ে যায় তখন শয়তান আনন্দ লাভ করে এবং সফল হয়। কিন্তু প্রথম রাতে বিতর আদায় করা হলে শয়তান অসন্তুষ্ট ও ক্রোধান্বিত হয়।

সাহরীর ফযীলত সম্পর্কে অনেক সহীহ হাদিস রয়েছে। প্রথমত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে **فى اكل السحور بركة** "সাহরী খাওয়ার মধ্যে বরকত রয়েছে।" একদিকে রাসূল ﷺ'র অনুসরণের মধ্যে মঙ্গল ও বরকত রয়েছে, অপর দিকে সাহ্‌রী খাওয়ার ফলে রোযা পালনকারী দুর্বল হয়না। সুস্থ ও সবল দেহে ইবাদত ও অন্যান্য কাজ সম্পন্ন করতে পারে।

١٥٩ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ أَبِيْ عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ، عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ ﷺ، قَالَ: أَوْتَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَوَّلَ اللَّيْلِ، وَأَوْسَطَهُ، وَآخِرَهُ، لِكَيْ يَكُوْنَ وَاسِعًا عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ، أَيَّ: ذَلِكَ أَخَذُوْا بِهِ كَانَ صَوَابًا، غَيْرَ أَنَّهُ مَنْ طَمِعَ لِقِيَامِ اللَّيْلِ، فَلْيَجْعَلْ وِتْرَهُ فِيْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَفْضَلُ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: عَنْ أَبِيْ عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَأَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ ﷺ، أَنَّهُمَا قَالَا: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُوْتِرُ أَحْيَانًا أَوَّلَ اللَّيْلِ، وَأَوْسَطَهُ، وَآخِرَهُ، لِيَكُوْنَ سَعَةً لِلْمُسْلِمِيْنَ.

১৫৯. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি আবু আব্দুল্লাহ জাদলী থেকে, তিনি আবু মাসউদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ প্রথম রাতে, মধ্যরাতে এবং শেষ রাতে বিতর নামায আদায় করেছেন। যাতে এ নামায আদায় করার জন্য মুসলমানদের দীর্ঘ সময় হাতে থাকে। এর মধ্যে যে কোন সময় এই নামায আদায় করলে চলবে। অবশ্য যে ব্যক্তি রাতে (তাহাজ্জুদের জন্য) জাগ্রত হওয়ার ব্যাপারে একান্ত ভরসা থাকে, তার জন্য শেষ রাতে বিতর পড়া উচিত। কেননা (এরূপ ব্যক্তির জন্য) শেষ রাতে বিতর পড়া উত্তম।

অন্য এক রেওয়ায়েতে উকবা ইবনে আমির (রা) এবং আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ কখনো প্রথম রাতে, কখনো মধ্যরাতে এবং কখনো শেষ রাতে বিতর আদায় করতেন। যাতে এ বিষয়ে মুসলমানগণ স্বাধীন থাকে এবং যথেষ্ট সময় পায়। (মুসলিম, ২/১৬৮/১৭৭১)

٥٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

١٦٠ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَلَّى صَلَاةً إِمَّا الظُّهْرَ وَإِمَّا الْعَصْرَ، فَزَادَ أَوْ نَقَصَ، فَلَمَّا فَرَغَ وَسَلَّمَ، فَقِيْلَ: أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ أَمْ نَسِيْتَ؟ قَالَ: «إِنِّيْ أَنْسَىٰ كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيْتُ فَذَكِّرُوْنِيْ»، ثُمَّ حَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَتَشَهَّدَ فِيْهَا، ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ.

বাব নং ৭০. ৫৫. সাহু সিজদার বর্ণনা

১৬০. অনুবাদ: ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি আলকামা থেকে, তিনি ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ একবার যোহর অথবা আসর নামায পড়ালেন এবং এতে কিছু কম-বেশী করেন। তিনি নামায শেষ করলে আরয করা হলো- নামাযের কি কোন নতুন আহকাম জারী হলো, না আপনি ভুলে গিয়েছেন? তখন তিনি এরশাদ করেন, আমি তোমাদের মত ভুলে যাই। সুতরাং আমাকে যখন ভুলিয়ে দেওয়া হয়, তখন তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেবে। অতঃপর তিনি কিবলার দিকে মুখ করে ভুলের জন্য দু'টি সিজদা করেন এবং এতে তাশাহহুদ পাঠ করেন। এরপর ডানে ও বামে সালাম ফিরান।

ব্যাখ্যা: উপরোক্ত হাদিসে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, রাসূল ﷺ কথা বলার পর কিভাবে সাহু সিজদা আদায় করলেন? অথচ নামাযে কথা বললে নামায ফাসেদ হয়ে যায়। এর উত্তর হলো- এই ঘটনা তখনকার যখন নামাযে কথা বলা জায়েয ছিল। হযরত ইবনে মাসউদ (রা)'র হাদিসে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। আর মুক্তাদী যেহেতু ইমামের আওতাধীন তাই মুক্তাদীর নামাযে কোন ত্রুটি হবে না।

ইমাম আবু হানিফা (র)'র মতে সাহু সিজদা সাধারণত ডান দিকে সালামের পর দিতে হয়। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেঈ (র)'র মতে সাধারণভাবে সালাম ফিরানোর পূর্বে দিতে হয়। ইমাম মালিক (র) 'র মতে নামাযে যদি কোন কম্‌তি হয় তবে সালামের পূর্বে আর যদি নামাযে কিছু বৃদ্ধি হয় তবে সালামের পরে দিতে হয়। অর্থাৎ القبل بالنقصان

والبعدبالزيادة। ইমাম আহমদ (র)'র মতে রাসূল ﷺ থেকে যেসব ব্যাপারে সাহু সিজদা সালামের পূর্বে সাব্যস্ত আছে তা পূর্বে হবে আর যেসব ক্ষেত্রে সালামের পরে সাব্যস্ত আছে সে সবক্ষেত্রে সালামের পরে দিতে হবে। তিরমিযী শরীফ ব্যতীত বাকী সব সিহাহ্ সিত্তাহ্ গ্রন্থে ইবনে মসউদ (রা) থেকে মরফু হাদিস বর্ণিত আছে- واذا شك احدكم فى صلوته فليحر الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين "তোমাদের কারো যদি নামাযে সন্দেহ হয় তবে চিন্তা করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছে নামায পূর্ণ কর অতঃপর সালাম ফিরাও তারপর দু'টি সিজদা কর।"[১৫৯]

٥٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ

١٦١ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِيَاضٍ الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ فِيْ ص.

বাব নং ৭১. ৫৬. তিলাওয়াতে সিজদার বর্ণনা

১৬১. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা সিমাক থেকে, তিনি ইয়ায আশআরী থেকে, তিনি আবু মুসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ সূরা সা'দ এ সিজদা করেছেন। (নাসাঈ, ২/১৫৯/৯৫৭)

ব্যাখ্যাঃ হযরত দাউদ (আ)'র অনুসরণ করে রাসূল ﷺ এই সিজদা আদায় করেছেন। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালিক (র) এ আয়াতকে সিজদার আয়াত হিসাবে গ্রহণ করেন। কিন্তু ইমাম শাফেঈ (র) তা সিজদার আয়াত হিসাবে গ্রহণ করেননি। তিনি বুখারী শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদিস দ্বারা দলীল পেশ করেন। এতে বলা হয়েছে- সূরা সা'দ এর সিজদা আবশ্যকীয় নয়। দ্বিতীয়ত আবু দাউদে হযরত আবু সাঈদ খুদুরী (রা) বর্ণিত হাদিসে আছে- রাসূল ﷺ খুৎবা পড়ার সময় সূরা সা'দ তিলাওয়াত করেন এবং সিজদা আদায় করেন। সাহাবায়ে কিরামও সিজদা করেন। পুনরায় তিনি একই আয়াত তিলাওয়াত করলে, সাহাবায়ে কিরাম সিজদার জন্য প্রস্তুত হলে, তিনি বলেন, এটা তো ছিল নবীর তাওবা। তবে উপরোক্ত দু'হাদিস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে মাযহাব প্রমাণিত হয়না। কারণ আবশ্যকীয় না হওয়ার অর্থ ফরযের মধ্যে গণ্য না হওয়া বরং ওয়াজিব হিসেবে গণ্য হবে যা শুকরিয়া হিসেবে হযরত দাউদ (আ.)'র ইকতিদা বা অনুসরণে ওয়াজিব হয়েছে। তৃতীয়তঃ হাদিসে যে সিজদার কথা বলা হয়েছে, এটা হলো নবী করিম ﷺ'র সিজদা, এটাও ওয়াজিব হওয়াকে বাতিল

১৫৯. ইমাম বুখারী (র) বুখারী শরীফ, খণ্ড. ১, পৃ. ৫৭-৫৮ কিতাবুস সালাত

করেনা। কেননা সমস্ত ফরয-ওয়াজিব আল্লাহর-নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন স্বরূপ ফরয-ওয়াজিব করা হয়েছে। সুতরাং এটা এগুলোর মধ্যে একটি। ইমাম আবু হানিফা (র) ইমাম আহমদ (র)'র হাদিস দ্বারা দলীল পেশ করেছেন। তিনি বকর ইবনে আব্দুল্লাহ আল মুযনী (র)'র সূত্রে আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন:- আমি স্বপ্নে সূরা সা'দ লিখেছিলাম যখন সিজদার আয়াতে পৌঁছলাম, তখন দেখতে পেলাম যে, দোয়াত-কলম সহ যা কিছু আশে-পাশে ছিল, সমস্ত কিছুই মাথানত করে সিজদা দিচ্ছে। এই ঘটনা আমি রাসূল ﷺ'র নিকট বর্ণনা করি। এরপর থেকে তিনি সিজদা করতে থাকেন। এর দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত ঘটনার পর সিজদার এই আমল অব্যাহত থাকে।

সিজদায়ে তিলাওয়াত আইম্মায়ে সালাসা তথা ইমাম মালিক, ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমদ (র)'র মতে সুন্নত। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানিফা (র)'র মতে ওয়াজিব। আইম্মায়ে সালাসার দলীল হল- তিরমিযী শরীফের হাদিস- হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত- قرات على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها

"আমি রাসূল ﷺ'র সামনে সূরা নাজম তিলাওয়াত করেছি কিন্তু তিনি সিজদা দেননি।"[১৬০] আবু হানিফা (র)'র পক্ষ হতে এর উত্তর হল-তিনি তৎক্ষণিক সিজদা দেননি। তাৎক্ষণিক সিজদা করা আহনাফের নিকটও ওয়াজিব নয়। হানাফীদের দলীল সকল আয়াতে সিজদা যেগুলোর মধ্যে সীগাহে আমর বিদ্যমান, আর আমর পালন করা ওয়াজিব। সুতরাং তিলাওয়াতে সিজদা ওয়াজিব।

অতঃপর হানাফী ও শাফেঈগণের তিলাওয়াতে সিজদা চৌদ্দটি হওয়ার ক্ষেত্রে একমত থাকলেও নির্ধারণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। শাফেঈদের মতে সূরা সা'দ -এ সিজদা নেই। এর পরিবর্তে তারা সূরা হাজ্জ-এ দু'টি সিজদা গণ্য করেন। পক্ষান্তরে হানাফীগণ সূরা সা'দ এ একটি এবং সূরা হাজ্জ-এ একটি নির্ধারণ করেন।

٦٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مَنْعِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ

١٦٢ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ: أَنَّهُ لَمَّا قَدِمَ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ سَلَّمَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَهُوَ يُصَلِّيْ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ: أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ سَخَطِ نِعْمَةِ اللهِ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَمَا ذَاكَ»؟! قَالَ: سَلَّمْتُ عَلَيْكَ، فَلَمْ تَرُدَّ عَلَيَّ، قَالَ: «إِنَّ فِيْ الصَّلَاةِ لَشُغْلًا»، فَلَمْ نَرُدَّ السَّلَامَ عَلَى احَدٍ مِنْ يَوْمِئِذٍ.

১৬০. তিরমিযী, খণ্ড. ২, পৃ. ৪৬৬, হাদীস নং ৫৭৬

বাব নং ৭২. ৬০. নামাযে কথা বলা নিষেধ

১৬২. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি আবু ওয়ায়েল থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি যখন আবিসিনিয়া হতে আগমণ করেন, তখন রাসূল ﷺ কে নামাযে রত অবস্থায় সালাম পেশ করেন। তিনি সালামের উত্তর দেন নি। তিনি নামায থেকে অবসর হলে ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমি আল্লাহর নিয়ামত তথা রাসূল ﷺ'র ক্রোধ থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। রাসূল ﷺ বললেন, আশ্রয় চাওয়ার কারণ কি? ইবনে মাসউদ (রা) আরয করলেন, আমি আপনাকে সালাম দিয়েছি কিন্তু আপনি এর উত্তর দান করেন নি (ফলে আমি চিন্তিত হয়ে পড়েছি) তখন নবী করিম ﷺ বলেন- নিশ্চয়ই নামাযে আল্লাহর প্রতি একাগ্রতা ও বিনয় সৃষ্টি হয়ে থাকে। ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, এরপর থেকে আমরা নামাযের মধ্যে কারো সালামের জওয়াব দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছি।

ব্যাখ্যাঃ এই হাদিসের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে নামাযের মধ্যে কথা-বার্তা এবং সালামের জওয়াব দেওয়া জায়েয ছিল। ইসলামের অগ্রগতি ও উন্নতির সাথে সাথে কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। তাই ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইসলামের প্রথম যুগে আমরা নামাযে কথা-বার্তা বলতাম। কিন্তু পবিত্র কুরআনের আয়াত **وقوموا لله قانتين** (আল্লাহর জন্য নামাযে চুপ হয়ে দাঁড়াও) নাযিল হলে আমাদের উপর নিরব থাকার নির্দেশ হয় এবং আমরা নামাযে কথা বলা বন্ধ করে দেই।

١٦٣ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ، وَأَنَا نَائِمَةٌ إِلَى جَنْبِهِ، وَجَانِبُ الثَّوْبِ وَاقِعٌ عَلَيَّ.

১৬৩. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি আসওয়াদ থেকে, তিনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী করিম ﷺ রাতে নামায আদায় করতেন আর আমি তাঁর পাশে এমনভাবে শুয়ে থাকতাম, (তাঁর) কাপড়ের একাংশ আমার উপর পড়ে থাকত।

٦١ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ التَّسْبِيْحِ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقِ لِلنِّسَاءِ

١٦٤ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ سَنَّ فِي الصَّلَاةِ إِذَا نَابَهُمْ فِيْهِ شَيْءٌ: اَلتَّسْبِيْحَ لِلرَّجُلِ، وَالتَّصْفِيْقَ لِلنِّسَاءِ.

বাব নং ৭৩. ৬১. নামাযে ভুল প্রকাশ করার জন্য পুরুষের তাসবীহ এবং মহিলাদের হাতে তালি দেওয়া

১৬৪. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা নাফে থেকে, তিনি ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ নামাযের মধ্যে এই পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন যে, যখন তাদের (মুক্তাদীদের) নামাযে কোন ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, (যার উপর ইমামকে লোকমা দিতে হয়) তা হলে পুরুষরা তাসবীহ তথা সুবহানাল্লাহ বলবে আর মহিলারা হাতের উপর হাত রেখে আওয়ায দিবে। (আল মু'জামুল কবীর, ৬/১৩৮/৫৭৬৫)

ব্যাখ্যাঃ মহিলাদের জন্য উচ্চস্বরে আওয়ায করে তাসবীহ বলা এই জন্য নিষেধ করা হয়েছে, যাতে তাদের আওয়ায অন্য পুরুষ শুনতে না পায়। তাই কোন কোন আলিমের মতে মহিলাদের কণ্ঠস্বরও সতরের মধ্যে গণ্য।

٦٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَمَا لَا يَقْطَعُ

١٦٥ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَمَّا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، فَقَالَتْ: يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ! تَزْعُمُوْنَ أَنَّ الْحِمَارَ وَالْكَلْبَ وَالسِّنَّوْرُ يَقْطَعُوْنَ الصَّلَاةَ، قَرَنْتُمُوْنَا بِهِمْ، إِذْرَأْ مَا اسْتَطَعْتَ، كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ وَأَنَا نَائِمَةٌ إِلَىٰ جَنْبِهِ، عَلَيْهِ ثَوْبٌ جَانِبُهُ عَلَيَّ.

বাব নং ৭৪. ৬২. কিসে নামায ভঙ্গ হয় আর কিসে ভঙ্গ হয় না

১৬৫. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি আসওয়াদ ইবনে ইয়াযিদ থেকে, তিনি হযরত আয়েশা (রা) কে নামায ভঙ্গকারী বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে তিনি বলেন, হে ইরাকবাসী! তোমরা মনে করেছ গাধা, কুকুর ও বিড়াল (নামাযীর) সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে নামায ভঙ্গ হয়ে যায়। সম্ভবত তোমরা আমাদেরকে তাদের সাথে মিলিয়ে দিয়েছ। যতটুকু সম্ভব নামাযের সামনে দিয়ে যাতায়াতকারীকে বাধা প্রদান কর। কেননা নবী করিম ﷺ নামায আদায় করতেন আর আমি তাঁর পাশে শুয়ে থাকতাম। তাঁর কাপড়ের একাংশ আমার উপর পড়ে থাকত।

ব্যাখ্যাঃ উপরোক্ত বিষয়ে সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ বলেছেন, নামাযীর সামনে যদি সুতরা না থাকে, তাহলে মহিলা, গাধা ও কাল কুকুর সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। এই হাদিসের আলোকে যাহিরীয়াদের মত হলো- এগুলো নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা নামায ভঙ্গের কারণ। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেঈ (র)'র মাযহাব হলো এর দ্বারা নামায ভঙ্গ হবে না। ইমাম

আহমদ (র) মহিলা ও গাধার ব্যাপারে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করেন নি, তবে কুকুরের বেলায় নামায ভঙ্গের পক্ষে মত দিয়েছেন।

হাদিসে নামায ভঙ্গ দ্বারা ইমামগণ নামাযে ভীতি, বিনয় ও একাগ্রতা দূরীভূত হওয়াকে বুঝিয়েছেন, প্রকৃত নামায ভঙ্গ হওয়া নয়। কারণ এতে নামায ভঙ্গ না হওয়ার উপর সিহাহ সিত্তাহ্ এ বর্ণিত বিশুদ্ধ হাদিস বিদ্যমান।

সুতরা বলা হয় নামাযীর সামনে কোন বস্তু দিয়ে আড়াল করা। এর দ্বারা দু'টি উপকার হয়। এক. নামাযীর দৃষ্টি সুতরার বাইরে যাবে না। দুই. নামাযীর সামনে দিয়ে চলন্ত ব্যক্তি গুনাহ থেকে বাঁচবে। ইমাম নববী (র) বলেন, সুতরা দু'হাত লম্বা হওয়া প্রয়োজন। হেদায়া প্রণেতা বলেন এক হাত হলেই হবে এবং অঙ্গুলি পরিমাণ মোটা হতে হবে। ইমাম আহমদ (র)'র মতে খত্ টেনে নিলেও সুতরা হয়ে যাবে। যদি কোন উট কিংবা অন্য কোন জন্তু সামনে থাকে তবে তাও যথেষ্ট হবে। সুতরাকে নাক সোজা না গেঢ়ে একটু ডানে কিংবা বামে করে গাঢ়তে হবে। ইবনে হুম্মাম (র) হাদিস বর্ণনা করেন-

عن المقداد بن الاسود قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى على عود ولا عمود ولا شجرة الاجعله الى حاجبه الايمن او الا يسر يعمدله عمدًا-[১৬১]

٦٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صَلَاةِ الْكُسُوْفِ

١٦٦ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ﷺ، قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَخَطَبَ، فَقَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا تَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوْا، وَادْعُوْا اللهَ وَكَبِّرُوْهُ، وَسَبِّحُوْهُ حَتَّى يَنْجَلِيَ: أَيُّهُمَا انْكَسَفَ، ثُمَّ نَزَلَ رَسُوْلُ اللهُ ﷺ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ».

বাব নং ৭৫. ৬৩. সূর্য গ্রহণের নামায

১৬৬. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি আলকামা থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ'র পুত্র হযরত ইব্রাহীম (রা)'র মৃত্যুর দিন সূর্যগ্রহণ হয়। তখন তিনি দাঁড়িয়ে খুৎবা প্রদান করে বলেন, সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নির্দশন সমূহের একটি নির্দশন। এতে কারো জন্ম-মৃত্যুর কারণে গ্রহণ

১৬১. গোলাম রাসূল সাঈদী, শরহে সহীহ মুসলিম, উর্দূ, গুজরাট, পৃ. ১৩২৩

লাগেনা। সুতরাং যখন তোমরা এতে গ্রহণ লাগতে দেখ, তখন নামায পড়, আল্লাহর হাম্দ বর্ণনা কর, তাকবীর বল, তাসবীহ পড়, ফলে গ্রহণ দূরীভূত হয়ে যাবে। অতঃপর তিনি মিম্বর থেকে নেমে দু'রাকাত (কুসুফের নামায) আদায় করেন। (বুখারী, ২/৩৯/১০৬০)

١٦٧ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عَمْرٍو ﷺ، قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ النَّاسُ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيْمَ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ قِيَامًا طَوِيْلًا حَتَّى ظَنُّوْا أَنَّهُ لَا يَرْكَعُ، ثُمَّ رَكَعَ، فَكَانَ رُكُوْعُهُ قَدْرَ قِيَامِهِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَكَانَ قِيَامُهُ قَدْرَ رُكُوْعِهِ، ثُمَّ سَجَدَ قَدْرَ قِيَامِهِ، ثُمَّ جَلَسَ، فَكَانَ جُلُوْسُهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَدْرَ سُجُوْدِهِ، ثُمَّ سَجَدَ قَدْرَ جُلُوْسِهِ، ثُمَّ صَلَّى الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ، فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ مِنْهَا، بَكَى، فَاشْتَدَّ بُكَاؤُهُ، فَسَمِعْنَا، وَهُوَ يَقُوْلُ: «أَلَمْ تَعِدْنِيْ أَنْ لَا تُعَذِّبَهُمْ وَأَنَا فِيْهِمْ، ثُمَّ جَلَسَ، فَتَشَهَّدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، يُخَوِّفُ اللهُ بِهِمَا عِبَادَهُ لَا يَكْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنِيْ أُدْنِيْتُ مِنَ الْجَنَّةِ حَتَّى لَوْ شِئْتُ أَنْ أَتَنَاوَلَ غُصْنًا مِنْ أَغْصَانِ شَجَرِهَا فَعَلْتُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنِيْ أُدْنِيْتُ مِنَ النَّارِ حَتَّى جَعَلْتُ أَتَّقِيْ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ سَارِقَ رَسُوْلِ اللهِ».

وَفِيْ رِوَايَةٍ: «سَارِقَ بَيْتِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يُعَذَّبُ بِالنَّارِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ فِيْهَا عَبْدَ بْنِ دَعْدَعٍ سَارِقَ الْحُجَّاجِ بِمِحْجَنِهِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ فِيْهَا امْرَأَةً أَدْمَاءَ حِمْيَرِيَّةً تُعَذَّبُ فِيْ هِرَّةٍ لَهَا رَبَطَتْهَا، فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ وَحَشَرَاتِهَا».

وَفِيْ رِوَايَةٍ: نَحْوُهُ، وَفِيْهِ: «لَقَدْ رَأَيْتُ عَبْدَ بْنَ دَعْدَعٍ سَارِقَ الْحَاجِّ بِمِحْجَنِهِ، فَكَانَ إِذَا خَفِيَ ذَهَبَ، وَإِذَا رَآهُ أَحَدٌ، قَالَ: إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِيْ».

وَفِيْ رِوَايَةٍ: «كَانَ إِذَا خَفِيَ لَهُ شَيْءٌ ذَهَبَ بِهِ، وَإِذَا ظَهَرَ عَلَيْهِ، قَالَ: إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِيْ».

১৬৭. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আতা থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ'র পুত্র ইব্রাহীম (রা)'র ইন্তেকালের দিন সূর্যগ্রহণ হয় (লোকজন বলতে লাগল যে, এ কারণেই সূর্য গ্রহণ লেগেছে)। তখন নবী করিম ﷺ নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে যান এবং এত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত নামাযে দাঁড়িয়ে থাকেন যে, যার ফলে লোকজন মনে করেন তিনি রুকু করবেন না। তারপর রুকুতে গিয়ে কিয়ামের ন্যায় দীর্ঘ সময় ব্যয় করেন। অতঃপর রুকু থেকে মাথা মোবারক উত্তোলন করেন এবং রুকুর ন্যায় দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করেন। এরপর সিজদা করেন এবং

এতেও কিয়ামের ন্যায় দীর্ঘসময় ব্যয় করেন। তারপর বসেন এবং দু'সিজদার মাঝখানে বৈঠকে সিজদার ন্যায় দীর্ঘ সময় ব্যয় করেন। অতঃপর বৈঠকের ন্যায় দ্বিতীয় সিজদায় দীর্ঘক্ষণ ছিলেন। এরপর প্রথম রাকাতের ন্যায় দ্বিতীয় রাকাত আদায় করেন এবং দ্বিতীয় রাকাতের সিজদায় গিয়ে তিনি খুব কাঁদতে থাকেন। আমরা তাঁকে এই বলতে শুনেছি যে, হে আল্লাহ! তুমি কি আমার নিকট এই ওয়াদা করনি যে, তুমি তাদেরকে আযাব দেবে না যতক্ষণ আমি তাদের মধ্যে অবস্থান করি? এরপর তিনি বসেন এবং তাশাহহুদ পাঠ করেন। তারপর নামায শেষ করেন এবং আমাদের দিকে মুখ করে এরশাদ করেন, সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ আল্লাহর নির্দশন ও প্রমাণ সমূহের মধ্যে একটি প্রমাণ। আল্লাহ এর দ্বারা তাঁর বান্দাদেরকে ভয় দেখিয়ে থাকেন। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে হয় না। সুতরাং এরূপ অবস্থা হলে নামায আদায় কর। নিঃসন্দেহে আমি দেখেছি, বেহেশত আমার এমন নিকটবর্তী হয়েছিল যে, যদি আমি ইচ্ছে করতাম তাহলে এর বৃক্ষসমূহের কোন একটি বৃক্ষের ডাল আমার দিকে নিয়ে আসতে পারতাম। আবার আমি দেখেছি, দোযখ আমার এত নিকটবর্তী হয়েছিল যে, আমি এর প্রজ্জ্বলিত অগ্নি থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করেছি। এছাড়া আমি দেখেছি রাসূল ﷺ'র চোর, অন্য রেওয়ায়েতে আছে আমি রাসূলের ঘরের চোরকে শাস্তি দিতে দেখেছি। আমি আরো দেখেছি আবদা ইবনে দা'দা' নামক এক ব্যক্তিকে, যে হাজীদের কাপড় ইত্যাদি বাঁকা লাকড়ির দ্বারা চুরি করেছে। আমি আরো দেখেছি যে, হিমায়ার গোত্রের একজন সুন্দরী মহিলাকে একটি বিড়ালের কারণে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। কারণ সে ঐ বিড়ালটি বেঁধে রেখেছিল, এটাকে কোন খাদ্যও দেয়নি আবার ছেড়েও দেয়নি যাতে বিড়ালটি মাটি থেকে পোকা-মাকড় খেতে পারে।

অন্য এক রেওয়ায়েতে একই ধরনের হাদিস বর্ণিত হয়েছে, এতে বর্ণিত আছে, আমি আবদা ইবনে দা'দা'কে দেখেছি যে, সে তার বাঁকা লাঠি দ্বারা হাজীদের কাপড় চুরি করে থাকে, যদি কেউ না দেখে, তাহলে উড়িয়ে নিয়ে যায়। যদি কেউ দেখে ফেলে, তাহলে বলে, আমার বাঁকা লাঠির সাথে এটা আটকিয়ে গেছে।

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, যদি কোন বস্তু কারো দৃষ্টি থেকে আড়াল হয়ে যেত, তখন সে তা নিয়ে যেত এবং যখন তা কেউ দেখে ফেলত, তখন বলত, এটা আমার লাঠির সাথে আটকে গেছে।

ব্যাখ্যাঃ কুসুফের নামায আদায়ের পদ্ধতি নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম শাফেঈ ও ইমাম মালিক (র)'র মতে প্রতি রাকাতে দু'টি রুকু আদায় করতে হবে। ইমাম আবু হানিফা (র)'র মতে অন্যান্য নামাযের ন্যায় প্রতি রাকাতে এক রুকু দ্বারা আদায় করবে। ইমাম শাফেঈ ও ইমাম মালিক (র) সিহাহ সিত্তাহ্ গ্রন্থে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হাদিস দ্বারা দলীল পেশ করেন। কিন্তু প্রকৃত রুকুর সংখ্যা সম্পর্কিত

এই হাদিসে সংশয় রয়েছে। ফলে এই হাদিস দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন হযরত আয়েশা (রা) থেকে দুই এবং তিন রুকুর কথা উল্লেখ আছে, হযরত জাবির (রা) থেকে দুই এবং তিন রুকুর কথা বর্ণিত আছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে চার রুকুর রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে এবং হযরত উবাই (রা) থেকে পাঁচ রুকুর কথা উল্লেখ আছে। এর দ্বারা হাদিস মুদতারিব হয়ে গেল। ফলে দলীলের গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। সুতরাং ইমাম আবু হানিফা (রা) বাধ্য হয়ে রাসূল ﷺ 'র বর্ণনা ও আমলের সাথে সংযুক্ত ঐ সব রিওয়ায়েত গ্রহণ করেছেন, যা কিয়াসের সাথেও যার মিল রয়েছে।

قولي হাদিস নাসাঈ শরীফে হযরত নু'মান ইবনে বশীর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ বলেছেন-**اذا خسفت الشمس والقمر فصلوا كا حدث صلوه صليتموها من المكتوبة**

"যখন সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ হয়, তখন তোমরা এরূপ নামায পড় যেরূপ তোমরা কিছুক্ষণ পূর্বে (ফজর) নামায আদায় করেছ।"[১৬২] কেননা হযরত সামুরা (রা) বর্ণিত হাদিস অনুযায়ী এমন সময় গ্রহণ লেগেছিল যখন সূর্য দুই বর্শা পরিমাণ উপরে উঠেছিল। **فعلي** হাদিস হিসেবেও এই হাদিস দলীল হিসেবে পেশ করা যেতে পারে। কেননা এতে এক রুকুর কথা প্রমাণিত আছে। এরপর সম্ভবত অত্যাধিক ভীড়ের কারণে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। রাসূল ﷺ যেহেতু রুকুতে অস্বাভাবিক বিলম্ব করেছেন তখন সামনের কাতারের লোকজন ধোঁকায় পড়ে রুকু থেকে মাথা তুলে ফেলেন। অতঃপর সামনের কাতারের লোকজন যখন দেখতে পান যে, রাসূল ﷺ এখনো রুকুতে আছেন। তখন তারা পুনরায় রুকুতে ফিরে যান। তখন পিছনের কাতারের লোকজনও একইভাবে পুনরায় রুকু করেন। তাই তারা দু'রুকু মনে করেছেন। অত্যাধিক ভীড়ের কারণে এরূপ হওয়া অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়।

এছাড়া ইমাম আবু হানিফা (র)'র পক্ষে আবু দাউদ শরীফে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) মুসনাদে আহমদ-এ নু'মান ইবনে বশীর (রা), নাসাঈ শরীফে হযরত আবু বুকরা (রা), মুসলিম শরীফে আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা (রা), আবু দাউদ শরীফে হযরত কাবিসা (রা) থেকে হাদিস বর্ণিত আছে।

জমহুরের নিকট সালাতে কুসুফ সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। হানাফী মাযহাবের কেউ কেউ ওয়াজিবও বলেছেন। ইমাম মালেক (র) জুমার নামাযের ন্যায় বলেছেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন ফরযে কিফায়া।[১৬৩]

---

১৬২. নাসাঈ, খণ্ড. ২, পৃ. ১৪৫, বৈরুত, হাদীস নং ১৪৮৮
১৬৩. আল্লামা আইনী (র) উমদাতুল কারী খণ্ড. ৭, পৃ. ৬১

٦٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صَلَاةِ الْاِسْتِخَارَةِ

١٦٨ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ نَاصِحٍ، عَنْ يَحْيٰى، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْآنِ.

বাব নং ৭৬. ৬৪. ইস্‌তিখারার নামাযের বর্ণনা

১৬৮. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা নাসেহ থেকে, তিনি ইয়াহিয়া থেকে, তিনি আবু সালমা থেকে, তিনি আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ আমাদেরকে ইস্তিখারা এমনভাবে শিক্ষা দিতেন যেভাবে পবিত্র কুরআনের কোন সূরা শিক্ষা দিতেন। (আবু দাউদ, ২/৮৯/১৫৩৮)

ব্যাখ্যাঃ ইসতিখারার নামায নফল। হাদিসে বর্ণিত দোয়া পাঠের বরকতে আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয় বান্দাকে সঠিক সিদ্ধান্তটি জানিয়ে দেবেন বলে আশা করা যায়। অনেক সময় স্বপ্নের মাধ্যমে জানিয়ে দেন আবার কোন কোন সময় মনের মধ্যে সঠিক সিদ্ধান্তের প্রতি মনের আগ্রহ বাড়িয়ে দেন, অথবা ভুল সিদ্ধান্ত থেকে মনকে ফিরিয়ে রাখেন। এ উভয়টি আল্লাহর পক্ষ হতে হয়ে থাকে। তবে মনে রাখতে হবে কোন ফরয-ওয়াজিব কিংবা হালাল-হারামের বেলায় ইস্‌তিখারা করা যাবে না। এটা শুধু মুবাহ কাজের বেলায় প্রযোজ্য হবে।

١٦٩ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ﷺ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الْاِسْتِخَارَةَ فِي الْأَمْرِ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْآنِ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَمْرًا، فَلْيَتَوَضَّأْ، وَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيْضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلِ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ، وَاسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ، فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَتَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ، اَللّٰهُمَّ إِنْ كَانَ الْأَمْرُ خَيْرًا لِيْ فِيْ مَعِيْشَتِيْ، وَخَيْرًا لِيْ فِيْ عَاقِبَةِ أَمْرِيْ، فَيَسِّرْهُ لِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْهِ».

وَزَادَ فِيْ رِوَايَةٍ: «وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ فَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ رَضِّنِيْ بِهِ».

১৬৯. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি আলকামা থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ আমাদেরকে পবিত্র কুরআনের সূরার ন্যায় ইস্‌তিখারার নামাযের শিক্ষা দিতেন।

অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ বলেছেন: যখন তোমাদের মধ্যে কেউ কোন কাজ করার ইচ্ছা করবে, তখন ফরয ব্যতীত দু'রাকাত নামায পড়বে। এরপর বলবে- হে আল্লাহ! আমি তোমার ইলমের উসিলায় তোমার কাছ থেকে মঙ্গল কামনা করছি। তোমার কুদরতের উসীলায় তোমার কুদরতের আশা করছি। আমি তোমার দয়া

ও বরকতের প্রার্থী। কেননা তুমি সর্বজ্ঞানী আমি অজ্ঞ, তুমি ক্ষমতাবান আমি অক্ষম। তুমি অদৃশ্যের খবর সম্পর্কে জ্ঞাত। হে আল্লাহ! যদি এই কাজ আমার জীবনের জন্য মঙ্গল হয়, আমার সর্বশেষ পরিণামের জন্য উত্তম হয়, তবে এটা আমার জন্য সহজ করে দাও এবং এতে আমার জন্য বরকত দান কর।

অন্য এক রেওয়ায়েতে একটু বৃদ্ধি রয়েছে যে, যদি এর বিপরীত হয়, তবে আমার জন্য কল্যাণ দান কর, যেখানেই হোক না-কেন। অতঃপর আমাকে এর উপর সন্তুষ্ট রাখ।

ব্যাখ্যা: ইস্তিখারার নামায এরূপ কোন গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী কাজের জন্য পড়া হয়, যে সমস্ত কাজের ভাল-মন্দ ও লাভ-লোকসান সম্পর্কে মনের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি হয় এবং মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি কোন একটিকে প্রাধান্য দিতে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে থাকে। যেমন কোন দিকে ভ্রমণ করবে, বাড়ি নির্মাণ, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি। তবে সাধারণ কাজে ইসতিখারার প্রয়োজন নেই।

٦٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صَلَاةِ الضُّحٰى

١٧٠ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنِ الْحَرْثِ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ ﵂، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ فَتَحَ مَكَّةَ وَضَعَ لَأْمَتَهُ، وَدَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهَا، ثُمَّ دَعَا بِثَوْبٍ وَاحِدٍ فَصَلَّى فِيْهِ.

وَزَادَ فِيْ رِوَايَةٍ: «مُتَوَشِّحًا». وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَضَعَ لَأْمَتَهُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، قَالَ: فَأَتَىٰ بِهِ فِيْ جَفْنَةٍ فِيْهَا خُبْزُ الْعَجِيْنِ، فَاسْتَتَرَ بِثَوْبٍ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ دَعَا بِثَوْبٍ فَتَوَشَّحَ بِهِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. قَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ: وَهِيَ الضُّحٰى. وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَضَعَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ لَأْمَتَهُ، وَدَعَا بِمَاءٍ، فَأَتَىٰ فِيْ جَفْنَةٍ فِيْهَا أَثَرُ عَجِيْنٍ، فَاغْتَسَلَ، وَصَلَّى اَرْبَعًا، أَوْ رَكْعَتَيْنِ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ، مُتَوَشِّحًا.

বাব নং ৭৭. ৬৫. চাশতের নামায

১৭০. অনুবাদ: ইমাম আবু হানিফা হারিস থেকে, তিনি আবু সালেহ থেকে, তিনি উম্মে হানী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন স্বীয় যুদ্ধের পোশাক খুলে পানি তালাশ করে এর দ্বারা গোসল করেন। অতঃপর একটি কাপড় চেয়ে (তা পরিধান করে) নামায পড়েন।

অন্য এক রেওয়ায়েতে **متوشحا** শব্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। অর্থাৎ **متوشح** অবস্থায় নামায পড়েছেন। **متوشح** অর্থ:- একটি কাপড় দু'বগল থেকে বের করে পিছনের উপর গিরা দিয়ে বেঁধে দেওয়া।

অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, নবী করিম ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন স্বীয় যুদ্ধের পোশাক খুলেন এবং পানি দিতে বলেন। তখন কাঠের একটি পাত্রে পানি দেওয়া হয়, যার মধ্যে খামির করা আটা লেগে ছিল। তিনি একটি কাপড় দিয়ে পর্দা করে গোসল করেন। এরপর কাপড় দিতে বলেন। এর দ্বারা তিনি **توشح** করেন। অতঃপর দু'রাকাত নামায আদায় করেন। ইমাম আবু হানিফা (র) বলেন, এটা হলো চাশ্তের নামায।

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, মক্কা বিজয়ের দিন নবী করিম ﷺ যুদ্ধের পোশাক খুলেন এবং পানি দিতে বলেন, তখন একটি বড় পেয়ালায় করে পানি আনা হলো যার মধ্যে আটার খামির করার দাগ লেগেছিল। তখন ঐ পানি দ্বারা তিনি গোসল করেন। অতঃপর তিনি এক কাপড় দিয়ে **متوشح** অবস্থায় চার অথবা দু'রাকাত নামায পড়েন।

ব্যাখ্যা: এটা চাশ্তের নামায ছিল বলে ইমাম আবু হানিফা (র) উপরোক্ত হাদিসে উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন এটা শুকরিয়ার নামায ছিল যা মক্কা বিজয়ের আনন্দে আদায় করা হয়েছিল। কেউ কেউ বলেছেন, এটা তাঁর ব্যক্তিগত নামায ছিল যা মক্কা বিজয়ের হাঙ্গামার কারণে কাযা হয়ে যায় এবং সুযোগ পাওয়ার পর তিনি তা আদায় করে নেন।

٦٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْاِعْتِكَافِ

١٧١ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنِ الْـهَيْثَمِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَامَ وَنَامَ، وَإِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ شَدَّ الْـمِيْزَرَ وَأَحْيَا اللَّيْلَ.

বাব নং ৭৮. ৬৬. ই'তিকাফের বর্ণনা

১৭১. অনুবাদ: ইমাম আবু হানিফা হায়সাম থেকে, তিনি জনৈক ব্যক্তি থেকে, তিনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, যখন মাহে রমযান শুরু হতো তখন নবী করিম ﷺ রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদত করতেন, আবার কখনো নিদ্রা যেতেন। যখন শেষের দশদিন আসত, তখন কোমর বেঁধে নিতেন এবং রাত্রি জাগরণ করতেন।

ব্যাখ্যা: ইমাম কুদরী (র) বলেন, **الاعتكاف هو اللبث فى المسجد ونية الاعتكاف** ই'তিকাফের নিয়্যত সহকারে জামাত চালু আছে এমন মসজিদে অবস্থান করাকে ই'তিকাফ বলে। ই'তিকাফ তিন প্রকার। এক: ওয়াজিব। যেমন মান্নতের ই'তিকাফ দুই: সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। যেমন রমযানের শেষ দশ দিন ই'তিকাফ থাকা সুন্নতে মুয়াক্কাদায়ে কিফায়া। অর্থাৎ পুরো মহল্লাবাসীর পক্ষ হতে কোন একজন ই'তিকাফ থাকলে সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে নতুবা সবাই গুনাহগার হবে। এ দু'প্রকারের ই'তিকাফে রোযা শর্ত। তিন: নফল। যেমন একদিন বা কিছুক্ষণের জন্য ই'তিকাফ থাকা।

মহিলারা নিজ ঘরে নামাযের স্থানে ই'তিকাফ থাকতে পারে। ই'তিকাফের জন্য সর্বোত্তম স্থান হল মসজিদে হারাম, অতঃপর মসজিদে নববী, অতঃপর মসজিদে আক্সা, অতঃপর যেসব মসজিদে সর্বাধিক জামাত হয়।[১৬৪]

সুন্নত ই'তিকাফ আরম্ভ করে ছেড়ে দিলে কাযা ওয়াজিব হবে কিনা? এ বিষয়ে বিশুদ্ধ মত হল যেদিন ই'তিকাফ ছেড়ে দেবে শুধু সে দিনের কাযা করবে পুরো দশদিনের কাযা করার প্রয়োজন নেই। হানাফী ও মালেকী মাযহাবের মত এটিই। ইমাম শাফেঈ ও আহমদ (র)'র মতে সুন্নত ও নফল ই'তিকাফ কাযা করতে হয়না তবে ওয়াজিব ই'তিকাফ সকলের মতে কাযা করতে হয়।

٦٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّهَجُّدِ

١٧٢ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ زِيَادٍ، عَنِ الْـمُغِيْرَةِ ﷺ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْمُ عَامَّةَ اللَّيْلِ حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: أَلَيْسَ قَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ: «أَفَلَا أَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا».

বাব নং ৭৯. ৬৭. তাহাজ্জুদের বর্ণনা

১৭২. অনুবাদঃ আবু হানিফা যিয়াদ থেকে, তিনি মুগীরা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ রাতের অধিকাংশ সময় দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতেন। ফলে তাঁর পবিত্র পা দু'খানা ফুলে যেত। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, আল্লাহ আপনার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গুনাহ ক্ষমা করে দেন নি (তবু কেন এত কষ্ট করছেন)? তখন তিনি বলেন, আমি কি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না? (বুখারী, ১/৩৮০/১০৭৮)

١٧٣ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ أَبِيْ جَعْفَرٍ، أَنَّ صَلَاةَ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ كَانَتْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهُنَّ ثَلَاثُ رَكَعَاتِ الْوِتْرِ، وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ.

১৭৩. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আবু জাফর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ'র রাতের নামায ছিল তের রাকাত। এর মধ্যে তিন রাকাত ছিল বিতর এবং দু'রাকাত ছিল ফজরের সুন্নত।

ব্যাখ্যাঃ এই হাদিস দ্বারা তাহাজ্জুদের নামায আট রাকাত প্রমাণিত হয়। এর সাথে বিতর অধ্যায়ে বর্ণিত হাদিসে হানাফী মাযহাবের সত্যতা প্রমাণ করে। তাহাজ্জুদ সম্পর্কে তিরমিযী শরীফে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ মাহে রমযানে ও রমযানের বাইরে এগার রাকাতের অধিক তাহাজ্জুদ পড়তেন না। দু'বার চার রাকাত করে পড়তেন যার সময়ের দীর্ঘতা ও সৌন্দর্য সম্পর্কে প্রশ্নের অবকাশ নেই। অতঃপর তিন রাকাত বিতর পড়তেন। ইমাম তিরযিমী এই হাদিসকে হাসান ও সহীহ বলেছেন।

---

১৬৪. জাওহারাতুন নাইয়্যারা পৃ.২১২

তাহাজ্জুদ সম্পর্কে মুসলিম শরীফে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদিসের শেষাংশে বলা হয়েছে- ثم اوتربثلاث "এরপর তিন রাকাত বিতর আদায় করেন।"

ফজরের সুন্নতকে তাহাজ্জুদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে শুধু একই সময়ে হওয়ার কারণে। কেননা অধিকাংশ রেওয়ায়েত অনুযায়ী রাসূল ﷺ এরপর আরাম করতেন না। তাই কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে- সুবহে সাদিক উদয় হওয়ার পর তিনি সুন্নত আদায় করেন। আবার কোন কোন বর্ণনায় আছে আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে সুন্নত পড়তেন।

মোটকথা ফজরের সুন্নত তাহাজ্জুদের সাথে আদায় করা হয়নি বরং সুবহে সাদিকের পর তা পড়া হত। তাহাজ্জুদের নামায সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত পাওয়া যায়। এতে তের, এগার, সাত ও পাঁচ রাকাতের বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে তের রাকাতের অধিক কোন বর্ণনা নেই। এ ছাড়া তাহাজ্জুদ রাসূল ﷺ এর উপর ফরয ছিল না উম্মতের উপরও ফরয ছিল তা নিয়েও মতপার্থক্য রয়েছে। সর্বশেষ সিদ্ধান্ত হলো- তাহাজ্জুদ শুধু রাসূল ﷺ'র উপর ফরয ছিল, অথবা উম্মতের উপরও কিন্তু পরে তা রহিত করা হয়। (এখন তাহাজ্জুদের নামায নফল হিসেবে বহাল রয়েছে)।

٦٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ سُنَّةِ الْفَجْرِ

١٧٤ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ الْأَقْمَرِ، عَنْ حُمْرَانَ ﷺ، قَالَ: مَا لُقِيَ ابْنُ عُمَرَ قَطُّ إِلَّا وَأَقْرَبُ النَّاسِ مَجْلِسًا حُمْرَانُ، فَقَالَ ذَاتَ يَوْمٍ: يَا حُمْرَانُ! أَلَا أَرَاكَ تُوَاظِبُنَا إِلَّا وَأَنْتَ تُرِيْدُ لِنَفْسِكَ خَيْرًا؟ فَقَالَ: أَجَلْ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ! قَالَ: أَمَّا اثْنَتَانِ، فَإِنِّيْ أَنْهَاكَ عَنْهُمَا، أَمَّا وَاحِدَةٌ، فَإِنِّيْ آمُرُكَ بِهَا، فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَأْمُرُ بِهَا، قَالَ: مَا هِيَ تِلْكَ الْخِصَالُ الثَّلَاثَةُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ؟ قَالَ: «لَا تَمُوْتَنَّ وَعَلَيْكَ دَيْنٌ إِلَّا دَيْنًا تَدَعُ لَهُ وَفَاءً، وَلَا تَسَّمَّعَنَّ مِنْ تِلَاوَةِ آيَةٍ، فَإِنَّهُ يَسَّمَّعُ بِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا سَمَّعْتَ بِهِ قِصَاصًا، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا»، وَأَمَّا الَّذِيْ آمُرُكَ بِهِ كَمَا أَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَرَكْعَتَا الْفَجْرِ فَلَا تَدَعْهُمَا، فَإِنَّ فِيْهِمَا الرَّغَائِبَ.

বাব নং ৮০. ৬৮. ফজরের সুন্নতের গুরুত্ব

১৭৪. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আলকামা থেকে, তিনি ইবনে আকমার থেকে, তিনি হুমরান থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি হযরত ইবনে ওমর (রা)'র সাথে সাক্ষাত করতে গিয়ে দেখতে পায় যে, হুমরান (রা) মজলিসের মধ্যে হযরত ইবনে ওমর (রা)'র নিকটবর্তী উপবিষ্ট। একদিন ইবনে ওমর (রা) বললেন, হে হুমরান! আমি

তোমাকে সর্বদা আমার সাহচর্যে থাকতে এইজন্য দেখতে পাচ্ছি যে, তুমি তোমার জীবনের কোন কল্যাণের আশা করছ? তখন উত্তরে বললেন, হে আবু আব্দুর রহমান! আপনি ঠিকই বলেছেন। ইবনে ওমর (রা) বলেন, আমি তোমাকে দু'টি কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ প্রদান করছি এবং অপর একটি কাজ করার আদেশ করছি। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺকে এই কাজ সম্পর্কে নির্দেশ দিতে শুনেছি। তখন হুমরান (রা) বললেন, হে আবু আব্দুর রহমান! ঐ কাজ তিনটি কি? তখন ইবনে ওমর (রা) বলেন, তুমি ঋণ গ্রস্থ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করনা। তবে এরূপ ঋণ গ্রহণ করতে পার যা তোমার মৃত্যুর পর পরিত্যক্ত সম্পত্তি দ্বারা পরিশোধ করা যায় এবং মানুষকে শুনানোর জন্য (লোক দেখানো) পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতও তিলাওয়াত করবে না। নতুবা কিয়ামতের দিন তোমার এই অপকর্ম প্রচার করে দেওয়া হবে। এটা তোমার অপকর্মের প্রতিদান স্বরূপ। কেননা আল্লাহ কারো উপর যুলুম করেন না।

এবার ঐ বিষয় সম্পর্কে তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি, যে ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে নির্দেশ প্রদান করেছেন। তা হলো এই যে, ফজর নামাযে দু'রাকাত সুন্নত রয়েছে, তা কখনো পরিত্যাগ করবে না। কেননা এর মধ্যে অনেক ফযীলত ও বরকত রয়েছে।

ব্যাখ্যাঃ এ হাদিসটি মুআনআন রেওয়ায়েতের অন্তর্ভুক্ত। এতে লোক দেখানো কাজের নিন্দা করা হয়েছে। তাছাড়া উক্ত হাদিসে ফজরের সুন্নতের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

١٧٥ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: مَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ.

১৭৫. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা (র) আতা থেকে, তিনি উবাইদ ইবনে উমাইর থেকে, তিনি হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরূপ কঠোর ভাবে অন্য কোন নফল (সুন্নাত) নামাযের গুরুত্বারোপ করতেন না যেরূপ ফজরের দু'রাকাতের সুন্নতের প্রতি গুরুত্বারোপ করতেন। (বুখারী, ১/৩৯৩/১১১৬)

ব্যাখ্যাঃ কোথাও রাসূল ﷺ বলেছেন 'এই দু'রাকাত নামায আমার নিকট দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু রয়েছে এর চেয়ে অধিক পছন্দনীয়।" (মুসলিম)। কোথাও তিনি বলেছেন- কখনো এই সুন্নত পরিত্যাগ করনা, যদিও ঘোড়া তোমাকে পদদলিত করে।" (আবু দাউদ) তিবরানী গ্রন্থে বর্ণিত আছে, হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন- নবী করিম ﷺ কখনো ফজরের সুন্নত পরিত্যাগ করেন নি। এমন কি ভ্রমণকালে, বাড়িতে এবং অসুখের সময়ও এই নামায ত্যাগ করেন নি।

এই গুরুত্ব বিবেচনায় হানাফী মাযহাবের অধিকাংশ ইমামগণের মতে সুন্নতে মুয়াক্কাদা হলো ৫টি। ১. ফজর নামাযের দু'রাকাত সুন্নাত, ২. যোহর নামাযের পূর্বে চার রাকাত সুন্নাত ৩. যোহরের ফরযের পর দু'রাকাত সুন্নত, ৪. মাগরিবের ফরযের পর দু'রাকাত সুন্নত এবং ৫. ইশার নামাযের ফরযের পর দু'রাকাত সুন্নত।

١٧٦ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، قَالَ: رَمَقْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا، أَوْ شَهْرًا، فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِيْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ: بِقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ.

১৭৬. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা নাফে থেকে, তিনি ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি নবী করিম ﷺ কে দেখেছি, তিনি চল্লিশ দিন অথবা এক মাস পর্যন্ত ফজর নামাযের দু'রাকাতের সুন্নাতে **قل يا ايها الكافرون ও قل هو الله احد** তিলাওয়াত করেছেন। (মুসলিম, ২/১৬০/১৭২৩)

١٧٧ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ ابْنِ سَمُرَةَ ﷺ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ، لَمْ يَبْرَحْ عَنْ مَكَانِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَتَبْيَضَّ.

১৭৭. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা সিমাক থেকে, তিনি হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ ফজর নামায আদায় করার পর সূর্য উদিত হয়ে ফর্সা না হওয়া পর্যন্ত স্বীয় জায়গা থেকে প্রস্থান করতেন না। (শরহে সুন্নাহ, ২/১০)

ব্যাখ্যাঃ অধিকাংশ সময় রাসূল ﷺ নামায শেষে কিবলার দিক হয়ে বসতেন না; বরং ডানে-বামে কিংবা কিবলার দিকে পিঠ দিয়ে মুসল্লীদের দিকে মুখ করে বসতেন। রাসূল ﷺ থেকে এরূপ বর্ণিত আছে। কারো কারো মতে নামাযের পর কিবলার দিকে ফিরিয়ে থাকা মাকরূহ। রাসূল ﷺ ফজরের নামাযের পর সূর্য উদিত হলে ইশরাকের নামায আদায় করতেন।

٦٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مَنْ صَلَّى ارْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي الْمَسْجِدِ

١٧٨ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ مُحَارِبٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْعِشَاءِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ عَدَلْنَ مِثْلَهُنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ».

বাব নং ৮১. ৬৯. এশার পর মসজিদে চার রাকাত নামায আদায়ের ফযীলত

১৭৮. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা মুহারিব থেকে, তিনি ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এশার নামাযের পর মসজিদ থেকে বের হওয়ার পূর্বে চার রাকাত (নফল নামায) আদায় করে, তার এই নামায শবে কদরের চার রাকাত সমপরিমাণ হবে। (মুসান্নিফে ইবনে আবি শায়বা, ২/৩৪৩/৭৩৫২)

١٧٩ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ مُحَارِبٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا بَعْدَ الْعِشَاءِ، لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيْمٍ، يَقْرَأُ فِي الْأُوْلَى: بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَتَنْزِيْلُ السَّجْدَةُ، وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ: بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَحم الدُّخَانُ، وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ: بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ويس، وَفِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيْرَةِ: بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَتَبَارَكَ الْمَلِكُ، كُتِبَ لَهُ كَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، وَشُفِّعَ فِيْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلِّهِمْ مِمَّنْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، وَأُجِيْرَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ».

وَرَوَىٰ مَوْقُوْفًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

১৭৯ অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা মুহারিব থেকে, তিনি ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এশার নামাযের পর চার রাকাত নামায আদায় করবে দু'রাকাতের মধ্যে সালাম ফিরানো ব্যতীত এবং প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহা ও সূরা তানযীল পাঠ করবে, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহা ও সূরা হামীম দুখান, তৃতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহা ও সূরা ইয়াসিন এবং চতুর্থ রাকাতে সূরা ফাতিহা ও সূরা মুলক পাঠ করবে, তাহলে তার জন্য শবে কদরে ইবাদতের সওয়াব লিখা হবে। তার শাফায়াত গ্রহণ করা হবে তার ঘরের সবার জন্য, যাদের উপর দোযখের আযাব ওয়াজিব হয়ে গেছে। সে কবর আযাব থেকে মুক্তি লাভ করবে। এই হাদিস ইবনে ওমর (রা) থেকে মওকুফ রূপে বর্ণিত হয়েছে। (প্রাগুক্ত, ২/৩৪৩/৭৩৫৩)

ব্যাখ্যাঃ আবু দাউদ এই চার রাকাত নামাযের স্বপক্ষে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন- ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط فدخل على الاصلى بعدها اربع ركعات اوستًا- "রাসূল ﷺ যখন এশার নামায আদায় করে আমার নিকট আগমন করতেন, তখন চার অথবা ছয় রাকাত নামায আদায় করতেন।[১৬৫]

٧٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ

١٨٠ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ يُصَلِّيْ بَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ.

বাব নং ৮২. ৭০. যোহর নামাযের পর দু'রাকাত সুন্নত আদায়ের বর্ণনা

১৮০. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাকাম থেকে, তিনি মুজাহিদ থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ যোহর নামাযের (ফরজের) পর দু'রাকাত সুন্নত আদায় করতেন। (সুনানে নাসাঈ কুবরা, ১/১৪৮/৩৪০)

---

১৬৫ . আবু দাউদ, খণ্ড. ১, পৃ. ৫০২, হাদীস নং ১৩০৫, বৈরুত

٧١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي الْبُيُوْتِ

١٨١ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «صَلُّوْا فِيْ بُيُوْتِكُمْ، وَلَا تَجْعَلُوْهَا قُبُوْرًا».

বাব নং ৮৩. ৭১. ঘরের মধ্যে নামায আদায় প্রসঙ্গে

১৮১. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা নাফে থেকে, তিনি ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, তোমরা ঘরে নামায আদায় কর এবং ঘরকে কবরস্থান বানিও না। (তিরমিযী, ২/১৮৭/১৮৫৭)

ব্যাখ্যাঃ নবী করিম ﷺ ঘরে নামায পড়ার জন্য উৎসাহিত করেছেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে- اجعلوا من صلوتكم فى بيوتكم ولا تتخذوها قبورا "নামাযের কিছু অংশ তোমরা ঘরের জন্য রাখ এবং ঘরকে কবরস্থান বানিওনা।"[১৬৬]

জমহুর ওলামায়ে কিরামের মত হলো যে, এই হাদিস সুন্নত ও নফল নামায সম্পর্কে ফরযের জন্য নয়। অন্য হাদিসে বর্ণিত আছে- افضل الصلواة المرء فى بيته الا المكتوبة "পুরুষের জন্য ফরয ব্যতীত অন্যান্য নামায ঘরে পড়া অধিক ফযীলত।[১৬৭]

ঘরের মধ্যে নামায না পড়ার কারণে ঘরকে রাসূল ﷺ কবরস্থানের সাথে তুলনা করেছেন এ জন্য যে, কবরস্থানে যেহেতু নামায পড়া হয়না, তাই নামায না পড়ার কারণে ঘরও কবরস্থানের ন্যায় হয়ে যায়। ঘরে নামায পড়লে রিয়ার সম্ভাবনা থাকেনা, ঘরে বরকত হয়, রহমতের ফেরেস্তা নাযিল হয় এবং শয়তান পলায়ন করে।

٧٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ سُنَّةِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي الْكَعْبَةِ

١٨٢ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، قَالَ: سَأَلْتُ بِلَالًا، أَيْنَ صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي الْكَعْبَةِ؟ وَكَمْ صَلَّى؟ قَالَ: صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِمَّا يَلِي الْعَمُوْدَيْنِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ بَابَ الْكَعْبَةِ، وَالْبَيْتُ إِذَ ذَاكَ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ.

বাব নং ৮৪. ৭২ কা'বা ঘরে দু'রাকাত সুন্নত পড়া প্রসঙ্গে

১৮২. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা নাফে থেকে, তিনি ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি হযরত বেলাল (রা)'র নিকট জানতে চাই যে, (মক্কা বিজয়ের দিন) রাসূল ﷺ কা'বা ঘরে কোথায় এবং কত রাকাত নামায আদায় করেছেন? তিনি

---

১৬৬. ইমাম বুখারী (র), (২৫৬ হি.), সহীহ বুখারী, খণ্ড. ১, পৃ. ২৫৬, বৈরুত, হাদিস নং ৬৯৮

১৬৭. ইবনে হাজর আসকলানী (র), (৮৫২ হি.) ইতরাফুল মুসনাদি মু'তালী, খণ্ড. ৩, পৃ. ৫৪১, হাদীস নং ৪৭৯৮

বলেন, দরজার পাশে এই দু'টির স্তম্ভের নিকট দু'রাকাত নামায পড়েছেন। ঐ সময় কা'বা ঘরে ছ'টি স্তম্ভ ছিল। (বুখারী, ১/১৮৯/৪৮৩)

ব্যাখ্যাঃ এটা মক্কা বিজয়ের দিনের ঘটনা। নবী করিম ﷺ যখন কা'বা শরীফে প্রবেশ করেন, তখন তাঁর সাথে হযরত উসামা, বেলাল এবং ওসমান ইবনে তালহা (রা) সঙ্গে ছিলেন। তখন দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। ইবনে ওমর (রা) রাসূল ﷺ'র সাথে ছিলেন না। যখন তিনি বাইরে আসলেন তখন ইবনে ওমর (রা) বেলাল (রা)'র কাছে রাসূল ﷺ'র নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন।

١٨٣ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْكَعْبَةِ يَوْمَ دَخَلَهَا، فَقَالَ: صَلَّى فِي الْكَعْبَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَقَالَ لَهُ: أَرِنِي الْمَكَانَ الَّذِيْ صَلَّى فِيْهِ، فَقَالَ: فَبَعَثَ مَعَهُ ابْنَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ تَحْتَ الْأُسْطُوَانَةِ بِحِيَالِ الْجِذْعَةِ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي الْكَعْبَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، قُلْتُ لَهُ: أَرِنِي الْمَكَانَ الَّذِيْ صَلَّى فِيْهِ، فَبَعَثَ مَعَهُ ابْنَهُ، فَأَرَانِي الْأُسْطُوَانَةَ الْوُسْطَى تَحْتَ الْجِذْعَةِ.

১৮৩. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি সাঈদ ইবনে জুবাইর থেকে, তিনি ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তাঁর নিকট জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেন যে, নবী করিম ﷺ যখন কা'বা শরীফে প্রবেশ করেন, তখন তিনি কোথায় এবং কত রাকাত নামায আদায় করেছেন? উত্তরে তিনি বলেন, রাসূল ﷺ কা'বা ঘরে চার রাকাত নামায আদায় করেছেন। লোকটি বলল, আমাকে উক্ত স্থানটি দেখিয়ে দিন। তখন ইবনে ওমর (রা) স্বীয় পুত্রকে (ঐ স্থান দেখানোর জন্য) তার সাথে প্রেরণ করেন। অতঃপর তারা খেজুরের শাখা বরাবর মধ্যবর্তী স্তম্ভ পর্যন্ত গমন করেন।

অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল ﷺ কা'বা ঘরে চার রাকাত নামায আদায় করেন। তখন আমি বললাম, আমাকে ঐ স্থানটি একটু দেখিয়ে দিন, যেখানে তিন নামায পড়েছিলেন। তখন ইবনে ওমর (রা) স্বীয় পুত্রকে আমার সাথে প্রেরণ করেন। তিনি আমাকে ঐ মধ্যবর্তী স্তম্ভ দেখালেন যেটি খেজুরের শাখার নীচে অবস্থিত।

٧٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجَنَائِزِ

١٨٤ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوْتُ لَهُ ثَلَاثٌ مِنَ الْوَلَدِ، إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ تَعَالَى الْجَنَّةَ»، فَقَالَ عُمَرُ: أَوِ اثْنَانِ؟ فَقَالَ ﷺ: «أَوِ اثْنَانِ».

বাব নং ৮৫. ৭৩. জানাযার বর্ণনা

১৮৪. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আলকামা থেকে, তিনি ইবনে বুরাইদা থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যদি কারো তিনজন শিশু সন্তান ইন্তেকাল করে, তবে তাকে আল্লাহ তায়ালা জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। হযরত ওমর (রা) বলেন, যদি দু'জন হয়? তখন তিনি বললেন, (হ্যাঁ) দু'জন হলেও।

ব্যাখ্যাঃ এই হাদিস বিভিন্ন বাক্যের মাধ্যমে সহীহ হাদিস গ্রন্থ সমূহে বর্ণিত আছে। মুসলিম ও ইবনে মাজাহ শরীফে বর্ণিত আছে, যে মুসলমানের তিনজন শিশুসন্তান মৃত্যুবরণ করবে, তারা তাকে বেহেস্তের দরজায় এস্তেকবাল তথা স্বাগত জানাবে। বেহেস্তের আটটি দরজার মধ্যে ইচ্ছানুযায়ী যে কোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে। কোন কোন হাদিসে বর্ণিত আছে, দোযখের আগুন তাকে নামেমাত্র স্পর্শ করতে পারবে। কোন কোন হাদিসে আছে ঐ শিশুরা তাকে রক্ষা করার জন্য শক্ত প্রাচীরের ন্যায় হয়ে যাবে।

١٨٥ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَبْدِ الْـمَلِكِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِنَّكَ لَتَرَى السِّقْطَ مُحْبَنْطَئًا، يُقَالُ لَهُ: ادْخُلِ الْـجَنَّةَ، فَيَقُوْلُ: لَا، حَتَّى يَدْخُلَ أَبَوَايَ».

১৮৫. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আব্দুল মালিক থেকে, তিনি শাম দেশের জনৈক ব্যক্তি থেকে, তিনি নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ বলেছেন, হাশরের দিন তুমি দেখতে পাবে যে, পেটের উপর গড়াগড়ি দিয়ে কোন কোন শিশু যেন কাউকে খুঁজছে। তাকে বলা হবে, তুমি বেহেস্তে চলে যাও। তখন সে বলবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার পিতা-মাতা বেহেস্তে প্রবেশ করবে না ততক্ষণ আমিও বেহেস্তে প্রবেশ করবো না।

ব্যাখ্যাঃ তাবরানী কবীরে এই হাদিস বর্ণনা করেছেন। এর শেষে বর্ণিত আছে- **فيقال ادخل الجنة انت وابواك** "অতঃপর তাকে বলা হবে- তুমি ও তোমার পিতা-মাতা বেহেস্তে প্রবেশ কর।" এটা আল্লাহর অশেষ কৃপা যে, তিনি অপ্রাপ্ত বয়স্ক মৃত শিশু সন্তানকে মুক্তির উপায় করে দিয়েছেন। কোন হাদিসে তিনজন, কোন হাদিসে দু'জন আবার কোন হাদিসে একজনের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ কারো একজন শিশু সন্তানও যদি মৃত্যুবরণ করে, তবে সে পিতা-মাতার নাজাতের উসিলা হবে।

١٨٦ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدِّمَشْقِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ التُّسْتُرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْد، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا مَاتَ الْعَبْدُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مِنْهُ شَرًّا، وَيَقُوْلُ النَّاسُ فِيْ حَقِّهِ خَيْرًا، قَالَ اللهُ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ: قَدْ قَبِلْتُ شَهَادَةَ عِبَادِيْ عَلَى عَبْدِيْ، وَغَفَرْتُ عِلْمِيْ».

১৮৬. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা সুলাইমান ইবনে আব্দুর রহমান দামেশ্কী থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান তুসতুরী থেকে, তিনি ইয়াহিয়া ইবনে সাঈদ থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে আমের থেকে, তিনি তাঁর পিতা আমের থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যখন কোন বান্দা মৃত্যুবরণ করে এবং আল্লাহ তার মন্দ আমল সম্পর্কে জ্ঞাত আছেন। কিন্তু লোকজন তাকে ভাল বলে আলোচনা করে থাকে, তখন আল্লাহ স্বীয় ফেরেস্তাদেরকে বলেন যে, আমি এই বান্দার উপর আমার অন্যান্য বান্দাদের সাক্ষী গ্রহণ ও কবুল করে নিয়েছি এবং তার গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছি যা আমার জানা রয়েছে। (জামেউল আহাদীস, ৪/৬৮/২৭৮৭)

ব্যাখ্যাঃ উপরোক্ত বিষয়ে কিছু বাক্যের পার্থক্যসহ ছয়টি বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থে অনেক হাদিস বর্ণিত আছে। তাবরানী হযরত সালমা ইবনুল আকওয়া (রা), মারফু হাদিস বর্ণনা করেছেন- انتم شهداء الله على الارض والملائكة شهداء الله فى السماء "তোমরা পৃথিবীতে এবং ফেরেস্তারা আকাশে আল্লাহর সাক্ষী।"[১৬৮] উপরোক্ত হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কোন মানুষ মৃত্যু বরণ করলে তার সম্পর্কে ভাল মন্তব্য করা এবং ভাল বলে সাক্ষ্য দেওয়া উচিত। কেননা আল্লাহ তা'আলা মৃত ব্যক্তির ব্যাপারে জীবিত ব্যক্তিদের সাক্ষ্য কবুল করেন এবং ক্ষমা করে দেন।

١٨٧ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ إِسْمَاعِيْلَ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ ﵂، قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ عَلِمَ أَنَّ اللهَ يَغْفِرُ لَهُ، فَهُوَ مَغْفُوْرٌ لَهُ».

১৮৭. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা ইসমাঈল থেকে, তিনি আবু সালেহ থেকে, তিনি উম্মে হানী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন, তাহলে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

ব্যাখ্যাঃ বান্দাহ আল্লাহ সম্পর্কে যা ধারণা করেন আল্লাহ তার সাথে সেরূপ আচরণ করেন। তাই প্রত্যেকের উচিত সর্বদা আল্লাহ সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করা। ফলে আল্লাহর দয়া, ক্ষমা ইত্যাদির যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

١٨٨ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﵁، أَنَّهُ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُحْمَلَ بِجَوَانِبِ السَّرِيْرِ، فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ، فَهُوَ نَافِلَةٌ.

---

১৬৮. তাবরানী, (৩৬০ হি.), আল মু'জামুল কবীর, খণ্ড. ৭, পৃ. ২২, হাদীস নং ৬২৫৯

১৮৮. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা মনসূর থেকে, তিনি সালিম ইবনে আবি জা'য়াদ থেকে, তিনি উবাইদ ইবনে নিসতাস থেকে, তিনি ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন সুন্নত তরীকা হলো-জানাযার চার পায়া একবার উঠাবে, এরপর যা কিছু অতিরিক্ত করা হবে তা হবে নফল। (আল মু'জামুল কবীর, ৯/৩২০/৯৫৯)

ব্যাখ্যাঃ ইমাম আবু হানিফা (র)'র মতে চার পায়া বিশিষ্ট জানাযার খাটিয়ার চারটি পা একত্রে উঠাতে হবে। তিনি দলীল হিসাবে উপরোক্ত হাদিস পেশ করেন। সাহাবীর **من السنه** শব্দ ব্যবহার দ্বারা উক্ত হাদিস মারফু হওয়ার প্রমাণ বহন করে। এছাড়া আরো অনেক হাদিস দ্বারা এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন ইবনে আবি শায়বা এবং আব্দুর রাজ্জাক তাঁদের গ্রন্থে আওযাঈ (র) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইবনে ওমর (রা) কে এমনিভাবে জানাযা উঠাতে দেখেছেন। আব্দুর রাজ্জাক আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, যিনি জানাযাকে চারকোণ থেকে উত্তোলন করেছেন, তিনি তার উপর অর্পিত দায়িত্ব আদায় করেছেন। সুতরাং প্রতীয়মান হয় যে, এটাই একমাত্র সুন্নত পদ্ধতি।

জানাযা উঠানোর সুন্নত নিয়ম হলো- প্রত্যেকটি পায়া উঠিয়ে কমপক্ষে দশ কদম চলবে। কেননা ইবনে আসাকির এ বিষয়ে মারফু হাদিস রেওয়ায়েত করেছেন, এর সারমর্ম হলো- যে ব্যক্তি চার দিকে থেকে জানাযা উঠাবে, তার চল্লিশটি গুনাহ মাফ হবে। অর্থাৎ প্রতিটি পায়া নিয়ে যখন একজন মানুষ দশ কদম চলবে, তখন প্রতিটি কদমে এক একটি গুনাহ মাফ হবে এবং প্রতিটি পায়ার উপর দশটি গুনাহ হিসাবে চল্লিশ কদমে চল্লিশটি গুনাহ মাফ হবে।

١٨٩ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنْ أَبِيْ عَطِيَّةَ الْوَادِعِيِّ ﷺ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ خَرَجَ فِيْ جَنَازَةٍ، فَرَأَى امْرَأَةً فَأَمَرَ بِهَا، فَطُرِدَتْ، فَلَمْ يُكَبِّرْ حَتَّى لَمْ يَرَهَا.

১৮৯. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আলী ইবনে আকমার থেকে, তিনি আবু আতিয়্যাহ ইবনে ওয়াদায়ী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ একটি জানাযায় বের হলেন। তিনি জানাযার পিছনে একজন মহিলাকে আগমন করতে দেখলেন। তখন তিনি ঐ মহিলাকে জানাযার দল থেকে বের করে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর ঐ মহিলা দৃষ্টির আড়ালে না যাওয়া পর্যন্ত তিনি (জানাযার) তাকবীর বলেন নি।

ব্যাখ্যাঃ সুনানে বায়হাকী গ্রন্থে হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে মারফু রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে, জানাযার পিছনে চলার মধ্যে মহিলাদের কোন সওয়াব নেই। তাবরানী ইবনে আব্বাস (রা) থেকে মারফু হাদিস বর্ণনা করেন যে, মহিলাদের জন্য জানাযার মধ্যে কোন অংশ নেই।

١٩٠ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَن غَيْرِ وَاحِدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﷺ جَمَعَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ، فَسَأَلَهُمْ عَنِ التَّكْبِيْرِ، قَالَ لَهُمْ: انْظُرُوْا آخِرَ جَنَازَةٍ كَبَّرَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ، فَوَجَدُوْهُ قَدْ كَبَّرَ أَرْبَعًا حَتَّى قُبِضَ، قَالَ عُمَرُ: فَكَبِّرُوْا أَرْبَعًا.

১৯০. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি একাধিক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) নবী করিম ﷺ'র অনেক সাহাবাকে একত্র করলেন এবং জানাযার তাকবীর সম্পর্কে তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করে বলেন- তোমরা রাসূল ﷺ'র ঐ শেষ জানাযা নামাযকে স্মরণ কর যাতে তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং ঐ নামাযে তিনি কয়টি তাকবীর বলেছিলেন? সাহাবায়ে কিরাম চিন্তা করে বললেন, তিনি ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত চার তাকবীর বলেছেন। তখন হযরত ওমর (রা) জানাযা নামাযে চার তাকবীর বলার জন্য নির্দেশ দান করেন। (শরহে মা'আনিউল আসার, ১/৯৯/২৬৩১)

ব্যাখ্যাঃ চার ইমাম এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, জানাযার নামাযে চার তাকবীর সঠিক। কারণ অধিকাংশ সাহাবায়ে কিরামের এ বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে। হাকেম মুস্তাদরাক গ্রন্থে ও আবু নুয়াইম হিলয়া গ্রন্থে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে হাদিস বর্ণনা করেন যে, আদম (আ.)'র উপর নামায পড়ার সময় ফেরেস্তাগণ চার তাকবীর বলেছেন আর বলেছেন- হে বনী আদম! তোমাদের জন্য এটাই সুন্নত।

জানাযার তাকবীরের ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ'র সর্বশেষ আমল কয় তাকবীর ছিল-এই ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপনের কারণ হলো- তিনি বাইয়াতে রিদওয়ান ও বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের জানাযায় নয় তাকবীর এবং যারা শুধু বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের জানাযায় সাত তাকবীর বলেছিলেন। এছাড়া তিনি সকল জানাযায় চার তাকবীর বলেছেন।

١٩١ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، كَانَ يَقُوْلُ إِذَا صَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ: «اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا».

১৯১. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা শায়বান থেকে, তিনি ইয়াহিয়া থেকে, তিনি আবু সালমা থেকে, তিনি আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ যখন জানাযার নামায পড়তেন, তখন বলতেন- اللّٰهُمَّ اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا "হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জীবতদের, মৃতদের, উপস্থিত, অনুপস্থিত, ছোট, বড়, পুরুষ ও নারীদেরকে ক্ষমা করে দাও।" (সুনানে বায়হাকী কুবরা, ৪/৪১/৬৭৬২)

ব্যাখ্যাঃ অন্য রেওয়ায়েতে অতিরিক্ত এই বাক্য ও আছে- **اللّٰهُمَّ من احييته منا فأحييه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان** "হে আল্লাহ আমাদের মধ্যে যাদেরকে জীবিত রেখেছ, তাদেরকে ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ, আর আমাদের থেকে যাদেরকে মৃত্যু দেবে তাদেরকে ঈমানের উপর মৃত্যু দাও।"

١٩٢ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ ﷺ، قَالَ: أُلْحِدَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، وَأُخِذَ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ، وَنُصِبَ عَلَيْهِ اللَّبِنُ نَصْبًا.

১৯২. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আলকামা থেকে, তিনি ইবনে বুরাইদা থেকে, তিনি তাঁর পিতা বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ'র জন্য লহদ (কবর) তৈরী করা হয়েছিল এবং তাঁকে কিবলার দিকে করে কবরে নামানো হয়েছিল আর তাঁর কবরের উপর কাঁচা ইট স্থাপন করা হয়েছিল।

ব্যাখ্যাঃ মৃতের জন্য **(لحد)** বগলী কবর উত্তম না **(شق)** সিন্ধুকী কবর উত্তম- এ ব্যাপারে হানাফী ও শাফেঈ মাযহাবে মত বিরোধ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা (র)'র মতে বগলী কবর আর ইমাম শাফেঈ (র)'র মতে সিন্ধুকী কবর উত্তম।

ইমাম আবু হানিফা (র) স্বীয় মাযহাবের পক্ষে দলীল হিসেবে তিরমিযী শরীফে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদিস পেশ করেন- **اللحد لنا والشق غيرنا** "লহদ কবর আমাদের জন্য আর সিন্ধুকী কবর অন্যদের জন্য।" কেননা ইহুদীদের মধ্যে এ ধরনের কবরের প্রচলন ছিল। দ্বিতীয় দলীল হলো- রাসূল ﷺ'র জন্য লহদ কবর তৈরী করা হয়েছিল। সুতরাং লহদ কবরের ফযীলতের জন্য এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে? তৃতীয় দলীল হলো- মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা) নিজের জন্য লহদ কবর তৈরী করার জন্য অসিয়ত করেছেন। সুতরাং উপরোক্ত দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, লহদ কবর সুন্নত। এর বিপরীত যে সব রেওয়ায়েত রয়েছে তা বিশেষ কোন ওযরের কারণে হয়েছে।

٧٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي السُّؤَالِ فِي الْقَبْرِ

١٩٣ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «إِذَا وُضِعَ الْمُؤْمِنُ فِيْ قَبْرِهِ أَتَاهُ الْمَلَكُ، فَأَجْلَسَهُ، فَقَالَ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَقَالَ: اللّٰهُ، قَالَ: وَمَنْ نَبِيُّكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قَالَ: وَمَا دِيْنُكَ؟ قَالَ: الْإِسْلَامُ»، قَالَ: «فَيُفْسَحُ لَهُ فِيْ قَبْرِهِ، وَيُرَىٰ مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، فَإِذَا كَانَ كَافِرًا أَجْلَسَهُ الْمَلَكُ، فَقَالَ: مَنْ رَبُّكَ؟ قَالَ: هَاهْ لَا أَدْرِيْ، كَالْمُضِلِّ

شَيْئًا، فَيَقُوْلُ: مَنْ نَبِيُّكَ؟ فَيَقُوْلُ: هَاهْ لَا أَدْرِيْ، كَالْمُضِلِّ شَيْئًا، فَيُقَالُ: مَا دِيْنُكَ؟ فَيَقُوْلُ: هَاهْ لَا أَدْرِيْ، كَالْمُضِلِّ شَيْئًا، فَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ، وَيَرَىٰ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، فَيَضْرِبُهُ ضَرْبَةً يَسْمَعُهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ: الْجِنَّ وَالْإِنْسَ»، ثُمَّ قَرَأَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «[يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللهُ الظَّالِمِيْنَ وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ] {إبراهيم: ٢٧}».

বাব নং ৮৬. ৭৪. কবরের প্রশ্ন

১৯৩. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আলকামা থেকে, তিনি জনৈক ব্যক্তি থেকে, তিনি সা'দ ইবনে উবাদা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন- যখন কোন মু'মিনকে কবরে রাখা হয়, তখন তার নিকট ফেরেস্তা আগমন করেন এবং তাকে বসানোর পর বলেন- তোমার রব কে? তখন মু'মিন বলেন, আল্লাহ। ফেরেস্তা পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন, তোমার নবী কে? উত্তরে বলেন, মুহাম্মদ ﷺ। অতঃপর ফেরেস্তা জিজ্ঞাসা করেন, তোমার দ্বীন কি? উত্তরে বলেন, ইসলাম। রাসূল ﷺ বলেন, তখন তার কবর প্রশস্ত ও বিস্তৃত করা হয় এবং বেহেস্তে তার যে আসন রয়েছে, তা তাকে দেখানো হয়।

কিন্তু ঐ মৃতব্যক্তি যদি কাফির হয়, তাহলে ফেরেস্তা তাকে বসানোর পর জিজ্ঞাসা করেন, তোমার রব কে? তখন সে ভুলে যাওয়া ব্যক্তির ন্যায় বলে, আফসোস, আমি জানিনা। এরপর ফেরেস্তা জিজ্ঞাসা করেন, তোমার নবী কে? সে বলে, আফসোস, আমি জানি না। অতঃপর ফেরেস্তা আবার জিজ্ঞাসা করেন, তোমার দ্বীন কি? তখন ঐ কাফির আতঙ্কিত অবস্থায় বলবে, আফসোস, আমি জানি না। তারপর তার কবর সংকীর্ণ করে দেওয়া হয় এবং দোযখে তার স্থানটি তাকে দেখানো হবে। এরপর ফেরেস্তা তার উপর এমন জোরে আঘাত করেন যে, যার আওয়াজ মানুষ ও জ্বীন ব্যতীত সবাই শুনতে পায়। অতঃপর রাসূল ﷺ পবিত্র কুরআনের এই আয়াত তিলাওয়াত করেন- يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت فى الحيوة الدنيا وفى الاخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء-
(জামেউল আহাদীস, ৮/৩২৫/৭৩৮৯)

ব্যাখ্যাঃ কবরে প্রশ্ন ও উত্তর সত্য। কবর আযাবও সত্য। এগুলোর ব্যাপারে অনেক বিশুদ্ধ হাদিস বিদ্যমান। সুতরাং এগুলোকে অবিশ্বাস করার কোন সুযোগ ইসলামে নেই।

١٩٤ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ إِسْمَاعِيْلَ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، «فِي الْقَبْرِ ثَلَاثٌ: سُؤَالٌ عَنِ اللهِ ﷻ، وَدَرَجَاتٌ فِي الْجِنَانِ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عِنْدَ رَأْسِكَ».

১৯৪. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা ইসমাঈল থেকে, তিনি আবু সালেহ থেকে, তিনি উম্মে হানী (রা) থেকে, তিনি নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, কবরে তিনটি বিষয় পেশ করা হবে। এক. আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। দুই. (মু'মিন বান্দার সামনে) বেহেস্তের স্থান পেশ করা হবে এবং তিন. তিলাওয়াত কৃত কুরআন মাথার সামনে পেশ করা হবে।

١٩٥ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ ﷺ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ جَنَازَةٍ، فَأَتَىٰ قَبْرَ أُمِّهِ، وَهُوَ يَبْكِيْ أَشَدَّ الْبُكَاءِ، حَتَّىٰ كَادَتْ نَفْسُهُ تَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَا يُبْكِيْكَ؟ قَالَ: «اسْتَأْذَنْتُ رَبِّيْ فِيْ زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّ مُحَمَّدٍ، فَأَذِنَ لِيْ، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي الشَّفَاعَةِ فَأَبَىٰ عَلَيَّ». وَفِيْ رِوَايَةٍ، قَالَ: اسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ ﷺ رَبَّهُ فِيْ زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ، فَأَذِنَ لَهُ، فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَتَّى انْتَهَوْا إِلَىٰ قَرِيْبٍ مِنَ الْقَبْرِ، فَمَكَثَ الْمُسْلِمُوْنَ، وَمَضَى النَّبِيُّ ﷺ فَمَكَثَ طَوِيْلًا، ثُمَّ اشْتَدَّ بُكَاؤُهُ حَتَّىٰ ظَنَنَّا أَنَّهُ لَا يَسْكُنُ، فَأَقْبَلَ، وَهُوَ يَبْكِيْ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَا أَبْكَاكَ يَا نَبِيَّ اللهِ بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ؟ قَالَ: «اسْتَأْذَنْتُ رَبِّيْ فِيْ زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّيْ، فَأَذِنَ لِيْ، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي الشَّفَاعَةِ، فَأَبَىٰ، فَبَكَيْتُ رَحْمَةً لَهَا، وَبَكَى الْمُسْلِمُوْنَ رَحْمَةً لِلنَّبِيِّ ﷺ».

১৯৫. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আলকামা থেকে, তিনি ইবনে বুরাইদা থেকে, তিনি তাঁর পিতা বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা নবী করিম ﷺ'র সাথে এক জানাযায় অংশগ্রহণ করেছিলাম। (মৃত ব্যক্তিকে দাফনের পর) তিনি তাঁর মায়ের কবরে গমন করেন এবং তিনি প্রচণ্ডভাবে ক্রন্দন করতে লাগলেন, যেন তাঁর পবিত্র রূহ দেহ থেকে বের হয়ে যাবে। আমরা আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এভাবে কাঁদলেন কেন? তিনি বললেন, আমি আল্লাহর কাছে আমার মা'র কবর যিয়ারতের অনুমতি চেয়েছিলাম, আমাকে অনুমতি দেয়া হয়েছে। এরপর আমি তাঁর শাফায়াতের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করি। কিন্তু তা দেয়া হয়নি।

অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ তাঁর মায়ের কবর যিয়ারতের জন্য আল্লাহর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করেন। অনুমতি দেওয়া হলে তিনি কবরের নিকট গমন করলেন। কয়েকজন মুসলমান (সাহাবী) তাঁর সাথে ছিলেন। তিনি দীর্ঘ সময় কবরের নিকট অবস্থান করেন এবং এমন অঝোরে কান্না-কাটি করতে থাকেন যে, মনে হয় তিনি আর থামবেন না। অতঃপর ক্রন্দনরত অবস্থায় তিনি আমাদের দিকে ফিরেন। তখন হযরত ওমর (রা) বলেন, হে নবী ﷺ! আমার পিতামাতা আপনার উপর উৎসর্গ হোক, কিসে আপনাকে এভাবে কাঁদিয়েছে? তিনি বললেন, আমি আল্লাহর নিকট আমার মায়ের

কবর যিয়ারতের অনুমতি প্রার্থনা করি এবং অনুমতি দেওয়া হয়। অতঃপর তাঁর শাফায়াতের জন্য প্রার্থনা করি, কিন্তু অনুমতি দেওয়া হয়নি। সুতরাং তাঁর প্রতি দয়াপরবশ হয়ে কেঁদেছি। সাহাবায়ে কিরামও নবী করিম ﷺ'র মহব্বতে কেঁদে ফেললেন। (মুসনাদে ইসহাক ইবনে রাহওয়াইয়্যাহ্, ১/২৪৫/২০৫)

ব্যাখ্যা: হাদিসে বর্ণিত বিষয়টি অত্যন্ত নাজুক ও বির্তকিত হওয়ায় পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ওলামায়ে কিরাম বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। পূর্ববতী আলিমদের মতে রাসূল ﷺ'র পিতা-মাতা ইসলামের উপর ইন্তেকাল করেননি। পরবর্তী আলিমদের মতে তাঁরা ইসলামের উপর ইন্তেকাল করেছেন। পূর্ববর্তী আলেমগণ উপরোক্ত হাদিস সহ অন্যান্য হাদিস দলীল হিসেবে পেশ করেন। এ প্রসঙ্গে তারা কুরআনের নিম্ন লিখিত আয়াতসমূহ পেশ করে থাকেন- مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي الْقُرْبَى। "নবী এবং মু'মিনদের জন্য উচিত নয় যে, কোন মুশরিকের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, যদি তারা তার নিকটাত্মীয়ও হয়।" (সূরা তাওবা, আয়াত, ১১৩) অন্যত্র বলা হয়েছে- وَلَا تُسْئَلُ عَنْ اَصْحَابِ الْجَحِيْمِ "জাহান্নামীদের সম্পর্কে আপনি জিজ্ঞাসিত হবেন না।" (সূরা বাকারা, আয়াত, ১১৯) পরবর্তী আলিমগণ এ বিষয়ে অত্যন্ত সর্তকতা অবলম্বন করেছেন এবং তাদের মতে রাসূল ﷺ'র পিতা মাতা মুসলমান ছিলেন। তাদের মতামতের স্বপক্ষে তিনটি ব্যাখ্যা পেশ করা যায়। প্রথমত: আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে জীবিত করে ঈমান দান করেছেন। এ সম্পর্কে তাদের নিকট অনেক হাদিস বিদ্যমান। এগুলো তারা সহীহ ও হাসান বলে প্রমাণ করে থাকেন। হয়ত পূর্ববর্তী আলিমগণের এতটুকু চিন্তা ও গবেষণা করার অবকাশ হয়নি। কেননা আল্লাহ বলেছেন- وَاللهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ "আল্লাহ স্বীয় রহমত যাকে ইচ্ছে দান করেন"। (সূরা বাকারা, আয়াত, ১০৫)

দ্বিতীয়ত: রাসূল ﷺ'র পিতা-মাতা সর্বশেষ নবীর আবির্ভাবের পূর্ববর্তী যুগ পেয়েছেন। আর আল্লাহ তায়ালা তাওহীদবাদী ও আনুগত্য প্রকাশকারীকে শাস্তি প্রদান করেন না। যেমন পবিত্র কুরআনে আছে- أَنَّ الْعَذَابَ عَلٰى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى "নিশ্চয়ই শাস্তি তার জন্য, যে দ্বীনকে মিথ্যা বলে এবং এর থেকে ফিরে থাকে। (সূরা ত্বোহা, আয়াত, ৪৮)

তৃতীয়ত: তাঁরা হযরত ইব্রাহীম (আ.)'র দ্বীনে বিশ্বাসী ছিলেন, যার ফলে তাঁরা আযাব থেকে মুক্তি পাবেন। মোটকথা এটা অত্যন্ত আদব ও সতর্কতার বিষয়। প্রকাশ্যভাবে তাঁদেরকে কুফুরীর দিকে ইঙ্গিত করা উচিত নয়। যদি এ বিষয়ে কেউ কোন দলীলও পেয়ে থাকে, তবুও কোন মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়। বলা বাহুল্য, বিশ্বের সকল মানুষ রাসূল ﷺ'র পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ। সুতরাং তাঁদের প্রতি কিভাবে

কুফুরীর অভিযোগ উত্থাপন করা সম্ভব? পক্ষান্তরে এটা এরূপ কোন বিষয় নয় যে, যার উপর প্রত্যেক মুসলমানকে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে বা এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ ছাড়া ঈমান পূর্ণাঙ্গ হবে না। সুতরাং- কোন অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে চিন্তা করে অন্তরে সন্দেহ পোষণ করে ঈমানের মধ্যে ত্রুটি সৃষ্টি করার কোন প্রয়োজন নেই।

ইমাম সুয়ূতী (র) বলেন, ইমাম রাযী (র) কুরআনের আয়াত الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ "আল্লাহ আপনাকে অবলোকন করতেছেন যখন আপনি নামাযে দণ্ডায়মান এবং তখনও অবলোকন করেছেন যখন আপনার নূর সিজদাকারীগণের এক পৃষ্ঠ থেকে অপর পৃষ্ঠে রূপান্তরিত হচ্ছিল। (সূরা শোয়ারা, আয়াত; ২১৮-২১৯) এর দ্বারা প্রমাণ করেন যে, রাসূল ﷺ'র পিতা-মাতা মুসলমান ছিলেন। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকীদা হল হযরত আদম (আ.) থেকে হযরত আব্দুল্লাহ পর্যন্ত এবং হযরত হাওয়া (আ.) থেকে হযরত আমেনা (রা) পর্যন্ত যারা নূরে মুহাম্মদী ﷺ বহন করেছিলেন এঁদের সকলেই মু'মিন ছিলেন।

আল্লামা আলূসী (র) বলেন, যে ব্যক্তি রাসূল ﷺ'র পিতা-মাতাকে কাফের বলবে আমার মতে সে কাফের।[১৬৯]

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ হাজ্জাতুল বিদা'র মধ্যে আমাদেরকেও হজ্ব করায়েছেন। এ সময় আমাকে উকবাতুল হাজুন নামক স্থানে নিয়ে যান। এ সময় তিনি অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন। কিন্তু ফিরে আসার সময় তিনি খুবই উৎফুল্ল ছিলেন। আমি তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে তিনি বললেন, আমি আমার মায়ের কবরে গিয়েছিলাম। আমি আরযু করেছিলাম যে, তিনি জীবিত হয়ে যান এবং আমার উপর ঈমান আনেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাঁকে জীবন দান করেছেন এবং আমার উপর ঈমান এনেছেন তারপর পূর্বাবস্থায় ফিরে যান।[১৭০]

٧٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ وَالسَّلَامِ عَلَى أَهْلِهَا

١٩٦ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، وَحَمَّادٍ، أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْقُبُوْرِ أَنْ تَزُوْرُوْهَا، فَزُوْرُوْهَا وَلَا تَقُوْلُوْا: هُجْرًا».

১৬৯. সৈয়দ মাহমুদ আলূসী (র) (১২৭০ হি.) রূহুল মায়ানী, খণ্ড. ১৯, পৃ. ১৩৭

১৭০. জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র) (৯১১ হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড. ২, পৃ.৬০

বাব নং ৮৭. ৭৫. কবর যিয়ারত ও কবরবাসীকে সালাম দেওয়া প্রসঙ্গে

১৯৬. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আলকামা ইবনে মুরশাদ ও হাম্মাদ থেকে, তারা আব্দুল্লাহ ইবনে বুরাইদা থেকে, তিনি তার পিতা বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে প্রথমে কবর যিয়ারত থেকে নিষেধ করেছিলাম। এখন থেকে তোমরা কবর যিয়ারত করতে থাক। তবে মুখে শরীয়ত বিরোধী কোন কথা উচ্চারণ করবে না। (মুসনাদে আহমদ, ৫/৩৬১/২৩১০২)

ব্যাখ্যাঃ আবু দাউদ শরীফে উপরোক্ত হাদিসের সাথে فان فى زيارتها تذكرة বাক্যটি অতিরিক্ত রয়েছে। "নিশ্চয়ই কবর যিয়ারতে নসীহত রয়েছে।"[১৭১]

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে- فقد اذن لمحمد فى زيارة قبر امه فزورها فانها تذكرة الاخرة। "মুহাম্মদ ﷺকে তাঁর মায়ের কবর যিয়ারতের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং তোমরাও কবর যিয়ারত কর। কেননা কবর যিয়ারত আখিরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়।"[১৭২] সুতরাং প্রমাণিত হল যে, কবর যিয়ারত মুস্তাহাব। কেননা এতে অনেক উপকারীতা রয়েছে। তবে কবর যিয়ারতে গিয়ে মৃত ব্যক্তির গুনাহ মাফের জন্য এবং মঙ্গলের জন্য দোয়া করতে হবে।

কবরবাসীর নিকট কিছু চেয়ে দোয়া করা বৈধ কিনা? অধিকাংশ ওলামায়ে কিরাম ও ফোকাহায়ে এজাম এটাকে নাজায়েয বলেছেন। তবে কোন কোন সুফীয়ায়ে কিরাম ও ফকীহ এর অনুমতি দিয়েছেন। বরং অনেক কাশফধারী ও কামিল ব্যক্তির মত হলো- তাঁরা কবর যিয়ারত থেকে অনেক উপকৃত হয়ে থাকেন। ইমাম শাফেঈ (র) বলেন- হযরত মুসা কাযিম (র)'র কবর দোয়া কবুলের জন্য এক আশ্চর্য স্থান।

মহিলাদের জন্য কবর যিয়ারত বৈধ কিনা? এ বিষয়ে হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ কবর যিয়ারতকারী মহিলাদের উপর লা'নত করেছেন। ইমাম তিরমিযী এই হাদিসকে হাসান ও সহীহ বলেছেন। এই হাদিসের দৃষ্টিকোণ থেকে কোন কোন ওলামায়ে কিরাম মহিলাদের কবর যিয়ারতে গমন থেকে নিষেধ করেছেন। আবার কোন কোন ওলামায়ে কিরাম জায়েয বলেছেন। তাদের যুক্তি হলো, রাসূল ﷺ'র এই নিষেধাজ্ঞা ঐ সময়ের জন্য প্রযোজ্য ছিল, যখন সকল পুরুষ ও মহিলার জন্য কবর যিয়ারত নিষেধ করা হয়েছিল। কিন্তু উপরোক্ত হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী যখন রাসূল ﷺ

১৭১. ইমাম আবু দাউদ (র), (২৭৫ হি.), আবু দাউদ শরীফ, খণ্ড. ৩, পৃ. ২১২, হাদীস নং ৩২৩৭
১৭২. ইমাম তিরমিযী (র), (২৭৯ হি.), তিরমিযী, খণ্ড, ৩, পৃ. ৩৭০, বৈরুত, হাদীস নং ১০৫৪

অনুমতি প্রদান করেন, তখন এই সাধারণ অনুমতির মধ্যে মহিলাগণও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কেউ কেউ মহিলাদের কবর যিয়ারত এই জন্য নিষেধ করেছেন যে, তাদের ধৈয্য ও সহ্য শক্তি অপেক্ষাকৃত কম। তাই তারা কবরে গিয়ে অধৈর্য হয়ে পড়ে। বস্তুত এরূপ করা জায়েয নয়। যদি এগুলো থেকে মুক্ত থেকে যিয়ারত করে, তবে কোন ক্ষতি নেই। সুতরাং হানাফী মাযহাবে মহিলাদের কবর যিযারত জায়েয রাখা হয়েছে। ফতোয়ায়ে আলমগীরি কিতাবেও এই মত পোষণ করা হয়েছে।

١٩٧ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ ﷺ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْمَقَابِرِ، قَالَ: «اَلسَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ».

১৯৭. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আলকামা থেকে, তিনি ইবনে বুরাইদা থেকে, তিনি তার পিতা বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী করিম ﷺ যখন কোন কবরস্থানে গমন করতেন, তখন তিনি এই দোয়া পাঠ করতেন- **السلام على اهل الديار من المسلمين وانا ان شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية** – হে কবরবাসী মুসলমানগণ! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমরাও ইনশাআল্লাহ্ তোমাদের সাথে মিলিত হবো। আমরা নিজেদের এবং তোমাদের জন্য আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা ও শান্তির দোয়া করছি।" (জামেউল আহাদীস, ১৫/২০২/১৫৩১৫)

٥ - كِتَابُ الزَّكَاةِ

١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّكَازِ

١٩٨ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «الرِّكَازُ مَا رَكَزَهُ اللهُ تَعَالَى فِي الْمَعَادِنِ الَّذِيْ تَنْبُتُ فِي الْأَرْضِ».

৫. যাকাত অধ্যায়

বাব নং ৮৮. ১. রিকাযের বর্ণনা

১৯৮. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আতা থেকে, তিনি ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আল্লাহ যা খনির মধ্যে প্রোথিত করে রেখেছেন যা জমির মধ্যে তৈরী হয়ে থাকে, তাকে রিকায বলে। (সুনানে বায়হাকী, ৪/১৫২/৭৪২৮)

ব্যাখ্যাঃ মাটির ভিতর থেকে যে মালামাল বের করা হয়ে থাকে, তা তিনভাগে বিভক্ত। ১. কান্য (كنز); ২. মা'দান (معدن) ও ৩. রিকায (ركاز) কান্য ঐ কোষাগারকে বলা হয় যা মানুষ নিজেরাই মাটির নীচে পুঁতে রাখে। মা'দান ঐ খনিকে বলে যা জমি সৃষ্টির সাথে সৃষ্টি করা হয়েছে। তবে রিকায হল সাধারণ অর্থবোধক শব্দ যা কান্য ও মা'দান উভয়টি

এর অন্তর্ভূক্ত। অর্থাৎ জমিনে গচ্ছিত গুপ্তধনকে 'কান্য' বলে। খনিতে প্রাপ্ত সম্পদকে 'মা'দান বলে। উভয় সম্পদকে একসাথে 'রিকায' বলে। হানাফী মাযহাব মতে এ সকল সম্পদের যাকাত হলো খুমুস বা এক পঞ্চমাংশ। দলীল হিসেবে কুরআনের এই আয়াতটি পেশ করা হয় وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ "তোমরা জেনে রাখ যে, গনীমত হিসাবে তোমরা যা লাভ করবে, এর এক পঞ্চমাংশ আল্লাহর জন্য।" (সূরা আনফাল, আয়াত, ৪৯) প্রকাশ থাকে যে, গুপ্তধন এর এলাকার ভূমি উভয়ের উপর গনীমত শব্দ আরোপিত হয়ে থাকে। কেননা এগুলো প্রথমে কাফিরদের অধিকারে ছিল। অতঃপর মুসলমানদের অধিকারে এসেছে। যখন এগুলো গনীমতের অন্তর্ভুক্ত হল তখন এগুলোর উপর এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হয়েছে।

٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي كُلِّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ

١٩٩ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «كُلُّ مَعْرُوْفٍ فَعَلْتَهُ إِلَى غَنِيٍّ وَفَقِيْرٍ صَدَقَةٌ».

বাব নং ৮৯. ২. প্রত্যেক সৎকাজ সদকা

১৯৯. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আতা থেকে, তিনি জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, প্রত্যেকটি সৎকাজ যা তোমরা ধনী ও দরিদ্রদের প্রতি করে থাকো, তা সদকা হিসাবে গণ্য হবে। (জামেউল আহাদীস, ১৫/৩৭০/১৫৭২৪)

٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي كَوْنِ الصَّدَقَةِ هَدِيَّةً لِلْغَيْرِ

٢٠٠ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ﷺ، قَالَتْ: تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيْرَةَ بِلَحْمٍ، فَرَآهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: «هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ».

বাব নং ৯০.৩. সদকার মাল অন্যের জন্য হাদিয়া হয়

২০০. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি আসওয়াদ থেকে, তিনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত বারীরাকে সদকা হিসাবে কিছু গোশত প্রদান করা হয়। নবী করিম ﷺ তা দেখেন এবং বললেন, এই গোশত তার জন্য সদকা আর আমাদের জন্য হাদিয়া। (বুখারী, ২/৯১০/২৪৩৮)

ব্যাখ্যাঃ বস্তুর মালিকানা পরিবর্তন হলে এর বিধানও পরিবর্তন হয়। যেমন হযরত বারীরা'র মালিকানায় সদকার গোশত আসার পর তা অন্যের জন্য হাদিয়া হয়ে যায়। সুতরাং কোন দরিদ্র লোক যদি সদকার মাল দিয়ে কোন ধনী ব্যক্তির মেহমানদারী করে, তাহলে ঐ ধনী ব্যক্তির জন্য ঐ সদকার দ্রব্য খাওয়া জায়েয হবে। অথবা ধনী ব্যক্তি যদি ঐ সদকার মাল ক্রয় করে তাও বৈধ হবে। তবে ধনী ব্যক্তি ও বনু হাশিমের জন্য সদকার মাল সরাসরি ব্যবহার করা বা নিজের অধিকারে নিয়ে যাওয়া জায়েয নেই।

٦ - كِتَابُ الصَّوْمِ

١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّوْمِ

٢٠١ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ الزَّيَّاتِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «يَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلَّا الصِّيَامَ، فَهُوَ لِيْ، وَأَنَا أَجْزِيْ بِهِ».

৬. রোযা অধ্যায়

বাব নং ৯১. ১. রোযার ফযীলত

২০১. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আতা থেকে, তিনি আবু সালেহ যাইয়্যাত থেকে, তিনি আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, মানুষের সমস্ত আমল তার নিজের জন্য, কেবল রোযা ব্যতীত। কেননা, রোযা আমার জন্য এবং আমি নিজেই এর পুরস্কার দান করবো। (বুখারী, ১/২৫৫/১৭৮৩ ও সহীহ ইবনে খোযাইমা, ৩/১৯৬/১৮৯৬)

ব্যাখ্যাঃ এই হাদিসে অন্যান্য আমল ও ইবাদতের উপর রোযার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে। অন্যান্য ইবাদতে রিয়া বা লোক দেখানোর অবকাশ থাকে, ফলে ঐ ইবাদত আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হয়না। কিন্তু রোযা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রাখা হয়। এতে রিয়া থাকেনা। বায়হাকী শুয়াবুল ঈমান গ্রন্থে হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে মারফু হাদিস বর্ণনা করেছেন- الصيام لارياء فيه قال الله تعالى هو لى وانا اجزى به يدع طعامه وشرابه اجلى "রোযার মধ্যে রিয়া নেই। আল্লাহ বলেন, রোযা একমাত্র আমার জন্য এবং আমি নিজেই এর প্রতিদান দেবো। রোযা পালনকারী আমার জন্যই পানাহার ত্যাগ করে।"[১৭৩]

এছাড়া হাদিসের দ্বারা এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষের আমলের প্রতিদান তার কষ্ট ও পরিশ্রমের দৃষ্টিকোণ থেকে দশ হতে সাতশগুণ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। কিন্তু রোযার প্রতিদানের কোন পরিমাণ নেই। আল্লাহ স্বীয় করুণা দ্বারা যে পরিমাণ ইচ্ছা, দান করবেন।

٢٠٢ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ إِسْمَاعِيْلَ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ ﷺ، قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ جَاعَ يَوْمًا، فَاجْتَنَبَ الْمَحَارِمَ، وَلَمْ يَأْكُلْ مَالَ الْمُسْلِمِيْنَ بَاطِلًا، إِلَّا أَطْعَمَهُ اللهُ تَعَالَى مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ».

২০২. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা ইসমাঈল থেকে, তিনি আবু সালেহ থেকে, তিনি উম্মে হানী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, কোন

১৭৩. ইমাম বায়হাকী (র), (৪৫৮ হি.) শুয়াবুল ঈমান, খণ্ড. ৩, পৃ. ২৯৯, হাদীস নং ৩৫৯৩

মু'মিন ব্যক্তি সারাদিন অভুক্ত থাকে এবং হারাম কাজ থেকে মুক্ত থাকে, অবৈধভাবে কোন মুসলমানের সম্পদ খায় না, তাহলে আল্লাহ তাকে বেহেস্তের ফল থেকে আহার করাবেন।

٢٠٣ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِمْيَرِيِّ ﷺ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ: «مُرْ قَوْمَكَ، فَلْيَصُوْمُوْا هٰذَا الْيَوْمَ»، قَالَ: «إِنَّهُمْ طَعِمُوْا»، قَالَ: قَالَ: «وَإِنْ كَانَ قَدْ طَعِمُوْا».

২০৩. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা ইব্রাহীম থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি হুমাইদ ইবনে আব্দুর রহমান হিমাইরী (রা) থেকে, তিনি রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ আশুরার দিন তাঁর সাহাবীগণের মধ্যে একজনকে বললেন, তোমার সম্প্রদায়কে আজকে রোযা-রাখার নির্দেশ দাও। সাহাবী আরয করলেন, তারা তো আহার করে ফেলেছে। তখন তিনি বললেন, যদিও তারা খাবার খেয়ে থাকে। অর্থাৎ ঐ দিনের বাকী অংশে তারা কিছুই খাবে না।

ব্যাখ্যাঃ এই বিধান রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পূর্বে। তখন আশুরার রোযা ফরয ছিল। রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পর আশুরার রোযা ইচ্ছাধীন হয়ে গেল।

٢٠٤ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ الْحَوْتَكِيَّةِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، قَالَ: أُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِأَرْنَبٍ، فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ، فَأَكَلُوْا، وَقَالَ لِلَّذِيْ جَاءَ بِهَا: «مَالِكَ لَا تَأْكُلُ مِنْهَا»؟ قَالَ: إِنِّيْ صَائِمٌ، قَالَ: «وَمَا صَوْمُكَ»؟ قَالَ: تَطَوُّعٌ، قَالَ: «فَهَلَّا الْبِيْضَ».

২০৪. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা (রা) হায়শাম থেকে, তিনি মুসা ইবনে তালহা থেকে, তিনি ইবনে হাওতাকিয়া থেকে, তিনি ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ'র খেদমতে (রান্না করা) খরগোশ পেশ করা হয়। তিনি তাঁর সাহাবাদেরকে বললেন, খাও। তখন তাঁরা খাওয়া আরম্ভ করেন। রাসূল ﷺ (এই খাবার নিয়ে) আগমনকারীকে বললেন, তুমি কেন খাচ্ছ না? তিনি বলেন, আমি রোযা রেখেছি। রাসূল ﷺ বললেন, এটা কিসের রোযা? তিনি বলেন নফল রোযা। তখন রাসূল ﷺ বললেন, আইয়্যামে বীযের রোযা কেন রাখনা? (মুসনাদে আবী ইয়ালা, ১/১৬৬/১৮৫)

ব্যাখ্যাঃ এখানে কয়েকটি বিষয়ে ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। প্রথমত আইয়্যামে বীযের ফযীলত উপরোক্ত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। প্রতি আরবী মাসের তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখ হলো আইয়্যামে বীয। দ্বিতীয়ত খরগোশের গোশত খাওয়া প্রসঙ্গে। হানাফী মাযহাবে খরগোশের গোশত খাওয়া মুবাহ। উপরোক্ত হাদিসই এর প্রমাণ।

তৃতীয়ত নফল রোযা সম্পর্কিত। এ বিষয়ে দু'টি হাদিস বর্ণিত আছে। একটি হলো সর্ব সম্মতিক্রমে ওযরের কারণে যেমন মেহমানদারী ইত্যাদির কারণে রোযা ভঙ্গ করা যাবে। বিভিন্ন হাদিসে এর প্রমাণ রয়েছে। চতুর্থ বিষয় হলো উক্ত রোযার কাযা ওয়াজিব হবে কিনা? হানাফী মাযহাব অনুযায়ী এর কাযা ওয়াজিব হবে। হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদিস দ্বারা এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন, আমি এবং হযরত হাফসা (রা) রোযা ছিলাম। আমাদের নিকট তখন এমন কিছু খাবার এল যা আমাদের নিকট খুবই প্রিয় ছিল। আমরা তা খেয়ে ফেললাম। হযরত হাফসা (রা) এই ঘটনা রাসূল ﷺ কে বললে তিনি এই রোযার পরিবর্তে অন্যদিন রোযা রাখার নির্দেশ দান করেন। আমর সাধারণত ওয়াজিবের জন্য এসে থাকে। তাই এখানেও ওয়াজিব হওয়াকেই প্রমাণ করে।

٢٠٥ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ: «إِنَّ بِلَالًا يُنَادِيْ بِلَيْلٍ، فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ، وَقَدْ حَلَّتِ الصَّلَاةُ».

২০৫. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আব্দুল্লাহ থেকে, তিনি ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, বিলাল যখন রাতে আযান দিতে থাকে তখন তোমরা পানাহার করতে থাক। যতক্ষণ পর্যন্ত ইবনে উম্মে মকতুম আযান না দেয়। কেননা, যখন সে আযান দেয় তখন নামাযের ওয়াক্ত হয়ে যায়। (বুখারী, ১/২৫৭/১৭৯৭ ও সহীহ ইবনে খুযাইমা, ৩/২১১/১৯৩১)

ব্যাখ্যাঃ উপরোক্ত হাদিস একই বাক্য সহকারে বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও অন্য হাদিস গ্রন্থে বর্ণিত আছে। এর মধ্যে একটি বির্তক মাসয়ালা রয়েছে। ইমাম শাফেঈ, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (র)'র মতে ফজরের নামাযের আযান ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে অর্থাৎ সুবাহ সাদিকের আগে দেওয়া জায়েয আছে। ইমাম আবু হানিফা (র)'র মতে ফজর নামাযসহ অন্য যে কোন নামাযের ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে আযান দেওয়া জায়েয নেই। উপরে বর্ণিত হাদিস দ্বারা তিনজন ইমাম দলীল পেশ করেন। ইমাম আবু হানিফা (র)'র মতের স্বপক্ষে অনেক সহীহ হাদিস বর্ণিত আছে। যেমন আবু দাউদ শরীফে হযরত শাদ্দাদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত বিলাল (রা) একবার সুবাহ সাদিকের পূর্বে ফজরের আযান দেন। তখন রাসূল ﷺ তাঁকে নির্দেশ দান করেন, যেন তিনি চিৎকার করে এই ঘোষণা দেন যে, আমি ভুলক্রমে সময় হওয়ার পূর্বেই আযান দিয়ে ফেলেছি। এটা শুধু এজন্য, যাতে মানুষের ভুল ধারণা দূর হয়ে যায় এবং যেন মনে না করে যে, ওয়াক্ত আসার পূর্বে আযান জায়েয আছে।

ইমামত্রয়ের দলীল উপরোক্ত হাদিসের জওয়াবে বলা যায়, উক্ত ঘটনা ছিল রমযান মাসের। যেমন ইমাম মুহাম্মদ (র) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন- পবিত্র রমযান মাসে হযরত বিলাল (রা)'র আযান সাহরী খাওয়ার জন্য একটি আহ্বানের মত ছিল, এটা ফজরের আযান ছিলনা। ফজরের আযান দিতেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মকতুম (রা)। তিনি আযান দিতেন সুবাহ সাদিক হলে। ফলে তখন অবশ্যই সাহ্‌রী খাওয়া বন্ধ করে দিতে হবে।

٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِفْطَارِ بِالْحِجَامَةِ

٢٠٦ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ أَبِي السَّوَّارِ وَيُقَالُ أَبُوْ السَّوْرَاءِ وَهُوَ السَّلْمِيُّ، عَنْ ابْنِ حَاضِرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ احْتَجَمَ بِالْقَاحَةِ، وَهُوَ صَائِمٌ. وَفِيْ رِوَايَةٍ، قَالَ: احْتَجَمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالْقَاحَةِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ، وَلَوْ كَانَ خَبِيْثًا مَا أَعْطَاهُ.

বাব নং ৯১. ২. শিংগা লাগানোর কারণে রোযা ভঙ্গ হয়না

২০৬. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আবুস সাওয়ার থেকে, তিনি ইবনে হাদ্বির থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ 'ক্বাহা' নামক স্থানে শিংগা লাগান আর তখন তিনি রোযা অবস্থায় ছিলেন।

অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, নবী করিম ﷺ রোযা অবস্থায় 'ক্বাহা' নামক স্থানে শিংগা লাগিয়েছেন।

অপর রেওয়ায়েতে আছে, নবী করিম ﷺ শিংগা লাগান এবং শিংগা লাগানোকারীকে তার পারিশ্রমিক দান করেন। যদি এই পারিশ্রমিক হারাম হতো তাহলে তিনি তাকে এটা প্রদান করতেন না। (মুসনাদে আহমদ, ৪/৭১/২১৮৬)

٢٠٧ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ، قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ، بَعْدَمَا قَالَ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ».

২০৭. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আবু সুফিয়ান থেকে, তিনি আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যে শিংগা লাগায় এবং যাকে শিংগা লাগানো হয়, উভয়ের রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। এ কথা বলার পর রাসূল ﷺ শিংগা লাগালেন। (সহীহ ইবনে খুযাইমা, ৩/২২৬/১৯৬৩)

ব্যাখ্যাঃ এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শিংগা লাগানোর কারণে রোযা ভঙ্গ হওয়ার বিধান রাসূল ﷺ'র পরবর্তী আমল দ্বারা রহিত **(منسوخ)** হয়ে যায়।

٢٠٨ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ احْتَجَمَ، وَهُوَ صَائِمٌ.
وَفِيْ رِوَايَةٍ، قَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ: أَخْبَرَنِيْ ابْنُ شِهَابٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ احْتَجَمَ، وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَسًا.

২০৮. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা যুহুরী থেকে, তিনি আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ রোযা অবস্থায় শিংগা লাগিয়েছেন।

অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, ইমাম আবু হানিফা (র) বলেছেন, আমাকে ইবনে শিহাব খবর দিয়েছেন যে, রাসূল ﷺ রোযা অবস্থায় শিংগা লাগিয়েছেন। এই বর্ণনায় আনাস (রা)'র কথা উল্লেখ করা হয়নি। (আল মুস্তাদরাক, ১/৫৯৩/১৫৬৬)

٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِصْبَاحِ جُنُبًا فِي الصَّوْمِ

٢٠٩ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: كَانَ يُصْبِحُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ، ثُمَّ يُتِمُّ صَوْمَهُ.

বাব নং ৯৩. ৩. অপবিত্র অবস্থায় রোযাদারের ভোর হওয়া

২০৯. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আতা থেকে, তিনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ'র স্বপ্নদোষ ছাড়া নাপাক অবস্থায় সকাল হয়ে যেতো। অতঃপর তিনি রোযাপূর্ণ করতেন।

ব্যাখ্যাঃ উপরোক্ত হাদিস দ্বারা বুঝা যায় যে, স্ত্রী সহবাসের কারণে রোযাদার ব্যক্তির নাপাক অবস্থায় সকাল হলে তার রোযা নষ্ট হবে না।

٢١٠ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادِ ابْنِ أَبِيْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَخْرُجُ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً مِنْ غُسْلِ جَنَابَةٍ وَجِمَاعٍ، ثُمَّ يَظِلُّ صَائِمًا.

২১০. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি আবু সোলাইমান থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি আসওয়াদ থেকে, তিনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ ফজরের নামাযের জন্য গমন করতেন আর তাঁর মাথা মোবারক থেকে স্ত্রী সহবাসের কারণে জানাবতের গোসলের পানির ফোঁটা পড়ত। অতঃপর সারাদিন রোযাদার অবস্থায় থাকতেন। (মুসলিম, ৩/১৩৮/২৬৫০)

٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ قُبْلَةِ الصَّائِمِ

٢١١ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَخْرُجُ إِلَى الْفَجْرِ، وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، وَيَظِلُّ صَائِمًا. وَبِإِسْنَادِهِ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَبِّلُ نِسَاءَهُ فِيْ رَمَضَانَ.

বাব নং ৯৪. ৪. রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে চুমু দেওয়া

২১১. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি আসওয়াদ থেকে, তিনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ ফজর নামাযের জন্য গমণ করতেন আর তাঁর মাথা মোবারক থেকে (গোসলের) পানির ফোঁটা পড়ত এবং তিনি রোযাদার অবস্থায় থাকতেন।

একই সনদে বর্ণিত আছে যে, নবী করিম ﷺ রমযান মাসে তাঁর স্ত্রীদের চুমু দিতেন।

ব্যাখ্যাঃ রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে চুমো দিলে রোযা ভঙ্গ হয় না তবে শর্ত হল নিজেকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে সক্ষম হতে হবে। চুমো যদি সঙ্গমের দিকে নিয়ে যায় তবে তা নিষেধ।

٢١٢ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنِ الْـهَيْثَمِ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوْقٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصِيْبُ مِنْ وَجْهِهَا، وَهُوَ صَائِمٌ، يَعْنِيْ: الْقُبْلَةَ.

২১২. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হায়শাম থেকে, তিনি আমের শা'বী থেকে, তিনি মসরূক থেকে, তিনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ রোযা অবস্থায় তার মুখে চুমো দিতেন। (আল মু'জামুস সগীর, ১/১১৭/১৭২)

٢١٣ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ زِيَادٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ، وَهُوَ صَائِمٌ.

২১৩. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা যিয়াদ থেকে, তিনি আমর ইবনে মাইমূন থেকে, তিনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ (স্বীয় স্ত্রীদেরকে) রোযা অবস্থায় চুমো দিতেন। (মুসলিম, ৩/১৩৬/২৬৪১)

٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ رُخْصَةِ الْإِفْطَارِ فِي السَّفَرِ

٢١٤ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنِ الْـهَيْثَمِ بْنِ حَبِيْبٍ الصَّيْرَفِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁، قَالَ: خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِلَيْلَتَيْنِ خَلَتَا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مِنَ الْـمَدِيْنَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَصَامَ حَتَّى اَتَى قُدَيْدَ، فَشَكَا النَّاسُ إِلَيْهِ الْـجَهْدَ، فَأَفْطَرَ، فَلَمْ يَزَلْ يُفْطِرُ حَتَّى اَتَى مَكَّةَ.

বাব নং ৯৫. ৫. সফরে রোযা ভঙ্গ করার অনুমতি প্রসঙ্গে

২১৪. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হায়শাম থেকে, তিনি আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ রমযান মাসের তিন তারিখে মদীনা থেকে মক্কার দিকে যাত্রা করেন, তিনি রোযা রাখেন। কুদাইদ নামক স্থানে পৌঁছলে লোকজন তাঁকে সফরের কষ্টের কথা বলেন। তখন তিনি ইফতার করে রোযা ভঙ্গ করেন। মক্কা পৌঁছা পর্যন্ত তিনি আর রোযা রাখেন নি।

ব্যাখ্যাঃ অধিকাংশ ওলামায়ে কিরাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, সফর অবস্থায় রোযা রাখা না রাখা মুসাফিরের ইচ্ছাধীন ব্যাপার। তবে রোযা না রাখলে পরে তা কাযা করে দিতে হবে। আবার সফরে রোযা রাখা উত্তম নাকি না রাখা উত্তম এ নিয়েও মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেঈ (র)'র মতে মুসাফির রোযা রাখতে সক্ষম হলে রোযা রাখাই উত্তম।

٢١٥ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ، قَالَ: سَافَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ رَمَضَانَ، يُرِيْدُ مَكَّةَ، فَصَامَ وَصَامَ النَّاسُ مَعَهُ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: خَرَجَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ إِلَىٰ مَكَّةَ فِيْ رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى انْتَهَى اِلَى بَعْضِ الطَّرِيْقِ، فَشَكَا النَّاسُ إِلَيْهِ الْجَهْدَ، فَأَفْطَرَ، فَلَمْ يَزَلْ مُفْطِرًا حَتَّى اتَىٰ مَكَّةَ. وَفِيْ رِوَايَةٍ، قَالَ: سَافَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ رَمَضَانَ، يُرِيْدُ مَكَّةَ، فَصَامَ وَصَامَ الْمُسْلِمُوْنَ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ بَعْضُ الطَّرِيْقِ شَكَا بَعْضُ الْمُسْلِمِيْنَ الْجَهْدَ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَأَفْطَرَ وَأَفْطَرَ الْمُسْلِمُوْنَ.

২১৫. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা মুসলিম থেকে, তিনি আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী করিম ﷺ রমযান মাসে মক্কা সফরে গমন করেন। তিনি রোযা রাখেন এবং তাঁর সাথে সাহাবায়ে কিরামও রোযা রাখেন।

অন্য রেওয়ায়েতে আছে, রাসূল ﷺ রমযান মাসে মদীনা থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। (এসময়) তিনি রোযা রাখেন। তিনি কোন এক রাস্তায় পৌঁছলে সাহাবায়ে কিরাম সফরের কষ্টের অভিযোগ করলেন। তখন তিনি রোযা ভঙ্গ করেন এবং মক্কা পৌঁছা পর্যন্ত তিনি রোযা রাখেন নি।

অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, রাসূল ﷺ রমযান মাসে মক্কার উদ্দেশ্যে সফরে বের হন, তিনি রোযা রাখেন এবং মুসলমানগণও রোযা রাখেন। যখন কোন এক রাস্তায় পৌঁছেন, তখন লোকজন সফরের কষ্টের অভিযোগ করেন তখন তিনি এবং মুসলমানগণ রোযা ভঙ্গ করেন।

٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ الصَّمْتِ وَعَنْ صَوْمِ الْوِصَالِ

٢١٦ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَدِيٍّ، عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ عَنْ صَوْمِ الْوِصَالِ، وَصَوْمِ الصَّمْتِ.

বাব নং ৯৬. ৬. নিরবতার রোযা এবং লাগাতার রোযা রাখা নিষেধ

২১৬. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আদী থেকে, তিনি আবু হাযিম থেকে, তিনি আবু শা'সা থেকে, তিনি আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ লাগাতার রোযা রাখা এবং নিরব থাকার রোযা রাখা থেকে নিষেধ করেছেন।

ব্যাখ্যাঃ **صوم وصال** হলো- অব্যাহতভাবে রোযা রাখা এবং রাতের বেলায়ও কিছু না খাওয়া। **صوم صمت** হলো রোযা অবস্থায় সারাদিন কোন কথাবার্তা না বলে চুপ থাকা। রাসূল ﷺ **صوم وصال** থেকে উম্মতকে নিষেধ করেছেন। এটা কেবল নবী করিম

ﷺ'র জন্য বৈধ ছিল। তাঁর দেখা-দেখিতে অন্যরাও এই রোযা রাখা আরম্ভ করলে তিনি বলেন- তোমাদের মধ্যে আমার মত কে আছ? আমাকে আমার প্রভূ পানাহার করান। সুতরাং জমহুর ওলামাদের মতে এই রোযা উম্মতের জন্য নাজায়েয। ইমাম আহমদ (র) ব্যতীত তিনজন ইমাম থেকে এ ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে। আর **صوم صمت** ইহুদীদের ধর্মীয় রীতি বিধায় ইসলামী শরীয়তে এই আমল থেকে বাঁচার জন্য নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। কেননা বিধর্মীদের সাথে সাদৃশ্য রাখা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

٢١٧ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَىٰ، عَنِ الْـمُهَاجِرِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْـرَةَ ﷺ، قَـالَ: نَـهَىٰ رَسُوْلُ اللهِ عَنْ صَوْمِ الصَّمْتِ، وَصَوْمِ الْوِصَالِ.

২১৭. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা শায়বান থেকে, তিনি ইয়াহিয়া থেকে, তিনি মুহাজির থেকে, তিনি আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ নিরবতার রোযা ও লাগাতার রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন।

٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ

٢١٨ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَبْدِ الْـمَلِكِ، عَنْ قَزْعَةَ، عَـنْ أَبِيْ سَـعِيْدٍ ﷺ، أَنَّ رَسُـوْلَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَنْ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ. وَبِهِ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَـنْ صِـيَامِ الْيَـوْمِ الَّذِيْ يُشَكُّ فِيْهِ مِنْ رَمَضَانَ.

বাব নং ৯৬ঃ আইয়্যামে তাশরীকে রোযা রাখা নিষেধ

২১৮. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আব্দুল মালিক থেকে, তিনি কায'আ থেকে, তিনি আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ আইয়্যামে তাশরীকের তিনদিন (১১, ১২ ও ১৩ যিলহজ্ব) রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন।

একই সূত্রে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ ঐ দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন, যেদিন রমযান কিনা সন্দেহ সৃষ্টি হয়। (সুনানে বায়হাকী কুবরা, ৪/২০৮/৭৭৪২)

ব্যাখ্যাঃ يوم الشك বা সন্দেহের দিন বলা হয়- ২৯ শে শাবান মেঘ বা ধুলিবালির কারণে চাঁদ দেখা না যাওয়ার কারণে যদি সন্দেহ হয় যে, এই রাত কি পহেলা রমযানের না শাবানের ৩০ তারিখের? সুতরাং এর পরের দিনটি হল সন্দেহের দিন।

এই দিন রোযা না রাখার ব্যাপারে আরো অনেক হাদিস রয়েছে। তিরমিযী, নাসাঈ ও অন্যান্য হাদিস গ্রন্থে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি এই দিন রোযা রাখে, সে যেন আবুল কাসিম ﷺ'র সাথে নাফরমানী করল। তবে নফল রোযা রাখতে পারবে। কেননা অন্য হাদিসে নফল রোযা রাখাকে এই নিষেধাজ্ঞার বহির্ভূত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন- **قوله**

عليه السلام لا تقدموا رمضان بصوم يوم اويومين الارجل كان يصوم صومًا فيصومه
"তোমরা রমযানের একদিন বা দু'দিন পূর্বে রোযা রাখবে না। তবে ঐ ব্যক্তি যে সব সময় নফল রোযা রাখতে অভ্যস্ত তারা ঐ দিন রোযা রাখতে পারবে।"[১৭৪]

٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْاِعْتِكَافِ وَالْإِيْفَاءِ بِنَذْرِهِ

٢١٩ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْـخَطَّابِ: نَـذَرْتُ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي الْـمَسْجِدِ الْـحَرَامِ فِي الْـجَاهِلِيَّةِ، فَلَـمَّا أَسْلَمْتُ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ».

বাব নং ৯৮.৮. ই'তিকাফ করা এবং স্বীয় মান্নত পূর্ণ করা প্রসঙ্গে

২১৯. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা নাফে থেকে, তিনি ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) বলেন, আমি আইয়্যামে জাহেলিয়ার সময় মসজিদুল হারামে ই'তিকাফ থাকার মান্নত করেছিলাম। যখন আমি ইসলাম গ্রহণ করি, তখন এ বিষয়ে আমি রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করি (আমি কি মান্নত পূর্ণ করব?) উত্তরে তিনি বললেন তুমি তোমার মান্নত পূর্ণ কর। (বুখারী, ২৪৭/১৯১৫ ও প্রাগুক্ত, ১০/৭৬/১৯৮৮৬)

ব্যাখ্যাঃ ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) এই হাদিস বর্ণনা করেছেন। তবে এতে شب (রাত) শব্দটি অতিরিক্ত আছে। অর্থাৎ আমি একরাত ই'তিকাফ থাকার মান্নত করেছিলাম। অন্য রেওয়ায়েতে দিন শব্দ রয়েছে। আবু দাউদ, নাসাঈ ও তিবরানী গ্রন্থে রোযার কথাও রয়েছে। অর্থাৎ তিনি রোযাও মান্নত করেছিলেন। সুতরাং উত্তরে রাসূল ﷺ রোযা রাখার অনুমতিও দিয়েছিলেন।

মানুষ কোন কাজকে নিজের উপর ওয়াজিব করে নেওয়াকে মান্নত বলে। আল্লামা আলা উদ্দিন হাছকাফী (র) বলেন, মান্নত একটি ইবাদতে মাকসূদা এবং ওয়াজিব ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন কেউ রোযা, নামায, সদকা, হজ্ব, ই'তিকাফ, ওয়াক্ফ ইত্যাদি কিংবা অন্য যে কোন ইবাদতে মকসুদা'র মান্নত করা।

মান্নতের বিধানঃ- শরীয়তে মান্নত পূর্ণ করা ওয়াজিব। যেমনঃ আল্লাহ তায়ালা বলেন- **وليوفوا نذورهم** "তারা যেন তাদের মান্নত পূর্ণ করে।" (সূরা হাজ্ব, আয়াতঃ ২৯) তবে গুনাহের মান্নত, নফল ইবাদতের মান্নত এবং গাইরে মাকসুদা ওয়াজিব ইবাদতের মান্নত পূর্ণ করা আবশ্যক নয়।

---

১৭৪. মুসান্নিফে ইবনে আবি শায়বা, খণ্ড. ৩, পৃ. ২৩, হাদীস নং ৯১২৯, বৈরুত

٧ - كِتَابُ الْـحَجِّ

١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّعْجِيْلِ فِي الْـحَجِّ

٢٢٠ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ ﷺ، قَـالَ: قَـالَ رَسُـوْلُ اللهِ ﷺ: «مَـنْ أَرَادَ الْـحَجَّ، فَلْيَتَعَجَّلْ».

৭. হজ্জ অধ্যায়

বাব নং ৯৯. ১. তাড়াতাড়ি হজ্জ করা

২২০. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আতিয়্যা থেকে, তিনি আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি হজ্জ পালনের ইচ্ছা করে, সে যেন তাড়াতাড়ি হজ্জ আদায় করে। (ইবনে মাজাহ, ২/৯৬২/২৮৮৩)

ব্যাখ্যাঃ হজ্জ তাড়াতাড়ি আদায়ের ব্যাপারে বায়হাকী শরীফে এই অতিরিক্ত বাক্য রয়েছে- **فان احدكم لا يدرى ما يعرض له من مرض او حاجة** "তোমাদের মধ্যে কেউ জানে না যে, তার কি রোগ হয়ে যেতে পারে কিংবা কি প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে।"[১৭৫] সুতরাং হজ্জ ফরয হলে এবং হজ্জের ইচ্ছা করলে যথাসম্ভব দ্রুত আদায় করা উত্তম। তাই ইমাম আবু ইউসুফ (র) হজ্জ ফরয হওয়ার সাথে সাথে হজ্জ আদায় করার পক্ষে মত দিয়েছেন।

ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক, ইমাম আবু ইউসুফ (র) এবং অন্যান্য আরো অনেক ফোকাহায়ে কিরামের মতে হজ্জ তাৎক্ষণিক ফরয। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম শাফেঈ (র)'র মতে বিলম্ব সহকারে ফরয। তবে যেন ফওত না হয়। ইমাম আহমদ (র) থেকে উভয় মত পাওয়া যায়। তবে প্রথম বছর আদায় না করে পরের বছর আদায় করলে সর্বসম্মতিক্রমে আদায়ই হবে। আর অনাদায় অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে সর্বসম্মতিক্রমে গুনাহগার হবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র)'র মতে বিলম্বের কারণে গুনাহগার হবে। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (র)'র মতে বিলম্বের কারণে গুনাহগার হবেনা। (শরহে বেকায়া)

হজ্জ শারীরিক ও আর্থিক ইবাদত। এটি বিশুদ্ধ মতানুযায়ী নবম হিজরী সনে ফরয হয়েছে। দশম হিজরী সনে নবী করিম ﷺ হজ্জ করেন যা বিদায় হজ্জ নামে খ্যাত। হজ্জ প্রত্যেক সামর্থবান প্রাপ্ত বয়স ও সুস্থ মুসলমান নর-নারীর উপর জীবনে একবার ফরয। ইসলামে এর গুরুত্ব ও ফযীলত অপরিসীম।

٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مَغْفِرَةِ الْـحَاجِّ

٢٢١ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «الْـحَاجُّ مَغْفُوْرٌ لَهُ، وَلِـمَنِ اسْـتَغْفَرَ لَهُ إِلَى انْسِلَاخِ الْـمُحْرِمِ».

---

১৭৫. বায়হাকী, খণ্ড. ৪, পৃ. ৩৪০, হাদীস নং ৮৪৭৭, বৈরুত

বাব নং ১০০.২. হাজীর মাগফিরাত প্রসঙ্গে

২২১. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আলকামা (রা) থেকে, তিনি নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, হাজীকে ক্ষমা করা হয় এবং হাজী যার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাকেও ক্ষমা করা হয় মুহাররম মাসের শেষ পর্যন্ত। (শুয়াবুল ঈমান, ৩/৪৮৩/৪১৩৫)

ব্যাখ্যাঃ ইবনে মাজাহ শরীফে আবু হোরায়রা (রা) থেকে মারফু রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে যে, হজ্জ ও ওমরা আদায়কারী আল্লাহর প্রতিনিধি। যদি তারা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে তা কবুল হয়, যদি ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। ইমাম আহমদ (র) ইবনে ওমর (রা) থেকে মারফু রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, যখন তোমরা হাজীর সাথে মিলবে, তাকে সালাম কর, তার সাথে মোসাফাহা কর এবং তার কাছে আবেদন কর যাতে ঘরে প্রবেশের পূর্বে তোমাদের জন্য দোয়া করে। কেননা তারা ক্ষমা প্রাপ্ত।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত , রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, যে আল্লাহর জন্য হজ্জ করল অতঃপর কোন অশালীন কথা-কাজ ও গুনাহ না করে ঘরে ফিরে আসবে, তখন সে সেই দিনের ন্যায় হবে যে দিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছেন। অর্থাৎ নিষ্পাপ হয়ে সে ঘরে ফিরবে।[১৭৬]

অপর এক হাদিসে বর্ণিত আছে রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, হজ্জ গুনাহকে এমনভাবে ধুয়ে ফেলে যেভাবে পানি ময়লাকে ধুয়ে ফেলে।

٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَجِّ الْعَجِّ وَالثَّجِّ

٢٢٢ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ قَيْسٍ، عَنْ طَارِقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَفْضَلُ الْحَجِّ الْعَجُّ وَالثَّجُّ، فَأَمَّا الْعَجُّ: فَالْعَجِيْجُ، وَأَمَّا الثَّجُّ: فَثَجُّ الْبُدْنِ»، قَالَ بَعْضُهُمْ: فَثَجُّ الدَّمِ. وَفِيْ رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ: «فَأَمَّا الثَّجُّ: فَنَحْرُ الْهَدْيِ».

বাব নং ১০১. ৩. হজ্জ উচ্চস্বরে লাব্বাইক বলা এবং কুরবানীর নাম

২২২. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা কায়েস থেকে, তিনি তারেক থেকে, তিনি ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, উত্তম হজ্জ হলো আজ্জু এবং শাজ্জু। উচ্চস্বরে তালবিয়া বলাকে আজ্জু আর পশু কুরবানীকে বলা হয় শাজ্জু। অপর রেওয়ায়েতে আছে, পশু কুরবানীকে শাজ্জু বলে। (তিরমিযী, ৩/১৮৯/৮২৭)

ব্যাখ্যাঃ ফযীলত এবং হজ্জের উত্তম আমলসমূহের মধ্যে তালবিয়া পাঠ ও কুরবানীর বিশেষ মর্যাদা রয়েছে যা অন্যান্য আমলের মধ্যে নেই। তালবিয়া পাঠে হাজী অত্যন্ত আদবের ও বিনয়ের সহিত আল্লাহর দরবারে উপস্থিতির কথা প্রকাশ করে থাকে যা

---

১৭৬. ইমাম বুখারী (র), (২৫৬ হি.) সহীহ বুখারী, খণ্ড. ১, পৃ. ২০৬, হাদীস নং ১৪৩১

আল্লাহ খুবই পছন্দ করেন। আর কুরবানীতে হাজী আল্লাহর রাস্তায় জীবন উৎসর্গ করে যা আল্লাহর দরবারে কবুল ও কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ হয়ে থাকে।

٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مَوَاقِيْتِ الْـحَجِّ

٢٢٣ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ يَحْيَى، أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ﷺ، يَقُـوْلُ: قَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَيْنَ الْـمَهَلُّ؟ قَالَ: «يُهِلُّ أَهْلُ الْـمَدِيْنَةِ مِنْ ذِي الْـحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الْعِرَاقِ مِنَ الْعَقِيْقِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْـجُحْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ».

বাব নং ১০২. ৪. হজ্জের মীকাতসমূহ

২২৩. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা ইয়াহিয়া থেকে বর্ণনা করেন, নাফে (রা) বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) কে বলতে শুনেছি, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইহরাম বাঁধার স্থান কোথায়? উত্তরে তিনি বললেন, মদীনাবাসী যুল-হুলাইফা থেকে, ইরাকবাসী আকীক থেকে, সিরিয়াবাসী জুহফা থেকে, নজদবাসী করণ থেকে ইহরাম বাঁধবে। (বুখারী, ২/৫৫৪/১৪৫৩)

ব্যাখ্যাঃ ইহরাম ব্যতীত এই সব স্থান অতিক্রম করা হারাম। যদি ইহরাম ব্যতীত অতিক্রম করে তবে দম ওয়াজিব হবে। তবে মীকাতে ফিরে এসে যদি সেখান থেকে ইহরাম বাঁধে, তাহলে অধিকাংশ ওলামায়ে কিরামের মতে দম দিতে হবে না।

٢٢٤ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ: أَنَّ عُمَـرَ بْـنَ الْـخَطَّابِ ﷺ خَطَـبَ النَّـاسَ، فَقَـالَ: مَـنْ أَرَادَ مِـنْكُمُ الْـحَجَّ، فَـلَا يُحْـرِمَنَّ إِلَّا مِـنَ الْـمِيْقَاتِ، وَالْـمَوَاقِيْتُ الَّتِيْ وَقَّتَهَا نَبِيُّكُمْ ﷺ لِأَهْلِ الْـمَدِيْنَةِ، وَمَـنْ مَـرَّ بِهَـا مِـنْ غَـيْرِ أَهْلِهَـا ذُو الْـحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ، وَمَنْ مَرَّ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا الْـجُحْفَةُ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ، وَمَنْ مَـرَّ بِهَـا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا قَرْنٌ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ، وَمَنْ مَرَّ بِهَا مِنْ غَـيْرِ أَهْلِهَـا يَلَمْلَـمُ، وَلِأَهْـلِ الْعِـرَاقِ، وَلِسَائِرِ النَّاسِ ذَاتُ عِرْقٍ.

২২৪. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি আসওয়াদ থেকে বর্ণনা করেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) লোকদের সামনে ভাষণ দিয়ে বলেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হজ্জ পালনের ইচ্ছা করে, সে যেন মীকাতে ছাড়া ইহরাম না বাঁধে আর মীকাতসমূহ হলো যা তোমাদের নবী নির্ধারণ করে দিয়েছেন। মদীনাবাসী এবং মদীনা দিয়ে অতিক্রমকারী ভিন দেশীয় লোকদের জন্য (মীকাত হলো) যুল-হুলাইফা, নজদবাসী এবং এর উপর দিয়ে গমনকারী ভিন দেশীয় লোকদের জন্য ইয়ালামলাম। ইরাকবাসী এবং অন্যান্য সকল লোকদের জন্য যাতু ইরক।

٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مَا يَلْبَسُ الْـمُحْرِمُ

٢٢٥ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَاذَا يَلْبَسُ الْـمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ: «لَا يَلْبِسُ الْقَمِيْصَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا الْقِبَاءَ، وَلَا السَّرَاوِيْلَ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرَسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَعْلَانِ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ».

বাব নং ১০৩. ৫. মুহ্‌রিম ব্যক্তি কি রকম পোষাক পরিধান করবে

২২৫. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার থেকে, তিনি ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি আরয করল, হে আল্লাহর রাসূল! মুহরিম কি পরিধান করবে? উত্তরে তিনি বলেন, কামিজ, পাগড়ী, আবা, পায়জামা, টুপী পরিধান করতে পারবে না এবং কুসুম ও জাফরান রঙ্গে রঙ্গিন কাপড় পরিধান করতে পারবে না। যাদের কাছে চপ্পল (জুতা) থাকবেনা, তারা মোজাকে গোড়ালীর নীচে কেটে তা পরিধান করবে। (মুসনদে আহমদ, ২/২৯/৪৮৩৫)

ব্যাখ্যাঃ প্রশ্ন ও উত্তরের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই। কেননা প্রশ্ন করা হয়েছিল ইহরামের সময় কি কি কাপড় পরিধান করা যাবে? কিন্তু রাসূল ﷺ উত্তরে বললেন যেসব কাপড় পরিধান করা যাবে না। মূলত এ অসামঞ্জস্য রাসূল ﷺ'র কথার মধ্যে ভাষার অলংকার ও বাকপটুতার গুণাবলীকে প্রমাণ করে। কেননা ইহরামের সময় পরিধান করার মত কাপড় দু'একটি নয় যে, তা গণনা করা যাবে; বরং পরিধান করা যাবে না এমন কাপড়ের সংখ্যা অল্প, যা তিনি গণনা করে বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে এগুলো সম্পর্কে প্রশ্ন করা উচিত ছিল। তাই উত্তরের মধ্যে প্রশ্নের সংশোধন করা হয়েছে যে, মূলত প্রশ্নকারীর নিষিদ্ধ পোশাক সম্পর্কে প্রশ্ন করা উচিত ছিল। যেহেতু ইহরাম অবস্থায় পরিধান যোগ্য কাপড় অসংখ্য, তাই এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা উচিত হয়নি।

٢٢٦ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِزَارٌ، فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيْلَ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِعَالٌ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ».

২২৬. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আমর ইবনে দীনার থেকে, তিনি জাবির ইবনে যায়েদ থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যার কাছে লুঙ্গি নেই, সে পায়জামা পরিধান করবে আর যার কাছে চপ্পল নেই, সে মোজা পরিধান করবে। (বুখারী, ৫/২১৯৯/৫৫১৫)

٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الطِّيْبِ لِلْمُحْرِمِ

٢٢٧ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، أَيَتَطَيَّبُ الْمُحْرِمُ؟ قَالَ: لِأَنْ أُصْبِحَ أَنْضَخُ قَطِرَانًا، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصْبِحَ أَنْضَخُ طِيْبًا، فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ، فَذَكَرْتُ لَهَا، فَقَالَتْ: أَنَا طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، فَطَافَ فِيْ أَزْوَاجِهِ، ثُمَّ أَصْبَحَ تَعْنِيْ: مُحْرِمًا.

বাব নং ১০৪. ৬. মুহরিমের জন্য সুগন্ধি ব্যবহার প্রসঙ্গে

২২৭. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা ইব্রাহীম ইবনে মুনতাসির থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি বলেন, আমি ইবনে ওমর (রা)'র নিকট প্রশ্ন করলাম যে, মুহরিম কি সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারবে? উত্তরে তিনি বলেন, যদি মুহরিম ভোর করে এমন অবস্থায় যখন তার থেকে কাতরানের গন্ধ আসছে, তাহলে এটা আমার কাছে তার থেকে সুগন্ধির সুবাস ছড়িয়ে পড়ার চেয়ে উত্তম। (রাবী বলেন) আমি আয়েশা (রা)'র নিকট গিয়ে বিষয়টি উল্লেখ করি। তখন তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ কে (রাতে) সুগন্ধি লাগিয়ে দিয়েছি। তারপর তিনি স্বীয় স্ত্রীদের নিকট গমন করেন। অতঃপর সকাল বেলায় তিনি ইহরাম অবস্থায় ছিলেন।

ব্যাখ্যাঃ উপরোক্ত বর্ণনায় হযরত ইবনে ওমর ও আয়েশা (রা)'র হাদিসের মধ্যে বাহ্যিকভাবে বৈপরিত্য পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরূপ নয়। কেননা ইবনে ওমর (রা) ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধি ব্যবহার কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন আর আয়েশা (রা) ইহরামের পূর্বে সুগন্ধি ব্যবহার জায়েয বলেছেন, যার গন্ধ ইহরামের পরেও বিদ্যমান থাকে। সুতরাং উভয়ের মধ্যে কোন বৈপরিত্য নেই। ইহরাম অবস্থায় উভয়ের মতে সুগন্ধি ব্যবহার না জায়েয।

٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّمَتُّعِ

٢٢٨ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ﷺ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُحِلُّوْا مِنْ إِحْرَامِهِمْ بِالْحَجِّ، وَيَجْعَلُوْهَا عُمْرَةً.

বাব নং ১০৫. ৭. হজ্জে তামাত্তুর বর্ণনা

২২৮. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আবুয যোবাইর থেকে, তিনি জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ তাঁর সাহাবীগণকে নির্দেশ প্রদান করেন যেন তারা হজ্জের ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যায় এবং উমরা করে।

ব্যাখ্যাঃ উপরোক্ত হাদিস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, সাহাবায়ে কিরাম হজ্জের নিয়তে ইহরাম বেঁধেছিলেন, আর রাসূল ﷺ উমরার মাধ্যমে তাদেরকে হজ্জের ইহরাম থেকে হালাল করে দেন। অর্থাৎ তারা তাওয়াফ ও সাঈ করার পর হালাল হয়ে যান।

٢٢٩ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ﷺ، قَالَ: لَـمَّا أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِمَا أَمَرَ بِهِ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، قَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَخْبِرْنَا عَنْ عُمْرَتِنَا، أَلَنَا خَاصَّـةً أَمْ لِلْأَبَدِ؟ قَالَ: «هِيَ لِلْأَبَدِ».

২২৯. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আবুয যোবাইর থেকে, তিনি জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যখন রাসূল ﷺ বিদায় হজ্জে কিছু (হজ্জের মাসে উমরা করার) নির্দেশ প্রদান করেন, তখন সুরাকা ইবনে মালিক (রা) আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে উমরা সম্পর্কে বলুন, এটা কি আমরা সাহাবীদের জন্য খাস না সবসময়ের জন্য? তিনি বললেন এটা সবসময়ের জন্য।

ব্যাখ্যাঃ হযরত সুরাকা (রা)'র প্রশ্ন করার কারণ হলো- জাহেলী যুগে হজ্জের মাসে উমরা আদায় করা নিষিদ্ধ ছিল। তাই তিনি এই কুপ্রথার মূলোৎপাটন করেন এবং এই বাতিল ধারণা রহিত করেন।

٢٣٠ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنِ الْـهَيْثَمِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَائِـشَةَ ﷺ، أَنَّهَـا قَـدِمَتْ، وَهِيَ مُتَمَتِّعَـةٌ، وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ، فَرَفَضَتْ عُمْرَتَهَا.

২৩০. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হায়শাম থেকে, তিনি এক ব্যক্তি থেকে, তিনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি তামাত্তুর নিয়তে আগমণ করেন, এ সময় তিনি ঋতুবতী হয়ে পড়েন। তখন নবী করিম ﷺ তাঁকে উমরা ভঙ্গ করার নির্দেশ প্রদান করেন।

ব্যাখ্যাঃ হযরত আয়েশা (রা) তাওয়াফের পূর্বে ঋতুবতী হয়ে পড়েন। তখন রাসূল ﷺ তাঁকে উমরা ভঙ্গ করার নির্দেশ দেন এবং পরে হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর (রা)'র সাথে উমরার কাযা ও দম আদায়ের ব্যবস্থা করেন।

٢٣١ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَـنِ الْأَسْـوَدِ، عَـنْ عَائِـشَةَ ﷺ، أَنَّهَـا قَـدِمَتْ مُتَمَتِّعَةً، وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ، فَرَفَضَتْ عُمْرَتَهَا.

২৩১. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি আসওয়াদ থেকে, তিনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি তামাত্তুর উদ্দেশ্যে (মক্কায়) আগমন করেন, এ সময় তিনি ঋতুবতী হয়ে পড়েন। তখন নবী করিম ﷺ তাঁকে উমরা ভঙ্গ করার নির্দেশ প্রদান করেন।

ব্যাখ্যাঃ হজ্জ তিন প্রকার। যথা:- ১. ইফরাদ- হজ্জের মাসে উমরা ছাড়া কেবল হজ্জ করা। এরূপ হাজীকে মুফরিদ বলে। ২. তামাত্তু- হজ্জের মাসে প্রথমে উমরা এবং পরে হজ্জ করা। এরূপ হাজীকে মুতামাত্তি বলে। ৩. কিরান- হজ্জের মাসে হজ্জ ও উমরা একই ইহরামে আদায় করা। এরূপ হাজীকে কারিন বলে।

ইমাম আবু হানিফা (র)'র মতে কিরান হজ্জ উত্তম। এরপর তামাত্তু অতঃপর ইফরাদ। ইমাম শাফেঈ ও ইমাম মালিক (রা)'র মতে হজ্জে ইফরাদ উত্তম। এরপর তামাত্তু

অতঃপর কিরান। ইমাম আহমদ (র)'র মতে তামাত্তু উত্তম। এরপর ইফরাদ অতঃপর কিরান। তবে কিরান হজ্জই সর্বোত্তম। কেননা এতে এক ইহরামে দীর্ঘদিন থাকতে হয় বলে কষ্ট বেশী হয়। আর যে কাজে কষ্ট বেশী হয় সে কাজে সওয়াবও বেশী হয়। তাছাড়া রাসূল ﷺ বিদায় হজ্জে কিরান হজ্জেই করেছিলেন।

ইমাম নববী (র) বলেন, ইফরাদ, তামাত্তো ও কিরান সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয তবে উত্তম হওয়ার মধ্যে মত বিরোধ রয়েছে। ইমাম শাফেঈ, ইমাম মালেক ও দাউদ ইবনে আলী ইস্পাহানী প্রমুখের মতে ইফরাদ উত্তম। ইমাম আবু হানিফা, সুফিয়ান সওরী, ইসহাক ইবনে রাহভিয়্যা, মযনী, ইবনে মনযর, আবু ইসহাক মারওয়াযী (র) প্রমুখের মতে কিরান উত্তম। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) 'র মতে তামাত্তো উত্তম। ইমাম আবু ইউসুফের মতে কিরান ও তামাত্তো ইফরাদ থেকে উত্তম।[১৭৭]

٢٣٢ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّهَا قَدِمَتْ مُتَمَتِّعَةً، وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ، فَرَفَضَتْ عُمْرَتَهَا، وَاسْتَأْنَفَتِ الْحَجَّ، حَتَّى إِذَا فَرَغَتْ مِنْ حَجِّهَا، أَمَرَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ تَصْدُرَ إِلَى التَّنْعِيْمِ مَعَ أَخِيْهَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ.

২৩২. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি আসওয়াদ থেকে, তিনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি তামাত্তুর নিয়তে (মক্কায়) আগমণ করেন এবং (তালবিয়া ও ইহরামের পর) ঋতুবর্তী হয়ে পড়েন। তখন রাসূল ﷺ তাঁকে উমরা ভঙ্গ করার নির্দেশ প্রদান করেন। এরপর হজ্জের সময় তিনি নতুন করে (হজ্জের জন্য) ইহরাম বাঁধেন। হজ্জ থেকে অবসর হলে রাসূল ﷺ তাঁকে নির্দেশ দেন যেন তিনি তাঁর ভাই আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর (রা)'র সাথে তানঈম গিয়ে ইহরাম বেঁধে এসে উমরা আদায় করেন।

ব্যাখ্যাঃ তানঈম মক্কা থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে অবস্থিত। সেখান থেকে উমরার নিয়তে ইহরাম বেঁধে এসে তাওয়াফ ও সাঈ করে হালাল হয়ে যেতে হয়। কারণ মহিলাদের জন্য হলকের বিধান নেই।

٢٣٣ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ذَبَحَ لِرَفْضَتِهَا الْعُمْرَةَ بَقَرَةً.

২৩৩. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হায়শাম থেকে, তিনি এক ব্যক্তি থেকে, তিনি আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ আয়েশা (রা)'র উমরা ভঙ্গ করার কারণে (দম হিসাবে) গাভী যবেহ করেন।

---

১৭৭. ইমাম নববী (র) (৬৭৬ হি.) শরহুল মুহাযিব, খণ্ড. ৭, পৃ. ১৫২

٢٣٤ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَبْدِ الْـمَلِكِ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ لِرَفْضِهَا الْعُمْرَةَ بدَمٍ.

২৩৪. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আব্দুল মালিক থেকে, তিনি রিবীঈ ইবনে হিরাশা থেকে, তিনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ আয়েশা (রা)'র উমরা ভঙ্গের কারণে দম দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন।

٢٣٥ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ! يَصْدُرُ النَّاسُ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، وَأَصْدُرُ بِحَجَّةٍ؟ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِيْ بَكْرٍ، فَقَالَ: «انْطَلِقْ بِهَا إِلَى التَّنْعِيْمِ، فَلْتُهِلَّ، ثُمَّ لِتَفْرُغْ مِنْهَا، ثُمَّ لِتَعْجَلْ عَلَيَّ، فَإِنِّيْ أَنْتَظِرُهَا بِبَطْنِ الْعَقَبَةِ».

২৩৫. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি আসওয়াদ থেকে, তিনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- হে আল্লাহর নবী! লোকজন হজ্জ ও উমরা করে যাবে আর আমি কেবল হজ্জ করব? তখন তিনি আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর (রা) কে নির্দেশ দিয়ে বলেন, তুমি তাঁকে তানঈম নিয়ে যাও। সেখানে গিয়ে উমরার জন্য ইহরাম বাঁধবে। তারপর উমরা আদায় করে শীঘ্র আমার সাথে মিলিত হবে। আমি বতনে আকাবায় তোমাদের জন্য অপেক্ষা করব।

٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الْـمُحْرِمِ لَـحْمَ الصَّيْدِ

٢٣٦ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْـمُنْكَدِرِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ﵁، قَالَ: تَذَاكَرْنَا لَـحْمَ صَيْدٍ يَصِيْدُهُ الْـحَلَالُ، فَيَأْكُلُـهُ الْـمُحْرِمُ، وَرَسُـوْلُ اللهِ ﷺ نَائِمٌ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا، فَاسْتَيْقَظَ رَسُـوْلُ اللهِ ﷺ، وقَـالَ: «فِـيْمَ يَتَنَـازَعُوْنَ»؟ فَقُلْنَـا: فِيْ لَـحْمِ صَيْدٍ يَصِيْدُهُ الْـحَلَالُ، فَيَأْكُلُهُ الْـمُحْرِمُ؟ قَالَ: «فَأَمَرَنَا بِأَكْلِهِ».

বাব নং ১০৬. ৮. মুহরিমের জন্য শিকারের গোশ্ত খাওয়া প্রসঙ্গে

২৩৬. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির থেকে, তিনি ওসমান ইবনে মুহাম্মদ থেকে, তিনি তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা আমরা হালাল ব্যক্তির শিকারকৃত (পশুর) গোশত মুহরিম ব্যক্তি খেতে পারবে কিনা আলোচনা করছিলাম। এসময় রাসূল ﷺ নিদ্রা অবস্থায় ছিলেন। আমাদের আওয়াজ এত উচুঁ হলো যে, রাসূল ﷺ জেগে উঠেন এবং বলেন, কি বিষয়ে ঝগড়া হচ্ছে? তখন আমরা বললাম হালাল ব্যক্তির শিকারকৃত (পশুর) গোশত কি মুহরিম ব্যক্তি

খেতে পারবে? তালহা (রা) বলেন, তিনি আমাদেরকে তা খাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন।

٢٣٧ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْـمُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ ﷺ، قَالَ: خَرَجْتُ فِيْ رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، لَـيْسَ فِي الْقَـوْمِ حَـلَالٌ غَـيْرِيْ، فَنَظَـرْتُ نَعَامَـةً، فَـسِرْتُ إِلَى فَـرَسِيْ، فَرَكِبْتُهَا وَعَجِلْتُ عَنْ سَوْطِيْ، فَقُلْتُ لَـهُمْ: نَاوِلُوْنِيْهِ فَأَبَوْهُ، فَنَزَلْتُ عَنْهَا، فَأَخَذْتُ سَوْطِيْ، فَطَلَبْتُ النَّعَامَةَ، فَأَخَذْتُ مِنْهَا لَـحْمًا، فَأَكَلْتُ وَأَكَلُوْا.

২৩৭. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির থেকে, তিনি আবু কাতাদাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি নবী করিম ﷺ'র একদল সাহাবার সাথে গমন করি। সমগ্র দলের মধ্যে আমি ব্যতীত কেউ ইহরাম বিহীন ছিলেন না। এরপর একদল বন্য গাধার প্রতি আমার দৃষ্টি পড়ল। আমি এগিয়ে গিয়ে ঘোড়ায় আরোহণ করি। কিন্তু দ্রুত করার কারণে স্বীয় চাবুক নিতে ভুলে যাই। আমি আমার সাথীদেরকে বললাম, আমার চাবুকটি একটু উঠিয়ে দিন। তারা অস্বীকার করলেন। তখন আমি নিজেই নেমে আমার চাবুক নিলাম। তারপর আমি গাধাগুলো খুঁজতে লাগলাম। অবশেষে এগুলোর মধ্য থেকে একটি শিকার করলাম। এরপর ঐ শিকারের গোশত আমিও খেয়েছি তাঁরাও খেয়েছেন।

ব্যাখ্যাঃ উপরোক্ত হাদিস অন্যান্য সহীহ হাদিস গ্রন্থেও বর্ণিত আছে। হালাল ব্যক্তি যদি শিকার করে তা মুহরিম ব্যক্তি খেতে পারবে কিনা এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। ইমাম আবু হানিফা (র)'র মতে খেতে পারবে। তবে শর্ত হলো- মুহরিম ব্যক্তি শিকারীকে কোন প্রকার যদি সাহায্য না করে থাকে এবং তার জন্য ঐ শিকার না করে থাকে। ইমাম শাফেঈ (র)'র মতে হালাল ব্যক্তি যদি মুহরিম ব্যক্তির জন্য শিকার করে তবে এই শিকার তার জন্য হালাল হবে না।

ইমাম আবু হানিফা (র) উপরোক্ত হাদিস ছাড়াও সিহাহ সিত্তাহ্-এ বর্ণিত হাদিসকে দলীল হিসেবে পেশ করেন। ঐ হাদিসে আছে- এক সফরে হযরত কাতাদা (রা) এবং কয়েকজন সাহাবা পিছনে ছিলেন। পথিমধ্যে কাতাদা (রা) একটি গাধা শিকার করেন। কোন কোন সাহাবী এটা খেয়েছেন আর কেউ কেউ খাওয়া থেকে বিরত ছিলেন। যখন তারা রাসূল ﷺ'র সাথে মিলিত হলেন, তখন বিষয়টি তাঁর খেদমতে পেশ করেন, তিনি কেবল জানতে চাইলেন যে, তোমাদের মধ্যে কি কেউ আবু কাতাদাকে শিকারের কথা বলেছিলে কিংবা এর জন্য উৎসাহিত করেছিলে? সবাই এটা অস্বীকার করলে তিনি বলেন, তোমরা এর গোশত খেতে পার।[১৭৮]

---

১৭৮. ইমাম বুখারী (র), (২৫৬ হি.) সহীহ বুখারী, খণ্ড. ১, পৃ. ২৪৬, হাদীস নং ১৭০৭

٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي مَا يَجُوْزُ لِلْمُحْرِمِ قَتْلُهُ

٢٣٨ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، قَالَ: «يَقْتُلُ الْـمُحْرِمُ الْفَأْرَةَ وَالْـحَيَّةَ وَالْكَلْبَ الْعَقُوْرَ وَالْـحِدَأَةَ وَالْعَقْرَبَ».

বাব নং ১০৭. ৯. মুহরিমের জন্য যা মারা বৈধ

২৩৮. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা নাফে থেকে, তিনি ইবনে ওমর (রা) থেকে, তিনি রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি এরশাদ করেন, মুহরিম ব্যক্তি ইদুঁর, সাপ, কুকুর, চিল ও বিচ্ছু মারতে পারবে। (দারেকুতুনী, ২/২৩১/৬৫)

ব্যাখ্যাঃ যে সব জন্তু ইহরাম অবস্থায় মারা বৈধ, এগুলোর সংখ্যা নিয়ে বিভিন্ন হাদিস রয়েছে। কোন হাদিসে كلب এর সাথে عفور উল্লেখ আছে, অর্থাৎ পাগলা কুকুর। কোন হাদিসে سبع অর্থাৎ হিংস্র জন্তু অতিরিক্ত আছে। আবার কোন হাদিসে غراب (কাক) অতিরিক্ত যোগ করা হয়েছে। কোন দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলোকে মারা জায়েয তা নিয়ে ওলামায়ে কিরামের মধ্যে সামান্য মতপার্থক্য আছে। ইমাম শাফেঈ (র)'র ধারণা হলো- এসব জন্তু খাওয়া যায় না, আর যেগুলো খাওয়া যায়না ঐগুলোকে মারা মুহরিমের জন্য বৈধ। আর এতে কোন ফিদ্য়া দিতে হবেনা। ইমাম মালিক (রা)'র ধারণা হলো-এ গুলো ক্ষতিকারক জন্তু। আর প্রত্যেক ক্ষতিকারক জন্তুকে মুহরিম ব্যক্তি মারতে পারবে। সুতরাং যেসব জন্তু ক্ষতিকারক নয় যেমন শিয়াল, বিড়াল এবং বাজ্জু ইত্যাদিকে মারা মুহরিমের জন্য জায়েয নয়। যদি এগুলোকে মারে তবে তাঁর মতে ফিদ্য়া দিতে হবে। কুকুর সর্ম্পকে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ এর দ্বারা কুকুর বুঝিয়ে থাকেন। আওযাঈও ইমাম আবু হানিফা (রা) থেকে এটাই বর্ণিত আছে এবং শিয়ালও এই বিধানের অন্তর্ভূক্ত। ইমাম যুফার (র)'র মতে এতে কেবল শিয়ালই উদ্দেশ্যে।

١٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ نِكَاحِ الْـمُحْرِمِ

٢٣٩ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَيْمُوْنَةَ بِنْتَ الْـحَارِثِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ.

বাব নং ১০৮. ১০. মুহরিমের বিবাহ প্রসঙ্গে

২৩৯. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা সিমাক থেকে, তিনি ইবনে জুবাইর থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ মুহরিম অবস্থায় মায়মূনা বিনতে হারিস (রা) কে বিবাহ করেছেন। (বুখারী, ১/২৪৭/১৭১৮ ও মুসলিম, ৪/১৩৭/৩৫১৮)

ব্যাখ্যাঃ মুহরিম ও মুহরিমা ইহরাম অবস্থায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে কিনা-এই নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। হানাফী মাযহাবে এমতাবস্থায় উভয়ের বিবাহ

বৈধ। ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস, আনাস ইবনে মালিক, সাঈদ ইবনে জুবাইর, আতা, তাউস, মুজাহিদ, ইকরামা, জাবির, আমর ইবনে দীনার (রা) সহ ইরাকবাসীগণ এই মত পোষণ করতেন। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেঈ, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র)'র মতে এ অবস্থায় বিবাহ জায়েয নয়। হযরত ওমর ও আলী (রা) এই মত পোষণ করতেন।

হানাফী মাযহাবের পক্ষে কুরআন সুন্নাহ ও কিয়াসের দ্বারা দলীল পেশ করা হয়েছে- যেমন কুরআনে বর্ণিত আছে- وانكحوا ما طاب لكم من বা وانكحوا الايامي منكم النساء الاية এই আয়াতদ্বয়ের বিধান হলো সাধারণ (مطلق)। এর মধ্যে মুহরিম ও গায়রে মুহরিম উভয় অন্তর্ভূক্ত আছে। খবরে ওয়াহিদ দ্বারা গায়রে মুহরিমের শর্ত যুক্ত করা কুরআনের উপর অতিরিক্ত করার শামিল। উপরোক্ত হাদিস সিহাহ সিত্তাহ্ গ্রন্থেও বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে।

কিয়াসও হানাফী মাযহাবকে সমর্থন করে থাকে। প্রথমতঃ বিবাহ অন্যান্য ধর্মীয় বিধানের ন্যায় যা ইহরাম অবস্থায় বৈধ। সুতরাং বিবাহের মধ্যে হারামের কি আছে? দ্বিতীয়তঃ যদি ইহরাম অবস্থায় বিবাহ জায়েয না হয়, তবে কিয়াসে বলবে যে, ইহরামের পূর্বে কৃত বিবাহও বাকী থাকবেনা। কেননা যে বস্তু বিবাহ বিরোধী সেটা বিবাহ হতেও দিবেনা এবং তা বাকীও রাখবেনা। এতে শুরু ও বাকী উভয়ই এক সমান। তৃতীয়তঃ বিবাহ তো সঙ্গমের ন্যায় নয় যে, তা হারাম হবে। তাই এ অবস্থায় বিবাহ বৈধ। অবশ্য বিরত থাকা উচিত। রাসূল ﷺএর আমল ছিল কেবল বৈধ বুঝানোর জন্য। বিরোধীপক্ষ থেকে যদি বলা হয়, বিবাহ সঙ্গমের কারণ হয় বলে তা অবৈধ। তাহলে তো ইহরাম অবস্থায় স্ত্রীকে সাথে রাখাও বৈধ হতনা। কারণ এটাও সঙ্গমের কারণ হতে পারে।

١١ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ حَجَامَةِ الْـمُحْرِمِ

٢٤٠ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ احْتَجَمَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ.

বাব নং ১০৯. ১১. মুহরিম ব্যক্তি শিংঙ্গা লাগানো

২৪০. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি সাঈদ ইবনে জুবাইর থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ মুহরিম অবস্থায় শিংঙ্গা লাগিয়েছেন। (বুখারী, ১/২৪৭/১৭১৭ ও সহীহ ইবনে খুযাইমা, ৪/১৮৬/২৬৫৫)

ব্যাখ্যাঃ এই হাদিস দ্বারা ইহরাম অবস্থায় মুহরিম ব্যক্তি শিংঙ্গা লাগানো বৈধ প্রমাণিত হয়েছে। আর এর দলীল হলো কুরআনের এই আয়াত- فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى

مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পীড়িত হয় কিংবা তার মাথায় ক্লেশ থাকে তবে তার বিনিময় ফিদিয়া দেবে।" (সূরা বাকারা, আয়াত, ১৯৬) শিংঙ্গা লাগানোটা ওযরের কারণে বৈধ হয়েছে তাই এক্ষেত্রে ফিদ্য়া দিতে হবে।

١٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ اِسْتِلَامِ الرُّكْنِ وَالْحَجَرِ

٢٤١ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، قَالَ: مَا تَرَكْتُ اسْتِلَامَ الْحَجَرِ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُ.

বাব নং ১১০. ১২. রুকুন ও হাজরকে চুমো দেওয়া প্রসঙ্গে

২৪১. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা নাফে থেকে, তিনি ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি হাজরে আসওয়াদকে চুমো দেওয়া পরিত্যাগ করিনি, যখন থেকে আমি রাসূল ﷺকে চুমো দিতে দেখেছি। (নাসাঈ কুবরা, ২/৪০০/৩৯১৭)

ব্যাখ্যাঃ হাজরে আসওয়াদকে চুমো দেওয়া চার ইমামের মতে সুন্নত। এতে কারো মতবিরোধ নেই।

٢٤٢ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا انْتَهَيْتُ إِلَى الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ إِلَّا لَقِيْتُ عِنْدَهُ جِبْرِيْلَ».

وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِيْ رَبَاحٍ، قَالَ: قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! تُكْثِرُ مِنَ اسْتِلَامِ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ؟ قَالَ: «مَا أَتَيْتُ عَلَيْهِ قَطُّ، إِلَّا وَجِبْرِيْلُ قَائِمٌ عِنْدَهُ، يَسْتَغْفِرُ لِمَنْ يَسْتَلِمُهُ».

২৪২ অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি আলকামা থেকে, তিনি ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আমি যখনই রুকনে ইয়ামানীর নিকট গিয়েছি, তখন আমি সেখানে হযরত জিব্রাঈল (আ.) কে পেয়েছি।

আতা ইবনে আবি রাবাহ থেকে (মুরসাল) বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ'র কাছে আরয করা হল যে, আপনি কি রুকুনে ইয়ামানী স্পর্শ করেন, না চুমো দিয়ে থাকেন? উত্তরে তিনি বলেন- আমি যখনই এর নিকটে গিয়েছি, তখনই এর কাছে হযরত জিব্রাঈল (আ.) কে দাঁড়িয়ে থাকতে এবং ইহাকে চুমো দানকারীদের জন্য মাগফিরাত করতে দেখেছি।

ব্যাখ্যাঃ আবুস শায়খ কর্তৃক ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদিস এই হাদিসকে আরো সুদৃঢ় করে। ঐ হাদিসে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আমি যখনই রুকনে ইয়ামানীর নিকট গমন করেছি, তখনই এর নিকট একজন ফেরেস্তাকে দেখতে

পেয়েছি, যিনি উচ্চস্বরে 'আমীন' বলে থাকেন। অতএব তোমরা যখন এর নিকট দিয়ে গমণ কর তখন এই দোয়া পাঠ কর- ربنا اتنا فى الدنيا حسنة وفى الاخرة حسنة وقنا عذاب النار

٢٤٣ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، كَانَ يَقُوْلُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ: «اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ، وَالْفَقْرِ، وَالذُّلِّ، وَمَوَاقِفَ الْخِزْيِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ».

২৪৩. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার থেকে, তিনি ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ রুকনে ইয়ামানী এবং হাজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তীস্থানে (দাঁড়িয়ে) বলতেন- হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি কুফুরী, দরিদ্রতা, লাঞ্ছনা এবং ইহকাল ও পরকালের অপমানজনক স্থান থেকে। (জামেউল আহাদীস, ৩০/১০০/৩২৯০২)

ব্যাখ্যাঃ এ জাতীয় দোয়া সম্পর্কে যেসব হাদিস বর্ণিত হয়েছে, এগুলোর মধ্যে কিছু হাদিস সনদের দিক দিয়ে দুর্বল কিন্তু পরস্পর মিলে শক্তিশালী হয়ে যায়। এছাড়া কিছু সহীহ এবং হাসান পর্যায়ের হাদিসও রয়েছে। তাছাড়াও ফযায়েলে আমল এর ক্ষেত্রে দুর্বল হাদিসও আমলের যোগ্য।

٢٤٤ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، قَالَ: طَافَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْبَيْتِ، وَهُوَ شَاكٌّ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ. وَفِيْ رِوَايَةٍ، قَالَ: طَافَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ، وَهُوَ شَاكٌّ عَلَى رَاحِلَتِهِ.

২৪৪. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি সাঈদ ইবনে জুবাইর থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী করিম ﷺ অসুস্থ অবস্থায় তাঁর সওয়ারীর উপর আরোহণ করে বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করেছেন। তিনি স্বীয় বাঁকা লাঠি দিয়ে রুকুনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদকে চুমো দিতেন।

অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, তিনি (ইবনে আব্বাস রা.) বলেন, নবী করিম ﷺ অসুস্থ অবস্থায় স্বীয় সওয়ারীর উপর আরোহণ করে সাফা-মারওয়া সাঈ করেছেন। (সহীহ ইবনে খুযাইমা, ৪/২৪১/২৭৮৩)

٢٤٥ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ.

২৪৫. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আতা থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ হাজরে আসওয়াদ থেকে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত রমল করেছেন। (জামেউল আহাদীস, ৩৪/২৪/৩৬৭৬৭)

ব্যাখ্যাঃ রমল বলা হয় বুক ফুলিয়ে কাঁধ হেলিয়ে দুলিয়ে দ্রুতগতিতে পদচারণ করা। যেভাবে সেনাবাহিনীর জওয়ানগণ চলে থাকে। রাসূল ﷺ প্রথম তিন চক্করে রমল করেছেন এবং চতুর্থবারে স্বাভাবিক ভাবে চলেছেন। হযরত জাবির (রা) থেকে এই পদ্ধতির কথা বর্ণিত আছে। বুখারী ও মুসলিমে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে প্রত্যেক দু'রুকনের মধ্যে শুধু চলার যে হাদিস বর্ণিত আছে, তা হযরত জাবির (রা)'র বর্ণিত হাদিস দ্বারা রহিত করা হয়েছে। ইমাম নববী ও ইমাম কাসতাল্লানী (র) এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন। কেননা ইবনে আব্বাস (রা)'র হাদিসে উমরাতুল কাযার ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যা ৭ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পূর্বে আদায় করা হয়। অতঃপর যখন তিনি বিদায় হজ্জ আদায় করেন, তখন রমল করেন। অতএব হযরত জাবির (রা)'র হাদিসে যেহেতু পরবর্তী ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে সেহেতু এই হাদিসই আমল যোগ্য।

١٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْـجَمْعِ بِعَرَفَةَ

٢٤٦ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ حَيَّةَ أَبِيْ جُنَابٍ، عَنْ هَانِئِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، قَالَ: أَفَضْنَا مَعَهُ مِنْ عَرَفَاتٍ، فَلَـمَّا نَزَلْنَا جَمْعًا أَقَامَ، فَصَلَّيْنَا الْـمَغْرِبَ مَعَهُ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَصَبَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَوَى الَى فِرَاشِهِ، فَقَعَدْنَا نَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ طَـوِيْلًا، ثُـمَّ قُلْنَا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ! الصَّلَاةَ، فَقَالَ: أَيُّ صَلَاةٍ؟ فَقُلْنَا: الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ، فَقَالَ: أَمَّـا كَمَـا صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَقَدْ صَلَّيْتُ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ: أَنَّ النَّـبِيَّ ﷺ جَمَعَ بَـيْنَ الْـمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

বাব নং ১১১. ১৩. আরফাতে দু'নামাযকে একত্রে পড়া

২৪৬. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা ইয়াহিয়া ইবনে আবি হাইয়্যাহ থেকে, তিনি হানী ইবনে যায়েদ থেকে, তিনি ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, হানী বলেন- আমরা ইবনে ওমর (রা)'র সাথে আরাফাত থেকে ফিরে মুযদালিফায় অবস্থান করি। তিনি ইকামত দিলেন এবং তাঁর সাথে মাগরিবের নামায আদায় করি। অতঃপর তিনি সামনে অগ্রসর হন এবং (এশার) দু'রাকাত আদায় করেন। এরপর পানি চেয়ে গোসল করেন এবং বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়েন। আমরা নামাযের জন্য দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকি। অবশেষে আমরা বললাম, হে আবু আব্দুর রহমান! নামায। (অর্থাৎ নামাযের জন্য আসুন) তিনি বলেন- কোন নামায? আমরা বললাম- এশার নামায। তিনি বললেন,

যেভাবে নবী করিম ﷺ নামায পড়েছেন, আমিও সেভাবে নামায পড়েছি। (অর্থাৎ দু'নামাযকে একত্রে)

অপর এক রেওয়ায়েতে ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করিম ﷺ মাগরিব ও এশা একত্রে আদায় করেছেন।

ব্যাখ্যাঃ হজ্জের সময় মোট দু'বার দুই নামাযকে একত্রে পড়তে হয়। এক, আরফাহ'র দিন যোহর ও আসরকে যোহরের সময় যাকে **جمع تقديم** বলা হয়। দুই. মুযদালিফায় মাগরীব ও এশা'র নামাযকে এশা'র ওয়াক্তে আদায় করা যাকে **جمع تاخير** বলা হয়। হানাফীদের মতে আরফার ময়দানে দুই নামায একত্রে আদায় করা সুন্নত আর মুযদালিফায় ওয়াজিব। আর অন্যান্য ফুকাহাগণের মতে মুযদালিফায় একত্রীকরণও সুন্নত।

ইমাম আবু হানিফা (র)'র মতে আরফার ময়দানে যোহর-আসর যোহর ওয়াক্তে এক আযান ও দুই ইকামত দ্বারা আদায় করবে। তারা দলীল হিসেবে হযরত জাবির (রা)'র লম্বা হাদিস পেশ করেন- যাতে রয়েছে-**ثم اذن ثم اقام فصل الظهر ثم اقام فصلى العصر**

"অতঃপর আযান দেন তারপর ইকামত দিয়ে যোহরের নামায আদায় করেন। এরপর শুধু ইকামত দিয়ে আসরের নামায আদায় করেন।"[১৭৯] আর মুযদালিফায় মাগরীব ও এশাকে এশার ওয়াক্তে এক আযান ও এক একামতের মাধ্যমে আদায় করবে। দলীল হিসেবে ইবনে ওমর (রা)'র হাদিস পেশ করেন, যেটি আবু দাউদ শরীফে কিতাবুল মানাসিক ২৬৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে।

٢٤٧ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَدِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ ﷺ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْمُزْدَلِفَةِ.

২৪৭. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আদী থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযিদ থেকে, তিনি আবু আইয়ুব (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ'র সাথে বিদায় হজ্জে মুযদালিফায় মাগরিব ও এশা (একত্রে) পড়েছি। (ইবনে মাজাহ, ২/১০০৫/৩০২০)

ব্যাখ্যাঃ বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ ইবনে মাজাহ এবং ইমাম মুহাম্মদ (র) মুয়াত্তা গ্রন্থে এই হাদিস একই সনদে বর্ণিত আছে। তিবরানী গ্রন্থে জাবির জু'ফি ও মুহাম্মদ ইবনে আবী লায়লা (র)'র সূত্রে এই হাদিস একই সনদে বর্ণিত আছে। তবে এতে **باقامة واحدة** শব্দ বেশী আছে যা হানাফী মাযহাবকে সমর্থন করে। কেননা সিকা রাবীর অতিরিক্ত বর্ণনা

১৭৯. ইমাম মুসলিম (র) (২৬১ হি.) সহীহ মুসলিম শরীফ, খণ্ড. ১ম, পৃ. ৩৯৭, বাবু হাজ্জাতুন নবী ﷺ

গ্রহণযাগ্য। আর জাবির জু'ফির মধ্যে যদিও দুর্বলতা রয়েছে, কিন্তু মুহাম্মদ ইবনে আবী লায়লা (রা)'র সাথে মিলে তার দূর্বলতা দূরীভূত হয়ে গিয়েছে।

٢٤٨ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيْدَ الْـخَطْمِيِّ، عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ ﷺ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَلَّى الْـمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعٍ، بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ.

২৪৮. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আবু ইসহাক থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযিদ থেকে, তিনি আবু আইয়ুব (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ (মুযদালিফায়) এক আযান এবং এক ইকামতে মাগরিব ও এশার নামায আদায় করেন।

ব্যাখ্যাঃ এই হাদিসও হানাফী মাযহাবকে সুদৃঢ় করে। (প্রাগুক্ত)

١٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ رَمْيِ الْـجِمَارِ

٢٤٩ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ سَلَمَةَ، عَنِ الْـحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، عَـنِ النَّـبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ عَجَّلَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ، وَقَالَ لَـهُمْ: «لَا تَرْمُوْا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ».

বাব নং ১১২. ১৪. কংকর নিক্ষেপ প্রসঙ্গে

২৪৯. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা সালমা থেকে, তিনি হাসান থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ স্বীয় পরিবারের দুর্বলদেরকে (মহিলা, শিশু, বৃদ্ধা ও অসুস্থদেরকে) দ্রুত পাঠিয়ে দিয়ে বললেন- সূর্য উদয় না হওয়া পর্যন্ত তোমরা জামরায়ে আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করোনা। (জামেউল আহাদীস, ৪১/৪৪৯/৪৫৭৫৪)

ব্যাখ্যাঃ এই আমলের মধ্যে হেকমত হল- ভিড়ের আগেই যেন কংকর নিক্ষেপ থেকে অবসর নিতে পারে। কারণ দুর্বলদের জন্য ভিড়ের মধ্যে কংকর নিক্ষেপ অধিক কষ্টকর।

٢٥٠ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، قَالَ: بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ، وَقَالَ لَـهُمْ: «لَا تَرْمُوْا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ».

২৫০. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি সাঈদ ইবনে জুবাইর থেকে, তিনি ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ স্বীয় পরিবারের দুর্বল লোকদেরকে আগে পাঠিয়ে দেন এবং তাদেরকে বলেন- সূর্য উদয় না হওয়া পর্যন্ত তোমরা জামরায়ে আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করবে না। (প্রাগুক্ত)

ব্যাখ্যাঃ হানাফী মাযহাব মতে রাতে কংকর নিক্ষেপ করা জায়েয নয়। এভাবে তাওয়াফে ইফাযা সুবাহ সাদিকের আগে জায়েয নয়। ইমাম মালিক (র)ও এই মত পোষণ করেন।

কিন্তু শাফেঈ ও হাম্বলী মাযহাবে অর্ধরাতের পর কংকর নিক্ষেপ করা যায়েয। উপরোক্ত দু'টি হাদিস হানাফী ও মালিকী মাযহাবের উপর বুঝায়।

٢٥١ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَبَّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ، وَكَانَ غُلَامًا حَسَنًا، فَجَعَلَ يُلَاحِظُ النِّسَاءَ، وَالنَّبِيُّ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَهُ، فَلَبَّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، عَنِ الْفَضْلِ أَخِيْهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّيْ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.

২৫১. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আতা থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ জামারায়ে আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করতেন।

অপর এক রেওয়ায়েতে ইবনে আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত আছে, ফযল ইবনে আব্বাস (রা) কে নবী করিম ﷺ তাঁর সওয়ারীর পিছনে বসালেন। তিনি একজন সুদর্শন যুবক ছিলেন। তিনি মহিলাদের দিকে তাকালে রাসূল ﷺ তাঁর চেহারা ফিরিয়ে দেন। অতঃপর জামারায়ে আকাবায় কংকর নিক্ষেপ পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করেন।

অন্য এক রেওয়ায়েতে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) স্বীয় ভাই ফযল ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ জামারায়ে আকাবায় কংকর নিক্ষেপ পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করতেন। (বুখারী, ১/২২৮/১৫৮০ ও প্রাগুক্ত, ৪৫/৪৯৭/৩৮৬১১)

ব্যাখ্যাঃ হাজীগণ তালবিয়া কতক্ষণ পর্যন্ত পাঠ করবে এই নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ আছে। ইমাম আবু হানিফা শাফেঈ, সুফিয়ান সওরী, জমহুর সাহাবী ও তাবেঈ এবং মিশরের ফকীহগণের মত হলো- নহরের দিন তথা যিলহজ্বের দশ তারিখের সকালে কংকর নিক্ষেপের পূর্বে পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করবে। কংকর নিক্ষেপ আরম্ভ করার সাথে সাথে বন্ধ করে দিতে হবে। হাসান বসরী (র) বলেন, আরাফার দিন ফজরের নামায পর্যন্ত পাঠ করবে এরপর বন্ধ করে দিবে। হযরত আলী, ইবনে ওমর, আয়েশা (রা), ইমাম মালিক (র) ও মদীনার ফকীহগণের মাযহাব হলো- আরফার দিন সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়া পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করবে। আরাফার অবস্থান আরম্ভ হওয়ার পর আর পাঠ করবেনা। ইমাম আহমদ, ইসহাক (র) ও কোন কোন পূর্ববর্তী আলেমগণের ধারণা হলো-জামারায়ে আকাবায়ে কংকর নিক্ষেপ থেকে অবসর না হওয়া পর্যন্ত পাঠ করবে। উপরোক্ত হাদিস হানাফী শাফেঈ ও জমহুর ওলামাদের দলীল, আরো অন্যান্য হাদিসও রয়েছে। তবে বিরোধী পক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য কোন দলীল নেই।

উপরোক্ত হাদিসের শেষে উল্লেখিত শব্দ لم يزل দ্বারা ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র)'র মাযহাব প্রমাণ করে বলে মনে হয়। কিন্তু নাসাঈ শরীফের বর্ণনা فاذا رمى قطع التبلبية "প্রথম কংকর নিক্ষেপের সাথে সাথে তালবিয়া পাঠ বন্ধ করতে হবে।" দ্বারা উক্ত সন্দেহ দূরীভূত করেছে।

١٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّكُوْبِ عَلَى بَدْنَتِهِ

٢٥٢ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوْقُ بَدَنَةً، فَقَالَ: «ارْكَبْهَا».

বাব নং ১১৩. ১৫. স্বীয় কুরবানীর পশুর উপর আরোহণ প্রসঙ্গে

২৫২. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আব্দুল করিম থেকে, তিনি আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ একজন ব্যক্তিকে তার কুরবানীর পশু হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে দেখেন। তিনি তাকে বললেন, তুমি এর উপর আরোহণ কর। (বুখারী, ২/৬০৬/১৬০৪)

ব্যাখ্যাঃ ইমাম শাফেঈ ইমাম আহমদ এবং ইমাম ইসহাক (রা)'র মতে সাধারণভাবে নয় বরং প্রয়োজনে আরোহণ করা জায়েয। ইমাম আবু হানিফা (র)'র মতে অতি প্রয়োজন না হলে জায়েয নেই। যেমন পদব্রজে চলতে অক্ষম হলে এবং কুরবানীর পশুর উপর আরোহণ ছাড়া কোন উপায় না থাকলে কেবল তখনই জায়েয। সুফিয়ান সওরী, শা'বী, হাসান বসরী এবং আতা (র) প্রমূখগণও এই মত পোষণ করেন।

١٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ

٢٥٣ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الضَّبِّيِّ بْنِ مَعْبَدٍ، قَالَ: أَقْبَلْتُ مِنَ الْجَزِيْرَةِ حَاجًّا، فَمَرَرْتُ بِسَلْمَانَ ابْنِ رَبِيْعَةَ، وَزَيْدِ بْنِ صُوْحَانَ، وَهُمَا شَيْخَانِ بِالْعُذَيْبَةِ، فَسَمِعَانِيْ أَقُوْلُ: لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: هَذَا الشَّخْصُ أَضَلُّ مِنْ بَعِيْرِهِ، وَقَالَ الْآخَرُ: هَذَا أَضَلُّ مِنْ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَمَضَيْتُ حَتَّى إِذَا قَضَيْتُ نُسُكِيْ مَرَرْتُ بِأَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرَ، فَأَخْبَرْتُهُ: كُنْتُ رَجُلًا بَعِيْدَ الشُّقَّةِ، قَاصِيَ الدَّارِ أَذِنَ اللهُ لِيْ فِيْ هَذا الْوَجْهِ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَجْمَعَ عُمْرَةً إِلَى حَجَّةٍ، فَأَهْلَلْتُ بِهِمَا جَمِيْعًا، وَلَمْ أَنْسَ، فَمَرَرْتُ بِسَلْمَانَ بْنِ رَبِيْعَةَ، وَزَيْدِ بْنِ صُوْحَانَ، فَسَمِعَانِيْ أَقُوْلُ: لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ مَعًا، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: هَذَا أَضَلُّ مِنْ بَعِيْرِهِ، وَقَالَ الْآخَرُ: هَذَا أَضَلُّ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَصَنَعْتُ مَاذَا؟ قَالَ: مَضَيْتُ، فَطُفْتُ طَوَافًا لِعُمْرَتِيْ، وَسَعَيْتُ سَعْيًا لِعُمْرَتِيْ، ثُمَّ عُدْتُ، فَفَعَلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ بَقِيْتُ حَرَامًا أَصْنَعُ كَمَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ، حَتَّى إِذَا قَضَيْتُ آخِرَ نُسُكِيْ، قَالَ: هُدِيْتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ: عَنِ الضَّبِّيِّ بْنِ مَعْبَدٍ، قَالَ: كُنْتُ حَدِيْثَ عَهْدٍ بِنَصْرَانِيَّةٍ، فَقَدِمْتُ الْكُوْفَةَ أُرِيْدُ الْحَجَّ فِيْ زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ، فَأَهَلَّ سَلْمَانُ بْنُ رَبِيْعَةَ وَزَيْدُ بْنُ صُوْحَانَ بِالْحَجِّ وَحْدَهُ، وَأَهَلَّ الضَّبِّيُّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَقَالَ: وَيْحَكَ تَمَتَّعْتَ، وَقَدْ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُتْعَةِ، فَقَالَا لَهُ: وَاللهِ لَأَنْتَ أَضَلُّ مِنْ بَعِيْرِكَ، قَالَ: نَقْدُمُ عَلَى عُمَرَ وَتَقْدُمُوْنَ، فَلَمَّا قَدِمَ الضَّبِّيُّ مَكَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِعُمْرَتِهِ، ثُمَّ رَجَعَ حَرَامًا لَمْ يَحْلُلْ مِنْ شَيْءٍ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِحَجِّهِ، ثُمَّ أَقَامَ حَرَامًا لَمْ يَحْلُلْ مِنْهُ حَتَّى اتَى عَرَفَاتٍ، وَفَرَغَ مِنْ حَجَّتِهِ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ حَلَّ فَأَهْرَقَ دَمًا لِمُتْعَتِهِ، فَلَمَّا صَدَرُوْا مِنْ حَجِّهِمْ مَرُّوْا بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ، فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ صُوْحَانَ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! إِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الْمُتْعَةِ، وَإِنَّ الضَّبِّيَّ بْنَ مَعْبَدٍ قَدْ تَمَتَّعَ، قَالَ: صَنَعْتَ مَاذَا يَا ضَبِّيُّ؟ قَالَ: أَهْلَلْتُ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَلَمَّا قَدِمْتُ مَكَّةَ طُفْتُ بِالْبَيْتِ وَطُفْتُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِعُمْرَتِيْ، ثُمَّ رَجَعْتُ حَرَامًا لَمْ أَحْلُلْ مِنْ شَيْءٍ، ثُمَّ طُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِحَجَّتِيْ، ثُمَّ أَقَمْتُ حَرَامًا يَوْمَ النَّحْرِ، فَأَهْرَقْتُ دَمًا لِمُتْعَتِيْ، ثُمَّ أَحْلَلْتُ، قَالَ: فَضَرَبَ عُمَرُ عَلَى ظَهْرِهِ، وَقَالَ: هُدِيْتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ ﷺ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ: عَنِ الضَّبِّيِّ، قَالَ: خَرَجَ هُوَ وَسَلْمَانُ بْنُ رَبِيْعَةَ وَزَيْدُ بْنُ صُوْحَانَ يُرِيْدُوْنَ الْحَجَّ، قَالَ: فَأَمَّا الضَّبِّيُّ فَقَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ جَمِيْعًا، وَأَمَّا سَلْمَانُ وَزَيْدٌ فَأَفْرَدُوا الْحَجَّ، ثُمَّ أَقْبَلَا عَلَى الضَّبِّيِّ يَلُوْمَانِهِ فِيْمَا صَنَعَ، ثُمَّ قَالَا لَهُ: أَنْتَ أَضَلُّ مِنْ بَعِيْرِكَ، تَقْرِنُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَقَدْ نَهَى امِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَنِ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ، قَالَ: تَقْدُمُوْنَ عَلَى عُمَرَ وَأَقْدُمُ، فَمَضَوْا حَتَّى دَخَلُوْا مَكَّةَ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ لِعُمْرَتِهِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِعُمْرَتِهِ، ثُمَّ عَادَ وَطَافَ بِالْبَيْتِ لِحَجَّتِهِ، ثُمَّ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ أَقَامَ حَرَامًا كَمَا هُوَ لَمْ يَحِلَّ لَهُ شَيْءٌ حُرِّمَ عَلَيْهِ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ ذَبَحَ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ شَاةً، فَلَمَّا قَضَوْا نُسُكَهُمْ مَرُّوْا بِالْمَدِيْنَةِ، فَدَخَلُوْا عَلَى عُمَرَ ﷺ، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ وَزَيْدٌ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! إِنَّ الضَّبِّيَّ قَرَنَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، قَالَ: صَنَعْتَ مَاذَا؟ قَالَ: لَمَّا قَدِمْتُ مَكَّةَ طُفْتُ طَوَافًا لِعُمْرَتِيْ، ثُمَّ سَعَيْتُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِعُمْرَتِيْ، ثُمَّ عُدْتُ فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ لِحَجَّتِيْ، ثُمَّ سَعَيْتُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِحَجَّتِيْ، قَالَ: ثُمَّ صَنَعْتَ مَاذَا؟ قَالَ: أَقَمْتُ حَرَامًا لَمْ يَحِلَّ لِيْ شَيْءٌ حُرِّمَ عَلَيَّ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ ذَبَحْتُ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ شَاةً، قَالَ: فَضَرَبَ عُمَرُ عَلَى كَتِفِهِ، ثُمَّ قَالَ: هُدِيْتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ ﷺ.

বাব নং ১১৪. ১৬. হজ্জে তামাত্তু ও কিরান সম্পর্কে

২৫৩. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি দ্বাব্বিই ইবনে মা'বাদ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি জাযিরা থেকে হজ্জের নিয়তে আগমণ করি এবং সালমান ইবনে রাবীয়া ও যায়েদ ইবনে সুহান নামক আযীবার দু'জন শায়খের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। তারা আমাকে لبيك بعمرة وحجة বলতে শুনে তাদের একজন বলেন- এই ব্যক্তি তার উট থেকেও অধিক মূর্খ। কিন্তু আমি নিজের কাজে নিয়োজিত আছি (অর্থাৎ তাদের কথায় কর্ণপাত করিনি) এবং হজ্জের আরকান শেষ করি। আমি আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর (রা)'র কাছে গিয়ে আরয করি যে, আমি দেশের দূর প্রান্তে বাস করি। আল্লাহ তায়ালা আমার জন্য হজ্জের এই পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন। তাই হজ্জ ও উমরা একত্রে পালন করা আমার নিকট অধিক মনপুত হয়েছে। আমি উভয়ের নিয়ত করে ইহরাম বেঁধেছি। এটা আমি ইচ্ছা করে করেছি। অতঃপর যখন আমি সালমান ইবনে রাবীয়া ও সুহানের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম এবং তারা আমাকে لبيك بعمرة وحجة বলতে শুনেন তখন তাঁদের মধ্যে একজন বলেন- এই ব্যক্তি তার উট থেকে অধিক অজ্ঞ। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলেন- এই ব্যক্তি অমুক অমুক বস্তু থেকে অজ্ঞ। তখন হযরত ওমর (রা) বলেন- তারপর তুমি কি করলে? আমি বললাম- আমি যথানিয়মে হজ্জের আরকানসমূহ আদায় করি। আমি উমরার জন্য তাওয়াফ করি এবং উমরার জন্য সাঈ আদায় করি। এরপর দ্বিতীয়বার এরূপ করি। তারপর আমি (হজ্জের জন্য) মুহরিম (ইহরাম অবস্থায়) থেকে গিয়েছি এবং একজন হাজী যা করেন আমিও তা করছি। তখন তিনি বললেন, তুমি তোমার নবী ﷺ'র সুন্নত অনুযায়ী কাজ করেছ।

অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, হযরত দ্বাব্বিই ইবনে মা'বাদ (রা) বলেন, মাত্র কিছুদিন পূর্বে খ্রীষ্টধর্ম ত্যাগ করে আমি হযরত ওমর (রা)'র খিলাফতকালে হজ্জের নিয়তে কূফায় গমণ করি। সালমান এবং যায়েদ ইবনে সুহান কেবল হজ্জের নিয়তে ইহরাম বাঁধেন। আর দ্বাব্বিই একত্রে হজ্জ ও উমরার নিয়ত করেন। তখন উভয়ে বলেন- তোমার ধ্বংস হোক, তুমি তামাত্তোর নিয়ত করেছ, অথচ রাসূল ﷺ এর থেকে নিষেধ করেছেন। তাঁরা উভয়ে তাকে বললেন, আল্লাহর শপথ! তুমি তোমার উটের চেয়ে অধিক অজ্ঞ। দ্বাব্বিই উত্তরে বলেন আমরা ওমর (রা)'র নিকট যাচ্ছি। এরপর দ্বাব্বিই যখন মক্কা পৌঁছেন তখন বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করেন এবং সাফা-মারওয়া সাঈ করেন। তারপর হালাল না হয়ে ইহরাম অবস্থায় থাকেন। (হজ্জের দিন পুনরায়) কা'বা ঘর তাওয়াফ করেন এবং হজ্জের জন্য সাফা-মারওয়া সাঈ করেন। অতঃপর হালাল না হয়ে ইহরাম অবস্থায় থাকেন এবং আরাফাত গমণ করেন ও হজ্জের আরকান সমাপ্ত করেন। এরপর যখন নহরের দিন আসে, তখন মুতআর জন্য কুরবানী করেন। লোকজন হজ্জ থেকে

ফিরে গেলে তারা হযরত ওমর (রা)'র নিকট গমন করেন। যায়েদ ইবনে সুহান বলেন- হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি মুতআ (অর্থাৎ কেরান ও তামাত্তু) থেকে নিষেধ করেছেন কিন্তু দ্বাব্বিই ইবনে মা'বাদ তামাত্তু আদায় করেছেন। হযরত ওমর (রা) দ্বাব্বিইকে জিজ্ঞাসা করেন, হে দ্বাব্বিই! তুমি কিরূপ করেছ? তিনি বলেন- হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি হজ্জ ও উমরার নিয়তে ইহরাম বাঁধি। এরপর যখন আমি মক্কায় আগমণ করি তখন উমরার জন্য বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করি এবং সাফা-মারওয়া সাঈ করি। অতঃপর হালাল না হয়ে ইহরাম অবস্থায় থাকি। এরপর বায়তুল্লাহ তাওয়াফ (তাওয়াফে কুদুম) করি এবং হজ্জের জন্য সাফা-মারওয়া সাঈ করি। তারপর নহরের দিন পর্যন্ত ইহরাম অবস্থায় থাকি এবং মুতআর জন্য দম কুরবানী করি। তারপর ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যাই। দ্বাব্বিই বলেন- তখন হযরত ওমর আমার পিঠ চাপড়াইয়ে বলেন- নিশ্চয়ই তুমি তোমার নবীর সুন্নত অনুযায়ী আমল করেছ।

হযরত দ্বাব্বিই ইবনে মা'বাদ (রা) থেকে অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- তিনি সালমান ইবনে রাবীয়া এবং যায়েদ ইবনে সুহান হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হন। দ্বাব্বিই ইহরামের সময় কিরানের নিয়ত করেন। সালমান এবং যায়েদ কেবল হজ্জের নিয়ত করেন। তখন তারা উভয়ে দ্বাব্বিইকে গালমন্দ করে বলেন- তুমি তোমার উট থেকেও অজ্ঞ। তুমি হজ্জ ও উমরা একত্রে করছ, অথচ হযরত ওমর (রা) হজ্জ ও উমরা একত্রে করা থেকে নিষেধ করেছেন।

তখন দ্বাব্বিই বলেন- আমরা হযরত ওমর (রা)'র নিকট যাচ্ছি। তার নিকট এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করব। অতঃপর তারা চলতে থাকেন এবং মক্কায় গিয়ে পৌঁছেন। তখন দ্বাব্বিই উমরার উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেন এবং সাফা-মারওয়া সাঈ করেন। অতঃপর হজ্জের জন্য বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেন এবং সাফা-মারওয়া সাঈ করেন। তারপর হালাল না হয়ে ইহরাম অবস্থায় থাকেন যাতে তার জন্য হারাম বস্তু হালাল না হয়। এরপর যখন কুরবানীর দিন উপস্থিত হয় তখন সামর্থ অনুযায়ী একটি বকরী যবেহ করে কুরবানী আদায় করেন। কুরবানীর যাবতীয় আহকাম শেষ করে মদীনা গমণ করে হযরত ওমর (রা)'র খেদমতে উপস্থিত হন। তখন সালমান ও যায়েদ তাঁকে বলেন- হে আমীরুল মু'মিনীন! দ্বাব্বিই হজ্জ ও উমরা একত্রে আদায় করেছেন। অথচ আপনি এরূপ করতে নিষেধ করেছেন। তখন হযরত ওমর (রা) দ্বাব্বিইকে বললেন- তুমি কি রূপ করেছ? উত্তরে তিনি বলেন- আমি মক্কায় পৌঁছে উমরার উদ্দেশ্যে তাওয়াফ করি এবং সাফা-মারওয়া সাঈ করি। এরপর দ্বিতীয়বার হজ্জের জন্য বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করি এবং সাফা-মারওয়া সাঈ করি। তখন ওমর (রা) জিজ্ঞাসা করেন এরপর কি করেছ? উত্তরে দ্বাব্বিই বলেন- এরপর আমি ইহরাম অবস্থায় থাকি। আমার উপর হারাম বস্তু হালাল করিনি। কুরবানীর দিন আসলে আমার সাধ্য অনুযায়ী একটি বকরী যবেহ করি। দ্বাব্বিই বলেন

তখন হযরত ওমর (রা) আমার কাঁধে হাত চাপড়িয়ে আমাকে ধন্যবাদ ও বাহ্বা দেন। অতঃপর বলেন- তুমি তোমার নবীর সুন্নত পালন করেছ।

ব্যাখ্যাঃ কোন প্রকারের হজ্জ উত্তম এ প্রসঙ্গে ২৩১ নং হাদিসের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে শুধু হজ্জে কিরান উত্তম হওয়ার পক্ষে হানাফী মাযহাবের দলীল সমূহ পেশ করা হবে। ইমাম আবু হানিফা (র) উপরোক্ত হাদিস দ্বারা কিরান উত্তম হওয়ার দলীল পেশ করে বলেন- হযরত ওমর (রা) দ্বাব্বিই (রা)কে হজ্জে কিরান আদায় করার কারণে ধন্যবাদ দিয়েছেন এবং এটা সুন্নতে নববী বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। দ্বিতীয় শক্তিশালী দলীল হলো- মুসলিম শরীফে হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ হজ্জ এবং উমরা একত্রে আদায় করেছেন। ইন্তেকাল পর্যন্ত তিনি এটা অব্যাহত রেখেছেন। এটা হারাম বা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে কুরআন নাযিল হয়নি। তৃতীয়ত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ বিদায় হজ্জে উমরার জন্য ইহরাম বেঁধেছেন এবং হজ্জের জন্যও ইহরাম বেঁধেছেন। চতুর্থত হযরত আয়েশা (রা) থেকে একই ধরনের রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। পঞ্চমত তাহাভী, তিরমিযী, ও ইবনে মাজাহ-এ-উম্মে সালমা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করিম ﷺ জীবনে চারবার উম্রা আদায় করেছেন। প্রথমবার হুদায়বিয়ায় দ্বিতীয়বার উমরাতুল কাযা যিলক্বদ মাসে, তৃতীয়বার জি'রানা থেকে, চতুর্থবার বিদায় হজ্জে। সুতরাং এ সমস্ত দলীল হানাফী মাযহাবকে সঠিক প্রমাণিত করে। যষ্ঠত পবিত্র কুরআনের আয়াত واتموا الحج والعمرة لله "আল্লাহর জন্য হজ্জ ও উমরা আদায় কর।" (সূরা বাকারা, আয়াত, ১৯৬) হাকেম স্বীয় মুস্তাদরাকে বুখারী ও মুসলিমের শর্ত সাপেক্ষে বর্ণনা করেন যে, কোন এক ব্যক্তি হযরত আলী (রা)'র নিকট এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন- اتمام বা পূর্ণতার পদ্ধতি হলো- হজ্জ ও উমরার জন্য ঘর থেকে ইহরাম বাঁধবে। অর্থাৎ কিরান হজ্জের নিয়ত করবে। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। সুতরাং কিরানই উত্তম যদি মানুষ এর উপর আমল করতে সক্ষম হয়। সুতরাং যখন পবিত্র কুরআনে কিরান হজ্জের উল্লেখ রয়েছে, তখন এটা অন্যান্য হজ্জ থেকে কেন উত্তম হবে না?

এখানে আরেকটি মাসয়ালা নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। তা হলো কিরান হজ্জ আদায়কারী দু'তাওয়াফ ও দু'সাঈ করবে, না এক তাওয়াফ ও এক সাঈ করবে? শাফেঈ মাযহাব মতে কিরান হজ্জে এক তাওয়াফ ও এক সাঈ। পক্ষান্তরে হানাফী মাযহাবে কিরান হজ্জে দু'তাওয়াফ এবং দু'সাঈ। হানাফী মাযহাবের প্রথম দলীল উপরোক্ত হাদিস। দ্বিতীয় দলীল নাসাঈ সুনানে কুব্রা নামক গ্রন্থে ইব্রাহীম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়্যা (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি আমার পিতার সাথে

তাওয়াফ করেছি। এসময় তিনি হজ্জ ও উমরা একত্রে আদায় করেছেন। তিনি দু'তাওয়াফ ও দু'সাঈর কথা বলেছেন এবং আমার নিকট হাদিস বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আলী (রা) এরূপ করেছেন। হযরত আলী (রা) তাদের নিকট হাদিস বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ দু'তাওয়াফ ও দু'সাঈ করেছেন। তৃতীয়ত আবু বকর ইবনে শায়বা যিয়াদা ইবনে মালিক (র) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ দু'তাওয়াফ ও দু'সাঈ করেছেন। চতুর্থত হযরত আলী ও ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, হজ্জে কিরানে দু'তাওয়াফ ও দু'সাঈ রয়েছে।

١٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ الْعُمْرَةِ فِيْ رَمَضَانَ

٢٥٤ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «عُمْرَةٌ فِيْ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً».

বাব নং ১১৫. ১৭. রমযান মাসে উমরার ফযীলত

২৫৪. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আতা থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে, তিনি নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন- রমযান মাসে উমরা আদায় করা (সওয়াবের দিক দিয়ে) হজ্জের সমান। (সুনানে নাসাঈ কুবরা, ২/৪৭২/৪২২৫)

ব্যাখ্যাঃ ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেঈ (র)'র মতে হজ্জের ন্যায় উমরা ফরয। ইমাম আবু হানিফা (র)'র মতে উমরা সুন্নত। তিনি উমরা শুরু করলে তা সমাপ্ত করা ফরয বলেছেন। কারণ কুরআনে আছে واتموا الحج والعمرة لله "তোমরা আল্লাহর জন্য হজ্জ ও উমরা পূর্ণ কর।" (সূরা বাকারা, আয়াত, ১৯৬) শুরু করলেই পূর্ণ বা সমাপ্ত করতে হয়। তাছাড়া তিরমিযী শরীফে একটি সহীহ হাদিস রয়েছে, যাতে আছে- হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, একদা রাসূল ﷺকে জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উমরা কি ফরয? উত্তরে তিনি বলেন, না, তবে উমরা করা উত্তম।

উমরার ফযীলত সম্পর্কে অনেক হাদিস রয়েছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে- العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما "এক উমরা থেকে অপর উমরা পর্যন্ত যে গুনাহ হয়ে থাকে, উমরা ঐ গুনাহের কাফ্ফারা হয়।"[১৮০]

বিশেষ করে রমযান মাসে উমরা পালনে বিশেষ সওয়াব রয়েছে। রাসূল ﷺ বলেছেন, রমযানে উমরা পালন করা এমন এক হজ্জের তুল্য, যা আমার সাথে সমাপণ করা হয়েছে। মুয়াত্তা ইমাম মালিক গ্রন্থে হযরত আবু বকর ইবনে আব্দুর রহমান (রা) থেকে

---

১৮০. ইমাম বুখারী (র), (২৫৬ হি.) সহীহ বুখারী, খণ্ড. ২, পৃ. ৬২৯, হাদিস নং ১৬৮৩, বৈরুত

বর্ণিত আছে, একজন মহিলা নবী করিম ﷺ এর খেদমতে এসে আরয করল, আমি হজ্জের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি কিন্তু আমার এমন এক সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে যার ফলে হজ্জ আদায় করতে অক্ষম হয়ে পড়েছি। তখন তিনি বললেন, তুমি রমযান মাসে উমরা আদায় কর। কেননা রমযান মাসের উমরা এক হজ্জের সওয়াব পাওয়া যায়।

٢٥٥ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى بَعِيْرٍ أَوْرَقَ إِلَى سَوَادٍ، وَهُوَ نَاقَتُهُ الْقَصْوَاءُ، مُتَقَلِّدًا بِقَوْسِهِ، مُتَعَمِّمًا بِعِمَامَةٍ سَوْدَاءَ مِنْ وَبَرٍ.

২৫৫. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আব্দুল্লাহ থেকে, তিনি ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী করিম ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন একটি কাল রঙের উটনীর উপর আরোহণ করেছিলেন, যা কাসওয়া নামে প্রসিদ্ধ ছিল। তাঁর গলায় কামান লটকানো এবং মাথায় উলের কাল পাগড়ী বাঁধা ছিল।

ব্যাখ্যাঃ নবী করিম ﷺ ইহরাম ব্যতীত মক্কায় প্রবেশ করা তাঁর জন্য খাস ব্যাপার।

١٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ زِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٢٥٦ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَأْتِيَ قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ، وَتَجْعَلَ ظَهْرَكَ إِلَى الْقِبْلَةِ، وَتَسْتَقْبِلَ الْقَبْرَ لِوَجْهِكَ، ثُمَّ تَقُوْلَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

বাব নং ১১৬. ১৮. নবী ﷺ'র রওযা শরীফের যিয়ারত প্রসঙ্গে

২৫৬. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা নাফে থেকে, তিনি ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, (যিয়ারতের) সুন্নত পদ্ধতি হলো কিবলার দিক থেকে নবী করিম ﷺ'র কবর শরীফে আগমন করবে। পিঠ কিবলার দিকে আর মুখ রওযা শরীফের দিকে থাকবে। তারপর বলবে- السلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته

ব্যাখ্যাঃ রাসূল ﷺ'র রওযা মোবারক যিযারত করা যে পরম সৌভাগ্য ও শ্রেষ্ঠ সওয়াবের কাজ এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই। তাই কোন কোন আলিম সামর্থবান লোকদের জন্য রাসূল ﷺ'র যিয়ারতে যাওয়াকে ওয়াজিব রূপে গণ্য করেছেন।

(১) নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন من زارنى معتمدًا كان فى جوارى يوم القيامة "যে ব্যক্তি সেচ্ছায় আমার যিয়ারত করবে, কিয়ামত দিবসে সে আমার প্রতিবেশী হবে।"[১৮১]

১৮১. শুআবুল ঈমান, সূত্রঃ মিশকাত, ২০৪ পৃ.

(২) অপর বর্ণনায় আছে- **من حج فزار قبری بعد موتی کان کمن زارنی فی حیاتی** "যে ব্যক্তি হজ্জ করল এবং আমার ইন্তেকালের পর আমার কবর যিযারত করল সে যেন আমার জীবদ্দশায় আমার সাক্ষাৎ করল।"[১৮২]

(৩) অপর হাদিসে আছে- **من حج الی مکة ثم قصدنی مسجدی کتبت له حجتان مبرورتان** "যে ব্যক্তি মক্কায় হজ্জ করে আমার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে আমার মসজিদে আসে তার জন্য দু'টি মকবুল হজ্জের সওয়াব লিখিত হয়।"[১৮৩] (৪) আরো বর্ণিত আছে- **من جائنی زائرًا لا تعمله حاجته الازیارتی کان حقا علی ان اکن له شفیعًا یوم القیامة** "যে ব্যক্তি আমার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে আমার নিকট আসে। তার অন্য কোন কাজ না থাকে, তাহলে কিয়ামত দিবসে আমি তার জন্য সুপারিশকারী হবো।" (তাবরানী)

(৫) অন্যত্র বর্ণিত আছে **من زار قبری وجبت له شفاعتی** "যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করল তার জন্য আমার শাফায়াত আবশ্যক হয়ে গেল। (দারেকুতুনী)

উপরে বর্ণিত তিন ও চার নং হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, খালিস নিয়্যতে একান্তই যিয়ারতের উদ্দেশ্যে দরবারে নববীতে হাযিরা দিতে হবে। এতে অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকা বাঞ্চনীয় নয়। তবে রাসূল ﷺ'র যিয়ারতের উদ্দেশ্যের সাথে মসজিদে নববীর যিয়ারতের নিয়্যত থাকা মুস্তাহাব। মোট কথা মদীনা সফরের মূল উদ্দেশ্য হতে হবে যিয়ারত-এটাই সকল ইমামগণের অভিমত।

পবিত্র কুরআনে আছে- **ولو انهم اذظلموا انفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا الرحیما**- "আর তারা যখন নিজের আত্মার উপর জুলুম করে, হে মাহবুব! তারা যদি আপনার দরবারে আসে অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে আর রাসূলও যদি তাদের সুপরিশ করেন, তবে অবশ্যই আল্লাহকে ক্ষমাকারী, মেহেরবান রূপে পেত। (সূরা নিসা, আয়াত; ৬৪), এই আয়াতের বিধান কেবল রাসূল ﷺ 'র জীবদ্দশায় সাথে খাস নয় বরং তাঁর ইন্তেকালের পরেও প্রযোজ্য। **من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی** "যে ব্যক্তি হজ্জ করল অথচ আমার যিয়ারত করল না সে আমার উপর জুলুম করল। (তাবরানী ও জযবুল কুলুব)

---

১৮২. প্রাগুক্ত, সূত্র: মিশকাত শরীফ: পৃ. ২৪১

১৮৩. শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী, জাযবুল কুলুব ইলা দিয়ারিল মাহবুব

উপরোক্ত কুরআনে করিম ও হাদিস শরীফের আলোকে রাসূল ﷺ'র কবর শরীফ যিয়ারত করা ফরয-ওয়াজিবের পরে একটি উত্তম ইবাদত ও শ্রেষ্ঠ সওয়াবের কাজ বলে প্রমাণিত হয়।

ইমাম আবু হানিফা (র) ইমাম মালেক (র) ইমাম শাফেঈ (র) ও ইমাম আহমদ (র) সহ জমহুরের মতে রাসূল ﷺ'র কবর শরীফ যিয়ারতের নিয়ম ও আদব হল- কবর শরীফকে সামনে নিয়ে কিবলাকে পিছ দিয়ে নামাযের ন্যায় হাত বেঁধে নিম্নস্বরে প্রথমে সালাম পেশ করা। তারপর নম্রতার সাথে দোয়া করা এবং তাঁর কাছে সাহায্য চাওয়া ও তাঁর সুপারিশ কামনা করা এবং বেশী করে তাঁর উসিলা নিয়ে দোয়া করা। কেননা তাঁর সুপারিশ চাইলে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সুপারিশকারী বানিয়ে দেন।[১৮৪]

٨ - كِتَابُ النِّكَاحِ

١ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ خُطْبَةِ النِّكَاحِ

٢٥٧ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خُطْبَةَ الْحَاجَةِ يَعْنِيْ: النِّكَاحَ: «إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيْهِ، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، [يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا، اتَّقُوْا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، وَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ] {آل عمران: ١٠٣}، [وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا] {النساء: ١}، [يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا، اتَّقُوا اللهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ، وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا] {الأحزاب: ٧٠ - ٧١}».

৮. বিবাহ অধ্যায়

বাব নং ১১৭. ১. বিবাহের খুৎবা প্রসঙ্গে

২৫৭. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা কাসেম থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ আমাদেরকে হাজতের খুৎবা তথা বিবাহের খুৎবা শিক্ষা দিয়েছেন এভাবে- সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আমরা

১৮৪. ইমাম কাসতাল্লানী (র) (৯১১ হি.) মাওয়াহেবুল লাদুনিয়্যাহ খণ্ড. ২য়, পৃ. ৩৬২

তাঁর প্রশংসা করি এবং তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি, তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি আর তাঁর নিকট হিদায়াত কামনা করি। যাকে আল্লাহ হেদায়াত দান করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারেনা এবং যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ হেদায়াত দান করতে পারেনা। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং আমরা আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল। অতঃপর উপরোক্ত পবিত্র কুরআনের আয়াত সমূহ তিলাওয়াত করেন। (সুনানে নাসাঈ কুবরা, ৬/১২৭/১০৩২৬)

ব্যাখ্যাঃ 'নিকাহ' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হলো বিবাহ। বিবাহ সংঘটিত হয় ইজাব ও কবুল দ্বারা। ইজাব অর্থ প্রস্তাব আর কবুল অর্থ গ্রহণ। আর এ দু'টি শব্দ অতীতকাল প্রকাশক হতে হবে অথবা একটি অতীতকাল হলে অপরটি ভবিষ্যতকাল হলেও চলবে। বিবাহ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো- দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা সাক্ষীর উপস্থিতিতে আক্দ সংঘটিত হতে হবে। সাক্ষীদের স্বাধীন, বুদ্ধিমান, প্রাপ্ত বয়স্ক ও মুসলমান হতে হবে।[১৮৫]

বিবাহে খুৎবা পাঠ করা সুন্নত। এর উদ্দেশ্য হলো বিবাহের প্রচার করা। খুৎবা ছাড়াও বিবাহ বৈধ।

٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَمْرِ بِالنِّكَاحِ

٢٥٨ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَرْثِ، عَنْ أَبِيْ مُوْسَىٰ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «تَزَوَّجُوْا، فَإِنِّيْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ».

বাব নং ১১৮. ২. বিবাহের নির্দেশ প্রসঙ্গে

২৫৮. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা যিয়াদ থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে হারিস থেকে, তিনি আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, তোমরা বিবাহ কর। কেননা আমি (কিয়ামত দিবসে) অন্যান্য উম্মতের তুলনায় তোমাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে গৌরব করব। (সুনানে বায়হাকী কুবরা, ৭/৭৮/১৩২৩৫)

ব্যাখ্যাঃ বিবাহের ফযীলতঃ রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহ করতে সক্ষম তারা যেন বিয়ে করে নেয়। কারণ, বিয়ে দৃষ্টি অবনত রাখতে ও গুপ্তাঙ্গের হিফাজতে অধিক কার্যকর। আর যে ব্যক্তি বিবাহ করতে অক্ষম সে যেন রোযা রাখে। কেননা, রোযা তার যৌনক্ষুধাকে অবদমিত করে।[১৮৬]

---

১৮৫. বুরহানউদ্দিন আলী ইবনে আবু বকর (র), (৫৯৩ হি.), হিদায়া, কিতাবুন নিকাহ ২য় খণ্ড., পৃ.২৮৫
১৮৬. বুখারী ও মুসলিম, সূত্রঃ মিশকাত শরীফ, কিতাবুন নিকাহ, পৃ. ২৬৭

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, কোন বান্দা যখন বিয়ে করল তখন সে দ্বীনের অর্ধেকটা পূর্ণ করল। অতঃপর সে যেন বাকী অর্ধেকের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করলে।[১৮৭]

উপরোক্ত হাদিস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, স্ত্রী নির্বাচন করার সময় অধিক সন্তান জন্মদানকারী নারী নির্বাচিত করতে হবে। কেননা অধিক সন্তান জন্মদানের মাধ্যমেই উম্মতে মুহাম্মদীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, যার ফলে রাসূল ﷺ গর্ববোধ করবেন।

মানুষের অবস্থাভেদে বিবাহের হুকুমও ভিন্ন ভিন্ন। এক. প্রবল যৌনশক্তি থাকলে এবং বিবাহ না করলে যিনায় লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তখন বিবাহ করা ওয়াজিব। দুই. মধ্যমপন্থা তথা যৌনশক্তিও আছে এবং বিবাহ না করলে যিনায় লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা নেই তখন বিবাহ করা সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। তিন. বিবাহ করে স্ত্রীর উপর ভরণ-পোষন ও হক আদায়ের ক্ষেত্রে অন্যায় কিংবা জুলুমের আশঙ্কা থাকলে তখন বিবাহ করা মাকরূহ। চার. নিশ্চিত জুলুমের উদ্দেশ্যে বিবাহ করা হারাম ও পাঁচ. যদি স্ত্রীর হক আদায়ে অক্ষম হওয়ার ক্ষীন সম্ভাবনা থাকে তখন বিবাহ করা মুবাহ।[১৮৮]

٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْـحَثِّ نِكَاحِ الْأَبْكَارِ

٢٥٩ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، قَالَ: قَـالَ رَسُـوْلُ اللهِ ﷺ: «انْكِحُوا الْـجَوَارِيَ الشَّبَابَ، فَإِنَّهُنَّ أَنْتَجُ أَرْحَامًا، وَأَطْيَبُ أَفْوَاهًا، وَأَعَزُّ أَخْلَاقًا».

বাব নং ১১৯. ৩. কুমারী মেয়েদেরকে বিবাহ করার উৎসাহ প্রদান

২৫৯. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার থেকে, তিনি ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, তোমরা কুমারী মেয়েদেরকে বিবাহ কর। কেননা তারা দ্রুত গর্ভ ধারণে সক্ষম হয়, এবং তাদের মুখ পরিচ্ছন্ন আর তারা উত্তম চরিত্রের অধিকারী। (মুসান্নিফে আবদুর রাযযাক, ৬/১৫৯/১০৩৪২)

ব্যাখ্যাঃ রাসূল ﷺ বিভিন্ন হাদিসে কুমারী নারী বিবাহ করতে উৎসাহিত করেছেন। কারণ তাদের মধ্যে নানাবিধ গুণাবলী রয়েছে যা বিবাহিতাদের মধ্যে নেই। যেমন কুমারী নারীরা সাধারণত দ্রুত গর্ভ ধারণে সক্ষম, তাদের মধ্যে শিষ্টাচার, লজ্জাবোধ ও আদবের কারণে তারা স্বামীর কাছে অতি প্রিয় হয়ে থাকে। তারা সাধারণত উত্তম চরিত্রের হয়ে থাকে। কারণ তারা অল্পে তুষ্ট হয়, অতীতের কোন অভিজ্ঞতা না থাকাতে অবাধ্য হয়না এবং তাদের মধ্যে প্রতারণার স্বভাব-চরিত্র কম থাকে। ইত্যাদি কারণে নবী করিম ﷺ কুমারী মেয়ে বিবাহের প্রতি উৎসাহিত করেছেন।

---

১৮৭. বুখারী ও মুসলিম, সূত্রঃ মিশকাত শরীফ, পৃ.২৬৮
১৮৮. হাশিয়ায়ে শহরে বেকায়া, খণ্ড. ২, পৃ. ৪

٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَنْزِيْهِ الْعَجَائِزِ وَالشَّيْبِ ذَاتِ الْوَلَدِ

٢٦٠ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: أَخْبَرَنِيْ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﷺ، أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ لَهُ: «هَلْ تَزَوَّجْتَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: «تَزَوَّجْ تَسْتَعِفَّ مَعَ عِفَّتِكَ، وَلَا تَزَوَّجَنَّ خَمْسًا»، قَالَ: مَا هُنَّ؟ قَالَ: «لَا تَزَوَّجَنَّ شَهْبَرَةً وَلَا نَهْبَرَةً، وَلَا لَهْبَرَةً وَلَا هَيْدَرَةً وَلَا لَفُوْتًا»، قَالَ زَيْدٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! لَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا قُلْتَ، قَالَ: «بَلَى، أَمَّا الشَّهْبَرَةُ: فَالزَّرْقَاءُ الْبَدِيْنَةُ، وَأَمَّا النَّهْبَرَةُ: فَالطَّوِيْلَةُ الْمَهْزُوْلَةُ، وَأَمَّا اللَّهْبَرَةُ: فَالْعَجُوْزُ الْمُدْبِرَةُ، وَأَمَّا الْهَيْدَرَةُ: فَالْقَصِيْرَةُ الذَّمِيْمَةُ، وَأَمَّا اللَّفُوْتُ: فَذَاتُ الْوَلَدِ مِنْ غَيْرِكَ».

قَالَ الشَّيْبَانِيُّ: ضَحِكَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ مِنْ هَذَا الْحَدِيْثِ طَوِيْلًا.

বাব নং ১২০. ৪. বৃদ্ধা ও সন্তান বিশিষ্ট বয়স্ক মহিলাকে বিবাহ না করা প্রসঙ্গে

২৬০. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি বলেন, আমাকে বর্ণনা করেছেন মদীনাবাসী এক শায়খ, তিনি যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূল ﷺ'র খেদমতে হাযির হলে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন- তুমি কি বিবাহ করেছ? তখন তিনি উত্তর দিলেন না। এতে রাসূল ﷺ এরশাদ করলেন- তুমি তোমার মতো পূণ্যবতী রমণী অন্বেষণ কর। তবে পাঁচ প্রকারের নারীকে বিবাহ করবেনা। হযরত যায়েদ আরয করলেন ওরা কারা? তিনি বললেন, শাহবারাহ্, নাহ্বারাহ, লাহবারা, হাবদারাহ্ ও লাগুতা মহিলাদেরকে বিবাহ করবেনা। তখন হযরত যায়েদ (রা) বলনে, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যা বললেন তা আমি কিছুই বুঝিনি। রাসূল ﷺ বললেন, আচ্ছা- শাহবারাহ হলো বিড়ালের মত চোখ বিশিষ্ট মোটা মহিলা, নাহবারাহ হলো লম্বা হালকা পাতলা মহিলা, লাহ্বারাহ্ হলো যৌনশক্তি হারানো বৃদ্ধা মহিলা, হাবদারাহ্ হলো- কুৎসিত আকারের মহিলা আর লাগুতা হলো- যে নারী অন্য স্বামী থেকে সন্তান নিয়েছে। শায়বানী (র) বলেন, ইমাম আবু হানিফা (র) এই হাদিস বর্ণনা করে অনেকক্ষণ হেসেছিলেন।

ব্যাখ্যাঃ এই নিষেধাজ্ঞা নাহী তাহরিমী নয় বরং নাহী তানযীহী। যেভাবে কুমারী মেয়েদের বিবাহ করার আদেশ ছিল মুস্তাহাব কেননা, রাসূল ﷺ'র পবিত্র স্ত্রীদের মধ্যে হযরত আয়েশা ব্যতীত সবাই ছিলেন প্রাপ্তবয়স্কা ও বিধবা। হযরত সওদা (রা) মোটা ও লম্বা ছিলেন এবং হযরত খাদীজা (রা) বৃদ্ধা ছিলেন। তাছাড়া হযরত খাদীজা ও উম্মে সালমা (রা) উভয়ই পূর্বের স্বামীর সন্তান সাথে নিয়ে এসেছিলেন।

٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ الْاِجْتِنَابِ عَنْ نِكَاحِ الْعَقِيْمِ

٢٦١ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَبْدِ الْـمَلِكِ، عَنْ رَجُلٍ شَامِيٍّ، عَـنِ النَّـبِيِّ ﷺ، قَـالَ: أَتَـاهُ رَجُـلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَتَزَوَّجُ فُلَانَةً، فَنَهَاهُ عَنْهَا، ثُمَّ أَتَاهُ أَيْضًا فَنَهَـاهُ عَنْهَـا، ثُـمَّ أَتَـاهُ فَنَهَـاهُ عَنْهَا، ثُمَّ قَالَ: «سَوْدَاءُ وَلُوْدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حَسْنَاءَ عَاقِرٍ».

বাব নং ১২১. ৫. বন্ধ্যা মহিলাকে বিবাহ করা থেকে বিরত থাকা

২৬১. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আব্দুল মালিক থেকে, তিনি শামী এক ব্যক্তি থেকে, তিনি নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি এসে বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি অমুক মহিলাকে বিবাহ করতে পারি? তিনি তাকে এ ব্যাপারে নিষেধ করেন। অতঃপর লোকটি পুনরায় আসলে তিনি তাঁকে এ ব্যাপারে নিষেধ করেন। লোকটি তৃতীয়বার আসলে এবারও তিনি তাকে নিষেধ করেন। এরপর বললেন কালো সন্তান জন্মদানকারী মহিলা সুন্দরী বন্ধ্যা মহিলার চেয়ে আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়।

ব্যাখ্যাঃ প্রশ্নকৃত মহিলা সম্পর্কে রাসূল ﷺ অবহিত ছিলেন। সে যদিও সুন্দরী কিন্তু বন্ধ্যা ছিল। তৃতীয়বার প্রশ্নের পরে তিনি এর কারণ প্রকাশ করলেন। যেহেতু বিবাহের মূল উদ্দেশ্য হলো বংশধর ও স্থায়িত্ব, শুধু কামভাব চরিতার্থ করা নয়। এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য দৈহিক সৌন্দয্যের চেয়ে সন্তান জন্মদান করার গুণ অধিক প্রয়োজন।

٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ شُؤْمِ الْـمَرْأَةِ

٢٦٢ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، قَالَ: تَذَاكَرَ الشُّؤْمَ ذَاتَ يَوْمٍ عِنْـدَ رَسُـوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «الشُّؤْمُ فِيْ الدَّارِ، وَالْفَرَسِ، وَالْـمَرْأَةِ، فَشُؤْمُ الدَّارِ: أَنْ تَكُـوْنَ ضَـيِّقَةً لَـهَا جِيْرَانٌ سُوْءٌ، وَشُؤْمُ الْفَرَسِ: أَنْ تَكُوْنَ جَمُوْحًا، وَشُؤْمُ الْـمَرْأَةِ: أَنْ تَكُوْنَ عَاقِرًا».

زَادَ الْـحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ: «سَيِّئَةَ الْـخُلُقِ عَاقِرًا».

وَفِيْ رِوَايَةٍ: «إِنْ يَكُنِ الشُّؤْمُ فِيْ شَيْءٍ، فَفِي الدَّارِ وَالْفَـرَسِ وَالْـمَرْأَةِ، فَأَمَّـا الدَّارُ، فَـشُؤْمُهَا ضِيْقُهَا، وَأَمَّا الْـمَرْأَةُ، فَشُؤْمُهَا سُوْءُ خُلُقِهَا وَعُقْرُ رَحِمِهَا، وَأَمَّا شُـؤْمُ الْفَـرَسِ، فَـأَنْ يَكُـوْنَ جَمُوْحًا».

বাব নং ১২২. ৬. নারীর অমঙ্গল প্রসঙ্গে

২৬২. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আলকামা থেকে তিনি, ইবনে বুরাইদা থেকে, তিনি বলেন, একদা রাসূল ﷺ'র সামনে অমঙ্গল বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। তখন তিনি বলেন- অশুভ ঘর, ঘোড়া ও নারীর মধ্যে বিদ্যমান। অতঃপর ঘরের অমঙ্গল হলো

ঘর সংকীর্ণ হওয়া, খারাপ প্রতিবেশী হওয়া। ঘোড়ার অমঙ্গল হলো- অবাধ্য হওয়া আর নারীর অমঙ্গল হলো বন্ধ্যা হওয়া। হযরত হাসান ইবনে সুফিয়ান (রা) (স্বীয় মুসনাদে) এ কথাও বৃদ্ধি করেছেন- অসৎ চরিত্র ও বন্ধ্যা হওয়া।

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, যদি কোন বস্তুর মধ্যে অমঙ্গল থাকে, তবে তা ঘর, ঘোড়া ও নারীর মধ্যে রয়েছে। ঘরের অমঙ্গল হলো ঘর সংকীর্ণ হওয়া, নারীর অমঙ্গল হলো সে দুশ্চরিত্রা ও বন্ধ্যা হওয়া আর ঘোড়ার অমঙ্গল হলো অবাধ্য হওয়া। (সুনানে বায়হাকী কুবরা, ৮/১৪০/১৬৩০৪)

ব্যাখ্যাঃ نحوست বা অমঙ্গল অর্থ হলো এ তিনটি বস্তু বরকতহীন ও ধ্বংসের কারণ অথবা এ তিনটি বস্তু দুঃখ-কষ্ট ও দুঃশ্চিন্তা সৃষ্টির কারণ। উপরোক্ত হাদিসটি সিহাহ সিত্তাহ্ গ্রন্থে বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন হাদিসে এ তিনটি বস্তুর মধ্যে অমঙ্গল রয়েছে বলে বর্ণিত হয়েছে। আবার কোন কোন হাদিসে শর্ত যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ যদি কোন বস্তুর মধ্যে অমঙ্গল থাকত তবে এই তিনটির মধ্যেই থাকত। যেহেতু অমঙ্গল বলতে কিছুই নেই, সেহেতু এই তিনটি বস্তুর মধ্যেও অমঙ্গল নেই।

আবার কেউ কেউ এর ব্যাখ্যা করেছেন- মানুষের ভাল-মন্দ প্রকাশ হয় এগুলোর মাধ্যমে। যেমন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা) থেকে মারফু হাদিস বর্ণনা করেন- "আদম সন্তানের সৌভাগ্য তিনটি বস্তু দ্বারা প্রকাশ হয়ে থাকে। সচ্চরিত্র নারী, আরামদায়ক উপযুক্ত ঘর এবং আরামদায়ক সওয়ারী। আর মানুষের দুর্ভাগ্য তিনটি বস্তুর মাধ্যমে প্রকাশ হয়। অসচ্চরিত্র নারী, খারাপ ঘর এবং খারাপ সওয়ারী।" (সুতরাং সাধারণভাবে নারী সমাজকে দোষারোপ করা উচিত নয়, বরং মা জাতি হিসেবে তাদেরকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখা উচিত)

٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ اِسْتِيْذَانِ بِكْرٍ وَثَيِّبٍ

٢٦٣ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَ لِفَاطِمَةَ ﵂: «إِنَّ عَلِيًّا ﵁ يَذْكُرُكِ».

বাব নং ১২৩. ৭. কুমারী ও সায়্যেবা নারীর বিবাহে অনুমতি প্রসঙ্গে

২৬৩. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা, আতা থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ হযরত ফাতেমা (রা)কে বলেন, আলী তোমার আলোচনা করেছে। অর্থাৎ তোমাকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠিয়েছে।

ব্যাখ্যাঃ বিবাহের অনুমতি নেওয়ার এটাই অত্যন্ত আদব ও ভদ্রজনোচিত পদ্ধতি, যা প্রস্তাব পাঠানোর সময় অতীব প্রয়োজন। স্পষ্ট ও খোলামেলা বাক্যের দ্বারা অনুমতি নেওয়া লজ্জা ও পর্দার বিপরীত।

٢٦٤ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ الْـمُهَاجِرِ، عَـنْ أَبِيْ هُرَيْـرَةَ ﷺ، قَـالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ إِحْدىٰ بَنَاتِهِ، يَقُوْلُ: «إِنَّ فُلَانًا يَذْكُرُ فُلَانَةَ، ثُمَّ يُزَوِّجُهَا».

وَفِيْ رِوَايَةٍ: عَنْ أَبِيْ هُرَيْـرَةَ ﷺ، قَـالَ: كَانَ النَّـبِيُّ ﷺ إِذَا زَوَّجَ إِحْـدىٰ بَنَاتِـهِ أَتَىٰ خِـدْرَهَا، فَيَقُوْلُ: «إِنَّ فُلَانًا يَذْكُرُ فُلَانَةَ، ثُمَّ يُزَوِّجُهَا». وَفِيْ رِوَايَةٍ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا خُطِبَ إِلَيْهِ ابْنَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَتَىٰ خِدْرَهَا، فَقَالَ: «إِنَّ فُلَانًا يَذْكُرُ فُلَانَةَ، ثُمَّ ذَهَبَ فَأَنْكَحَ».

২৬৪. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা শায়বান থেকে, তিনি ইয়াহিয়া থেকে, তিনি মুহাজির থেকে তিনি আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ যখন নিজের কোন মেয়েকে কারো সাথে বিবাহ দেয়ার ইচ্ছে করতেন, তখন তিনি বলতেন, অমুক ব্যক্তি (নাম উচ্চারণ করে) অমুকের (স্বীয় মেয়ের) কথা আলোচনা করেছেন। অতঃপর তার বিবাহ ঐ ব্যক্তির সাথে সম্পন্ন করতেন।

অন্য এক বর্ণনায় হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করিম ﷺ তাঁর কোন কন্যাকে কারো সাথে বিবাহ দিতে চাইলে তাঁর পর্দার নিকটে গিয়ে বলতেন, অমুক ব্যক্তি অমুকের নাম আলোচনা করেছে। (সম্মতি নেওয়ার পর) তার বিবাহ ঐ ব্যক্তির সাথে সম্পন্ন করতেন।

অপর এক বর্ণনায় বর্ণিত আছে- নবী করিম ﷺ'র কোন কন্যার ব্যাপারে বিবাহের প্রস্তাব তাঁর নিকট আসলে তিনি তাদের হুজরায় গিয়ে বলতেন, অমুক ব্যক্তি অমুকের নাম আলোচনা করেছে। (সম্মতি নেওয়ার পর) তার বিবাহ ঐ ব্যক্তির সাথে সম্পন্ন করতেন।

অপর এক বর্ণনায় বর্ণিত আছে- নবী করিম ﷺ'র কোন কন্যার ব্যাপারে বিবাহের প্রস্তাব তাঁর নিকট আসলে তিনি তাদের হুজরায় গিয়ে বলতেন, অমুক ব্যক্তি অমুকের কথা বলেছে। অতঃপর চলে গিয়ে বিবাহ সম্পন্ন করতেন।

٢٦٥ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْـمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَائِـشَةَ زَوَّجَـتْ يَتِيْمَةً كَانَتْ عِنْدَهَا فَجَهَّزَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ.

২৬৫. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির থেকে, তিনি জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আয়েশা (রা) নিজের পালিত এক ইয়াতীম মেয়েকে বিবাহ দেন আর রাসূল ﷺ নিজের পক্ষ থেকে তাকে উপহার প্রদান করেন।

ব্যাখ্যাঃ বিবাহে কনে পক্ষে নিজের মেয়েকে কিংবা পাত্রীকে স্বেচ্ছায় কিছু দিলে সেটি হবে উপহার। যেমন রাসূল ﷺ হযরত আয়েশা (রা)'র পালিত ইয়াতীম মেয়েকে উপহার দিয়েছেন। রাসূল ﷺ করেছেন বলে এটি সুন্নত হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। পক্ষান্ত

রে বরপক্ষ প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে দাবী করলে তা নিশ্চয় যৌতুক। যৌতুক একটি সামাজিক ব্যাধি এটি সম্পূর্ণ হারাম।

٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ اِسْتِيْمَارِ الْبِكْرِ وَاسْتِيْذَانِ الثَّيِّبِ

٢٦٦ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ شَيْبَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّىٰ تُسْتَأْمَرَ، وَرِضَاهَا سُكُوْتٌ، وَلَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّىٰ تُسْتَأْذَنَ». وَفِيْ رِوَايَةٍ: «لَا تُزَوَّجُ الْبِكْرُ حَتَّىٰ تُسْتَأْمَرَ، وَرِضَاؤُهَا سُكُوْتُهَا، وَلَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّىٰ تُسْتَأْذَنُ». وَفِيْ رِوَايَةٍ: «لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّىٰ تُسْتَأْمَرَ، وَإِذَا سَكَتَتْ، فَهُوَ إِذْنُهَا، وَلَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّىٰ تُسْتَأْذَنَ».

বাব নং ১২৪. ৮. কুমারীর সন্তুষ্টি আর সায়্যেবার অনুমতি গ্রহণ

২৬৬. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা শায়বান ইবনে আব্দুর রহমান থেকে, তিনি ইয়াহিয়া ইবনে আবী কাসীর থেকে, তিনি মুহাজির ইবনে ইকরামা থেকে, তিনি আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, কুমারী মেয়েকে বিবাহ করা যাবে না তার সন্তুষ্টি না পাওয়া পর্যন্ত, আর তার চুপ থাকাই হলো সন্তুষ্টির লক্ষণ। আর সায়্যেবা নারীকে তার অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত বিবাহ করা যাবে না।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, কুমারীর সন্তুষ্টি ব্যতীত তাকে বিবাহ করবেনা, আর তার নিরবতাই হলো সম্মতি এবং সায়্যেবা নারীকে তার অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত বিবাহ করবে না।

অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, কুমারী নারীর সম্মতি ব্যতীত তাকে বিবাহ করবে না আর তার নিরবতাই হলো সম্মতি। সায়্যেবা মহিলাকে তার অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত বিবাহ করবে না। (সুনানে ইবনে মাজাহ, ১/৬০১/১৮৭১)

ব্যাখ্যাঃ- হাদিসখানা সিহাহ সিত্তাহ্‌র সব কিতাবে বর্ণিত আছে।

٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ عَدَمِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ رَضَا الْمَرْأَةِ

٢٦٧ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، أَنَّ امْرَأَةً ثُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، ثُمَّ جَاءَ عَمُّ وَلَدِهَا، فَخَطَبَهَا، فَأَبَى الْأَبُ أَنْ يُزَوِّجَهَا، وَزَوَّجَهَا مِنَ الْآخَرِ، فَأَتَتِ الْمَرْأَةُ النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَبَعَثَ إِلَىٰ أَبِيْهَا فَحَضَرَ، فَقَالَ: مَا تَقُوْلُ هَذِهِ؟ قَالَ: صَدَقَتْ، وَلَكِنِّيْ زَوَّجْتُهَا مِمَّنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَزَوَّجَهَا عَمَّ وَلَدِهَا.

وَفِيْ رِوَايَةٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ: أَنَّ أَسْمَاءَ خَطَبَهَا عَمُّ وَلَدِهَا وَرَجُلٌ آخَرُ إِلَى أَبِيْهَا، فَزَوَّجَهَا مِنَ الرَّجُلِ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَاشْتَكَتْ ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَنَزَعَهَا مِنَ الرَّجُلِ، وَزَوَّجَ عَمَّ وَلَدِهَا.

وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَخَطَبَهَا عَمُّ وَلَدِهَا، فَزَوَّجَهَا أَبُوْهَا بِغَيْرِ رِضَاهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَدَعَى النَّبِيُّ ﷺ، قَالَ: أَزَوَّجْتَهَا بِغَيْرِ رَضَاهَا، قَالَ: زَوَّجْتُهَا مِمَّنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، فَفَرَّقَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا، وَزَوَّجَهَا مِنْ عَمِّ وَلَدِ لَهَا. وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَلَهَا مِنْهُ وَلَدٌ، فَخَطَبَهَا عَمُّ وَلَدِهَا إِلَى أَبِيْهَا، فَقَالَتْ: زَوِّجْنِيْهِ، فَأَبَى وَزَوَّجَهَا مِنْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ رِضًا مِنْهَا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: نَعَمْ، زَوَّجْتُهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْ عَمِّ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَزَوَّجَهَا مِنْ عَمِّ وَلَدِهَا.

বাব নং ১২৫. ৯. সম্মতি ব্যতীত নারীর বিবাহ বৈধ নয়

২৬৭. অনুবাদ: ইমাম আবু হানিফা আব্দুল আযীয থেকে, তিনি মুজাহিদ থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, জনৈক মহিলার স্বামী মরে গেলে তার দেবর তার জন্য বিবাহের প্রস্তাব পাঠায়। কিন্তু মহিলার পিতা এ বিবাহে সম্মতি না হয়ে অপর ব্যক্তির সাথে মেয়ের বিবাহ সম্পন্ন করেন। ঐ মহিলা রাসূল ﷺ'র খেদমতে এসে পুরো ঘটনা বর্ণনা করে। তিনি মহিলার পিতাকে ডেকে পাঠান। লোকটি আসলে তিনি বললেন, এ মহিলা কি বলতেছে? পিতা উত্তরে বলল, সে সত্য বলছে। কিন্তু আমি তাকে এমন ব্যক্তির সাথে বিবাহ দিয়েছি, যে তার দেবর থেকে উত্তম। তখন রাসূল ﷺ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ করে দেন আর ঐ মহিলাকে তার চাচাতো ভাই (দেবর)এর সাথে বিবাহ দেন।

অন্য এক বর্ণনায় ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, আসমাকে তার চাচত ভাই এবং অপর এক ব্যক্তি তার পিতার কাছে বিবাহের প্রস্তাব পাঠায়। পিতা ঐ ব্যক্তির সাথে বিবাহ দিয়ে দেয়। তখন সে নবী করিম ﷺ'র নিকট এসে এ বিষয়ে অভিযোগ করে। তিনি ঐ ব্যক্তির সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ করে তাকে তার চাচত ভাইয়ের সাথে বিবাহ দেন।

অপর বর্ণনায় আছে, এক মহিলার স্বামী ইন্তেকাল করলে তার চাচতভাই তাকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু পিতা মহিলার ইচ্ছার বিরোদ্ধে অন্য এক ব্যক্তির সাথে তার বিবাহ দেয়। অতঃপর মহিলা নবী করিম ﷺ এর নিকট এসে পুরো ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি পিতাকে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করেন; তুমি কি তাকে তার ইচ্ছার বিরোদ্ধে বিবাহ দিয়েছ?

সে বলল, আমি তাকে এমন ব্যক্তির সাথে বিবাহ দিয়েছি, যে তার চাচাতো ভাইয়ের চেয়ে উত্তম। তখন তিনি উভয়ের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ করে তার চাচত ভাইয়ের সাথে পুনরায় বিবাহ দেন।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, এক মহিলার স্বামী মারা যায়, আর তার কাছে ঐ স্বামীর একটি ছেলে সন্তান ছিল। তার চাচতভাই তাকে বিবাহের জন্য তার পিতার নিকট প্রস্তাব পাঠায়। মহিলা বলল, আপনি আমাকে এর সাথে বিবাহ দেন। কিন্তু পিতা অসম্মতি হয়ে মেয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অপর এক ব্যক্তির সাথে বিবাহ দেয়। তখন ঐ মহিলা রাসূল ﷺ'র নিকট এসে ঐ ঘটনা বর্ণনা করল। তিনি পিতাকে এ সর্ম্পকে জিজ্ঞাসা করলে পিতা বলল, হ্যাঁ, আমি তাকে তার চাচত ভাইয়ের চেয়ে উত্তম ব্যক্তির সাথে বিবাহ দিয়েছি। অতঃপর তিনি তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ করে দিয়ে তার ইচ্ছে অনুযায়ী চাচতভাইয়ের সাথে বিবাহ করিয়ে দেন। (সুনানে বায়হাকী কুবরা, ৭/১২০/১৩৪৬৬)

ব্যাখ্যা: ইমাম শাফেঈ (র)'র মতে প্রাপ্তবয়স্ক ও জ্ঞানী মহিলা অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ করা জায়েয নয়। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানিফা (র)'র মতে জায়েয। তিনি দলীল হিসেবে কুরআনের আয়াত **حتى تنكح زوجًا غيره** পেশ করেন। এতে বিবাহের সর্ম্পক নারীর দিকে করা হয়েছে। অর্থাৎ বিবাহের ক্ষেত্রে নারী স্বাধীন ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত। তাছাড়া ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদিস **الايم احق نفسها من وليها** "বিধবা মহিলা নিজের (বিবাহের) ব্যাপারে স্বীয় অভিভাবকের চেয়ে অধিক অধিকার রাখে।" এটি আহনাফের পক্ষে মজবুত দলীল। এছাড়াও আহনাফের পক্ষে অনেক দলীল রয়েছে। ইমাম শাফেঈ (র) তাঁর পক্ষে আয়েশা (রা) বর্ণিত যে হাদিস দলীল হিসেবে পেশ করেন তা দু'কারণে আমলযোগ্য নয়। এক. ঐ হাদিস হলো খবরে ওয়াহেদ যা কুরআনের বিপরীত হলে আমল বাতিল হয়ে যায়। দুই. স্বয়ং আয়েশা (রা) ঐ হাদিসের বিপরীত আমল করেছেন। তিনি তাঁর ভাই আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর (রা)'র মেয়েকে তাঁর অনুপস্থিতিতে বিবাহ দিয়েছেন। সুতরাং বর্ণনাকারী তাঁর বর্ণিত হাদিসের বিপরীত আমল করলে ঐ হাদিসের আমল বাতিল হয়ে যায়। অতএব আহনাফের মাযহাব অধিক গ্রহণযোগ্য ও যুক্তিসংগত।

١٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ اِمْتِنَاعِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا

٢٦٨ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَا تُزَوَّجُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا».

বাব ১২৬. ১০. একই সাথে কোন মহিলাকে তার ফুফু ও খালার সাথে বিবাহ করা নিষেধ

২৬৮. অনুবাদ: ইমাম আবু হানিফা আতিয়্যা আওফী থেকে, তিনি আবু সাঈদ খুদুরী (রা) থেকে, তিনি নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, কোন মহিলাকে তাঁর ফুফু ও খালার সাথে (একত্রে) বিবাহ করবেনা। (আল জামউ বাইনাস সহীহাইন, ২/২৭১/১৫৯৭)

ব্যাখ্যাঃ এই নিষেধাজ্ঞার কারণ হলো এতে ফুফু ও খালার ন্যায় আত্মীয়রা সতীনে পরিণত হয়ে পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি হবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বিনষ্ট হবে। তাবারীর বর্ণনায় এ হাদিসের সাথে আরো কিছু বৃদ্ধি রয়েছে যাতে এ নিষেধাজ্ঞার কারণ আরো স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। রাসূল ﷺ বলেছেন- **فانكم اذا فعلتم ذاك فقد قطعتم ارحامكم** "যখন তোমরা এরূপ করবে, তখন তোমরা তোমাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছ।" দাদা ও পর দাদার বোন এবং নানী ও পরনানীর বোনও এ আদেশের অন্তর্ভূক্ত। এ জন্য ওলামায়ে কিরাম একটি সূত্র বের করেছেন যে, এরূপ দু'জন মহিলাকে একত্রে বিবাহ করা হারাম, যাদের একজনকে যদি পুরুষ মনে করা হয় তাহলে উভয়ের বিবাহ হারাম হবে। দুধুমা'র সম্পর্কের ফুফু এবং খালাও এ আদেশের অন্তর্ভুক্ত।

٢٦٩ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ، قَالَا: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا تُنْكَحُ الْكُبْرَىٰ عَلَى الصُّغْرَىٰ، وَلَا الصُّغْرَىٰ عَلَى الْكُبْرَىٰ».

২৬৯. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা শা'বী থেকে, তিনি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ও আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তারা বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, কোন মহিলাকে তার ফুফু ও খালার সাথে একত্রে বিবাহ করো না এবং অধিক বয়স্কার সাথে অল্প বয়স্কা ও অল্প বয়স্কার সাথে অধিক বয়স্কাকে বিবাহ করো না। (সুনানে নাসাঈ বিশরহে সুয়ূতী, ২/৪০৬/৩২৯৮)

ব্যাখ্যাঃ উপরোক্ত হাদীসে একাধিক স্ত্রীর মধ্যে বয়সের বেশী তারমত্য না হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা স্ত্রীদের বয়সের বেশী পার্থক্য হলে পরস্পরের মধ্যে বহুদিকে মিল থাকে না। ফলে সংসারে অশান্তি বিরাজ করে।

١١ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ حُرْمَةِ الْمُتْعَةِ

٢٧٠ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ عَنِ الْمُتْعَةِ.

বাব নং ১২৭. ১১. মুতা বিবাহ হারাম প্রসঙ্গে

২৭০. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা যুহুরী থেকে, তিনি আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ মুতা বিবাহ থেকে নিষেধ করেছেন। (জামেউল আহাদীস, ৩৩/২৯/৩৫৭২১)

ব্যাখ্যাঃ মুতা বিবাহ হলো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কিছু বিনিময়ের মাধ্যমে কোন মহিলাকে বিবাহ করা। মুতা এজন্য বলা হয়ে যে, এতে শুধু উপভোগ ও নির্দিষ্ট সময়ে উপকৃত অর্জন

করাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। বিবাহের আসল উদ্দেশ্য যেটি যেমন সন্তানজন্ম, বংশ বিস্তার ও পারিবারিক ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি উদ্দেশ্য থাকেনা, যা প্রচলিত বৈধ বিবাহে হয়ে থাকে।

٢٧١ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنِ الْمُتْعَةِ.

২৭১. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা নাফে থেকে, তিনি ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ খায়বার যুদ্ধের দিন মুতা বিবাহ নিষেধ করে দিয়েছেন। (দারেমী, ২/১৮৯/২১৯৭)

٢٧٢ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ مُحَارِبٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ.

২৭২. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা মুহারিব থেকে, তিনি ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ নারীদের সাথে মুতা বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন। (আল মুসনাদুল মুস্তাখরাজ, ৪/৭১/৩২৬০)

٢٧٣ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ سَبْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ.وَفِيْ رِوَايَةٍ: عَامَ الْفَتْحِ.

২৭৩. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা যুহুরী থেকে, তিনি সাবরাবাসী এক ব্যক্তি (রবী ইবনে সাবুরা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন নারীদের সাথে মুতা বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন। অন্য বর্ণনায় আছে, মক্কা বিজয়ের বছর। (আল মু'জামুল কবীর, ৭/১১২/২৫৬৭)

٢٧٤ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ يُوْنُسَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ رَبِيْعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ عَامَ الْحَجِّ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ الْفَتْحِ.

২৭৪. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা ইউনুছ ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি রবী ইবনে সাবুরা জুহানী থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন নারীদের সাথে মুতা বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন।
অন্য বর্ণনায় আছে, হজ্জের বছর মুতা বিবাহ থেকে নিষেধ করেছেন।
অপর বর্ণনায় আছে, রাসূল ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন মুতা বিবাহ থেকে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম, ৪/১৩৩/৩৪৯৪)

ব্যাখ্যাঃ কোন কোন যুদ্ধে মুজাহিদগণ যৌন উত্তেজনা দমনের জন্য রাসূল ﷺ'র নিকট খাসী হয়ে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তিনি তাদেরকে এ কাজ থেকে বিরত থেকে বিবাহ করার অনুমতি প্রদান করেন। পরে চিরদিনের জন্য মুতা বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়। শীয়া সম্প্রদায় ব্যতীত সকলে এ ব্যাপারে একমত।

সাহাবাদের মধ্যে এ বিষয়ে কিছুদিন মতানৈক্য থাকলেও পরে অধিকাংশই এটা হারাম হওয়ার পক্ষে মত পোষণ করেন। অতঃপর হযরত ওমর (রা)'র খিলাফতকালে সকল সাহাবায়ে কিরাম মুতা বিবাহ হারাম হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেন। নবী করিম ﷺ'র যুগে এটি দু'বার হালাল হয়েছিল আবার দু'বারই হারাম হয়েছিল। প্রথমতঃ খায়বার যুদ্ধের পূর্বে হালাল ছিল এবং খায়বার যুদ্ধের দিনই এটা হারাম হয়। দ্বিতীয়তঃ মক্কা বিজয়ের দিন হালাল হয় এবং এর তিনদিন পর চিরকালের জন্য হারাম হয়ে যায়। বিদায় হজ্জের দিন পূর্ববর্তী বিষয়টি পুনরায় ঘোষণা করা হয়েছে, নতুনভাবে নয়। অর্থাৎ পূর্বের হারাম হওয়ার কথাটিকে সাধারণ জনতার সামনে চূড়ান্ত পর্যায় হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে।

٢٧٥ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، قَالَ: نَهَىٰ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَامَ غَزْوَةِ خَيْبَرَ عَنْ لُـحُوْمِ الْـحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَعَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ.

২৭৫. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা নাফে থেকে, তিনি ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ খায়বারের যুদ্ধের বছর পালিত গাধার গোশত খাওয়া এবং নারীদের সাথে মুতা বিবাহ করা থেকে নিষেধ করেছেন। (সুনানে কুবরা, বায়হাকী, ৯/২০৭/১৪৫২৬)

١٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَزْلِ

٢٧٦ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَوْ أَنَّ شَيْئًا أَخَذَ اللهُ مِيْثَاقَهُ اسْـتُوْدِعَ صَخْرَةً لَخَرَجَ».

বাব নং ১২৮. ১২. আযল সম্পর্কে

২৭৬. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহিম থেকে, তিনি আলকামা এবং আসওয়াদ থেকে তারা বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)'র নিকট আযল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি বলেন, নিশ্চয় রাসূল ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা যদি কোন বস্তুর প্রকাশের অঙ্গীকার করেন তা পাথরের মধ্যে লুকায়িত আছে, তাহলে নিশ্চয় এটাও বের হয়ে পড়বে। (আল মু'জামুল আওসাত, ৩/১০৯/২৬৩৫)

ব্যাখ্যাঃ আযল বলা হয় নারীদের সাথে মিলনের সময় বীর্য নির্গত হওয়ার প্রাক্কালে পুরুষাঙ্গ যোনী থেকে বের করে বাইরে বীর্যপাত করা। এ বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালিক (রা)'র মতে স্বাধীন নারীর অনুমতি ব্যতীত আযল করা মাকরূহ। বিবাহিত দাসী মুনিবের অনুমতি ব্যতীত এবং স্বীয় দাসীর সাথে অনুমতি ব্যতীত বিনা মাকরূহে আযল বৈধ। শাফেঈদের মতে সর্বক্ষেত্রে মাকরূহ ছাড়াই আযল বৈধ। তবে সন্তান থেকে পরিত্রাণ লাভের উদ্দেশ্যে আযল করলে তার মতেও মাকরূহ। তিনি বুখারী শরীফে বর্ণিত জাবির (রা) এর হাদিস **كنا نعزل والقران ينزل** "আমরা আযল করতাম অথচ কুরআন নাযিল হচ্ছিল,[১৮৯] দ্বারা দলীল পেশ করেন।

ইমাম আবু হানিফা ও মালিক (র) কয়েকটি হাদিস দ্বারা দলীল পেশ করেন। ইবনে আবি শায়বা (র) ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন- **تَسْتَأْمِرُ الحرة وتعزل عن الامة** "স্বাধীন মহিলা থেকে অনুমতি নিতে হবে আর বাঁদীর সাথে আযল করা যাবে।"[১৯০] দ্বারা দলীল পেশ করেন। আব্দুর রাযযাক ও ইমাম বায়হাকী (র) ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, **نهى عن عزل الحرة الابإذنها** "রাসূল ﷺ আযাদ মহিলার অনুমতি ব্যতীত আযল করতে নিষেধ করেছেন।" ইবনে মাজাহ (র) ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, **نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعزل عن الحرة الابأذنها** "রাসূল ﷺ আযাদ মহিলার অনুমতি ব্যতীত আযল করতে নিষেধ করেছেন।[১৯১]

١٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ بِأَيِّ جِهَةٍ كَانَ

٢٧٧ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ أَبِي الْـهَيْثَمِ، عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْهَا، فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجِيْ يَأْتِيْنِيْ مُجَنَّبَةً وَمُسْتَقْبِلَةً، فَكَرِهْتُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ فِيْ صِمَامٍ وَاحِدٍ».

বাব নং ১২৯. ১৩. যে কোন দিক থেকে স্ত্রীদের সাথে সঙ্গম করা প্রসঙ্গে

২৭৭. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আবুল হায়শাম থেকে, তিনি ইউসুফ ইবনে মালিক থেকে, তিনি নবী করিম ﷺ'র স্ত্রী হযরত হাফসা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, এক মহিলা তাঁর নিকট এসে বলল, আমার স্বামী আমার সামনে ও পিছন দিক দিয়ে

---

১৮৯. ইমাম বুখারী (র), (২৫৬ হি), সহীহ বুখারী, খণ্ড. ৫, পৃ. ১৯৯৮, হাদীস নং ৪৯১১, বৈরুত

১৯০ . ইমাম মুহাম্মদ (র), (১৮৯ হি.), মুয়াত্তা, খণ্ড. ২, পৃ. ৪৭০, বৈরুত

১৯১. ইমাম ইবনে মাজাহ (র), (২৭৩ হি.), ইবনে মাজাহ শরীফ, খণ্ড. ১, পৃ. ৬২০, হাদীস নং-১৯২৮

সঙ্গম করেন, কিন্তু এটা আমি অপছন্দ করি। অতঃপর এই সংবাদ নবী করিম ﷺ'র নিকট পৌঁছলে তিনি বলেন, এতে কোন অসুবিধা নেই যদি একই স্থান দিয়ে হয়। (আল মু'জামুল আওসাত, ৮/৮৩/৮০৩৫)

ব্যাখ্যাঃ উক্ত হাদিসে স্ত্রীদের সাথে সব দিক দিয়ে সহবাস করার অনুমতি দেয়া হয়েছে যদি সহবাসের জায়গা একটি হয়। তিবরানী গ্রন্থে উম্মে সালমা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, মুহাজিরগণ মদীনায় আগমন করে তাদের স্ত্রীদের সাথে পিছন দিক থেকে যোনিপথে সঙ্গম করতে চাইলে স্ত্রীরা এতে সম্মতি হননি। তারা উম্মে সালমা (রা)'র কাছে এসে এ বিষয়ে সমাধান চাইলেন। তিনি রাসূল ﷺ'র নিকট এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন। তখন তিনি কুরআনের এই আয়াত তিলাওয়াত করেন- **نسائكم حرث لكم فأتوا احرثكم انى شئتم** "তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রের ন্যায়, সুতরাং যে দিকে ইচ্ছে তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের নিকট আসতে পার।" (সূরা বাকারা, আয়াত নং ২২৩)

বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, ইহুদীগণ বলে থাকে যে, যারা স্বীয় স্ত্রীদের পিছনের দিক দিয়ে সঙ্গম করবে, তাদের সন্তান টেরা চক্ষু বিশিষ্ট হবে। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

١٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ حُرْمَةِ الْوَطِيِّ الْـمِرْأَةِ فِيْ دُبُرِهَا

٢٧٨ - حَمَّادٌ: عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِتْيَانُ النِّسَاءِ نَحْوَ الْـمَحَايِضِ حَرَامٌ».

বাব নং ১৩০. ১৪. স্ত্রীর মলদ্বার দিয়ে সঙ্গম করা হারাম

২৭৮. অনুবাদঃ হাম্মাদ তার পিতা থেকে, তিনি হুমাইদ আ'রজ থেকে, তিনি আবু যর (রা) থেকে, তিনি নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মহিলাদের মলদ্বার দিয়ে সঙ্গম করা হারাম। (ইবনে মাজাহ, ১/৬১৯)

ব্যাখ্যাঃ এ হাদিসের দ্বারা মহিলাদের মলদ্বার দিয়ে সঙ্গম করা হারাম করা হয়েছে। ইবনে কাইয়্যিম এর ক্ষতিকারক ও অনিষ্টকর দিকগুলো বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হল:- প্রথমতঃ এটা ময়লা ও দুর্গন্ধময় বস্তু বের হওয়ার স্থান, এ কারণেই ঋতুবতী মহিলাদের সাথে সঙ্গম করা হারাম করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ- সঙ্গম পুরুষের উপর নারীর একটি অধিকার। কিন্তু এক্ষেত্রে তার অধিকার বিনষ্ট হয়ে থাকে। তৃতীয়তঃ প্রকৃতি ঐ স্থান সঙ্গমের জন্য তৈরী করেন নি। সুতরাং এ কাজ করা স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির বিরোদ্ধাচরণ করার সমতুল্য। চতুর্থতঃ চিকিৎসকদের মতেও মলদ্বার দিয়ে সঙ্গম করা পুরুষের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এতে অনেক রোগের কারণ হয়ে

থাকে। পঞ্চমতঃ এতে পুরুষাঙ্গের শিরার উপর জোর পড়ে থাকে যা শিরার জন্য ক্ষতিকর।

٢٧٩ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ مَعْنٍ، قَالَ: وَجَدْتُ بِخَطِّ أَبِيْ أَعْرِفُهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ، قَالَ: نُهِيْنَا أَنْ نَأْتِيَ النِّسَاءَ فِيْ مَحَاشِهِنَّ.

২৭৯. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা মা'ন থেকে, তিনি বলেন, আমি আমার পিতার একটি চিঠি পেয়েছি। এতে আমি জেনেছি যে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, মহিলাদের মলদ্বার দিয়ে সঙ্গম করতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। (বুখারী, ৪/১৬৪৪)

ব্যাখ্যাঃ ইমাম আহমদ, আবু দাউদ ও নাসাঈ (র) আবু হোরায়রা (রা) থেকে মারফু হাদিস বর্ণনা করেন- **ملعون من اتى امراة فى دبرها** "যারা মহিলাদের মলদ্বার দিয়ে সঙ্গম করে, তারা অভিশপ্ত।"[১৯২] সিহাহ সিত্তাহ্ গ্রন্থে এ হাদিসখানাও বর্ণিত আছে যে, **لاينظر الله يوم القيامة الى رجل اتى امراة فى دبرها** "আল্লাহ তায়ালা কিয়ামত দিবসে ঐ ব্যক্তির দিকে তাকাবেন না, যে স্ত্রীর মলদ্বার দিয়ে সঙ্গম করে।" অতএব সকল সাহাবায়ে কিরাম ও আইম্মায়ে কিরাম ঐক্যমত পোষণ করেন যে, স্ত্রীর মলদ্বার দিয়ে সঙ্গম করা হারাম।

٢٨٠ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنِ الْقَعْقَاعِ الْخُشَنِّيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: حَرَامٌ أَنْ تُؤْتَى النِّسَاءُ فِي الْمَحَابِشِ.

২৮০. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আবুল মিনহাল থেকে, তিনি কা'কা খুশানী থেকে, তিনি ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নারীদের মলদ্বার দিয়ে সঙ্গম করা হারাম।

١٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّسْبِ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ

٢٨١ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِيْ سُلَيْمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ».

বাব নং ১৩১. ১৫. সন্তান (সাব্যস্ত হবে) বিছানার মালিকের জন্য

২৮১. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি আসওয়াদ থেকে, তিনি ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী করিম ﷺ

---

১৯২. ইমাম বায়হাকী (র), (৪৫৮ হি.), সুনানে কুবরা, খণ্ড. ৭. পৃ. ১৯৮, হাদীস নং ১৪৫৩

এরশাদ করেন, সন্তান বিছানার মালিকের জন্য আর যিনাকারীর জন্য হলো পাথর। (বুখারী, ৬/২৪৯৯/২৪৩২)

ব্যাখ্যাঃ এখানে **فراش** দ্বারা স্ত্রী বা দাসীকে আর **صاحب فراش** দ্বারা স্বামী বা মুনিবকে বুঝানো হয়েছে। আর যিনাকারীর জন্য পাথর অর্থ হলো সে বঞ্চিত হবে। অর্থাৎ বংশের সমস্ত কিছু যেমন উত্তরাধিকার ও অন্যান্য সবকিছু স্বামী এবং মুনিবই পাবে। যিনাকারী এগুলো থেকে বঞ্চিত হবে।

ইমাম আবু হানিফা (র)'র মতে বংশ প্রমাণের জন্য সঙ্গম করা শর্ত নয়, শুধু আকদই যথেষ্ট। বিবাহের ছয় মাসের মধ্যে যে শিশু জন্মগ্রহণ করবে, সে ঐ স্বামীর ঔরসজাত বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেঈ ও ইমাম মালিক (রা) বলেন, আকদের পর সঙ্গম করা শর্ত। নতুবা এর দ্বারা বংশ সাব্যস্ত হবে না।

٩ - كِتَابُ الْاِسْتِبْرَاءِ

١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْاِسْتِبْرَاءِ

٢٨٢ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُوْطَأَ الْحُبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِيْ بُطُوْنِهِنَّ.

৯. গর্ভাশয় পরিচ্ছন্ন করার অধ্যায়

বাব নং ১৩২. ১. গর্ভাশয় পরিচ্ছন্ন করা প্রসঙ্গে

২৮২. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা নাফে থেকে, তিনি ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ গর্ভবর্তী মহিলাদের সাথে সঙ্গম করতে নিষেধ করেছেন যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার পেটের সন্তান প্রসব না করে। (তিরমিযী, ৪/৭১/১৪৭৪)

ব্যাখ্যাঃ গর্ভবতী মহিলা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো গ্রেফতারকৃতদাসী। কেননা ইমাম আ'যম (র)'র অপর বর্ণনায় **حبالى** এর সাথে **من السبي** এর শর্ত যুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ গ্রেফতারকৃত গর্ভবতী মহিলাদের বেলায় এই হুকুম প্রযোজ্য। ইমাম আহমদ, আবু দাউদ আবু সাঈদ খুদুরী (রা) থেকে গযওয়ায়ে আওতাস'র বন্দীদের ব্যাপারে বর্ণিত হাদিসে উল্লেখ করেন যে, গর্ভবতী নারীর সাথে সঙ্গম করা যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে সন্তান প্রসব না করে এবং গর্ভবিহীন নারীর সাথে সঙ্গম করা যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে প্রথমবারে মত ঋতুবতী হবেনা। এ বিধান হলো গর্ভাশয় পরিচ্ছন্ন করার এবং বংশ সাব্যস্ত করার জন্য। ঐ গর্ভবতী নারীও এই বিধানের অর্ন্তভুক্ত, যাকে ক্রয় করা যায়, অথবা ঐ নারী যিনার দ্বারা যে গর্ভবতী হয়েছে অথবা ঐ মহিলা যার বিবাহ ইসলাম বা

হিজরতের কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে এবং আমাদের দেশে চলে এসেছে। এই বিধানের মধ্যে স্বীয় বিবাহিত গর্ভবতী স্ত্রী অন্তর্ভুক্ত নয় এবং ঐ নারীও অন্তর্ভুক্ত নয়, যে যিনা দ্বারা গর্ভবতী হয়েছে, যার স্বামী নিজেই যিনাকারী সে বিবাহের পূর্বেই তার সাথে যিনায় লিপ্ত হয়েছিল ফলে সে গর্ভবতী হয়েছে। গর্ভবতী মুহাজির মুসলিম নারীও এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাদের ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ জায়েয নেই তাই সঙ্গম জায়েয হবে কিভাবে? আর তাদের ইদ্দত হলো সন্তান প্রসব করা।

١٠ – كِتَابُ الرِّضَاعِ

١ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مُسَاوَاةِ الرِّضَاعِ وَالنَّسَبِ فِي التَّحْرِيْمِ

٢٨٣ – أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنِ الْـحَكَمِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ شُرَيْحٍ، عَنْ عَلِيٍّ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، قَلِيْلُهُ وَكَثِيْرُهُ».

১০. দুধপান অধ্যায়

বাব নং ১৩৩. ১১. দুধপান ও বংশ সম্পর্কীয় হারাম এক সমান

২৮৩. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাকাম থেকে, তিনি কাসেম থেকে, তিনি শুরাইহ্ থেকে, তিনি আলী (রা) থেকে, তিনি নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, বংশ সূত্রে যারা হারাম, দুধপান সূত্রেও তারা হারাম। দুধ অল্প পান করুক আর বেশী পান করুক। (ইবনে মাজাহ, ১/১৬২৩/১৯৩৭)

ব্যাখ্যাঃ বর্ণিত হাদিসে দুধপানের বিষয়টি একটি মতবিরোধ মাসয়ালা। ইমাম আবু হানিফা (র)'র মতে শিশু একবারও যদি দুধপান করে এবং তা পেটে প্রবেশ করলেই হারাম হওয়ার জন্য যথেষ্ট। হযরত আলী, ইবনে মাসউদ, ইবনে ওমর, ইবনে আব্বাস (রা), হাসান বসরী, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব, তাউস, আতা, মকহুল, যুহুরী, কাতাদাহ (র) সহ আরো অনেকেই এই মত পোষণ করেন। ইবনে মুনযির (র) বলেন, অধিকাংশ ফকীহ এতে ঐকমত্য পোষণ করেন। তিনি কুরআনের আয়াত وامهاتكم التى ارضعنكم দ্বারা দলীল পেশ করেন। এতে সাধারণভাবে দুধপান করানোকে হারাম স্থির করা হয়েছে। এতে একবার বা দু'বার, কম বা বেশী পানের শর্ত নেই। আর শাফেঈ (র) এর দলীল খবরে ওযাহিদ এর দ্বারা কিতাবুল্লাহর উপর অতিরিক্ত করা যাবেনা।

ইমাম শাফেঈ (র)'র মতে এক, দুই বা পাঁচবারের কমে হারাম সাব্যস্ত হবে না। তিনি হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদিস দ্বারা দলীল পেশ করেন, যাতে আছে لاتحرم المصة والمصتان "একবার বা দু'বার দুধপানে হারাম সাব্যস্ত হবেনা।" তবে দলীল ও কিয়াস দ্বারা হানাফী মাযহাবই সঠিক বলে প্রমাণিত হয়।

٢٨٤ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: جَاءَ أَفْلَحُ بْنُ أَبِي الْقُعَيْسِ لِيَسْتَأْذِنَ عَلَى عَائِشَةَ، فَاحْتَجَبَتْ مِنْهُ، فَقَالَ: تَحْتَجِبِيْنَ مِنِّيْ، وَأَنَا عَمُّكِ؟ فَقَالَتْ: فَكَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِيْ بِلَبَنِ أَخِيْ، قَالَتْ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهُ ﷺ: «تَرِبَتْ يَدَاكِ، أَمَا تَعْلَمِيْنَ أَنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ».

২৮৪. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাকাম থেকে, তিনি ইরাক ইবনে মালিক থেকে, তিনি উরওয়া ইবনে যুবাইর থেকে, তিনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আফলাহ ইবনে আবুল কুয়াইস (রা) তাঁর নিকট আসার অনুমতি চাইলে তিনি তাঁর থেকে পর্দা করলেন। আফলাহ বললেন, তুমি আমার থেকে পর্দা করতেছ অথচ আমি হলাম তোমার চাচা! আয়েশা (রা) বললেন, এটা কিভাবে? তখন আফলাহ বললেন, আমার ভাবী তোমাকে আমার ভাইয়ের দুধপান করায়েছেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি এই ঘটনা রাসূল ﷺকে বললে তিনি বলেন, তোমার হাত ধুলা মিশ্রিত হোক। তুমি কি জান না যে, বংশ সূত্রে যারা হারাম হয় দুধ সূত্রেও তারা হারাম হয়। (মুসলিম, ৪/১৬৩/৩৬৪৬)

١١ - كِتَابُ الطَّلَاقِ

١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْهَزْلِ فِي الطَّلَاقِ

٢٨٥ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهِكٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ جِدُّهُنَّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: الطَّلَاقُ، وَالنِّكَاحُ، وَالرَّجْعَةُ».

১১. তালাক অধ্যায়

বাব নং ১৩৪. ১. তালাক নিয়ে কৌতুক করা প্রসঙ্গে

২৮৫. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আতা থেকে, তিনি ইউসূফ ইবনে মাহেক থেকে, তিনি আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, তালাক, নিকাহ ও রাজায়াত এই তিনটি এমন বস্তু যে, এগুলোর বাস্তব তো বাস্তবই এবং কৌতুকও বাস্তব। (অর্থাৎ এগুলো কৌতুক করে বললেও বাস্তবায়ন হয়ে যাবে।) (দারেকুতুনী, ৩/২৫৭/৪৭)

٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعِدَّةِ

٢٨٦ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ لِسَوْدَةَ حِيْنَ طَلَّقَهَا: «اعْتَدِّيْ».

বাব নং ১৩৫. ২. ইদ্দতের বর্ণনা

২৮৬. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আবু যুবাইর থেকে, তিনি জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ যখন হযরত সওদা (রা) কে তালাক দেয়ার ইচ্ছে করেন, তখন তাঁকে বললেন; তুমি ইদ্দত পালন কর। (সুনানে বায়হাকী কুবরা, ৭/৩৪৩/১৪৭৮৩)

ব্যাখ্যাঃ হাদিসে বর্ণিত বিষয়টি নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। রাসূল ﷺ হযরত সাওদা (রা) কে তালাক দিয়েছিলেন, পরে সওদা (রা)'র অনুরোধে তাঁকে ফিরিয়ে আনেন। অথবা তালাক প্রদান করেননি, বরং ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু সওদা (রা) রাসূল ﷺ'র বিবাহে থাকার আগ্রহ করলে তিনি তালাকের ইচ্ছে পরিত্যাগ করেন। এটাই সঠিক। কেননা সিহাহ সিত্তাহ্ এ আছে- لما اراده طلاقها وهبت يومها العائشة "যখন রাসূল ﷺ সওদা (রা) কে তালাক দেয়ার ইচ্ছে করেন তখন সওদা (রা) নিজের ধায্যের দিন আয়েশা (রা) কে প্রদান করে দেন।"

দ্বিতীয়তঃ ইমাম বায়হাকী (র) হযরত উরওয়া (রা) থেকে মুরসাল হাদিস বর্ণনা করেছেন যে, নবী করিম ﷺ সাওদা (র) কে তালাক দিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি যখন নামাযে যাচ্ছিলেন তখন সওদা (রা) তাঁর জামার আঁচল ধরে অনুরোধ করেন যে, আমার পুরুষের প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ প্রাকৃতিক চাহিদা নেই, তবে আমার আকাঙ্ক্ষা হলো হাশরের দিন আমি আপনার স্ত্রী হিসাবে উঠতে চাই। ফলে তিনি তাঁকে ফিরিয়ে আনেন। ইবনে সা'দ (র)ও অনুরূপ হাদিস এনেছেন। এতে এটাও আছে যে, সওদা (রা) তাঁর নিজের জন্য নির্ধারিত দিন-রাত আয়েশা (রা) কে প্রদান করেন।

٢٨٧ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، قَالَ لِسَوْدَةَ حِيْنَ طَلَّقَهَا: «اعْتَدِّيْ».

২৮৭. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি আসওয়াদ থেকে, তিনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ হযরত সওদা (রা)কে তালাক দেয়ার ইচ্ছে করলে তাঁকে বলেন, তুমি ইদ্দত পালন কর। (প্রাগুক্ত)

ব্যাখ্যাঃ উপরোক্ত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তালাক প্রাপ্তা স্বাধীন মহিলার জন্য ইদ্দত পালন করা আবশ্যক, বাঁদীর জন্য নয়। পবিত্র কুরআনেও বলা হয়েছে فمالكم عليهن من عدّة "তাদের (দাসী) জন্য ইদ্দত পালন করা আবশ্যক নয়।" (সূরা আহযাব, আয়াত, ৪৯)

٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ

٢٨٨ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ فَعِيْبَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَرَاجَعَهَا، فَلَمَّا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا طَلَّقَهَا، وَاحْتُسِبَتْ بِالتَّطْلِيْقَةِ الَّتِيْ كَانَ أَوْقَعَ عَلَيْهَا وَهِيَ حَائِضٌ.

বাব নং ১৩৬. ৩. ঋতু অবস্থায় তালাক প্রদান প্রসঙ্গে

২৮৮. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি জনৈক ব্যক্তি থেকে, তিনি ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তিনি তাঁর স্ত্রী (আমেনা বিনতে গাফফার) কে ঋতু অবস্থায় তালাক প্রদান করেন। এ জন্য তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়। ফলে তিনি তাঁকে ফিরিয়ে নেন। এরপর যখন তাঁর স্ত্রী ঋতু থেকে পবিত্র হয়, তখন তিনি তাঁকে পুনরায় তালাক প্রদান করেন। আর ঋতু অবস্থায় যে তালাক দেওয়া হয়েছে তাও তালাক হিসেবে গণনা করা হয়। (আবু দাউদ, ২/২২১/২১৮৩)

ব্যাখ্যাঃ উপরোক্ত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঋতুর সময় দেওয়া তালাক বাতিল হয়নি, বরং তা গণনা করেই পরবর্তী তালাক পূর্ণ করা হয়েছে। কারণ তালাক না হলে ফিরিয়ে আনলেন কেন? ঋতু অবস্থায় তালাক দেওয়া জায়েয নেই তবে দিলে পতিত হবে। কোন বস্তু অবৈধ হওয়াটা ঐ বস্তু সহীহ হওয়া ও এর আহকাম প্রয়োগ হওয়াকে বাঁধা দেয় না। যেমন জবর দখলকৃত জমির উপর নামায পড়া অবৈধ কিন্তু পড়লে নামায সহীহ ও আদায় হয়ে যাবে। তালাকের মাসয়ালাও অনুরূপ।

٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ حُرْمَةِ اللَّعَبِ بِالطَّلَاقِ

٢٨٩ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَا بَالُ قَوْمٍ يَلْعَبُوْنَ بِحُدُوْدِ اللهِ»؟! فَقَالَ: «وَيَقُوْلُوْنَ: قَدْ طَلَّقْتُكِ، قَدْ رَاجَعْتُكِ».

বাব নং ১৩৭. ৪. তালাক নিয়ে খেল-তামাশা করা হারাম

২৮৯. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আবু ইসহাক থেকে, তিনি আবু বুরদা থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, লোকদের কি হলো তারা আল্লাহর বিধান নিয়ে খেল-তামাশা করে? তারা বলে আমি তোমাকে তালাক দিলাম আবার (বলে) তোমাকে ফিরিয়ে আনলাম। (ইত্তেহাফুল খিয়ারাহ, ৪/১৪৭/৩৩১১)

ব্যাখ্যাঃ নারীদেরকে কোণঠাসা করার জন্য একটি পদ্ধতি ছিল যে, স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার পর ইদ্দতের মধ্যেই ফিরিয়ে নিত। পুনরায় তালাক দিয়ে আবার ফিরিয়ে নিত। দীর্ঘদিন ধরে এভাবে অসহায় নারীদেরকে নির্যাতন করত। তাই এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করে **الطلاق مرتان** বলে (তালাক দু'বার) তালাকের নীতিমালা ঘোষণা করে এই অপকর্ম রোধ করা হয়। চূড়ান্তভাবে ঘোষণা করা হলো যে, **تلك حدود الله فلا تعتدوها** "এটা আল্লাহর বিধান, সুতরাং তোমরা এর সীমাতিক্রম করো না।"

٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ وُقُوْعِ الطَّلَاقِ الْـمَعْتُوْهِ

٢٩٠ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا يَجُوْزُ لِلْمَعْتُوْهِ طَلَاقٌ، وَلَا بَيْعٌ، وَلَا شِرَاءٌ».

বাব নং ১৩৮. ৫. পাগলের তালাক কার্যকর নয়

২৯০. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা মনসূর থেকে, তিনি শা'বী থেকে, তিনি জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, পাগলের তালাক ও ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নয়। (জামেউল আহাদীস, ১৮/৪৫/১৭৫২২)

ব্যাখ্যাঃ নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ শরীফে এ ব্যাপারে হযরত আয়েশা (রা)'র মারফু হাদিসে এসেছে, তিনি বলেন, তিন ধরণের ব্যক্তি থেকে শরীয়তের কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। ১. ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত। ২. নাবালেগ শিশু বালেগ না হওয়া পর্যন্ত এবং ৩. পাগল ব্যক্তি জ্ঞান ফিরে না আসা পর্যন্ত। ইমাম তিরমিযী (র)ও এ বিষয়ে হযরত আলী (রা) থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। অতএব এসব হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পাগলের তালাক বাস্তবায়িত হবে না। তবে ক্রয়-বিক্রয় মুলতবী থাকবে। আর মাতাল ও মজবুর অবস্থায় প্রদত্ত তালাক কার্যকর হবে। এ ব্যাপারে رُفِعَ عن امتى الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা ইবনে হাজর (র) বুলুগুল মারাম গ্রন্থে এটাকে দুর্বল বলেছেন। তাছাড়া এই হাদিসের ব্যাখ্যা এরূপও হতে পারে যে, এর দ্বারা পরকালীন দায়িত্ব উঠে যাবে। এই নয় যে, ক্রিয়া তার বিধানসহ অনর্থক হয়ে যাবে। যেমন কাউকে বাধ্য করে সঙ্গম করলে পরকালীন শাস্তি উঠে যাবে কিন্তু গোসল তার উপর আবশ্যক হবে, তার হজ্জ ও রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। এ ধরণের উদাহরণ শরীয়তে অনেক বিদ্যমান।

٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ عَدَمِ الطَّلَاقِ بِمُجَرَّدِ التَّخْيِيْرِ

٢٩١ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَيَّرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَاخْتَرْنَاهُ، فَلَمْ يَعُدَّ ذَلِكَ طَلَاقًا.

বাব নং ১৩৯. ৬. কেবল অধিকার দিলেই তালাক হয়না

২৯১. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি আসওয়াদ থেকে, তিনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ আমাদেরকে (তালাক নেওয়ার) অধিকার দিয়েছেন। কিন্তু আমরা তাঁকেই গ্রহণ করলাম। অতএব এটি তালাকের মধ্যে গণ্য হয়নি। (মুসলিম, ৪/১৮৬/৩৭৫৭)

ব্যাখ্যাঃ এই হাদিস দ্বারা বুঝা যায় যে, যদি স্বামী স্বীয় স্ত্রীকে তালাক নেওয়ার অধিকার দেয় আর স্ত্রী নিজেকে তালাক দিয়ে দেয় তবে তালাক কার্যকর হবে। আর যদি তালাক নেওয়ার পরির্বতে স্বামীকেই গ্রহণ করে নেয় তবে তালাক হবে না। স্বামীর পক্ষ থেকে শুধু এরূপ অধিকার পাওয়ার দ্বারা তালাক হয় না।

٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ خِيَارِ الْعِتْقِ

٢٩٢ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَعْتَقَتْ بَرِيْرَةَ، وَلَهَا زَوْجٌ مَوْلًى لِآلِ أَبِيْ أَحْمَدَ، فَخَيَّرَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا.

বাব নং ১৪০. ৭. বিবাহিতা দাসী আযাদ হওয়ার পর স্বামীর সাথে থাকা না থাকার অধিকার রাখে

২৯২. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি আসওয়াদ থেকে, তিনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বারীরা দাসীকে আযাদ করেছেন যার স্বামী আবু আহমদ পরিবারের আযাদকৃত গোলাম ছিলেন। তখন তাকে রাসূল ﷺ অধিকার দিয়েছেন যে, সে ইচ্ছে করলে তার স্বামীর বিবাহে থাকবে অথবা ইচ্ছে করলে পৃথক হয়ে যাবে। অতঃপর সে পৃথক হওয়াকে পছন্দ করেছে। ফলে তিনি তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্ন করে দেন অথচ তার স্বামী আযাদ ছিল। (ইবনে মাজাহ, ১/৬৭০/২০৭৪)

ব্যাখ্যাঃ এই হাদিসখানা ইমাম আবু হানিফা (রা)'র পক্ষে এবং শাফেঈ ও মালিক (র)'র বিপক্ষে দলীল। ইমাম আবু হানিফা (র)'র মতে উল্লেখিত দাসীর আযাদ হওয়ার অধিকার রয়েছে। তার স্বামী আযাদ হোক বা গোলাম হোক। ইমাম শাফেঈ ও মালিক (র)'র মতে এই অধিকার কেবল তখনই হবে যখন দাসীর স্বামী গোলাম হবে।

٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ طَلَاقِ الْأَمَةِ

٢٩٣ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «طَلَاقُ الْأَمَةِ اثْنَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ».

বাব নং ১৪১. ৮. দাসীর তালাকের বর্ণনা

২৯৩. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আতিয়্যা থেকে, তিনি ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, দাসীর তালাক দু'টি এবং এদের ইদ্দত হলো দু'ঋতু। (প্রাগুক্ত, ১/৬৭২/২০৭৯)

ব্যাখ্যাঃ এই হাদিসখানা দু'টি বিষয়ে শাফেঈ ও মালেকী মাযহাবের বিপরীত হানাফীদের পক্ষে দলীল। প্রথমতঃ তালাকের সংখ্যা নির্ণয় নারীর উপর নির্ভর না পুরুষের উপর নির্ভর? দ্বিতীয়তঃ ইদ্দত কি ঋতু দিয়ে গণণা করা হবে না তুহর দিয়ে? হানাফীগণ উভয় প্রকারে প্রথম পদ্ধতি গ্রহণ করেন আর শাফেঈ ও মালিকীগণ দ্বিতীয় পদ্ধতি গ্রহণ করেন। অর্থাৎ তালাকের ক্ষেত্রে স্বামী যদি গোলাম হয় আর স্ত্রী যদি আযাদ হয় তবে হানাফীদের মতে ঐ মহিলা তিন তালাকে হারাম হবে। পক্ষান্তরে শাফেঈদের মতে দুই তালাকেই

হারাম হয়ে যাবে। এভাবে যদি স্বামী আযাদ হয় আর স্ত্রী দাসী হয় তাহলে হানাফীদের মতে ঐ মহিলা দু'তালাকেই স্বামীর উপর হারাম হয়ে যাবে। কিন্তু শাফেঈ ও মালিকীদের মতে সে ক্ষেত্রে তিন তালাকে হারাম হবে। তালাকের ক্ষেত্রে শাফেঈদের দলীল হল- الطلاق بالرجال والعدة بالنساء "পুরুষের বিবেচনায় তালাক আর নারীর বিবেচনায় ইদ্দত নির্ধারণ হয়।" আহনাফের মজবুত দলীল হলো- মারফু হাদিস যাতে স্পষ্টভাবে বলা আছে যে, তালাকের সংখ্যা নির্ধারণ নারীদের অবস্থার উপর নির্ভরশীল পুরুষদের অবস্থার উপর নয়।

٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّفْقَةِ وَالسُّكْنَى لِلْمَبْتُوْتَةِ

٢٩٤ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﷺ: لَا نَدَعْ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا ﷺ بِقَوْلِ امْرَأَةٍ، لَا نَدْرِيْ صَدَقَتْ أَمْ كَذَبَتْ؟ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ.

বাব নং ১৪২. ৯. তালাকপ্রাপ্তা মহিলার জন্য ভরণ-পোষণ ও বাসস্থান প্রসঙ্গে

২৯৪. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি আসওয়াদ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) বলেন, আমরা একজন নারীর কথায় আমাদের প্রভূর কিতাব এবং আমাদের সুন্নত পরিত্যাগ করতে পারিনা। আমরা জানিনা যে, সে সত্য বলছে না মিথ্যা। তিন তালাক প্রাপ্তা মহিলার জন্য বাসস্থান এবং ভরণ-পোষণ উভয় দিতে হবে। (আল মু'জামুল কবীর, ৯/৩৪২/৯৭০০)

ব্যাখ্যাঃ হাদীসে নারী দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ফাতিমা বিনতে কায়েস ইবনে খালেদ ফাহরী যিনি দ্বাহক এর বোন ছিলেন এবং হিজরত কারীনী ছিলেন। হাদিসে বর্ণিত বিষয় হলো- তিন তালাক প্রাপ্তা মহিলার জন্য বাসস্থান ও ভরণ পোষণ দিতে হবে কি হবে কি না? ইমাম আবু হানিফা (র) বাসস্থান ও ভরণ-পোষণ উভয়ের পক্ষে মত দিয়েছেন। ইমাম আহমদ (র) উভয়টা অস্বীকার করেছেন। আর ইমাম শাফেঈ ও মালিক (রা) বাসস্থান স্বীকার করেন কিন্তু ভরণ-পোষণ অস্বীকার করেন। হাম্বলী মাযহাবের দলীল হলো- হাদিসে ফাতেমা যা সিহাহ সিত্তাহ্ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, যাতে তিন তালাক প্রাপ্তা মহিলার জন্য বাসস্থান ও ভরণ পোষণ কিছুই নেই। কেননা তিনি (ফাতেমা) বলেন, আমার স্বামী আমাকে তালাক দিলে আমি নবী করিম ﷺ কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি আমার জন্য বাসস্থান ও ভরণ-পোষণ কিছুই নির্ধারণ করেন নি। শাফেঈ ও মালিকীগণ কুরআনের আয়াত اسكنوهن من حيث سكنتم "যেখানে তোমরা থাক সেখানে তাদেরকে রাখ।" (সূরা তালাক, আয়াত, ৬৫) দ্বারা দলীল গ্রহণ করেন যে, তাদেরকে বাসস্থান দিতে হবে। হানাফী মাযহাবের পক্ষে কুরআনের অনেক আয়াত রয়েছে। যেমন-

لاتخرجوهن من بيوتهن "তোমরা তাদেরকে তাদের ঘর থেকে বের করে দিওনা।" (সূরা তালাক, আয়াত, ১) অন্যত্র বলা হয়েছে **اسكنوهن من حيث سكنتم** "যেখানে তোমরা থাকবে সেখানে তাদেরকেও রাখ।" (সূরা তালাক, আয়াত, ৬৫) ভরণ-পোষণের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে- **وللمطلقات متاع بالمعروف** তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদেরকে উত্তমভাবে মাতা বা ভরণ-পোষণ দিতে হবে।" আরো বলা হয়েছে- **لينفق ذوسعة من سعته** "সামর্থবানদের উচিত তাদের সামর্থ অনুযায়ী যেন খরচ করে।" (সূরা তালাক, আয়াত, ৭) অথবা বলা হয়েছে-**وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن**"যাদের সন্তান রয়েছে তাদের জন্য খাবার ও কাপড় সাব্যস্ত হবে।" (সূরা বাকারা, আয়াত, ২৩৩)

١٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

٢٩٥ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةَ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَهِيَ حَامِلٌ، فَمَكَثَتْ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً، ثُمَّ وَضَعَتْ، فَمَرَّ بِهَا أَبُو السَّنَابِلِ ابْنُ بَعْكَكٍ، فَقَالَ: تَشَوَّفْتِ؟ تُرِيْدِيْنَ الْبَاءَةَ؟ كَلَّا وَاللهِ إِنَّهُ لَأَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «كَذَبَ، إِذَا حَضَرَ فَآذَنِيْنِيْ».

বাব নং ১৪৩. ১০. স্বামী মৃত স্ত্রীর ইদ্দত

২৯৫. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি আসওয়াদ থেকে বর্ণনা করেন, হারিস আসলামীর কন্যা সুবাইয়্যা (রা)'র স্বামী মৃত্যুবরণ করল এসময় সে গর্ভবতী ছিল। পঁচিশদিন অতিক্রম হওয়ার পর সে সন্তান প্রসব করল। ঘটনাক্রমে আবু সানাবিল ইবনে বা'কাক তার নিকট আসল এবং তাকে দেখে বলল তুমি কি বিবাহের ইচ্ছে করেছ? এটা কখনো হবে না, খোদার শপথ! তোমার ইদ্দত অনেক দীর্ঘ। (অর্থাৎ যদি গর্ভবতীর স্বামী মারা যায় এবং চারমাস দশ দিন পূর্বে সন্তান প্রসব করে তবে তার ইদ্দত হবে চারমাস দশদিন। আর যদি এসময় অতিবাহিত হওয়ার পরও সন্তান প্রসব না হয় তবে সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত ইদ্দত পালন করতে হবে)। অতঃপর সুবাইয়্যা নবী করিম ﷺ এর নিকট গিয়ে বিষয়টি বললে তিনি বলেন, সে মিথ্যা বলেছে। যখন সে আবার আসবে আমাকে সংবাদ দিবে। (যাতে আমি তাকে সঠিক মাসয়ালা বলে দেবো)। (মুসান্নিফে আব্দুর রাযযাক, ৬/৪৭৪/১১৭২৫)

ব্যাখ্যাঃ কোন গর্ভবতী নারীর স্বামী মৃত্যুবরণ করলে সর্বসম্মতিক্রমে তার ইদ্দত হলো সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত। তবে নেফাস বন্ধ হওয়ার পূর্বে তাকে বিবাহ করতে পারবে কিনা মতবিরোধ আছে। মুসলিম ও নাসাঈ শরীফের বর্ণনার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে,

অধিকাংশ ওলামায়ে কিরামের মতে বিবাহ করতে পারবে। তবে নেফাস বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত সঙ্গম না করা উচিত।

١١ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ نَسْخِ عِدَّةِ الْوَفَاةِ فِي الْبَقَرَةِ

٢٩٦ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: مَنْ شَاءَ بَاهَلْتَهُ أَنَّ سُوْرَةَ النِّسَاءِ الْقُصْرَىٰ نَزَلَتْ بَعْدَ الطُّوْلَىٰ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «نَسَخَتْ سُوْرَةُ النِّسَاءُ الْقُصْرَىٰ كُلَّ عِدَدٍ: [وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ] {الطلاق: ٤}».

বাব নং ১৪৪. ১১. সূরা বাকারায় বর্ণিত ওফাতের ইদ্দত রহিত

২৯৬. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি আলকামা থেকে, তিনি আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, কেউ চাইলে আমি তার সাথে এ বিষয়ে মোবাহেলা করতে পারি যে, মহিলাদের আহকাম সম্পর্কীয় ছোট সূরা (সূরা তালাক) নাযিল হয়েছে দীর্ঘ সূরার (সূরা বাক্বারার) পরে।

অন্য এক বর্ণনায় আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে– নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন, ছোট সূরা নিসা (সূরা তালাক) গর্ভবতীর সমস্ত ইদ্দত রহিত করে দিয়েছে। অর্থাৎ গর্ভবতীর ইদ্দত হলো সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত। (সুনানে নাসাঈ বিশরহে সুয়ূতী, ৬/৫০৮/৩৫২৩)

ব্যাখ্যাঃ এ মাসয়ালার ব্যাখ্যা হলো সূরা বাকারায় একটি আয়াত আছে–

والذين يوفون منكم ويذرون ازواجًا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا

"তোমাদের মধ্যে কেউ মৃত্যুবরণ করে বিধবা স্ত্রী রেখে যায় তবে সেই স্ত্রী চারমাস দশদিন অপেক্ষা করবে।" অতঃপর সূরা তালাকে বর্ণিত হয়েছে, **واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن** "গর্ভবতী নারীদের ইদ্দত হলো সন্তান প্রসব পর্যন্ত।" (সূরা তালাক, আয়াত, ৪) সুতরাং এই আয়াতের প্রেক্ষিতে গর্ভবতী নারীর ইদ্দত হবে সন্তান প্রসব পর্যন্ত, যদিও তার স্বামী মৃত্যুবরণ করে থাকে। মূলকথা হলো গর্ভবতী নারীর ইদ্দত সূরা তালাকের আয়াত দ্বারা সন্তান প্রসব পর্যন্ত নির্ধারিত হয়েছে। চাই স্বামীর মৃত্যুর এক ঘন্টা পরই সন্তান প্রসব হোক না কেন। ইমাম মালিক (র)'র মুয়াত্তায় হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, গর্ভবতী নারী স্বামীর মৃতদেহ খাটের উপর থাকা অবস্থায়ও যদি সে সন্তান প্রসব করে, তবুও তার ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে।

١٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْـمَرْأَةِ الْـمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَـمْ يَفْرِضْ لَـهَا صَدَاقًا وَلَـمْ يَدْخُلْ بِهَا

٢٩٧ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَـسْعُوْدٍ ﷺ فِي الْـمَرْأَةِ تُوُفِّيَ عَنْهَا، وَلَـمْ يَفْرِضْ لَـهَا صَدَاقًا، وَلَـمْ يَكُنْ دَخَـلَ بِهَـا، فَقَـالَ: لَـهَا صَـدَقَةُ نِسَائِهَا، وَلَهَا الْـمِيْرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ. فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْـجَعِيُّ: أَشْـهَدُ أَنَّ رَسُـوْلَ اللهِ ﷺ قَضَىٰ فِيْ بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ مِثْلَ مَا قَضَيْتَ.

বাব নং ১৪৫. ১২. সেই বিধবা মহিলা সম্পর্কে যার মাহর নির্ধারণ করা হয়নি এবং যার সাথে সহবাসও হয়নি।

২৯৭. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি আলকামা থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, যে নারীর স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে অথচ তার মাহর নির্ধারণ করা হয়নি এবং তার সাথে সহবাসও করা হয়নি, এমন নারীর জন্য মাহর হলো মাহরে মিসাল। সে স্বামীর সম্পদের অংশীদার হবে এবং স্বামীর মৃত্যুর কারণে তার উপর ইদ্দত পালন ওয়াজিব হবে। এতে মা'কিল ইবনে সিনান আশজায়ী (রা) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূল ﷺ বারদা বিনতে ওয়াশিকের জন্য আপনার ফায়সালার মত ফায়সালা প্রদান করেছেন। (মুসনাদে আহমদ, ৩০/৪১১/১৮৪৬৬)

ব্যাখ্যাঃ উপরোক্ত হাদিস খানাকে ইমাম তিরমিযী হাসান ও সহীহ বলেছেন। আবু দাউদ ও তিরমিযীর বর্ণনায় এটাও আছে যে, ইবনে মাসউদ (রা) এ সাক্ষ্যের কথা শুনে অত্যন্ত খুশী হয়েছেন। কেননা তার ফায়সালা রাসূল ﷺ এর ফায়সালার সাথে মিলে গিয়েছে।

١٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِيْلَاءِ بِالْكَلَامِ

٢٩٨ - حَمَّادٌ: عَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ فِي الْـمَوْلَىٰ: فَيْئُـهُ الْـجِمَاعُ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ لَهُ عُذْرٌ، فَفَيْئُهُ بِاللِّسَانِ.

বাব নং ১৪৬. ১৩. কথার মাধ্যমে ঈলা

২৯৮. অনুবাদঃ হাম্মাদ আবু হানিফা থেকে, তিনি হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি আলকামা থেকে বর্ণনা করেন, ঈলাকারীর ঈলা থেকে প্রত্যাবর্তন করার পদ্ধতি হলো সহবাস করা। তবে যদি কোন ওযরের কারণে সহবাসে অক্ষম হয় তবে তার প্রত্যাবর্তন হবে কথার মাধ্যমে। (সুনানুল কুবরা, লিল বায়হাকী, ৭/৩৮০/১৫৬২৭)

ব্যাখ্যাঃ ঈলার পদ্ধতি হলো কোন স্বামী শপথ করল যে, আমি চারমাস বা এর অধিক সময়ের জন্য আমার স্ত্রীর নিকট যাবোনা। তাহলে এই স্বামী হবে মূ'লী আর তার কাজটি

হবে ঈলা। ঈলা সম্পর্কে কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন– للذين يؤلون من نسائهم الخ "যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে ঈলা করে (সূরা বাকারা, আয়াত– ২২৬)।

ঈলার বিধান হলো– ঈলাকারী যদি উক্ত সময়ের মধ্যে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, তবে ঈলা ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং তার উপর কসমের কাফফারা ওয়াজিব হবে আর ঈলা শেষ হয়ে যাবে। যদি নির্ধারিত সময়ে সে স্ত্রী সহবাস না করে এবং সময়ও শেষ হয়ে যায় তবে এর বিধান সম্পর্কে মতবিরোধ আছে। শাফেঈ, মালিকী ও হাম্বলী মাযহাব মতে তাকে বিচারকের সামনে হাযির করে বাধ্য করা হবে যে, হয়তো স্ত্রীকে তালাক দিবে নয়তো ফিরিয়ে আনবে। সুতরাং তাদের মতে ঈলার সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার সুযোগ থাকে।

হানাফীদের মতে ঈলার সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর স্বাভাবিক ভাবেই এক তালাকে বায়েন হয়ে যাবে এবং এরপর তাকে ফিরিয়ে আনার স্বামীর অধিকার থাকবে না তবে সময়ের মধ্যে ফিরিয়ে নিতে পারবে। এটাই অধিকাংশ ওলামায়ে কিরাম, সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈনে এজামগণের মত।

١٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْـخُلْعِ

٢٩٩ – حَمَّادٌ: عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَيُّوْبَ السِّخْتِيَانِيِّ، أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: لَا أَنَا وَلَا ثَابِتٌ، فَقَالَ: «أَتَخْتَلِعِيْنَ مِنْهُ بِحَدِيْقَتِهِ»؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، وَأَزِيْدُ، قَالَ: «أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلَا».

বাব নং ১৪৭. ১৪. খোলা তালাকের বর্ণনা

২৯৯. অনুবাদঃ হাম্মাদ তার পিতা থেকে, তিনি আইয়ুব সাখতিয়ানী থেকে বর্ণনা করেন, সাবিত ইবনে কায়েস (রা)'র স্ত্রী রাসূল ﷺ এর নিকট এসে আরয করল যে, আমি সাবিতের সাথে অবস্থান করতে পারছি না এবং সাবিতও আমার সাথে কালাতিপাত করতে পারছেনা। তিনি বললেন, তুমি কি তোমার স্বামী থেকে খোলা তালাক কামনা করছ তার প্রদত্ত বাগানের বিনিময়ে? উত্তরে মহিলা বলল, হ্যাঁ, তবে আমি আরো বেশী দেবো। এতে তিনি বললেন, না অতিরিক্ত দেওয়ার প্রয়োজন নেই। (মা'রিফাতুস সাহাবা, ২৩/৬)

ব্যাখ্যাঃ উপরোক্ত হাদিস দ্বারা বুঝা যায় যে, খোলা তালাকের মধ্যে মাহরের উপর অতিরিক্ত কিছু দিতে হবে না। এটাই আহনাফের মত। এ বিষয়ে অনেক হাদিস বিদ্যমান। আবদুর রাযযাক (র) হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন– لا تأخذ منها فوق ما اعطيتها "তুমি তোমার স্ত্রীকে যা দিয়েছ (খুলার সময়) তার চেয়ে অতিরিক্ত কিছু নিও না।" তাউস (র) থেকে অনুরূপ হাদিস বর্ণিত আছে।

١٢ - كِتَابُ النَّفَقَاتِ

١ - بَابٌ

٣٠٠ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا بَاتَ أَحَدُكُمْ مَغْمُوْمًا مَهْمُوْمًا مِنْ سَبَبِ الْعِيَالِ، كَانَ أَفْضَلَ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْ أَلْفِ ضَرْبَةٍ بِالسَّيْفِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ».

১২. খোরপোষ অধ্যায়, বাব নং ১৪৮. ১.

৩০০. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি সাঈদ ইবনে জুবাইর থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যখন পরিবার পরিজনের চিন্তায় পেরেশান অবস্থায় রাত্রিযাপন করে, তাহলে আল্লাহ তায়ালার নিকট তাঁর রাস্তায় সহস্র তরবারীর আঘাতের চেয়েও এটা উত্তম।

ব্যাখ্যাঃ এ বিষয়ে আরো হাদিস রয়েছে যে, মুসলমানগণ স্বীয় পরিবারের জন্য ব্যয় করা সওয়াবের কাজ। বুখারী শরীফে আছে, কোন মুসলমান স্বীয় পরিবারের জন্য যা কিছু খরচ করবে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য,তবে এই খরচ তার ক্ষেত্রে সদকার অন্তর্ভুক্ত হবে।

٣٠١ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تُرِيْدُ بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِيْ امْرَأَتِكَ».

৩০১. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আতা থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি সা'দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যা কিছু খরচ করবে তার বিনিময় তোমাকে দেওয়া হবে, এমনকি ঐ লোকমা যা তুমি তোমার স্ত্রীকে দিয়ে থাক। (মুসনাদে বাযযার, ১/১৯৫/১০৮৪)

١٣ - كِتَابُ التَّدْبِيْرِ وَالْوَلَاءِ

١ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

٣٠٢ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ، أَنَّ عَبْدًا كَانَ لِإِبْرَاهِيْمَ بْنِ نُعَيْمٍ النَّحَّامُ فَدَبَّرَهُ، ثُمَّ احْتَاجَ إِلَى ثَمَنِهِ، فَبَاعَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَاعَ الْمُدَبَّرَ.

১৩. মরণোত্তর আযাদ অধ্যায়

বাব নং ১৪৯. ১. মরণোত্তর আযাদ গোলাম বিক্রয়

৩০২. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আতা থেকে, তিনি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, ইব্রাহীম ইবনে নুয়াইম নাহ্হাম'র একজন গোলাম ছিল, যাকে তিনি মরণোত্তর আযাদ করে দিয়েছেন। অতঃপর তার (গোলামের) মূল্য তার প্রয়োজন হলে

নবী করিম ﷺ আটশত দিরহাম দিয়ে তাকে বিক্রয় করে দেন। অন্য বর্ণনায় আছে, নবী করিম ﷺ গোলামকে বিক্রয় করে দিয়েছেন। (মা'রিফাতুস সাহাবা, ২/৩১৮/৬৯১)

ব্যাখ্যাঃ মুদাব্বার গোলাম বলা হয় যার মুনিব তাকে বলে যে, যদি আমি মৃত্যুবরণ করি তবে তুমি স্বাধীন।

ইমাম শাফেঈ (রা)'র মতে এ ধরনের গোলাম বিক্রয় করা জায়েয। ইমাম আবু হানিফা (রা)'র মতে জায়েয নেই। তিনি দলীল হিসাবে ইবনে ওমর (রা)'র মারফু হাদিস পেশ করেন, যা দারেকুতুনী বর্ণনা করেন। এতে আছে– **المدبر لا بياع ولايوهب وهو حر من ثلث المال** "মুদ্দাব্বার গোলাম বিক্রি করা যাবে না এবং দানও করা যাবে না আর সে সম্পদের এক তৃতীয়াংশ দ্বারা স্বাধীন।"[১৯৩]

٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَلَاءِ لِـمَنْ اَعْتَقَ

٣٠٣ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيْرَةَ لِتُعْتِقَهَا، فَقَالَتْ مَوَالِيْهَا: لَا نَبِيْعُهَا إِلَّا أَنْ تَشْتَرِطَ الْوَلَاءَ لَنَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «الْوَلَاءُ لِـمَنْ أَعْتَقَ».

বাব নং ১৫০. ২. ওয়ালার বর্ণনা

৩০৩. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি আসওয়াদ থেকে, তিনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বারীরাহকে ক্রয় করে আযাদ করতে চেয়েছেন। তখন তার মালিকেরা বলল, আমরা বিক্রি করব না। তবে এই শর্তে বিক্রয় করব যদি তার অধিকার আমরা পাই। হযরত আয়েশা (রা) বিষয়টি নবী করিম ﷺ কে বললে, তিনি বলেন–ওয়ালার অধিকার থাকবে তারই, যে তাকে আযাদ করবে।

ব্যাখ্যাঃ আযাদকৃত গোলাম মৃত্যুবরণ করলে যদি তার যবীল ফুরুয ও আসাবা থেকে কেউ না থাকে তবে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিক হবে তার আযাদকারী মুনিব। এটাকে হক্কে বেলা (وَلَاء) বলা হয়। (সুনানে নাসাঈ কুবরা, ৪/৮৭/৬৪০৭)

٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ

٣٠٤ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ.

---

১৯৩. দারে কুতনী, খণ্ড. ৪, পৃ. ১৩৮, হাদিস নং ৫০

বাব নং ১৫১. ৩. ওয়ালা বিক্রি এবং হেবা করা নিষেধ

৩০৪. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আতা ইবনে ইয়াসার থেকে, তিনি ইবনে ওমর (রা) থেকে, তিনি নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি ওয়ালা বিক্রিয় ও হেবা করতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম, ৪/২১৬/৩৮৬১)

١٤ - كِتَابُ الإِيْمَانِ

١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ يَمِيْنِ الْفَاجِرَةِ

٣٠٥ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ نَاصِحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَيُقَالُ: ابْنُ عَجْلَانَ، وَيَحْيَى بْنِ يَعْلَى، وَإِسْحَاقَ السَّلُوْلِيِّ، وَأَبِيْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ نُفَيْلٍ الْحَافِظُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ مِمَّا عُصِيَ اللهُ تَعَالَى بِهِ شَيْءٌ هُوَ أَعْجَلَ عِقَابًا مِنَ الْبَغْيِ، وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَطْيَعَ لِلهِ تَعَالَى بِهِ أَسْرَعُ ثَوَابًا مِنَ الصِّلَةِ، وَالْيَمِيْنِ الْفَاجِرَةِ تَدَعُ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ». وَفِيْ رِوَايَةٍ: «لَيْسَ شَيْءٌ أَعْجَلَ ثَوَابًا مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ، وَلَيْسَ شَيْءٌ أَعْجَلَ عُقُوْبَةً مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيْعَةِ الرَّحِمِ، وَالْيَمِيْنِ الْفَاجِرَةِ تَدَعُ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ». وَفِيْ رِوَايَةٍ: «مَا مِنْ عَمَلٍ أَطْيَعُ لِلهِ تَعَالَى فِيْهِ بِأَعْجَلَ ثَوَابًا مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ، وَمَا مِنْ عَمَلٍ عُصِيَ اللهُ تَعَالَى بِهِ بِأَعْجَلَ عُقُوْبَةً مِنَ الْبَغْيِ، وَالْيَمِيْنِ الْفَاجِرَةِ تَدَعُ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ». وَفِيْ رِوَايَةٍ: «مَا مِنْ عُقُوْبَةٍ مِمَّا يُعْصَى اللهُ تَعَالَى فِيْهِ بِأَعْجَلَ مِنَ الْبَغْيِ».

১৪. শপথ অধ্যায়ঃ বাব নং ১৫২.২. মিথ্যা শপথ নিষিদ্ধ

৩০৫. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা নাসেহ ইবনে আবদুল্লাহ (তাকে ইবনে আজলান বলা হয়), ইয়াহিয়া ইবনে ইয়ালা, ইসহাক ইবনে সালুলী এবং আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে নুফাইল থেকে, তারা ইয়াহিয়া ইবনে আবু কাসীর থেকে, তিনি আবু সালমা থেকে, তিনি আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যাবতীয় অপরাধের মধ্যে সবচেয়ে দ্রুত শাস্তির উপযোগী বানিয়ে দেয় অবাধ্যতা বা দেশদ্রোহীতা। আর আল্লাহর আনুগত্যশীল কাজ সমূহের মধ্যে দ্রুত সওয়াব প্রদানকারী হলো আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা। আর মিথ্যা শপথ শহরগুলোকে ধ্বংস করে দেয়।

অন্য বর্ণনায় আছে, কোন বস্তু আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার চেয়ে বেশী সওয়াবের অধিকারী করেনা আর কোন বস্তু অবাধ্যতা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার চেয়ে দ্রুত আযাবের অধিকারী করেনা। মিথ্যা শপথ শহর বা জনপদকে ধ্বংস করে দেয়।

অপর এক বর্ণনায় আছে, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার চেয়ে আল্লাহর আনুগত্য কৃত কোন আমল নেই যা দ্রুত সওয়াবের অধিকারী করে দেয় আর অবাধ্যের চেয়ে বড় কোন গুনাহ নেই যা দ্রুত আযাবের অধিকারী বানিয়ে দেয়। আর মিথ্যা শপথ শহরগুলোকে ধ্বংস করে দেয়।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, অবাধ্যতার চেয়ে বড় কোন গুনাহ নেই যা দ্রুত আযাবের কারণ হয়ে থাকে। (সুনানে কুবরা, ১০/৩৫/২০৩৬৪)

ব্যাখ্যাঃ ইহা গামুস শপথের প্রভাব যা বিগত কালের কথার উপর ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয়। ইহাকে গামুস এই জন্য বলা হয় যে, এর দ্বারা দুনিয়াতে গুনাহ এবং আখিরাতে দোযখের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। ইমাম আবু হানিফা, মালিক, আহমদ, আওযাঈ, সওরী ও ইসহাক (র)'র মতে এতে কোন কাফ্ফারা নেই। ইবনে মাসউদ (রা) এর মতও অনুরূপ। এর উপরে কুরআন সুন্নাহও বিদ্যমান। শাফেঈ (র)'র মতে এতে কাফফারা আবশ্যক হবে।

এছাড়াও উপরোক্ত হাদিস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, উল্লেখিত বিষয়সমূহ গুনাহে কবীরা এবং এগুলোর বিরোদ্ধে কুরআন হাদীসে কঠোর শাস্তির বিধান বর্ণিত হয়েছে।

٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ نَذْرِ مَعْصِيَةٍ وَفِيْهِ الْكَفَّارَةُ وَعَدَمِ الْوَفَاءِ

٣٠٦ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيْعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ، وَلَا نَذْرَ فِيْ غَضَبٍ».

বাব নং ১৫৩. ২. গুনাহের মান্নতে কাফফারা প্রদান এবং তা পূর্ণ না করা

৩০৬. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা মুহাম্মদ ইবনে যুবাইর থেকে, তিনি হাসান থেকে, তিনি ইমরান (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, কেউ যদি মান্নত করে আল্লাহর আনুগত্য করার (অর্থাৎ কোন ভাল কাজ করার) তবে সে যেন আনুগত্য করে। আর যদি কেউ আল্লাহর নাফরমানীর মান্নত করে তবে সে যেন তা না করে। রাগান্বিত অবস্থায় মান্নত করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। (বুখারী, ৬/২৪৬৩/৬৩১৮)

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহর নাফরমানীতে কোন মান্নত বৈধ নয়। কারণ এতে আল্লাহর গযবের উপযোগী হয়। আর রাগান্বিত অবস্থায় মানুষের জ্ঞান বিলোপ হয়ে যায়। এ সময় তার কাজ ইচ্ছাধীন থাকেনা সুতরাং তা গ্রহণযোগ্য হয় না।

٣٠٧ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا نَذْرَ فِيْ مَعْصِيَةِ اللهِ تَعَالَى، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ».

৩০৭. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা মুহাম্মদ ইবনে যুবাইর থেকে, তিনি হাসান থেকে, তিনি ইমরান ইবনে হোসাইন (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজের মান্নত পূর্ণ করা যাবে না আর এর কাফফারা হলো শপথের কাফফারার অনুরূপ। (শুআবুল ঈমান, ৬/১১৯/৪০৪০)

ব্যাখ্যাঃ ইমাম শাফেঈ (রা)'র মতে গুনাহের মান্নতে কাফফারা আবশ্যক নয়। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানিফা, আহমদ, ইসহাক (রা)'র মত হলো গুনাহের মান্নতে শপথের কাফফারা দিতে হবে। এদের পক্ষে উপরোক্ত হাদিসসহ মুসলিম ও তিরমিযী শরীফে আয়েশা (রা) থেকে হাদিস বর্ণিত আছে।

٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ حُكْمِ يَمِيْنِ اللَّغْوِ

٣٠٨ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: سَمِعْتُ فِيْ قَوْلِ اللهِ ﷻ: «[لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِيْ أَيْمَانِكُمْ] {البقرة: ٢٢٥} هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ: لَا وَاللهِ، وَبَلَى وَاللهِ».

বাব নং ১৫৪. ৩. অনর্থক শপথের বর্ণনা

৩০৮. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি আসওয়াদ থেকে, তিনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আল্লাহর বাণী- لا يواخذكم الله باللغو فى ايمانكم "আল্লাহ তোমাদের অনর্থক শপথের ব্যাপারে ধরবেন না।" (সূরা বাকারা, আয়াত, ২২৫)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় শুনেছি এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মানুষের এরূপ বলা–

لاو الله و بلى والله অর্থাৎ না, আল্লাহর শপথ এবং হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ। (বুখারী, ৪/১৬৮৬/৪৩৩৭)

ব্যাখ্যাঃ শপথ তিন প্রকার:- এক. গামুস, অতীতের কোন বিষয় নিয়ে মিথ্যা শপথ করা। এর দ্বারা মানুষ গুনাহগার হয়। তাওবা ও ইস্তিগফার ব্যতীত এর ক্ষমা নেই। হানাফীদের মতে এতে কাফফারা নেই। কিন্তু শাফেঈদের মতে কাফফারা আছে। দুই. মুনআকিদা, মানুষ কোন বিষয়ে ভবিষ্যতে করবে বা করবেনা বলে শপথ করা। এতে শপথ ভঙ্গ করলে কাফফারা আবশ্যক হবে। তিন. লগব শপথ, মানুষ না বুঝে মুখে কথায় কথায় শপথ করা অথবা অতীত বিষয়ে ভুলে শপথ করা। এতে কোন কাফফারা নেই।

٣٠٩ – حَمَّادٌ: عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ فِيْ قَوْلِ اللهِ ﷻ: [لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِيْ أَيْمَانِكُمْ] {البقرة: ٢٢٥} قَالَتْ: هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ: لَا وَاللهِ، وَبَلَى وَاللهِ، مِمَّا يَصِلُ بِهِ كَلَامَهُ، مِمَّا لَا يَعْقِدُ عَلَيْهِ قَلْبُهُ حَدِيْثًا.

৩০৯. অনুবাদঃ হাম্মাদ তার পিতা থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি আসওয়াদ থেকে, তিনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– لايؤ اخذكم الله باللغو في ايمانكم এর তাফসীরে বলেন, মানুষের لاوالله ও بلى والله বলাকে অনর্থক শপথ বলা হয়। তার এমন কথা যাতে তার অন্তর ইচ্ছে করে না। (জামেউল উসূল ফী আহাদীসে রাসূল, ২/৪৪/৫১০)

٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْاِسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِيْنِ يُبْطِلُهَا

٣١٠ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ عَلَىٰ يَمِيْنٍ وَاسْتَثْنَىٰ، فَلَهُ ثُنْيَاهُ».

বাব নং ১৫৫. ৪. শপথে ব্যতিক্রম করলে শপথ বাতিল হয়ে যাবে

৩১০. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা কাসেম থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে শপথ করবে এবং ইস্তেসনা করবে, তবে ঐ শপথ কার্যকর হবে না।

ব্যাখ্যাঃ استثنى অর্থ হলো ইনশাল্লাহ বলা। শপথে ইনশাল্লাহ বললে শপথ বাতিল হয়ে যায়। আবু দাউদ, নাসাঈ এবং হাকিম (র) ইবনে উমর (রা) থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণনা করেন–من حلف على يَمين فقَالَ انشاء الله فقد استثنى" যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে শপথ করে যদি বলে ইনশাল্লাহ তবে তার استثنى গ্রহণযোগ্য হবে অর্থাৎ শপথ বাতিল হয়ে যাবে।

٣١١ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ، قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَىٰ يَمِيْنٍ، وَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَقَدِ اسْتَثْنَىٰ.

৩১১. অনুবাদঃ আবু হানিফা কাসেম ইবনে আবদুর রহমান থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, কেউ যদি শপথ করে এবং বলে ইনশাল্লাহ, তাহলে তার استثني শুদ্ধ হবে।

١٥ - كِتَابُ الْـحُدُوْدِ

١ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ حُرْمَةِ الْـخَمْرِ وَالْقِمَارِ وَغَيْرِهِمَا

٣١٢ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمُ الْـخَمْرَ وَالْـمَيْسِرَ وَالْـمِزْمَارَ وَالْكُوْبَةَ».

১৫. শরয়ী শাস্তির অধ্যায়ঃ

বাব নং ১৫৬ঃ মদ, জুয়া এবং এ জাতীয় বস্তু হারাম হওয়া প্রসঙ্গে

৩১২. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা মুসলিম থেকে, তিনি সাঈদ ইবনে জুবাইর থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে, তিনি নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর মদ, জুয়া, বাঁশি এবং তবলা মাকরূহ (হারাম) করেছেন। (শুআবুল ঈমান, ৪/২৮২/৫১১২)

ব্যাখ্যাঃ হাদিসে **كوبة** শব্দের ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলেছেন এর অর্থ নারদ ও শতরঞ্জ, কেউ বলেছেন ছোট তবলা এবং বরবত। মোট কথা এ সব বাদ্যযন্ত্র হারাম। এভাবে মিযমার তথা বাঁশি ঐ সব যন্ত্রকে বুঝায় যা গান-বাজনার মধ্যে ব্যবহার করা হয়। যেমন বীণা, তাম্বুরা ইত্যাদি।

মদ, বাদ্যযন্ত্র ও গান হারাম হওয়ার উপর অনেক সহীহ হাদিস বর্ণিত হয়েছে। মদ হারাম হওয়ার উপর পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্টভাবে আয়াত নাযিল হয়েছে। মুসলিম শরীফে বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি জুয়া ও দাবা খেলে, সে যেন তার হাত শুকুরের মাংস ও রক্ত দ্বারা অপবিত্র করল। ইমাম আহমদ (রা) আবু উমামা (রা) থেকে একটি মারফু হাদিসে বর্ণনা করেন– রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে দুনিয়াবাসীর জন্য রহমতস্বরূপ এবং পথ প্রদর্শক হিসাবে প্রেরণ করেছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমি পৃথিবী থেকে বাদ্যযন্ত্র, মুর্তিপূজা, ক্রুশপূজা এবং অজ্ঞতাকে মুছিয়ে দেই। আর আমার প্রভূ স্বীয় ইযযতের শপথ করে বলেছেন, আমার যে বান্দাহ এক ঢোক মদ পান করবে, আমি তাকে সমপরিমাণ পূজ পান করাবো। আর যে আমার ভয়ে তা ছেড়ে দেবে আমি তাকে পবিত্র নহর থেকে তৃষ্ণা মিটাবো।

٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ حَدِّ الشُّرْبِ وَالسَّرَقَةِ

٣١٣ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ، قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ بِابْنِ أَخٍ لَهُ نَشْوَانَ، قَدْ ذَهَبَ عَقْلُهُ، فَأَمَرَ بِهِ، فَحُبِسَ حَتَّى إِذَا صَحَا وَأَفَاقَ عَنِ السُّكْرِ، دَعَا بِالسَّوْطِ فَقَطَعَ ثَمَرَتَهُ وَرَقَّهُ، وَدَعَا جَلَّادًا، فَقَالَ: اجْلِدْهُ عَلَى جِلْدِهِ، وَارْفَعْ يَدَكَ فِيْ حَدِّكَ وَلَا تَبْدُ ضَبْعَيْكَ.

قَالَ: وَأَنْشَأَ عَبْدُ اللهِ يَعُدُّ حَتَّى اكْمَلَ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً خَلَّى سَبِيْلَهُ، فَقَالَ الشَّيْخُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ! وَاللهِ إِنَّهُ لَابْنُ أَخِيْ، وَمَالِيْ وَلَدٌ غَيْرُهُ، فَقَالَ: شَرُّ الْعَمِّ وَالِيْ الْيَتِيْمِ، أَنْتَ كُنْتَ، وَاللهِ مَا أَحْسَنْتَ أَدَبَهُ صَغِيْرًا، وَلَا سَتَرْتَهُ كَبِيْرًا.

قَالَ: ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا، فَقَالَ: إِنَّ أَوَّلَ حَدٍّ أُقِيْمَ فِي الْإِسْلَامِ لِسَارِقٍ أُتِيَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ، قَالَ: «انْطَلِقُوْا بِهِ، فَاقْطَعُوْهُ»، فَلَمَّا انْطَلَقَ بِهِ نَظَرَ إِلَى وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ، كَأَنَّمَا سُفَّ عَلَيْهِ وَاللهِ الرَّمَادُ، فَقَالَ بَعْضُ جُلَسَائِهِ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! لَكَأَنَّ هَذَا قَدِ اشْتَدَّ عَلَيْكَ؟ قَالَ: «وَمَا يَمْنَعُنِيْ أَنْ لَا يَشْتَدَّ عَلَيَّ، أَنْ تَكُوْنُوْا أَعْوَانَ الشَّيْطَانِ عَلَى اخِيْكُمْ،

قَالُوْا: فَلَوْلَا خَلَّيْتَ سَبِيْلَهُ، قَالَ: أَفَلَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتُوْنِيْ بِهِ، فَإِنَّ الْإِمَامَ إِذَا انْتَهَى الَيْهِ حَدٌّ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُغَلِّطَهُ»، قَالَ: ثُمَّ تَلَا: «[وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا] {النور: ٢٢}».

وَفِيْ رِوَايَةٍ: عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى بِابْنِ أَخٍ لَهُ سَكْرَانَ، فَقَالَ: تَرْتِرُوْهُ وَمَزْمِزُوْهُ وَاسْتَنْكِهُوْهُ، فَوَجَدُوْا مِنْهُ رِيْحَ شَرَابٍ، فَلَمَّا صَحَا دَعَا بِهِ وَدَعَا بِسَوْطٍ، فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَتْ ثَمَرَتُهُ.. وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ، قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ حَدٍّ أُقِيْمَ فِي الْإِسْلَامِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِسَارِقٍ فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَتْ يَدُهُ، فَلَمَّا انْطَلَقَ بِهِ نَظَرَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، كَأَنَّمَا يُسَفُّ فِيْ وَجْهِهِ الرَّمَادُ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! كَأَنَّهُ شَقَّ عَلَيْكَ، فَقَالَ: «أَلَا يَشُقُّ عَلَيَّ أَنْ تَكُوْنُوْا أَعْوَانًا لِلشَّيْطَانِ عَلَى اخِيْكُمْ»؟ قَالُوْا: فَلَا نَدَعُهُ، قَالَ: «أَفَلَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ يُؤْتَى بِهِ، وَإِنَّ الْإِمَامَ إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ الْحَدُّ، فَلَيْسَ يَنْبَغِيْ لَهُ أَنْ يَدَعَهُ حَتَّى يُمْضِيَهُ»، ثُمَّ تَلَا: [وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا] {النور: ٢٢] .. الْآيَةَ».

বাব নং ১৫৭. ২. মদ্যপান এবং চুরির শাস্তির বিধান প্রসঙ্গে

৩১৩. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা ইয়াহিয়া থেকে, তিনি ইবনে মাসউদ (র) থেকে বর্ণনা করেন, ইবনে মাসউদ (রা)'র নিকট জনৈক ব্যক্তি তার নেশাগ্রস্ত ভাতিজাকে নিয়ে আসল। সে নেশার কারণে অজ্ঞান অবস্থায় ছিল। তাঁর নির্দেশে জ্ঞান ফিরে না আসা পর্যন্ত তাকে বন্দী করে রাখা হলো। যখন তার নেশা চলে গেল এবং জ্ঞান ফিরে আসল, তখন তিনি চাবুক আনালেন এবং এর ফলের থোকা কেটে ফেললেন, এরপর এটাকে নরম করলেন। তারপর জল্লাদকে ডেকে তার চামড়ার উপর চাবুক মারার নির্দেশ দিয়ে বলেন মারার সময় হাত তুলবে, তবে এতটুকু তুলবে না যাতে বগল দেখা যায়। ইয়াহিয়া বলেন, স্বয়ং আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ চাবুক গণনা আরম্ভ করেন। আশি চাবুক মারার পর তাকে ছেড়ে দেন। তখন ঐ বৃদ্ধ লোকটি বলল, হে আবু আবদুর রহমান! আল্লাহর কসম! সে আমার ভাতিজা। সে ছাড়া আমার কোন সন্তান নেই। ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, তুমি খারাপ চাচা, তুমি ইয়াতীমের অভিভাবক হয়েছ। আল্লাহর কসম! তুমি তাকে বাল্যকালে আদব শিক্ষা দাওনি এবং প্রাপ্ত বয়সে তার দোষত্রুটি গোপন রাখনি।

ইয়াহিয়া বলেন, এরপর ইবনে মাসউদ (রা) আমাদেরকে হাদিস বর্ণনা করে বলেন, ইসলামে সর্বপ্রথম এক চোরকে শাস্তি দেওয়া হয়। যাকে নবী করিম ﷺ এর সামনে আনা হয়। সাক্ষ্য প্রমাণে যখন ঐ চোর দোষী সাব্যস্ত হয়, তখন তিনি বলেন– তাকে নিয়ে যাও এবং চুরির অপরাধে তার হাত কেটে দাও। যখন তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তখন তাঁর চেহারা মুবারকের রং পরিবর্তন হয়ে গেল।

উপস্থিত একজনে আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মনে হয় একাজটি আপনার ভারী কঠিন মনে হচ্ছে? উত্তরে তিনি বললেন, কেন ভারী হবে না, তোমরা নিজের ভাইয়ের ব্যাপারে শয়তানের সাহায্যকারী হয়ে যাও। লোকজন আরয করল, তাকে কি ছেড়ে দেয়া যায় না? তিনি বললেন, তোমরা তাকে আমার কাছে আনার আগে ছেড়ে দিলেনা কেন? অবশ্যই ইমামের কাছে যখন কোন অপরাধী শাস্তিরযোগ্য হয়ে যায়, তখন তাকে শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দেয়া তার জন্য বৈধ নয়। এরপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করেন– **وليعفوا وليصفحوا** "তোমাদের উচিত ক্ষমা করে দেওয়া ও মুখ ফিরিয়ে নেওয়া।" (সূরা নূর, আয়াত, ২২)

ইবনে মাসউদ (রা) থেকে অন্য এক বর্ণনায় আছে এক ব্যক্তি তার নেশাগ্রস্ত ভাতিজাকে নিয়ে তার নিকট আসল। তখন তিনি নির্দেশ প্রদান করেন যে, তাকে জোড়ে নাড়া দাও এবং দেখ তার থেকে মদের গন্ধ আসছে কিনা? তখন তার মধ্যে মদের গন্ধ পাওয়া গেল এবং তিনি তাকে বন্দী করার নির্দেশ দিলেন। যখন তার নেশা দূরীভূত হয় তখন তাকে ডেকে আনালেন সাথে একটি চাবুকও আনালেন। অতঃপর তার নির্দেশে (চাবুক থেকে) থোকা কেটে ফেলা হলো। বাকী হাদিস পূর্বে বর্ণিত হাদিসের ন্যায়।

ইবনে মাসউদ (রা) থেকে অপর এক বর্ণনায় বর্ণিত আছে, ইসলামে সর্বপ্রথম যে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল তা হলো– নবী করিম ﷺ 'র খেদমতে একজন চোরকে উপস্থিত করা হলো। তার নির্দেশে চোরের হাত কাটা হলো। চোরকে নিয়ে যাওয়ার সময় সাহাবায়ে কিরাম রাসূল ﷺ এর চেহারার দিকে লক্ষ্য করে দেখতে পান যে, তার চেহারা মোবারক কাল রং ধারণ করেছে। কোন একজন বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ বিধান কি আপনার কষ্টদায়ক হয়ে পড়েছে? উত্তরে তিনি বলেন, তোমরা তোমাদের ভাইয়ের ব্যাপারে শয়তানের সাহায্যকারী হবে আর তা আমার কাছে কষ্টদায়ক হবে না? তখন সবাই আরয করল, তাহলে কি আমরা তাকে ছেড়ে দেবো? তিনি বললেন, আমার কাছে তাকে আনার আগেই কি তোমরা এটা করতে পারলে না? অবশ্য ইমামের (বিচারকের) সামনে যখন কোন অপরাধ প্রমাণিত হয়ে শাস্তির যোগ্য হয়ে যায় তখন তাকে শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দেয়া উচিত নয়। তারপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করেন– **وليعفوا وليصفحوا** (সূরা নূর, আয়াত, ২২), কানযুল উম্মাল, ৫/৪০২/১৩৪২৭)

ব্যাখ্যাঃ উপরোক্ত হাদিসে বিভিন্ন মাসায়েল ও দ্বীনি কল্যাণ নিহিত রয়েছে। যেমন প্রথমতঃ উক্ত হাদিস দ্বারা বুঝা যায় যে, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে না। বরং নেশা চলে না যাওয়া পর্যন্ত তাকে বন্দী করে রাখতে হবে। কেননা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় শাস্তি দিলে অপরাধীর অনুভূতি হবে না এবং শাস্তির মূল উদ্দেশ্য অর্জিত হবে না।

দ্বিতীয়তঃ শাস্তি প্রদানের জন্য এতটুকু নেশাগ্রস্থ হতে হবে যে, তার বিবেক পরিপূর্ণভাবে লোপ পেতে হবে। তৃতীয়তঃ মদ্যপানকারীকে চাবুক দিয়ে শাস্তি দিতে হবে এবং চাবুকের অগ্রভাগ ছেটে চিকন ও নরম করে ফেলতে হবে। চতুর্থতঃ শাস্তি খালি গায়ে চামড়ার উপর প্রদান করতে হবে। কাপড়ের উপর দিলে হবে না। পঞ্চমতঃ জল্লাদ শাস্তি প্রদানের সময় হাত উঠিয়ে মারবে। ষষ্ঠতঃ হাত এত উপরে উঠাবে না যাতে বগল দেখা যায়। সপ্তমতঃ অভিভাবকগণের উচিত যেন অধিনস্তদের চারিত্রিক শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়। এতে অবহেলা করলে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে এবং শাস্তির যোগ্য হবে। অষ্টমতঃ মদ্যপায়ীর মুখ থেকে মদের গন্ধ পাওয়া গেলে শাস্তির প্রমাণের জন্য যথেষ্ট হবে। নবমতঃ অপরাধীকে শাস্তি দেয়ার সময় বিচারকের মনে কষ্ট অনুভব করা প্রশংসনীয় কাজ। দশমতঃ অপরাধীকে বিচারকের সম্মুখে হাযির করার পূর্বে লোকদের যথাসম্ভব ক্ষমা এবং দয়া প্রদর্শন করা উচিত। এগারতমঃ ঘটনা যখন বিচারকের সম্মুখে পেশ করা হবে এবং দোষী সাব্যস্ত হবে এবং ক্ষমা ও মুক্তির কোন পথ অবশিষ্ট থাকবে না, তখন শাস্তি প্রয়োগে শিথিলতা, টাল-বাহানা করার বিচারকের কোন সুযোগ থাকবে না।

٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَا يُقْطَعُ فِيْهِ الْيَدُ

٣١٤ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ﷺ، قَالَ: كَانَ يُقْطَعُ الْيَدُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: «إِنَّمَا كَانَ الْقَطْعُ فِيْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ.

বাব নং ১৫৮.৩. যে পরিমাণ চুরি করলে হাত কাটা যাবে

৩১৪. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা কাসেম থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এর যুগে দশ দিরহাম চুরির শাস্তি স্বরূপ হাত কাটা হত। (মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ, ৩/৪৮/২৮৭)

অন্য বর্ণনায় আছে, কেবল দশ দিরহাম চুরিতে হাত কাটা হত।

ব্যাখ্যাঃ ইমাম শাফেঈ (র)'র মতে এক চতুর্থ দীনার পরিমাণ চুরি করলে হাত কাটা হয়, চাই এটা তিন দিরহাম মূল্যর হোক অথবা এর চেয়ে কম হোক বা বেশী হোক। ইমাম মালিক ও আহমদ (র)'র মতে এক চতুর্থ দীনার বা তিন দিরহাম মূল্যের সম্পদ চুরি করলে হাত কাটা হবে। এর কম হলে হাত কাটা যাবে না। ইমাম আবু হানিফা (র)'র মতে কমপক্ষে দশ দিরহাম পরিমাণ সম্পদ চুরি করলে চোরের হাত কাটা যাবে এর কমে নয়। প্রত্যেকেই স্ব-স্ব মতের পক্ষে বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা দলীল পেশ করে থাকেন।

٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ دَرْءِ الْحُدُوْدِ

٣١٥ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «ادْرَءُوا الْحُدُوْدَ بِالشُّبُهَاتِ».

বাব নং ১৫৯. ৪. শাস্তি রহিত হওয়ার বর্ণনা

৩১৫. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা মিকসাম থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, সন্দেহ দ্বারা শাস্তি রহিত করে দাও। (কানযুল উম্মাল, ৫/৩০৫/১২৯৫৭)

ব্যাখ্যাঃ হাদিসখানা সিহাহ সিত্তাহ'র কিতাবে বিভিন্ন শব্দ দ্বারা বিদ্যমান। তবে ঐকমত্য মাসয়ালা হলো– সন্দেহের দ্বারা শাস্তি রহিত হয়ে যায়। ইবনে আবি শায়বা, হাকেম ও বায়হাকী (র) হাদিস বর্ণনা করেন যে, যতটুকু সম্ভব মুসলমানদের থেকে শাস্তিকে রহিত কর। মুসলমানদের মুক্তির যদি কোন পন্থা থাকে তবে তাকে মুক্তি দাও। কেননা ক্ষমার মধ্যে ভুল করা শাস্তির মধ্যে ভুল করার চেয়ে উত্তম। দারেকুতুনী ও বায়হাকী (র) হযরত আলী (রা) থেকে হাদিস বর্ণনা করেন যে, শাস্তিকে রহিত কর। কিন্তু দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর বিচারকের জন্য শাস্তি রহিত করা জায়েয নেই।

٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجْمِ لِلزَّانِي الْمُحْصَنَ

٣١٦ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ، أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّ الْآخَرَ قَدْ زَنَى، فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ، فَرَدَّهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ؛ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ أَتَاهُ الرَّابِعَةَ، فَقَالَ: إِنَّ الْآخَرَ قَدْ زَنَى، فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ، فَسَأَلَ عَنْهُ أَصْحَابَهُ: «هَلْ تُنْكِرُوْنَ مِنْ عَقْلِهِ»؟ قَالُوْا: لَا، قَالَ: «انْطَلِقُوْا بِهِ فَارْجُمُوْهُ»، فَانْطَلَقَ بِهِ، فَرُجِمَ بِالْحِجَارَةِ، فَلَمَّا أَبْطَأَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ، انْصَرَفَ إِلَى مَكَانٍ كَثِيْرِ الْحِجَارَةِ، فَقَامَ فِيْهِ فَأَتَاهُ الْمُسْلِمُوْنَ، فَرَجَمُوْهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى قَتَلُوْهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: «هَلَّا خَلَّيْتُمْ سَبِيْلَهُ»؟ فَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِيْهِ، فَقَالَ قَائِلٌ: هَذَا مَاعِزٌ أَهْلَكَ نَفْسَهُ وَقَائِلٌ: أَنَا أَرْجُوْ أَنْ يَكُوْنَ تَوْبَةً، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: «لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ»، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ قَوْمَهُ طَمِعُوْا فِيْهِ، فَسَأَلُوْهُ مَا يُصْنَعُ بِجَسَدِهِ؟ قَالَ: «اصْنَعُوْا بِهِ مَا تَصْنَعُوْنَ بِمَوْتَاكُمْ مِنَ الْكَفَنِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَالْمَدْفَنِ»، قَالَ: فَانْطَلَقَ بِهِ أَصْحَابُهُ فَصَلُّوْا.

وَفِيْ رِوَايَةٍ، قَالَ: أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، فَأَقَرَّ بِالزِّنَا فَرَدَّهُ، ثُمَّ عَادَ فَأَقَرَّ بِالزِّنَا فَرَدَّهُ، ثُمَّ عَادَ فَأَقَرَّ بِالزِّنَا الرَّابِعَةَ؛ فَسَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ: «هَلْ تُنْكِرُوْنَ مِنْ عَقْلِهِ شَيْئًا»، قَالُوْا: لَا، قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ فِيْ مَوْضِعٍ قَلِيْلِ الْحِجَارَةِ، قَالَ: فَأَبْطَأَ عَلَيْهِ الْمَوْتُ، فَانْطَلَقَ يَسْعَى إِلَى مَوْضِعٍ كَثِيْرِ الْحِجَارَةِ، وَاتَّبَعَهُ النَّاسُ فَرَجَمُوْهُ حَتَّى قَتَلُوْهُ، ثُمَّ ذَكَرُوْا شَأْنَهُ لِرَسُوْلِ

اللهِ ﷺ، قَالَ: لَوْلَا خَلَّيْتُمْ سَبِيْلَهُ، قَالَ: فَاسْتَأْذَنَ قَوْمُهُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِيْ دَفْنِهِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ، فَأَذِنَ لَهُمْ فِيْ ذَلِكَ، قَالَ: وَقَالَ ﷺ: «لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ قُبِلَ مِنْهُمْ».

وَفِيْ رِوَايَةٍ، قَالَ: لَمَّا أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ أَنْ يُرْجَمَ قَامَ فِيْ مَوْضِعٍ قَلِيْلِ الْحِجَارَةِ، فَأَبْطَأَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ، فَذُهِبَ بِهِ مَكَانًا كَثِيْرَ الْحِجَارَةِ، وَاتَّبَعَهُ النَّاسُ حَتَّى رَجَمُوْهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «أَلَا خَلَّيْتُمْ سَبِيْلَهُ»!؟

«وَفِيْ رِوَايَةٍ، قَالَ: لَمَّا هَلَكَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ بِالرَّجْمِ، اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيْهِ، فَقَالَ قَائِلٌ: مَاعِزٌ أَهْلَكَ نَفْسَهُ، وَقَالَ قَائِلٌ: تَابَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، قَالَ: «لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَقُبِلَ مِنْهُ، أَوْ تَابَهَا فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ».

وَفِيْ رِوَايَةٍ، قَالَ: جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَهُوَ جَالِسٌ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنِّيْ زَنَيْتُ فَأَقِمِ الْحَدَّ عَلَيَّ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ، قَالَ: فَفَعَلَ ذَلِكَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ يَرُدُّهُ النَّبِيُّ ﷺ، وَيُعْرِضُ عَنْهُ، فَقَالَ فِي الرَّابِعَةِ: «أَنْكَرْتُمْ مِنْ عَقْلِ هَذَا شَيْئًا»؟ قَالُوْا: مَا نَعْلَمُ إِلَّا عَاقِلًا، وَمَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا، قَالَ: «فَاذْهَبُوْا بِهِ فَارْجُمُوْهُ»، قَالَ: فَذَهَبُوْا بِهِ فِيْ مَكَانٍ قَلِيْلِ الْحِجَارَةِ، فَلَمَّا أَصَابَتْهُ الْحِجَارَةُ جَزِعَ، قَالَ: فَخَرَجَ يَشْتَدُّ حَتَّى أَتَى الْحَرَّةَ، فَثَبَتَ لَهُمْ، قَالَ: فَرَجَمُوْهُ بِجَلَامِيْدِهَا حَتَّى سَكَتَ، قَالَ: فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَاعِزٌ حِيْنَ أَصَابَتْهُ الْحِجَارَةُ جَزِعَ، فَخَرَجَ يَشْتَدُّ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَوْلَا خَلَّيْتُمْ سَبِيْلَهُ»؟! قَالَ: فَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِيْ أَمْرِهِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: هَلَكَ مَاعِزٌ، وَأَهْلَكَ نَفْسَهُ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: بَلْ تَابَ إِلَى اللهِ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ»، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! فَمَا نَصْنَعُ؟ قَالَ: «اصْنَعُوْا مَا تَصْنَعُوْنَ بِمَوْتَاكُمْ مِنَ الْغُسْلِ وَالْكَفَنِ وَالْحَنُوْطِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَالدَّفْنِ».

وَقَدْ رُوِيَ الْحَدِيْثُ بِرِوَايَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ نَحْوَ مَا تَقَدَّمَ.

বাব নং ১৬০. ৫. বিবাহিত ব্যভিচারীকে পাথর নিক্ষেপ করার বর্ণনা

৩১৬. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আলকামা থেকে, তিনি বুরাইদা থেকে, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, মায়েয ইবনে মালিক নবী করিম ﷺ এর দরবারে এসে বলল, কল্যাণ থেকে বঞ্চিত ব্যক্তি (নিজের কথা বলেছে) যিনা করেছে, আপনি তার উপর শাস্তি প্রয়োগ করুন। রাসূল ﷺ তার কথা প্রত্যাখ্যান করেছেন। সে দ্বিতীয়বার এসে

পূর্বের ন্যায় বলল। অতঃপর তৃতীয় ও চতুর্থবার এসে অনুরূপ বলল। তখন তিনি তার সাহাবীগণের নিকট জিজ্ঞাসা করলেন যে, সে পাগল কিনা? সবাই বললেন, না। তখন তিনি বললেন, তোমরা তাকে নিয়ে গিয়ে পাথর নিক্ষেপ কর (কেননা সে বিবাহিত)। বুরাইদা (রা) বলেন, তাকে নিয়ে যাওয়া হলো এবং পাথর নিক্ষেপ করা হলো। কিন্তু যখন তার মৃত্যুতে বিলম্ব হচ্ছিল তখন সে ঐস্থান ত্যাগ করে অধিক কংকরযুক্ত স্থানে গিয়ে দাঁড়াল। মুসলমানগণ তার পিছু নিল এবং পাথর নিক্ষেপ করে তাকে হত্যা করল। এই সংবাদ নবী করিম ﷺ এর নিকট পৌঁছলে তিনি বলেন– তোমরা তার পিছু নেয়া কেন ছাড়লে না? (অর্থাৎ সে যখন অন্যত্র চলে গিয়েছে তখন তোমরা তাকে ছেড়ে দিলে না কেন?)

তার ব্যাপারে লোকজন মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে। কেউ কেউ বলল, মায়েয নিজেকে নিজে ধ্বংস করেছে, আবার কেউ কেউ বলল, আশা করি এটা তার জন্য তাওবা হয়ে গেল। এইসব কথা নবী করিম ﷺ এর কাছে পৌঁছলে তিনি বলেন, মায়েয এমন তাওবা করেছে একদল লোকও যদি এরূপ তাওবা করে তবে তা কবুল হবে।

তাঁর এই বাণী মানুষের কাছে যখন পৌঁছল তখন তারা মায়েয সম্পর্কে সওয়াবের আশা পোষণ করেন। তারপর নবী করিম ﷺ এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হলো, তার মৃত্যুদেহ কি করবে? তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের মৃতদের সাথে যা কর তার মৃতদেহকেও তা কর। তার কাফন-দাফন কর এবং জানাযার নামায পড়।

অপর এক বর্ণনায় আছে, মায়েয ইবনে মালিক রাসূল ﷺ এর নিকট এসে যিনার স্বীকারোক্তি করল। তিনি তার কথা প্রত্যাখ্যান করেন। সে দ্বিতীয়বার এসেও যিনার স্বীকারোক্তি করলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। এভাবে তৃতীয়বার ও চতুর্থবার বলার পর নবী করিম ﷺ জিজ্ঞাসা করেন, তার বিবেকে কি সমস্যা আছে? লোকেরা বলল, না। বারীদা (রা) বলেন, তখন তিনি আদেশ দিলেন যে, তাকে অল্প পাথর ওয়ালা ভূমিতে নিয়ে গিয়ে পাথর নিক্ষেপ কর। রাবী বলেন, যখন তার মৃত্যু বিলম্ব হতে লাগল তখন সে অধিকপাথর বিশিষ্ট স্থানে গিয়ে দাঁড়াল। লোকেরা তার পিছনে পিছনে গিয়ে তাকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করল। এই ঘটনা লোকেরা রাসূল ﷺকে অবহিত করলে তিনি বলেন, তোমরা তার পিছু ছাড়লে না কেন? বুরাইদা বলেন, মায়েযের সম্প্রদায়ের লোকেরা তার দাফন এবং নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি অনুমতি প্রদান করেন এবং বলেন সে এমন তাওবা করেছে যদি একদল লোকও অনুরূপ তাওবা করে তবে কবুল হবে।

অন্য বর্ণনায় আছে, বুরাইদা (রা) বলেন, যখন নবী করিম ﷺ মায়েযকে পাথর নিক্ষেপের আদেশ দেন তখন সে অল্প পাথর বিশিষ্ট জমিতে গিয়ে দাঁড়াল। অতঃপর যখন

তার মৃত্যু বিলম্ব হতে লাগল তখন সে বেশী পাথর বিশিষ্ট জমিতে চলে গেল আর লোকেরা তার পিছনে পিছনে গিয়ে তাকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করল। এই ঘটনা রাসূল ﷺ এর নিকট পৌঁছলে তিনি বলেন, তোমরা তাকে তার রাস্তা ছেড়ে দাওনি কেন?

অপর এক বর্ণনায় আছে, মায়েয যখন পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুবরণ করল তখন তার ব্যাপারে লোকেরা মতবিরোধে লিপ্ত হয়ে গেল। কেউ বলতে লাগল সে নিজেকে নিজে হত্যা করেছে আবার কেউ বলতে লাগল মায়েয এভাবে তাওবা করেছে। এই ঘটনা রাসূল ﷺএর কাছে পৌঁছলে তিনি বলেন, মায়েয এমন তাওবা করেছে যে, যদি এরূপ তাওবা কোন কর আদায়কারীও করে, তবুও কবুল হবে অথবা একদল মানুষও করে তবে অবশ্যই কবুল হবে।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, মায়েয ইবনে মালিক রাসূল ﷺএর খেদমতে এসেছে এসময় তিনি বসা অবস্থায় ছিলেন। সে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যিনা করেছি আমাকে শাস্তি দিন। এতে তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। বুরাইদা (রা) বলেন, সে চারবার এভাবে বলেছে আর তিনি প্রত্যেকবার প্রত্যাখ্যান করতেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিতেন। চতুর্থবার তিনি বলেন, তোমরা কি তার জ্ঞানে কোন ত্রুটি লক্ষ্য করেছ? উত্তরে তারা বলেন, আমরা তো তাকে বুদ্ধিমান ও কল্যাণমূলক কাজ করে বলেই জানি। তিনি বললেন, তাকে নিয়ে যাও এবং পাথর নিক্ষেপ কর। বুরাইদা (রা) বলেন, তাকে কম কংকরময় স্থানে নিয়ে যাওয়া হলো। যখন তাকে পাথর নিক্ষেপ করা আরম্ভ হলো তখন সে ভীষণ ভয় পেল এবং সেখান থেকে দৌড়ে গিয়ে অধিক কংকরময় স্থানে পৌঁছে অবস্থান করল। সেখানে তাকে পাথর নিক্ষেপ করা হলে সে মৃত্যুবরণ করল। এই ঘটনা লোকেরা রাসূল ﷺ এর নিকট বর্ণনা করে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! যখন মায়েযের উপর পাথর নিক্ষেপ করা হলো তখন সে ভয়ে পালিয়ে যায়। একথা শুনে তিনি বললেন, তোমরা তাকে যেতে দিল না কেন? এরপর লোকজন তার ব্যাপারে মতবিরোধে লিপ্ত হয়ে গেল। একদল বলল মায়েয নিজে নিজে ধ্বংস হয়েছে এবং সে আত্মহত্যা করেছে। অপরদল বলে সে আল্লাহর দরবারে মকবুল তাওবা করেছে। এরূপ তাওবা একদল লোকও যদি করত তবে তাও কবুল হতো। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তার মৃতদেহ কি করবো? তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের মুর্দার জন্য যা কর, তার জন্যও তা কর। যেমন গোসল, কাফন, সুগন্ধি, নামাযে জানাযা এবং দাফন। আর এই হাদিসখানা বিভিন্ন সূত্রে উপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে। (তিরমিযী, ৪/৩৬/১৪২৮)

ব্যাখ্যাঃ এই হাদিসে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা বর্ণিত হয়েছে। এক. যেনাকারী নারী পুরুষ প্রত্যেকের জন্য একশ চাবুক নির্ধারণ হয়েছে– **الزانية والزانى فَاجلد واكل واحد منها مائة جلدة** আয়াত দ্বারা। এতে বিবাহিত অবিবাহিত কোন পার্থক্য করা হয়নি। কিন্তু **الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة** "বিবাহিত পুরুষ ও নারী যখন যেনা করে তখন তাদেরকে অবশ্যই পাথর নিক্ষের কর।" উম্মতের ইজমা দ্বারা আয়াতটির তিলাওয়াত রহিত হলেও এর বিধান এখনো বিদ্যমান রয়েছে। রহিত আয়াত দ্বারা বিবাহিতদের জন্য পাথর নিক্ষেপ আর অবিবাহিতদের জন্য স্পষ্ট আয়াত দ্বারা চাবুক মারা নির্ধারণ হয়েছে। পাথর নিক্ষেপের পক্ষে এমন মশহুর ও মুতাওয়াতির হাদিস রয়েছে যা **قطعى الدلالة** অলংঘণীয় নির্দেশমূলক আয়াতের উপরও অধিক ক্ষমতা রাখে। সুতরাং এটার দ্বারা মাসয়ালা সাব্যস্ত করতে কোন অসুবিধা নেই। দুই. ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেঈ (র) 'র মতে যিনাকারীকে শাস্তি প্রদানের জন্য একবার স্বীকারোক্তি নেয়াই যথেষ্ট। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আহমদ এবং কূফাবাসী সকল আলিমের মতে যিনাকারীকে শাস্তি প্রদানের জন্য চারবার স্বীকারোক্তির প্রয়োজন। তাদের শক্তিশালী দলীল হলো মায়েয ইবনে মালিকের হাদিস যা সিহাহ সিত্তাহ গ্রন্থে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত আছে। এতে বর্ণিত আছে রাসূল ﷺ অপরাধীদের কাছ থেকে চারবার স্বীকারোক্তি গ্রহণ করতেন তারপর শাস্তি প্রদানের নির্দেশ দিতেন। তিন. অপরাধীর জন্য শাস্তি কি তাওবা হিসেবে গণ্য হবে এবং এর দ্বারা গুনাহের কাফফারা হয়ে যাবে? হানাফীদের মতে ইহকালের শাস্তি দ্বারা পরকালের শাস্তি রহিত হয়না এবং গুনাহের কাফফারাও হয়না। পরকালের মুক্তির জন্য খালিস তাওবা প্রয়োজন।

٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ قَتْلِ الْـمُسْلِمِ بِالذِّمِّيِّ قِصَاصًا

٣١٧ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ رَبِيْعَةَ، عَنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، قَالَ: قَتَلَ النَّبِيُّ ﷺ مُسْلِمًا بِمُعَاهَدٍ، فَقَالَ: «أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَّى بِذِمَّتِهِ».

বাব নং ১৬১. ৬. যিম্মী হত্যার কারণে মুসলমান থেকে কিসাস নেয়া হবে

৩১৭. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা রবীয়া থেকে, তিনি ইবনে বায়লামানী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী করিম ﷺ এক (চুক্তিকৃত কাফের) যিম্মীর বদলায় একজন মুসলমানকে হত্যা করেছেন। অতঃপর বলেছেন– সর্বাদিক দায়িত্ব পালনকারীদের মধ্যে আমিই বড় দায়িত্ব পালনকারী। (বুলুগুল মারাম, ১/৪৬৪/১১৭৩)

ব্যাখ্যা: যিম্মীদের জানমালের নিরাপত্তা দান এবং তাদের হেফাযত করার দায়িত্ব মুসলমানদের উপর। এটা শরীয়তের একটি স্পষ্ট বিধান। সুতরাং তাদের মাল চুরির অপরাধে চোরের হাত কাটা হবে। তাদের নারীদের সাথে যেনাকারীর উপর যেনার শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। তাদের উপর মিথ্যা অপবাদ রটানোর কারণে শাস্তি দেয়া হবে। অতএব হাদিসে বর্ণিত কিসাসও এ ধরনের এক ঘটনার কারণে হয়েছে। আহনাফের মাযহাবও এটি।

١٦ – كِتَابُ الْـجِهَادِ

١ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ حُرْمَةِ خِيَانَةِ الْقَاعِدِيْنَ عَلَىٰ نِسَاءِ الْـمُجَاهِدِيْنَ

٣١٨ – أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «جَعَلَ اللهُ تَعَالَىٰ حُرْمَةَ نِسَاءِ الْـمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِيْنَ يَخُوْنُ أَحَدًا مِنَ الْـمُجَاهِدِيْنَ فِيْ أَهْلِهِ إِلَّا قِيْلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: اقْتَصَّ مِنْهُ، فَمَا ظَنُّكُمْ ..؟».

১৬. জিহাদ অধ্যায়

বাব নং ১৬২. ১. মুজাহিদগণের স্ত্রীদের সাথে জিহাদ থেকে বিরত থাকা লোকদের খিয়ানত করা হারাম প্রসঙ্গে

৩১৮. অনুবাদ: ইমাম আবু হানিফা আলকামা থেকে, তিনি ইবনে বুরাইদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যারা জিহাদ থেকে বিরত থাকে, আল্লাহ তায়ালা তাদের উপর মুজাহিদগণের স্ত্রীদেরকে এভাবে হারাম করেছেন, যেভাবে তাদের মাদেরকে হারাম করেছেন। যদি কোন ব্যক্তি জিহাদে না গিয়ে কোন মুজাহিদের পরিবারের সাথে খিয়ানত করে, তবে কিয়ামত দিবসে মুজাহিদগণকে বলা হবে, তুমি তার থেকে কিসাস গ্রহণ কর। (জামেউল আহাদীস লিস সুয়ূতী, ১২/১১৬/১১৫৭১)

٢ – بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْبَعْثِ بِالْـمُهِمَّاتِ

٣١٩ – أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا بَعَثَ جَيْشًا أَوْ سَرِيَّةً أَوْصَىٰ أَمِيْرَهُمْ فِيْ خَاصَّةِ نَفْسِهِ بِتَقْوَى اللهِ تَعَالَىٰ، وَأَوْصَىٰ فِيْمَنْ مَعَهُ مِنَ الْـمُسْلِمِيْنَ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ: «اغْزُوْا بِسْمِ اللهِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، قَاتِلُوْا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، لَا تَغْلُوْا، وَلَا تَغْدِرُوْا، وَلَا تُمَثِّلُوْا، وَلَا تَقْتُلُوْا وَلِيْدًا وَلَا شَيْخًا كَبِيْرًا، فَإِذَا لَقِيْتُمْ عَدُوَّكُمْ، فَادْعُوْهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَبَوْا فَادْعُوْهُمْ إِلَىٰ إِعْطَاءِ الْـجِزْيَةِ؛ فَإِنْ أَبَوْا فَقَاتِلُوْهُمْ، فَإِذَا حَاصَرْتُمْ أَهْلَ حِصْنٍ، فَأَرَادُوْكُمْ أَنْ تَنْزِلُوْا عَلَىٰ حُكْمِ اللهِ تَعَالَىٰ فَلَا تَفْعَلُوْا، فَإِنَّكُمْ لَا

تَدْرُوْنَ مَا حُكْمُ اللهِ، وَلَكِنْ أَنْزِلُوْهُمْ عَلَى حُكْمِكُمْ، ثُمَّ احْكُمُوْا فِيْهِ بِمَا بَدَا لَكُمْ، فَإِنْ أَرَادُوْكُمْ أَنْ تُعْطُوْهُمْ ذِمَّةَ اللهِ فَأَعْطُوْهُمْ ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ آبَائِكُمْ، فَإِنَّكُمْ إِنْ تُخْفِرُوْا بِدِيْنِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوْا بِذِمَّةِ اللهِ فِيْ رَقَبَتِكُمْ». وَفِيْ رِوَايَةٍ: «فَإِنْ أَرَادُوْكُمْ أَنْ تُعْطُوْهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ رَسُوْلِهِ، فَلَا تُعْطُوْهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَلَا ذِمَّةَ رَسُوْلِهِ، وَلَكِنْ أَعْطُوْهُمْ ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ آبَائِكُمْ، فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوْا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ آبَائِكُمْ أَيْسَرُ».

বাব নং ১৬৩. ২. সেনাবাহিনী প্রেরণের সময় উপদেশ প্রদান

৩১৯. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আলকামা থেকে, তিনি ইবনে বুরাইদা (রা) থেকে, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ যখন কোন বড় সৈন্যবাহিনী বা ক্ষুদ্র বাহিনী (যুদ্ধের জন্য) প্রেরণ করতেন, তখন তিনি সেনাপতিকে বিশেষ করে নিজের বেলায় আল্লাহকে ভয় করতে উপদেশ দিতেন এবং সৈনিকদের বেলায় কল্যাণ ও দয়া প্রদর্শনের জন্য ওসীয়ত করতেন। তারপর বলতেন, আল্লাহর নামে তাঁর সাহায্য নিয়ে তাঁরই সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে জিহাদ কর। যারা আল্লাহর সাথে কুফুরী করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। গণীমতের মালে খিয়ানত কর না, কোন নিহত ব্যক্তির নাক, কান কর্তন কর না, কোন শিশু ও বৃদ্ধকে হত্যা কর না। যখন তোমরা তোমাদের শত্রুর সম্মুখীন হও তখন প্রথমে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিবে। যদি তারা অস্বীকার করে তবে জিযিয়া দিতে আহ্বান করবে। যদি এতেও তারা অস্বীকার করে তবে তাদের সাথে যুদ্ধ কর। যখন তোমরা কোন দুর্গবাসীকে অবরোধ কর আর তারা যদি চায় যে, তোমরা আল্লাহর নির্দেশে অবতরণ কর, তবে এরূপ কর না। কেননা আল্লাহর হুকুম কি তোমরা জাননা। বরং তোমাদের আদেশে তাদেরকে অবতরণ করাও, তারপর তোমাদের বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী তাদের ব্যাপারে ফায়সালা কর। আর তারা যদি তোমাদের নিকট কামনা করে যে, তোমরা তাদেরকে আল্লাহর যিম্মায় ছেড়ে দেবে, তাহলে তোমরা তাদেরকে তোমাদের ও তোমাদের পূর্বপুরুষদের যিম্মায় (দায়িত্বে) নিয়ে নাও। কেননা আল্লাহর যিম্মা ত্যাগ করার চেয়ে নিজের যিম্মা ত্যাগ করা নিজেদের উপর অনেক সহজ।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, যদি তারা তোমাদের নিকট চায় যে, তোমরা তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ এর যিম্মায় ছেড়ে দেবে, তবে তোমরা তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের যিম্মায় ছেড়ে দিওনা। বরং তোমরা তোমাদের এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদের যিম্মায় ছেড়ে দিও। কেননা, তোমাদের এবং তোমাদের পূর্বপুরুষের যিম্মা ত্যাগ করা (আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের যিম্মা ত্যাগ করার চেয়ে) অনেক সহজ। (আল মু'জামুল আওসাত, ২/১১৫/১৪৩১)

٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْـمُثْلَةِ

٣٢٠ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيْـهِ، أَنَّ رَسُـوْلَ اللهِ ﷺ نَـهَىٰ عَـنِ الْـمُثْلَةِ.

বাব নং ১৬৪. ৩. নাক-কান কর্তন করা নিষেধ

৩২০. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আলকামা থেকে, তিনি ইবনে বুরাইদা থেকে, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ (যুদ্ধে নিহত শত্রুদের) নাক-কান কর্তন করতে নিষেধ করেছেন। (তাহাভী, ৩/১৮৩/৪৬৪২)

ব্যাখ্যাঃ কেননা এটা অত্যন্ত নির্দয়, নির্মম, নিষ্ঠুর, হিংস্র ও পশুত্বের কাজ। ইসলাম হলো শান্তি ও মানবতার ধর্ম। এতে মুসলমান তথা নিহত ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তন করে বিকৃতি করার অনুমতি নেই। বরং কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

٣٢١ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ حَمَّادٍ، وَأَبِيْهِ وَالْقَاسِمِ بْنِ مَعْـنٍ وَعَبْـدِ الْـمَلِكِ عَـنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ، قَالَ: عُرِضْنَا عَلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَوْمَ قُرَيْظَـةَ فَـأَمَرَ بِقَتْـلِ كِبَـارِهِمْ وَسَـبْيِ صِغَارِهِمْ، فَمَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ، وَمَنْ لَـمْ يُنْبِتِ اسْتَحَىٰ مِنْهُ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: انْظُرُوْا، فَإِنْ كَانَ أَنْبَتَ فَاضْرِبُوْا عُنُقَهُ، فَوَجَدُوْنِيْ لَـمْ أُنْبِتْ، فَخَلَّى سَـبِيْلِيْ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: قَالَ: كُنْتُ فِيْ سَبْيِ قُرَيْظَةَ فَعُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، «فَنَظَرُوْا فِيْ عَانَتِيْ، فَوَجَدُوْنِيْ لَـمْ أُنْبِتْ، فَالْـحَقُوْنِيْ بِالسَّبْيِ.

৩২১. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা ইসমাঈল ইবনে হাম্মাদ থেকে, তিনি তার পিতা এবং কাসেম ইবনে মা'ন ও আবদুল মালিক থেকে, তারা আতিয়্যা কুরাযী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, কুরাইযার যুদ্ধে আমাদেরকে রাসূল ﷺ এর সামনে পেশ করা হয়। তিনি দাঁড়িয়ে বড়দেরকে হত্যা করতে এবং ছোটদেরকে গোলাম বানিয়ে রাখতে আদেশ প্রদান করেন। অতঃপর যার নাভীর নীচে লোম গজিয়েছে, তাকে হত্যা করা হয় আর যার গজায়নি তাকে ছেড়ে দেয়া হয়।

অপর এক বর্ণনা বর্ণিত আছে, আতিয়্যা (রা) বলেন, আমাকে নবী করিম ﷺ এর সামনে পেশ করা হয়। তখন তিনি বলেন, তোমরা দেখ যদি তার লোম গজিয়ে থাকে তবে তার গর্দান কেটে দাও। তারা আমাকে দেখল যে লোম গজায়নি তাই আমাকে ছেড়ে দেয়া হয়।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন, বণী কুরাইযার যুদ্ধ বন্দীদের মধ্যে আমিও ছিলাম। আমাকে নবী করিম ﷺ এর সামনে পেশ করা হলে তারা আমাকে দেখলেন। তারা

আমাকে লোম না গজানো পেয়েছে। সুতরাং তারা আমাকে বন্দীদের সাথে যুক্ত করে দেয়। (সহীহ ইবনে হিব্বান, ১১/১০৩/৪৭৮০)

٣٢٢ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: وَابْنُ أَبِيْ لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ قُتِلَ فِي الْخَنْدَقِ، فَأَعْطَى الْمُشْرِكُوْنَ بِجِيْفَتِهِ مَالًا فَنَهَاهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ.

৩২২. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা ও ইবনে আবি লায়লা হাকাম থেকে, তারা মিকসাম থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন খন্দকের মধ্যে একজন মুশরিককে হত্যা করা হয়। তখন মুশরিকরা ঐ লাশের বিনিময়ে প্রচুর ধনসম্পদ দিতে চাইলে রাসূল ﷺ এটা থেকে নিষেধ করেছেন।

ব্যাখ্যাঃ সম্পদের বিনিময়ে লাশ বিক্রি করা অত্যন্ত ঘৃণিত ও দোষণীয় কাজ। তাই রাসূল ﷺ এ কাজ থেকে ধাধা দেন এবং এটাকে তিনি পছন্দ করেননি।

٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُبَاعَ الْخُمُسُ حَتَّى يُقْسَمَ

٣٢٣ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ أَنْ يُبَاعَ الْخُمْسُ حَتَّى يُقَسَّمَ.

বাব নং ১৬৫. ৪. বন্টন করার পূর্বে একপঞ্চমাংশ বিক্রি করা নিষেধ

৩২৩ অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা নাফে থেকে, তিনি ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ খায়বারের যুদ্ধের দিন গনীমতের মাল বন্টনের পূর্বে এক পঞ্চমাংশ বিক্রি করা থেকে নিষেধ করেছেন। (বায়হাকী কুবরা, ৯/১২৫/১৮০৮৩)

ব্যাখ্যাঃ কেননা গনীমতের মাল বন্টনের পূর্বে কেউ মালিক হয়না। আর মালিকানা সাব্যস্ত না হলে বিক্রিও জায়েয হবে না।

٣٢٤ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُقَسِّمْ شَيْئًا مِنْ غَنَائِمِ بَدْرٍ إِلَّا بَعْدَ مَقْدِمِهِ بِالْمَدِيْنَةِ.

৩২৪. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা মিকসাম থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ বদর যুদ্ধে প্রাপ্ত গণীমতের কোন মাল মদীনা গমনের পূর্বে বন্টন করেননি।

ব্যাখ্যাঃ ইমাম আবু হানিফা (র)'র মতে কোন বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া গণীমতের মাল দারুল হারবে বণ্টন করা জায়েয নেই। কারণ তাঁর মতে যতক্ষণ দারুল ইসলামে না পৌছবেন ততক্ষণ গণীমতের মালে মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় না। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেঈ ও মালিক (র)'র মতে যেহেতু সেখানেই মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় বিধায় বণ্টন করা জায়েয।

١٧ - كِتَابُ الْبُيُوْعِ

١ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ

٣٢٥ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ، يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، يَقُوْلُ: «الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَ ذَلِكَ مُشَبَّهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ».

১৭. ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়

বাব নং ১৬৬. ১. সন্দেহভাজন বস্তু থেকে বেঁচে থাকা

৩২৫.অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাসান থেকে, তিনি শা'বী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি নু'মানকে মিম্বরের উপর এটা বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, হালালও স্পষ্ট হারামও স্পষ্ট। এ দু'টির মধ্যখানে অনেক সন্দেহজনক বস্তু রয়েছে, যেগুলোকে অনেক লোকই জানে না। সুতরাং যারা সন্দেহজনক বস্তু থেকে বেঁচে থাকে তারা তাদের দীন ও সম্মান রক্ষা করল। (জামেউল উসুল, ১০/৫২২/৮১৩৩)

ব্যাখ্যাঃ উপরোক্ত হাদিস খানা সম্পূর্ণ দ্বীনে ইসলামের একটি সংক্ষিপ্তসার এবং তাকওয়ার একটি উচ্চতম মাপকাঠি প্রতিষ্ঠা করে। অর্থাৎ কোন বস্তু হালাল ও কোন বস্তু হারাম তা পবিত্র কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে ইসলামে উল্লেখ আছে। সন্দেহজনক হলো যা হালাল ও হারামের মধ্যবর্তী বস্তু যা অস্পষ্টতার কারণে হালালও হতে পারে আবার হারামও হতে পারে। এ ক্ষেত্রে হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী অধিক সাবধানতা ও তাকওয়া হচ্ছে মুসলমানের এরূপ সন্দেহজনক বস্তু থেকেও বেঁচে থাকা। যাতে পাপের সম্ভাবনা থেকেও বেঁচে থাকা যায়।

٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي اللَّعْنِ عَلَى الْخَمْرِ وَمُتَعَلِّقِيْهَا

٣٢٦ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، قَالَ: لُعِنَتِ الْخَمْرُ، وَعَاصِرُهَا، وَسَاقِيْهَا، وَشَارِبُهَا، وَبَائِعُهَا، وَمُشْتَرِيْهَا».

বাব নং ১৬৭. ২. মদ ও এর সাথে সম্পর্কিতদের উপর অভিশাপ

৩২৬. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি সাঈদ ইবনে জুবাইর থেকে, তিনি ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মদ, মদ প্রস্তুতকারী, মদ পরিবেশনকারী, মদ পানকারী এবং মদ ক্রয় ও বিক্রয়কারীর উপর লা'নত তথা অভিশাপ করা হয়েছে। (জামেউল আহাদীস, ৩৬/৪৭১/৩৯৮১২)

ব্যাখ্যাঃ মদ যেহেতু সুস্পষ্ট দলীল দ্বারা সম্পুর্ণ হারাম তাই এর সাথে সম্পৃক্ত সবাই লা'নতের অধিকারী হয়ে অভিশপ্ত হবে।

٣٢٧ – حَمَّادٌ: عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، أَوِ سَأَلَهُ أَبُوْ كَثِيْرٍ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ، فَقَالَ: قَاتَلَ اللهُ الْيَهُوْدَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمُ فَحَرَّمُوْا أَكْلَهَا، وَاسْتَحَلُّوْا بَيْعَهَا، وَأَكَلُوْا أَثْمَانَهَا، وَإِنَّ الَّذِيْ حَرَّمَ الْخَمْرَ حَرَّمَ بَيْعَهَا وَأَكْلَ ثَمَنِهَا.

৩২৭. অনুবাদঃ হাম্মাদ তার পিতা থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইবনে কায়েস থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি ইবনে ওমর (রা)'র কাছে জিজ্ঞাসা করি অথবা আবু কাসীর (রা) তাঁর নিকট মদ বিক্রির সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালা ইহুদীদেরকে হত্যা করেছেন। যখন তাদের জন্য চর্বি হারাম করা হয়, তখন তারা তা খাওয়া হারাম মনে করে কিন্তু তা বিক্রি করাকে তারা হালাল সাব্যস্ত করে এবং বিক্রয়লব্দ মূল্য ভক্ষণ করেছে। অথচ তিনি মদ হারাম করেছেন তিনি এর বিক্রি এবং মূল্যও হারাম করেছেন। (মুসনাদে আহমদ, ১/২৪৪/২১৯০)

ব্যাখ্যাঃ বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা ইহুদীদের উপর লা'নত বর্ষণ করেন। কারণ আল্লাহ যখন তাদের উপর চর্বি হারাম করেন তখন তারা এটাকে গলিয়ে বিক্রি করে এর মূল্য গ্রহণ করে, মূলত এটা একটা কৌশল। চর্বিকে গলিয়ে এর আকৃতি পরিবর্তন করে তারা মনে করে এখন এর বিধানও পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। নাউযুবিল্লাহ, এটা কত বড় অসততা ও প্রতারণা এরং আল্লাহর বিধানের অমর্যাদা। আবু দাউদ শরীফে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন, আল্লাহ যখন কোন জাতির উপর কোন বস্তু হারাম করেন, তখন এর মূল্যও হারাম করেন। হারামের এই মূলনীতি সর্বত্র প্রচলন আছে। সুতরাং এরূপ মিথ্যা ও জঘন্য প্রতারণার মাধ্যমে আল্লাহর বিধান অমান্য করা হলো সুস্পষ্ট গোমরাহী।

٣ – بَابُ مَا جَاءَ فِي اللَّعْنِ عَلَى اٰكِلِ الرِّبَا

٣٢٨ – أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ ﷺ، قَالَ: لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ.

বাব নং ১৩৬. ৩. সুদ খোরের উপর অভিশাপ

৩২৮. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আবু ইসহাক থেকে, তিনি হারিস থেকে, তিনি হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, সুদ গ্রহণকারী ও সুদ প্রদানকারীর উপর রাসূল ﷺ অভিশাপ দিয়েছেন। (বুখারী, ৫/২২২২/৫৬১৭)

ব্যাখ্যা: ইমাম আহমদ, দারে কুতনী, তিবরানী আওসাত ও কবীরে আব্দুল্লাহ ইবনে হানযালা থেকে মারফু হাদিস বর্ণনা করেন যে, জেনে শুনে এক দিরহাম সমান সুদ খেলে, ছত্রিশটি যিনার চেয়ে বড় অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। বায়হাকী শুআবুল ঈমান কিতাবে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে এ বাক্যটিও বেশী আছে, যে ব্যক্তি হারামের মালের দ্বারা দেহের গোশত বানিয়েছে সে আগুনে নিমজ্জিত হওয়ার উপযোগী হবে। মুসলিম শরীফসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, সুদখোর, সুদদাতা, সুদের লেখক ও সাক্ষ্যদানকারীর উপর রাসূল ﷺ অভিশাপ দিয়েছেন।

ইসলামী শরীয়তে সুদকে ধর্মীয় ও সামাজিক সর্বনাশা ব্যাধি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এর বিরুদ্ধে আল্লাহ ও রাসূল ﷺ এর পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। তারা জিন গ্রস্থ রোগীর মত উম্মাদ ও দিশাহারা অবস্থায় কিয়ামতের ময়দানে দাঁড়াবে। সুতরাং সকল মুসলমান একমত যে, সুদ বেশী হোক বা কম হোক তা হারাম।

٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّبَا فِي النَّسِيْئَةِ

٣٢٩ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﷺ، قَالَ: إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيْئَةِ، وَمَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ.

বাব নং ১৬৯.৪. ঋণের সুদ

৩২৯. অনুবাদ: ইমাম আবু হানিফা আতা থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে, তিনি উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ঋণের সুদই প্রকৃত সুদ তবে নগদ লেন-দেনে কোন দোষ নেই। (কানযুল উম্মাল, ৪/১১৫/৯৮১৪/৯৮১৬)

٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّبَا فِي الْأَشْيَاءِ السِّتَّةِ بِالْفَضْلِ

٣٣٠ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفَضْلُ رِبًا، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالْفَضْلُ رِبًا، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفَضْلُ رِبًا، وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفَضْلُ رِبًا، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفَضْلُ رِبًا». وَفِيْ رِوَايَةٍ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ يَدًا بِيَدٍ، وَالْفَضْلُ رِبًا، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ كَيْلًا بِكَيْلٍ يَدًا بِيَدٍ، وَالْفَضْلُ رِبًا، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ كَيْلًا بِكَيْلٍ، وَالْفَضْلُ رِبًا».

বাব নং ১৭০. ৫. ছয়টির বস্তুর মধ্যে বেশী নেওয়া সুদ

৩৩০. অনুবাদ: ইমাম আবু হানিফা আতিয়্যা থেকে, তিনি আবু সাঈদ খুদুরী (রা) থেকে, তিনি নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, স্বর্ণের পরিবর্তে স্বর্ণ সমান সমান

হলে জায়েয, অতিরিক্ত হলে সুদ, রূপার পরিবর্তে রূপা সমান সমান হলে জায়েয, অতিরিক্ত হলে সুদ। খেজুরের পরিবর্তে খেজুর ওযনে সমান সমান হলে জায়েয, অতিরিক্ত হলে সুদ। যবের পরিবর্তে যব সমান সমান হলে জায়েয, অতিরিক্ত হলে সুদ।

অন্য বর্ণনায় আছে, স্বর্ণের পরিবর্তে স্বর্ণ ওযনে সমান ও নগদে হলে জায়েয, অতিরিক্ত হলে সুদ। গমের পরিবর্তে গম ওযনে ও নগদে অতিরিক্ত হলে সুদ, খেজুরের পরিবর্তে খেজুর ওযনে সমান এবং লবণের পরিবর্তে লবণ ওযনে সমান হলে জায়েয এর অতিরিক্ত হলে সুদ। (শরহে মাআনিউল আসার, ৪/৪/৫০৭৩)

ব্যাখ্যাঃ- রিবা শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো সাধারণ বৃদ্ধি বা অতিরিক্ত। শরীয়তের পরিভাষায় সুদ বলা হয়: **زيادة ياخذها المقرضُ من المستقرض مقابل الاجل** ঋণদাতা ঋণ গ্রহীতা থেকে সময়ের বিনিময়ে অতিরিক্ত গ্রহণ করাকে সুদ বলা হয়। (আল্লামা সাবুনী, রাওয়ায়েউল বয়ান)

সুদ মূলত 'দু' প্রকার ঃ- এক **النسيئة** : নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য কারো থেকে অতিরিক্ত পরিশোধের শর্তে ঋণ নেয়াকে নাসিয়্যাহ বলা হয়। বর্তমানে প্রচলিত ব্যাংকের লেন-দেন এ প্রকারের সুদ।

দুই. **الفضل**: কোন বস্তুকে অনুরূপ বস্তুর নিনিময়ে একপক্ষ কিছু অতিরিক্ত করার সাথে ক্রয়-বিক্রয় করা। যেমন এক কেজি গম, দুই কেজি গমের বিনিময়ে বিক্রি করা। এ প্রকারের সুদের শরয়ী বিধান হলো- (**جنس**) জিনস যদি এক হয়, তাহলে কম-বেশী ও বাকী উভয় ভাবে বিক্রি নিষেধ। আর যদি জিনস ভিন্ন হয় তাহলে কম বেশী করে বিক্রি করা যাবে; কিন্তু বাকীতে বিক্রি নিষেধ। কেননা রাসূল ﷺ এরশাদ করেন-

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زادا واستزاد فقد اربى الاخذ والمعطى فيه سواء-

"স্বর্ণ স্বর্ণের বিনিময়ে, রূপা রূপার বিনিময়ে, গম গমের বিনিময়ে, যব যবের বিনিময়ে, খেজুর খেজুরের বিনিময়ে, এবং লবণ লবণের বিনিময়ে বিক্রি করা হলে সমান সমান ও নগদ হতে হবে। যদি কেউ কম বেশী নেয় তবে সে সুদের লেন-দেন করল। এ ক্ষেত্রে গ্রহীতা ও দাতা উভয়ের অপরাধ সমান।"[১৯৪] হযরত উবাদা ইবনে সাবিত (রা) থেকেও বর্ণিত আছে যে, উপরোক্ত ছয়টি বস্তু সমান সমান ও নগদ হলে বিক্রি করা জায়েয। যদি

১৯৪. ইমাম মুসলিম (র), (২৬১ হি), মুসলিম শরীফ, সূত্রঃ মিশকাত শরীফ, পৃ. ২৪৪

এসব বস্তুর মধ্যে জিনসের পরিবর্তন হয় তখন নগদ মূল্যে যেভাবে ইচ্ছে বেচা-কেনা করতে পারবে।

এখানে প্রণিধান যোগ্য যে, সুদ হারাম হওয়ার বিধান উপরোক্ত ছয়টি বস্তুর সাথে নির্দিষ্ট নয়। বরং এই ছয় প্রকার বস্তুর ন্যায় আরো যত বস্তু রয়েছে সবগুলোর মধ্যে এই বিধান সমভাবে প্রযোজ্য হবে যদি উভয়ের মধ্যে জিনস (جنس) ও পরিমাণ (قدر) বিদ্যমান থাকে। কোন বস্তুতে উক্ত বৈশিষ্ট দু'টির কোন একটি বিদ্যমান না থাকলে লেন দেনে কম বেশী হলেও তা সুদ হবে না।

٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ اِشْتِرَاءِ الْعَبْدَيْنِ بِعَبْدٍ

٣٣١ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ﷺ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اشْتَرَىٰ عَبْدَيْنِ بِعَبْدٍ.

বাব নং ১৭১. ৬. একটি গোলামের বিনিময়ে দু'টি গোলাম ক্রয় করা

৩৩১.অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আবু যুবাইর থেকে, তিনি জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি গোলামের বিনিময়ে দু'টি গোলাম ক্রয় করেছেন।

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ এই ক্রয় বিক্রয় নগদ হয়েছে, ধার এবং ওয়াদার উপর হয়নি। এটি পূর্বে উল্লেখিত বর্ণনা অনুযায়ী বৈধ। কেননা এখানে বিনিময়কৃত দু'টি বস্তুই একই জিনস এবং এদের মধ্যে قدر বা পরিমাণও নেই। গোলাম পরিমাপকৃত বস্তুও নয় আবার ওযনকৃতও নয়। এটা যেন পূর্বে বর্ণিত পদ্ধতি যাতে রিবা ফযল জায়েয এবং নাসিয়্যা হারাম।

٣٣٢ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنِ اشْتَرَىٰ طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّىٰ يَسْتَوْفِيَهُ».

৩৩২.অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আমর ইবনে দীনার থেকে, তিনি তাউস থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে, তিনি নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি খাদ্যশস্য ক্রয় করবে, সে যেন সম্পূর্ণ গ্রহণ না করা পর্যন্ত তা বিক্রি না করে। (ইত্তেহাফ, ৩/২৯৬/২৭৬৭)

ব্যাখ্যাঃ বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, নবী করিম ﷺ খাদ্যশস্যকে অধিকারে বা মালিকানায় আসার পূর্বে বিক্রি করতে নিষেধ করেন। ইমাম মালিক (র)'র মতে খাদ্যশস্য ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্য অধিকারের পূর্বে বিক্রি করা জায়েয। ইমাম আহমদ (র) এই বিধানকে প্রত্যেক পরিমাপের বস্তুর উপর কার্যকর মনে করেন। ইমাম শাফেঈ (রা)'র মতে যে কোন বস্তু অধিকার ব্যতীত বিক্রি জায়েয নয়। ইমাম আবু হানিফা (রা) প্রত্যেক স্থানান্তর যোগ্য বস্তুকে এ বিধানের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন এবং জমি বিক্রি জায়েয

মনে করেন। তিনি দলীল হিসেবে রাসূল ﷺএর বাণী: **حتى يستوفيه** পেশ করেন। অর্থাৎ অধিকারের সম্পর্ক স্থাবর বস্তুর সাথে, অস্থাবর বস্তুর সঙ্গে নয়। অথবা বুখারী শরীফে ইবনে ওমর (রা) বর্ণিত হাদীস: **نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعه فى مكانه حتى ينقلوه** "রাসূল ﷺ খাদ্যশস্য স্থানান্তর না করে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।"[১৯৫]

٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

٣٣٣ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.

বাব নং ১৭২. ৭. প্রতারণামূলক বিক্রি থেকে নিষেধাজ্ঞা

৩৩৩. অনুবাদ: ইমাম আবু হানিফা নাফে থেকে, তিনি ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ প্রতারণামূলক বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। (তিরমিযী, ৩/৫৩২/১২৩০)

ব্যাখ্যা: আল্লামা ইমাম নববী (র) বলেন, ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়ের মধ্যে এ হাদিস একটি মুলনীতির মর্যাদা রাখে। তাই ইমাম মুসলিম (র) ঐ অধ্যায়ে হাদিসটিকে প্রথমে উল্লেখ করেছেন এবং এ হাদিসের উপর অনেক মাসয়ালা নির্ভর করে। এ হাদিস হালাল-হারামের একটি সামগ্রিক মূলনীতি এবং বৈধ-অবৈধ ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে একটি সীমারেখা অঙ্কন করেছে। যে সমস্ত ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে প্রতারণা হয় তা সম্পূর্ণ হারাম আর যাতে এরূপ হয়না তা নিঃসন্দেহে হালাল। অথবা এটাও বলা যায় যে, এ হাদিস এমন একটি কষ্টিপাথর বা মানদণ্ড, যা দ্বারা ক্রয়-বিক্রয়ের বৈধ-অবৈধ পরীক্ষা করা যায়। যেমন পলায়নকারী গোলামের বিক্রয়, অস্তিত্বহীন ও অবর্তমান বস্তুর বিক্রয়, অজ্ঞাত বস্তুর বিক্রয়, অথবা এমন বস্তু বিক্রয় করা বা সোর্পদ করা আয়ত্বের বাইরে, অথবা যে বস্তুর উপর বিক্রেতার পরিপূর্ণ অধিকার নাই। অথবা পানির মাছ, পশুর স্তনের দুধ, পশুর পেটের বাচ্চা বিক্রয় করা। অথবা এরূপ বলে বিক্রয় করা- এসব ছাগলের মধ্যে কোন একটি বিক্রি করতেছি বা কাপড় সমূহের মধ্যে কোন একটি কাপড় বিক্রি করতেছি- ইত্যাদি পদ্ধতিতে বিক্রয় করা উল্লেখিত মূলনীতির আলোকে অবৈধ।

٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْـمُزَابَنَةِ وَالْـمُحَاقَلَةِ

٣٣٤ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْـمُزَابَنَةِ وَالْـمُحَاقَلَةِ.

---

১৯৫. ইমাম বুখারী (র), (২৫৬ হি), বুখারী শরীফ, খণ্ড. ২, পৃ. ৭৫৯, হাদীস নং ২০৫৯, বৈরুত

বাব নং ১৭৩. ৮. মুযাবানা ও মুহাকালা বিক্রি নিষিদ্ধ

৩৩৪. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আবু যুবাইর থেকে, তিনি জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ আনসারী থেকে, তিনি নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি মুযাবানা ও মুহাকালাহ বিক্রয় নিষেধ করেছেন। (বুখারী, ২/৭৬৩/২০৭৫)

ব্যাখ্যাঃ মুযাবানা, বৃক্ষের কাঁচা খেজুরকে কর্তিত শুকনো খেজুরের বিনিময়ে অনুমানের ভিত্তিতে বিক্রি করাকে মুযাবানা বলা হয়। এটা নিষিদ্ধ।

মুহাকালাহঃ খোসার ভিতর রক্ষিত ফসলকে গমের বিনিময়ে বিক্রি করা, এটাও নিষিদ্ধ। এ উভয় পদ্ধতির ক্রয়-বিক্রয়ে প্রতারণা বিদ্যমান। কেননা এতে বিক্রিত দ্রব্য অজ্ঞাত বিধায় প্রতারণার সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া এগুলো জাহেলী যুগের প্রথা তাই বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ اِشْتِرَاءِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يُشْقِحَ

٣٣٥ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ﷺ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُشْتَرَى ثَمَرَةٌ حَتَّى يُشْقِحَ.

বাব নং ১৭৪. ৯. ফল লাল বা হলুদ না হওয়া পর্যন্ত ক্রয় করা নিষিদ্ধ

৩৩৫. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আবু যুবাইর থেকে, তিনি জাবির (র) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ ফল লাল বা হলুদ না হওয়া পর্যন্ত ক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। (মুসনাদে আবি আওয়ানা, ৩/২৮৯/৫০১১)

٣٣٦ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ جَبَلَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوْ صَلَاحُهُ.

৩৩৬. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা জাবালা থেকে, তিনি ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বৃক্ষের ফল পুষ্ট ও পরিপক্ক হওয়ার পূর্বে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। (বায়হাকী কুবরা, ৬/২৪/১০৮৯৫)

ব্যাখ্যাঃ বৃক্ষের উপর কাঁচা অবস্থায় খেজুর বিক্রি করা জায়েয নয়। তবে খাওয়ার উপযুক্ত তথা পাকার পর কর্তন করে বিক্রি করলে কোন অসুবিধা নেই। কেননা ফল পরিপক্ক হওয়ার পূর্বে ক্রয় করলে এক পক্ষ ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

٣٣٧ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِذَا طَلَعَ النَّجْمُ رُفِعَتِ الْعَاهَاتُ» يَعْنِي الثُّرَيَا.

৩৩৭. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আতা থেকে, তিনি আবু হোরাইরা (রা) থেকে, তিনি নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যখন তারকা (সুরাইয়া) উদিত হয় তখন ফলের উপর থেকে বিপদ দূরীভূত হয়ে যায়। (মুসনাদে আহমদ, ১৪/১৯২/৮৪৯৫)

ব্যাখ্যাঃ হিজায শহরে গ্রীষ্মকালের প্রারম্ভে সুরাইয়া নামক একটি তারকা ফজরের সাথে সাথে উদিত হয়। এটা যেন ফল সমূহের বিপদ কেটে যাওয়ার আলামত এবং ফলসমূহ পূর্ণতায় পৌঁছার প্রধান লক্ষণ।

١٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْاِشْتِرَاطِ مِنَ الْـمُشْتَرِيْ

٣٣٨ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا، أَوْ عَبْدًا لَهُ مَالٌ، فَالثَّمَرَةُ وَالْـمَالُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْـمُشْتَرِيْ». وَفِيْ رِوَايَةٍ: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَالْـمَالُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْـمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا، فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْـمُبْتَاعُ».

বাব নং ১৭৫. ১০. ক্রেতার পক্ষ থেকে শর্ত আরোপের বর্ণনা

৩৩৮. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আবু যুবাইর থেকে, তিনি জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে তিনি নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি যদি তা'বীর কৃত (প্রজননকৃত) খেজুরবৃক্ষ কিংবা সম্পদশালী গোলাম বিক্রি করে তবে ফল এবং সম্পদ বিক্রেতার জন্য সাব্যস্ত হবে। তবে ক্রেতা যদি শর্ত করে থাকে, (তবে ভিন্নকথা)

অন্য বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি এমন গোলাম বিক্রি করে যার সম্পদ আছে, তবে ঐ সম্পদ বিক্রেতার হবে। কিন্তু ক্রেতা যদি কোন শর্তারোপ করে থাকে।

যে ব্যক্তি প্রজননকৃত খেজুরবৃক্ষ বিক্রি করে তাহলে এর ফলের মালিক হবে বিক্রেতা, তবে ক্রেতা যদি কোন শর্তারোপ করে থাকে। (মুসান্নিফে ইবনে আবি শায়বা, ৭/১১৩/২২৯৬৭)

ব্যাখ্যাঃ মুয়াব্বার বলা হয়- প্রজননকৃত বৃক্ষকে আরবের লোকেরা মনে করত যে, খেজুর গাছের মধ্যে স্ত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গ আছে। তারা স্ত্রীলিঙ্গ গাছকে ছিড়ে এর ভিতর পুংলিঙ্গ গাছের গাবা লাগিয়ে দেয়। ফলে গাছে ফলন বেশী হয়। এই পদ্ধতিকে আরবীতে তা'বীর বলা হয়।

١١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ السَّوْمِ عَلَى السَّوْمِ

٣٣٩ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَمَّنْ لَا أَتَّهِمُ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْـخُدْرِيِّ، وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيْهِ، وَلَا يَنْكِحُ عَلَى خِطْبَةِ

أَخِيْهِ، وَلَا تُنْكَحُ الْـمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا خَالَتِهَا، وَلَا تَسْأَلُ الْـمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، لِتَكْفَأَ مَا فِيْ صَحْفَتِهَا، فَإِنَّ اللهَ هُوَ رَازِقُهَا، وَلَا تَبَايَعُوْا بِإِلْقَاءِ الْحَجَرِ، وَإِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَجِيْرًا فَأَعْلِمْهُ أَجْرَهُ».

বাব নং ১৭৬. ১১. দরের উপর দর করা নিষিদ্ধ

৩৩৯. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি আবু সাঈদ খুদরী (রা) ও আবু হোরায়রা (রা) থেকে, তারা নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি এরশাদ করেন, কোন ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের দরের উপর দর না করে এবং তার ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয়। আর এমন নারীকে বিবাহ করবেনা যার ফুফু ও খালা তার স্ত্রী। কোন নারী যেন তার বোনের তালাকের কামনা না করে, যাতে তার বরতন বা পেয়ালার বস্তু নিজের মধ্যে ফিরে আসে। কেননা তার রিযিকদাতা আল্লাহ। আর তোমরা পাথর ঢেলে বিক্রি করনা, এবং যখন শ্রমিক নিয়োগ কর, তখন তার পারিশ্রমিক তাকে জানিয়ে দাও। (সহীহ ইবনে হিব্বান, ৯/৩৫২/৪০৪৬)

ব্যাখ্যাঃ হাদিসের প্রথমে দরের উপর দর করা নিষেধ করা হয়েছে। এর পদ্ধতি হলো দু' ব্যক্তির মধ্যে কোন দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়েছে এবং মূল্য নির্ধারণও হয়েছে শুধু লেন-দেন বাকী আছে, এ সময় অন্য কেউ এসে ঐ দ্রব্যের দরদাম করে তার ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ে বিঘ্ন সৃষ্টি করা জায়েয নয়। তবে যদি ক্রয়-বিক্রয়ের কথা চুড়ান্ত না হয়ে থাকে তবে দরদাম করা বৈধ। সুতরাং নিলামে বিক্রি জায়েয আছে।

দ্বিতীয়ত ঃ কারো বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব দেওয়া বৈধ নয় যখন উভয় পক্ষের মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে শুধু আকদ বাকী আছে। তবে উভয় পক্ষ সম্মত না হলে অন্য কেউ প্রস্তাব দিলে কোন অসুবিধা নেই।

তৃতীয়ত ঃ কোন অপরিচিত নারী অন্য কোন নারীর সুখ-সাচ্ছন্দ প্রত্যক্ষ করে হিংসার বশবর্তী হয়ে তার স্বামীকে উদ্বুদ্ধ করা যে, সে তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে যেন তাকেই বিবাহ করে। যাতে ঐ স্ত্রীর যাবতীয় খোরপোষ ও যাবতীয় আসবাবপত্র তার অধিকারে চলে আসে। এটা জায়েয নয়।কেননা রিযিক দাতা তো আল্লাহ। সুতরাং রিযিকের আশায় বা দরিদ্রতার ভয়ে এরূপ করা অনুচিত।

٣٤٠ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ مَعْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «اشْتَرُوْا عَلَى اللهِ»، قَالُوْا: وَكَيْفَ ذَلِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: «تَقُوْلُوْنَ: بِعْنَا إِلَى مَقَاسِمِنَا وَمَغَانِمِنَا».

৩৪০.অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা মা'ন ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে, তিনি নবী করিম ﷺ থেকে

বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তোমরা আল্লাহর উপর ভরসা করে ক্রয় কর। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন- হে আল্লাহর রাসূল! এটা কিভাবে? তিনি বলেন, তোমরা বল যে, আমরা ক্রয় করেছি আমাদের সম্পদ বন্টন হওয়া ও গণিমতের মাল পাওয়া পর্যন্ত।

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ সন্দেহযুক্ত ও অনিশ্চিত অবস্থা বা ঘটনার সাথে ক্রয়-বিক্রয়কে ঝুলন্ত রেখ না। কেননা এটা অজ্ঞাত বস্তু বিক্রি করার ন্যায় হয়ে যায় যা শরীয়তে নিষিদ্ধ।

١٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِيْ ثِمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ

٣٤١ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنِ الْـهَيْثَمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، قَالَ: رَخَّصَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ ثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ.

বাব নং ১৭৭. ১২. শিকারী কুকুরের মূল্য গ্রহণের অনুমতি

৩৪১. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হায়শাম থেকে, তিনি ইকরামা থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ শিকারী কুকুরের মূল্য গ্রহণের অনুমতি দিয়েছেন। (নাসাঈ কুবরা, ৩/১১৫/৪৮০৬)

ব্যাখ্যাঃ ইমাম শাফেঈ (র)'র মতে কুকুর শিকারী হোক বা না হোক এর ক্রয়-বিক্রয় জায়েয নয়। তিনি হাদিস ও কিয়াস দ্বারা তাঁর স্বপক্ষে দলীল পেশ করেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করিম ﷺ কুকুরের মুল্য, ব্যাভিচারিনী নারীর মজুরী এবং গণকের পারিশ্রমিক প্রধানের ব্যাপারে নিষেধ করেছেন। আর কিয়াস দ্বারা তিনি বলেন, কুকুর মৌলিক ভাবে অপবিত্র, আর অপবিত্র ও ময়লা ঘৃণার উদ্রেক করে, অথচ বিক্রয় সম্মান ও মর্যাদা প্রকাশ করে। সুতরাং এ দু'টি একত্র হবে কিভাবে? তাই এটা বিক্রয় বৈধ নয়।

ইমাম আবু হানিফা (র)'র মতে এই সাধরণ নিষেধাজ্ঞা দ্বারা, শিকারী কুকুর, গৃহ পালিত জন্তুর, পাহারায় নিয়োজিত কুকুর, ফসলের ও বাড়ির হেফাজতে নিয়োজিত কুকুর কে বাদ দেওয়া হয়েছে। তিনি দলীল হিসেবে উপরোক্ত হাদীস ছাড়াও তিরমিযী শরীফে আবু হোরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীস পেশ করেন, এতে বর্ণিত আছে- **نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب الاكلب صيد** "রাসূল ﷺ শিকারী কুকুর ব্যতীত অন্যান্য কুকুরের মূল্য গ্রহণের নিষেধ করেছেন।"[১৯৬]

ইমাম বায়হাকী (র) হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন, **نهى عن ثمن الكلب والسنور الاكلب الصيد** "নবী করিম ﷺ কুকুর ও বিড়ালের মূল্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন, তবে শুধু শিকারী কুকুর ব্যতীত।"[১৯৭]

---

১৯৬. ইমাম তিরমিযী (র), (২৭৯ হি), তিরমিযী শরীফ, খণ্ড. ৩, পৃ. ৫৭৮, হাদীস নং- ১২৮১

১৯৭. ইমাম বায়হাকী (র), (৪৫৮ হি), সুনানে কুবরা, খণ্ড. ৬, পৃ. ৬, হাদীস নং ১০৭৯৪

মোটকথা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর সম্পদ হিসাবে গণ্য এবং এর ক্রয়-বিক্রয়ও জায়েয। অপবিত্র হওয়াটা ক্রয়-বিক্রয়ে প্রতিবন্ধক নয়। কেননা হাতিও অপবিত্র অথচ এটার ক্রয়-বিক্রয় বৈধ এবং সম্পদ হিসেবে গণ্য। পবিত্র কুরআনে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুরের শিকার হালাল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুর মূল্য ছাড়া কোথায় পাবে?

٣٤٢ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ أَبِيْ يَعْفُوْرٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بَعَثَ عَتَّابَ بْنَ أُسَيْدٍ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ، فَقَالَ: «انْهَهُمْ عَنْ شَرْطَيْنِ فِيْ بَيْعٍ، وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَعَنْ بَيْعٍ مَا لَمْ يُقْبَضْ».

৩৪২.অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আবু ইয়াফুর থেকে, তিনি জনৈক বর্ণনাকারী থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে, তিনি নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি আততাব ইবনে উসাইদ (রা) কে এই বলে মক্কাবাসীদের নিকট প্রেরণ করেন যে, তাদেরকে নিষেধ কর যেন তারা 'দু'টি শর্তে ক্রয়-বিক্রয় না করে। বিক্রয় এবং কর্জ অনিশ্চিত মাল দ্বারা উপকৃত ও হস্তগত হওয়ার পূর্বে বিক্রয় করা থেকে। (বায়হাকী কুবরা, ৫/৩১৩/১০৪৬৪)

٣٤٣ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ قَزْعَةَ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا يَبْتَاعُ أَحَدُكُمْ عَبْدًا، وَلَا أَمَةً فِيْهِ شَرْطٌ، فَإِنَّهُ عُقِدَ فِي الرِّقِّ».

৩৪৩.অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আব্দুল মালিক থেকে, তিনি কাযআ থেকে, তিনি আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন, তোমরা কেউ এমন গোলাম বা দাসী ক্রয় করনা যার সাথে শর্ত রয়েছে। কেননা তার মধ্যে দাসত্বের গিরা রয়েছে। (যা খোলা যায় না)

١٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّظْرِ عَنِ الْمُعْسِرِ

٣٤٤ – حَمَّادٌ: عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ رِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: «يُؤْتَى بِعَبْدٍ إِلَى اللهِ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقُوْلُ: أَيْ رَبِّ! مَا عَمِلْتُ إِلَّا خَيْرًا مَا أَرَدْتُ بِهِ إِلَّا لِقَاءَكَ، فَكُنْتُ أُوَسِّعُ عَلَى الْمُوْسِرِ، وَأُنْدِرُ عَنِ الْمُعْسِرِ، فَيَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى: أَنَا أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْكَ، فَتَجَاوَزُوْا عَنْ عَبْدِيْ». فَقَالَ أَبُوْ مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيُّ ﷺ: وَأَشْهَدُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ.

বাব নং ১৭৮. ১৩. অভাব গ্রস্থ ঋণগ্রহীতাকে সুযোগ দেওয়া

৩৪৪.অনুবাদঃ হাম্মাদ তাঁর পিতা থেকে, তিনি আবু মালিক আশজায়ী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাকে রিবঈ ইবনে হিরাশ হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণনা করেন,

তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন এক বান্দাকে আল্লাহর সামনে উপস্থিত করা হবে অতঃপর সে বলবে হে প্রভু! আমি আপনার সন্তুষ্টি কামনা ব্যতীত কোন ভাল কাজ করিনি। আমি সচ্ছল ব্যক্তিকে ঋণ আদায়ের অবকাশ দিতাম এবং অভাবী ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিতাম। তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, এ ব্যাপারে আমি তোমার চেয়ে অধিক হকদার, তারপর ফেরেস্তাদেরকে আদেশ দেবেন-এই বান্দাকে ক্ষমা করে দাও। আবু মাসউদ আনসারী (রা) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হুযাইফা হাদিসটি রাসূল ﷺ থেকে শ্রবণ করেছেন, (অথবা এর উদ্দেশ্য হলো) আমি এই হাদিস রাসূল ﷺ থেকে শ্রবণ করেছি।

٣٤٥ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ إِسْمَاعِيْلَ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ، قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ شَدَّدَ عَلَى أُمَّتِيْ بِالتَّقَاضِيْ، إِذَا كَانَ مُعْسِرًا شَدَّدَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فِيْ قَبْرِهِ».

৩৪৫.অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা ইসমাইল থেকে, তিনি আবু সালেহ থেকে, তিনি উম্মে হানী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার উম্মতের অভাব গ্রস্থ ব্যক্তিকে ঋণ আদায়ে কঠোরতা করে, তবে আল্লাহ তায়ালা কবরে তার সাথে কঠোরতা প্রদর্শন করবেন।

١٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْغَشِّ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ

٣٤٦ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ».

বাব নং ১৭৯. ১৪. ক্রয়-বিক্রয়ে প্রতারণা নিষিদ্ধ

৩৪৬.অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আব্দুল্লাহ থেকে, তিনি ইবনে ওমর (রা) থেকে, তিনি নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয়ে প্রতারণা করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়। (ইবনে মাজাহ, ২/৭৪৯/২২২৪)

ব্যাখ্যাঃ আমাদের দলভুক্ত নয় দ্বারা উদ্দেশ্য হলো-তার মধ্যে আমরা মুসলমানদের চরিত্র ও অভ্যাস নেই এবং সে ইসলামী তরীকার উপরও নেই।

٣٤٧ - حَمَّادٌ: عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِيْ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَوَّلُ مَنْ ضَرَبَ الدِّيْنَارَ تُبَّعٌ، وَهُوَ أَسْعَدُ أَبُوْ كَرِبٍ، وَأَوَّلُ مَنْ ضَرَبَ الدَّرَاهِمَ تُبَّعٌ الْأَصْغَرُ، وَأَوَّلُ مَنْ ضَرَبَ الْفُلُوْسَ، وَأَدَارَهَا فِيْ أَيْدِيْ النَّاسِ نَمْرُوْدُ بْنُ كَنْعَانَ.

৩৪৭.অনুবাদঃ হাম্মাদ তার পিতা থেকে, তিনি হাম্মাদ ইবনে আবু সুলায়মান থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, সর্ব প্রথম স্বর্ণের মুদ্রা তৈরি করেন তুব্বা অর্থাৎ আসয়াদ আবু কারাব, সর্ব প্রথম রৌপ্যের মুদ্রা আবিস্কার করেন তুব্বা আসগার আর সর্ব প্রথম টাকার মুদ্রা আবিস্কার করে জনগণের মাঝে প্রচলন করে নমরূদ ইবনে কেনান।

ব্যাখ্যা: উল্লেখিত কেনান হলো হযরত নূহ (আ) এর পৌত্র, টাকা-পয়সার ক্ষমতা সম্পর্কে সবাই অবহিত, কিন্তু সকলের আগ্রহ এর আবিস্কারকের প্রতি। অর্থাৎ এর আবিস্কার কে? তাই হাদিসে এর আবিস্কারকের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

١٨ - كِتَابُ الرِّهْنِ

١ - بَابٌ

٣٤٨ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اشْتَرَىٰ مِنَ الْيَهُوْدِيِّ طَعَامًا، وَرَهَنَهُ دِرْعًا

১৮. বন্ধক অধ্যায়

বাব নং ১৮০. ১.

৩৪৮.অনুবাদ: ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি আসওয়াদ থেকে, তিনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ এক ইহুদী থেকে কিছু খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করেন এবং তিনি তার কাছে লৌহ বর্ম বন্ধক রাখেন। (বুখারী, ২/৮৮৭/২৩৭৪)

١٩ - كِتَابُ الشُّفْعَةِ

١ - بَابٌ

٣٤٩ - أَبُوْ مُحَمَّدٍ: كَتَبَ إِلَيَّ ابْنُ سَعِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ».

১৯. শুফআ অধ্যায়

বাব নং ১৮১. ১.

৩৪৯.অনুবাদ: আবু মুহাম্মদ বলেন, আমার নিকট পত্র লিখেছেন ইবনে সাঈদ ইবনে জা'ফর, তিনি সুলায়ামন (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, প্রতিবেশী তার শুফআর ব্যাপারে (অন্য কারো থেকে) অধিক হকদার। (আবু দাউদ, ৩/৩০৭/৩৫২০)

٣٥٠ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ: أَرَادَ سَعْدٌ بَيْعَ دَارٍ، فَقَالَ لِجَارِهِ: خُذْهَا بِسَبْعِ مِائَةٍ، فَإِنِّيْ قَدْ أَعْطَيْتُ بِهَا ثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، وَلَكِنْ أَعْطَيْتُكَهَا، لِأَنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، يَقُوْلُ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ». وَفِيْ رِوَايَةٍ: عَنِ الْمِسْوَرِ، عَنْ رَافِعِ ابْنِ خَدِيْجٍ ﷺ، قَالَ: عَرَضَ عَلَيَّ سَعْدٌ بَيْتًا، فَقَالَ لَهُ: خُذْهُ، أَمَا إِنِّيْ قَدْ أُعْطِيْتُ بِهِ أَكْثَرَ مِمَّا تُعْطِيْنِيْ، وَلَكِنَّكَ أَحَقُّ بِهِ، فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، يَقُوْلُ: «الْجَارُ أَحَقُّ

بِشُفْعَتِهِ». وَفِيْ رِوَايَةٍ: عَنِ الْمِسْوَرِ، عَنْ رَافِعٍ مَوْلَى سَعْدٍ، أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ يَعْنِيْ: سَعْدًا: آخُذُ هَذَا الْبَيْتَ بِأَرْبَعِ مِائَةٍ: فَيَقُوْلُ: أَمَا إِنِّيْ أُعْطِيْتُ ثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، وَلَكِنْ أَعْطَيْتُكَهُ، لِحَدِيْثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، يَقُوْلُ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ». وَفِيْ رِوَايَةٍ: عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّهُ عَرَضَ بَيْتًا لَهُ عَلَى جَارِهِ بِأَرْبَعِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، وَقَالَ: وَقَدْ أُعْطِيْتُ ثَمَانِ مِائَةٍ، وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، يَقُوْلُ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ».

৩৫০.অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আব্দুল করিম থেকে, তিনি মিসওয়ার ইবনে মাখরামা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত সা'দ (রা) স্বীয় ঘর বিক্রি করার ইচ্ছে করলে তাঁর প্রতিবেশী (আবু রাফে) কে বললেন, তুমি এটা সাতশ দিরহাম দিয়ে গ্রহণ কর। তবে আমি এটা আটশ দিরহাম দিয়ে বিক্রয় করতে পারি। কিন্তু তোমাকে কম মুল্যে দেওয়ার কারণ হলো আমি রাসূল ﷺকে বলতে শুনেছি, প্রতিবেশী তার শুফআর ব্যাপারে অধিক হকদার।

অন্য বর্ণনায় আছে, মিসওয়ার রাফে ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত সা'দ তাঁর ঘর বিক্রি করার প্রস্তাব পেশ করে আমাকে বলল, তুমি এই ঘর গ্রহণ কর। অবশ্যই তুমি আমাকে (মূল্য স্বরূপ) যা দিচ্ছ, আমি এর চেয়ে বেশী পেতে পারি, কিন্তু তুমি এর অধিক হকদার। কেননা আমি রাসূল ﷺকে বলতে শুনেছি, প্রতিবেশী তার শুফআর বেলায় অধিক হকদার।

অপর বর্ণনায় আছে, মিসওয়ার সা'দের আযাদ কৃত গোলাম রাফে থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, সা'দ এক ব্যক্তিকে বলেন, তুমি এই ঘর চারশ দিরহামে গ্রহণ কর। অবশ্য আমি এর বিনিময়ে আটশ দিরহাম পেতে পারি। কিন্তু আমি তোমাকে ঐ হাদীসের কারণে দিচ্ছি, যেটি আমি রাসূল ﷺকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, প্রতিবেশী তার শুফআর ক্ষেত্রে অধিক হকদার।

ব্যাখ্যাঃ রাফে ইবনে খাদীজ (রা) কে সা'দ ইবনে মালিকের আযাদ কৃত গোলাম বলা হয়েছে কিন্তু সঠিক হলো তিনি রাসূল ﷺ এর গোলাম ছিলেন। হাদিসে **مولى** দ্বারা বন্ধু বুঝানো হয়েছে। তিন ইমামের মতে শুফআ হলো শরীকদারের জন্য, প্রতিবেশীর জন্য নয়। তারা বুখারী শরীফে জাবির (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস দলীল হিসেবে পেশ করেন।

قضى النبي ﷺ بالشفعة فى كل مالم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلاشفعة

"রাসূল ﷺ শুফআর বিধান জারি করেছেন এমন বস্তুতে যা এখনো বণ্টন করা হয়নি। অতঃপর যখন সীমানা নির্দিষ্ট হয়ে যায় এবং রাস্তা পরিবর্তন করে পৃথক হয়ে যায়, তখন আর শুফআ থাকেনা।"[১৯৮]

১৯৮. ইমাম বুখারী (র), (২৫৬ হি), বুখারী শরীফ, খণ্ড. ২, পৃ. ৭৭০, হাদীস নং ২১০০

ইমাম আবু হানিফা (র) এর পক্ষে উপরোক্ত হাদিস সমূহ ছাড়াও অনেক সহীহ হাদিস রয়েছে। انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار احق بشفعته" তিনি নবী করিম ﷺ কে বলতে শুনেছেন-প্রতিবেশী শুফআর জন্য অধিক হকদার। তৃতীয়তঃ আব্দুল মালিক ইবনে আবু সোলায়মান এবং আতা (র) এর সূত্রে জাবির (রা) থেকে তিরমিযী ও সিহাহ সিত্তাহর অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত হাদিস- الجار احق بشفعته ينتظربه وان كان غائبًا اذا كان طريقهما واحدًا "প্রতিবেশী শুফআর অধিক হকদার, যদি সে অনুপস্থিত থাকে তবে তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে যখন উভয়ের রাস্তা এক হবে।"[১৯৯]

চতুর্থতঃ- তিরমিযী ও অন্যান্য গ্রন্থে একই বাক্যে বর্ণিত হাদিস- جار الدار احق بالدار"ঘরের প্রতিবেশী ঘরের অধিক হকদার।"[২০০] পঞ্চমতঃ- নাসাঈ শরীফে জাবির (রা) থেকে বর্ণিত মারফু হাদিসে আছে-قضى بالشفعة بالجوار "রাসূল ﷺ প্রতিবেশীর জন্য শুফআর ফায়সালা করেছেন।

٣٥١ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنْ مَسْرُوْقٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً فِيْ حَائِطِهِ فَلَا يَمْنَعُهُ».

৩৫১.অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আলী ইবনে আকমার থেকে, তিনি মাসরূক থেকে, তিনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন, যখন তোমাদের কেউ তাদের লাকড়ি স্বীয় প্রতিবেশীর দেয়ালে রাখতে চায় তখন প্রতিবেশীকে বাঁধা দেওয়া উচিত নয়। (বায়হাকী কুবরা, ৬/৬৯/১১১৬৫)

ব্যাখ্যাঃ প্রতিবেশীর সাথে সদাচারণ ও সুসম্পর্ক রাখতে হলে তুচ্ছ বিষয় নিয়ে, ঝগড়া করা উচিত নয়। বরং প্রতিবেশীর সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে আসা উচিত।

٢٠ - كِتَابُ الْـمُزَارَعَةِ

١ - بَابٌ

٣٥٢ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ﵁، قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْـمُخَابَرَةِ.

২০. বর্গাচাষ অধ্যায়

বাব নং ১৮২. ১.

৩৫২. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আবু যুবাইর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ মুখাবারা থেকে নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ, ৩/২৭২/৩৪০৯)

ব্যাখ্যাঃ مزارعة ও مخابرة এ'দু'টি সমর্থবোধক শব্দ।

---

১৯৯. ইমাম তিরমিযী (র), তিরমিযী শরীফ, খণ্ড. ৩, পৃ. ৬৫১, হাদীস নং ১৩৬৯

২০০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫০, হাদীস নং ১৩৬৮

مزارعة বলা হয়- উৎপন্ন শস্যের নির্দিষ্ট অংশের পরিবর্তে যেমন এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশের পরিবর্তে জমি বর্গা দেওয়া। এতে বীজ মালিককে দিতে হবে। আর **مخابرة** এর পদ্ধতিও একই, তবে এতে বীজ দিতে হবে বর্গা চাষীকে। হাদীসের আলোকে ইমাম আবু হানিফা ও শাফেঈ (র) এর মতে এ দু'টি পদ্ধতি না জায়েয।

٣٥٣ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ أَبِيْ حُصَيْنٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ مَرَّ بِحَائِطٍ فَأَعْجَبَهُ، فَقَالَ، «لِمَنْ هَذَا»؟ فَقُلْتُ: لِيْ، فَقَالَ: «مِنْ أَيْنَ هُوَ لَكَ»؟ قُلْتُ: اسْتَأْجَرْتُهُ، قَالَ: «لا تَسْتَأْجِرْهُ بِشَيْءٍ مِنْهُ». وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِحَائِطٍ فَقَالَ: «لِمَنْ هَذَا»؟ فَقُلْتُ: لِيْ، وَقَدِ اسْتَأْجَرْتُهُ، فَقَالَ: «فَلَا تَسْتَأْجِرْهُ».

৩৫৩.অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আবু হোছাইন থেকে, তিনি রাফে ইবনে খাদীজ থেকে, তিনি নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি একটি বাগানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। বাগানটি দেখে তাঁর খুব পছন্দ হলো। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কার? আমি বললাম, আমার। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি এটা কোথা হতে পেয়েছ? আমি বললাম, এটা আমি ভাড়ায় নিয়েছি। তখন তিনি বললেন, এর উৎপন্ন শস্যের কিছু অংশের বিনিময়ে ভাড়া নিও না।

অন্য বর্ণনায় আছে, নবী করিম ﷺ একটি বাগানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন বললেন, এটা কার? আমি বললাম, আমার, আমি ভাড়ায় নিয়েছি। তিনি বললেন এটাকে ভাড়ায় নিও না। (আল মু'জামুল কবীর, ৪/২৬৩/৪৩৫৪)

٢١ - كِتَابُ الْفَضَائِلِ وَالشَّمَائِلِ

١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ النَّبِيِّ ﷺ

٣٥٤ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنِ الْهَيْثَمِ، وَرَبِيْعَةَ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قُبِضَ، وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّيْنَ، وَقُبِضَ أَبُوْ بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّيْنَ، وَقُبِضَ عُمَرُ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّيْنَ.

২১. ফযীলত ও চরিত্র অধ্যায়

বাব নং ১৮৩. ১. নবী করিম ﷺ এর মর্যাদা প্রসঙ্গে

৩৫৪. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হায়শাম ও রবীয়া থেকে, তারা আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ তেষট্টি বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। আর হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত ওমর (রা)ও তেষট্টি বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

٣٥٥ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ، قَالَ: بُعِثَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرًا، وَبِالْمَدِيْنَةِ عَشْرًا، وَتُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، وَمَا فِيْ لِحْيَتِهِ وَرَأْسِهِ عِشْرُوْنَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ.

৩৫৫.অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা ইয়াহিয়া ইবনে সাঈদ থেকে, তিনি আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ'র নবুয়ত প্রকাশ হয় চল্লিশ বছর বয়সে। অতঃপর দশ বছর মক্কায় এবং দশ বছর মদীনায় অবস্থান করেন। যখন তাঁর ইন্তেকাল হয়, তখন তাঁর দাঁড়ি ও মাথার বিশটি চুল মোবারকও সাদা হয়নি। (মুসান্নিফে ইবনে আবি শায়বা, ১৩/৫৪/৩৪৫৯১)

ব্যাখ্যাঃ এ হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রাসূল ﷺ'র বয়স ছিল ষাট বছর। মুসলিম ও তিরমিযী শরীফের বর্ণনায় এর সাথে এটাও অতিরিক্ত আছে যে, তিনি ষাট বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তবে তাঁর বয়স তেষট্টি বছর হওয়াটাই অধিক বিশুদ্ধ।

٣٥٦ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ﷺ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْرَفُ بِرِيْحِ الطِّيْبِ إِذَا أَقْبَلَ مِنَ اللَّيْلِ.

৩৫৬. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আবু যুবাইর থেকে, তিনি জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী করিম ﷺ রাত্রে আগমন করলে তাঁর পবিত্র দেহের সুগন্ধি দ্বারা তাঁকে চেনা যেত। (মুসনাদে বাযযার, ২/৩৩৬/৭১১৮)

ব্যাখ্যাঃ রাসূল ﷺ'র পবিত্র দেহ মোবারক যে সুগন্ধি এ বিষয়ে অনেক হাদিস বর্ণিত আছে। তাঁর সুগন্ধির দ্বারা বুঝা যেত তিনি কোন রাস্তা দিয়ে গমণ করেছেন। এমন কি তাঁর পবিত্র দেহ থেকে নির্গত ঘামও সুগন্ধি ছিল যা বিয়ে-শাদীতে ব্যবহৃত হত।

٣٥٧ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُعْرَفُ بِاللَّيْلِ إِذَا أَقْبَلَ إِلَى الْمَسْجِدِ بِرِيْحِ الطِّيْبِ.

৩৫৭.অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি আলকামা থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ রাতে তাশরীফ আনলে তাঁর পবিত্র সুগন্ধি দ্বারা তাঁকে চেনা যেত। (দারেমী, ১/৪৫/৬৫)

٣٥٨ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ مُحَارِبٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، قَالَ: كَانَ لِيْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ دَيْنٌ فَقَضَانِيْ، وَزَادَنِيْ.

৩৫৮.অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা মুহারিব থেকে, তিনি ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী করিম ﷺ এর নিকট আমার কিছু কর্জ ছিল। তিনি তা আমাকে আদায় করে দেন এবং আরো কিছু অতিরিক্ত প্রদান করেন। (মুসলিম, ২/১৫৫/১৬৮৯)

٣٥٩ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ، قَالَ: مَا مَسَسْتُ بِيَدِيْ خَزًّا وَلَا حَرِيْرًا أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: مَا رُؤِيَ رَسُوْلُ اللهُ ﷺ مَادًّا رُكْبَتَيْهِ بَيْنَ جَلِيْسٍ لَهُ قَطُّ.

৩৫৯.অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা ইব্রাহীম থেকে, তিনি আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আমার হাত দ্বারা এমন কোন খায্ (উল ও রেশম মিশ্রিত কাপড়) এবং কোন রেশম স্পর্শ করিনি যা রাসূল ﷺ এর পবিত্র হাত থেকে অধিক কোমল।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, নবী করিম ﷺকে তাঁর উপবিষ্ট সঙ্গীদের সামনে হাঁটু ছড়িয়ে বসতে কেউ দেখেনি। (মুসনাদে আহমদ, ২১/৭৭/১৩৩৭৪)

٣٦٠ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ مَسْرُوْقٍ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ خُلُقِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: أَمَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟!

৩৬০.অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা ইব্রাহীম থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি মাসরূক থেকে, তিনি হযরত আয়েশা (রা) এর নিকট রাসূল ﷺএর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, উত্তরে তিনি বলেন, তুমি কি কুরআন পাঠ করনা? (মুসনাদে আহমদ, ৪১/৩০৮/২৪৮০০)

ব্যাখ্যাঃ বর্ণিত হাদিসে হযরত আয়েশা (রা) প্রশ্ন করে এটা বুঝাতে চেয়েছেন যে, পবিত্র কুরআন রাসূল ﷺএর উত্তম অভ্যাস ও প্রশংসিত চরিত্রের সঠিক ব্যাখ্যা করে থাকে এবং তাঁর চারিত্রিক জীবন ও সীরাতে পাকের অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাবে চিত্র পেশ কারী। অথবা এটাও বলা যায় যে, রাসূল ﷺ স্বীয় পুত চরিত্র পছন্দনীয় অভ্যাস ও মনোনীত আমলের দ্বারা কুরআনে করীমের সঠিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। সুতরাং যে তাঁর চরিত্র সম্পর্কে অজ্ঞ, সে মূলত কুরআন মাজীদ সম্পর্কে অজ্ঞ। বস্তুত এক কুরআন লিখিত ছিল আর দ্বিতীয় কুরআন হলো স্বয়ং রাসূল ﷺ।

٣٦١ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُجِيْبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوْكِ، وَيَعُوْدُ الْمَرِيْضَ، وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ.

৩৬১.অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা মুসলিম থেকে, তিনি আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ গোলামের দাওয়াত কবুল করতেন, রোগীর সেবা করতেন এবং গাধার উপর আরোহণ করতেন। (আল মুস্তাদরাক, ২/৫০৬/৩৭৩৪)

ব্যাখ্যাঃ উপরোক্ত হাদিসে গোলাম দ্বারা আযাদকৃত গোলামকে বুঝানো হয়েছে। অথবা গোলাম যদি তার মনিবের পক্ষে দাওয়াত করত, তাহলেও তিনি তা কবুল করতেন। যদিও আল্লাহ তায়ালা তাঁকে দ্বীন-দুনিয়ার বাদশাহী দান করেছিলেন তবুও তাঁর মধ্যে অহংকার, রাজ প্রতাপ, জাঁকজমক এবং মিথ্যা আস্ফালন মোটেও ছিল না। বরং কাজ-কর্মে, আচার-ব্যবহারে নম্রতা ও ভদ্রতা প্রকাশ পেত। যেমন একেবারে নিঃস্ব গরীব

লোকের দাওয়াত কবুল করতেন। অত্যন্ত সাধরণ মুসলমান অসুস্থ হলে তার সেবা করার জন্য যেতেন এবং তাকে সান্তনা দিতেন। আরোহণের জন্য কখনো গাধা ব্যবহার করতেন। অথচ আরবের আমীরগণ উট ও ঘোড়ার উপর আরোহণ করতেন। তিনি বিনয়ের কারণে গাধার উপরও আরোহণ করতেন।

٣٦٢ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَىٰ بَيَاضِ قَدَمَيْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، حَيْثُ أَتَى الصَّلَاةَ فِيْ مَرَضِهِ.

৩৬২.অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি আসওয়াদ থেকে, তিনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি যেন এখনো রাসূল ﷺএর পা মোবারকের শুভ্রতা দেখতে পাচ্ছি, যখন তিনি অসুস্থ অবস্থায় নামাযের জন্য গমন করেছেন।

ব্যাখ্যাঃ নবী করিম ﷺ'র অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি মৃত্যু রোগে আক্রান্ত অবস্থায়ও নামাযের জন্য মসজিদে গমন করতেন। আর এটাই হযরত আয়েশা (রা)'র দৃশ্যপটে তখনো বিদ্যমান ছিল।

٣٦٣ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا مَرِضَ الْمَرَضَ الَّذِيْ قُبِضَ فِيْهِ، اسْتَحَلَّ أَنْ يَكُوْنَ فِيْ بَيْتِيْ، فَأَحْلَلْنَ لَهُ، قَالَتْ: فَلَمَّا سَمِعْتُ ذَلِكَ قُمْتُ مُسْرِعَةً فَكَنَسْتُ بَيْتِيْ، وَلَيْسَ لِيْ خَادِمٌ، وَفَرَشْتُ لَهُ فِرَاشًا حَشْوُ مِرْفَقَتِهِ الْإِذْخِرُ، فَأَتَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، يُهَادِيْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، حَتَّىٰ وُضِعَ عَلَىٰ فِرَاشِيْ.

৩৬৩.অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি আসওয়াদ থেকে, তিনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ যখন মৃত্যু রোগে আক্রান্ত, তখন তিনি বিবিগণ থেকে আমার ঘরে থাকার অনুমতি চাইলেন। তখন তারা তাঁকে অনুমতি প্রদান করেন। তিনি বলেন, যখন আমি এটা শুনলাম, তখন দ্রুত গিয়ে ঘর ঝাড়ু দিয়ে পরিস্কার করলাম। আর আমার কোন খাদেম ছিলনা। তাঁর জন্য এমন বিছানা বিছালাম, যার কনুই রাখার বালিশে ইযখার ঘাস ভর্তি ছিল। অতঃপর রাসূল ﷺ দু'জন লোকের সহায়তায় (আমার ঘরে) আগমন করেন এমনকি তিনি আমার বিছানায় তাশরিফ রেখেছেন।

٣٦٤ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ يَزِيْدَ، عَنْ أَنَسٍ ﵁، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَأَىٰ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ خِفَّةً، فَاسْتَأْذَنَهُ إِلَى امْرَأَتِهِ بِنْتِ خَارِجَةَ، وَكَانَتْ فِيْ حَوَائِطِ الْأَنْصَارِ، وَكَانَ ذَلِكَ رَاحَةَ الْمَوْتِ وَلَا

يَشْعُرُ، فَأَذِنَ، ثُمَّ تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، فَأَصْبَحَ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَرَامَوْنَ، فَأَمَرَ أَبُوْ بَكْرٍ غُلَامًا يَسْتَمِعُ، ثُمَّ يُخْبِرُهُ، فَقَالَ: أَسْمَعُهُمْ يَقُوْلُوْنَ: مَاتَ مُحَمَّدٌ ﷺ، فَاشْتَدَّ أَبُوْ بَكْرٍ، وَهُوَ يَقُوْلُ: وَاقَطْعَ ظَهْرَاهُ، فَمَا بَلَغَ أَبُوْ بَكْرٍ الْمَسْجِدَ، حَتَّى ظَنُّوْا أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ، وَأَرْجَفَ الْمُنَافِقُوْنَ، فَقَالُوْا: لَوْ كَانَ مُحَمَّدٌ نَبِيًّا لَمْ يَمُتْ، فَقَالَ عُمَرُ ﷺ: لَا أَسْمَعُ رَجُلًا يَقُوْلُ: مَاتَ مُحَمَّدٌ ﷺ، إِلَّا ضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ.

فَكَفُّوْا لِذَلِكَ، فَلَمَّا جَاءَ أَبُوْ بَكْرٍ، وَالنَّبِيُّ ﷺ مُسَجًّى، كَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ جَعَلَ يَلْثِمُهُ، فَقَالَ: مَا كَانَ اللهُ لِيُذِيْقَكَ الْمَوْتَ مَرَّتَيْنِ، أَنْتَ أَكْرَمُ عَلَى اللهِ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ خَرَجَ أَبُوْ بَكْرٍ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ رَبَّ مُحَمَّدٍ فَإِنَّ رَبَّ مُحَمَّدٍ لَا يَمُوْتُ، ثُمَّ قَرَأَ: [وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى اعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِيْنَ] {آل عمران: ١٤٤}، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ ﷺ: لَكَأَنَّا لَمْ نَقْرَأْهَا قَبْلَهَا قَطُّ، فَقَالَ النَّاسُ مِثْلَ مَقَالَةِ أَبِيْ بَكْرٍ مِنْ كَلَامِهِ وَقِرَاءَتِهِ، وَمَاتَ لَيْلَةَ الْاِثْنَيْنِ، فَمَكَثَ لَيْلَتَيْنِ وَيَوْمَيْنِ، وَدُفِنَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ، وَكَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَأَوْسُ بْنُ خَوْلِيٍّ يَصُبَّانِ وَعَلِيٌّ وَالْفَضْلُ يُغَسِّلَانِهِ ﷺ.

৩৬৪.অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা ইয়াযিদ থেকে, তিনি আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর (রা) যখন রাসূল ﷺকে একটু সুস্থ দেখেছেন, তখন তিনি তাঁর স্ত্রী বিনতে খারিজার নিকট যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন, রাসূল ﷺ থেকে এসময় তাঁর স্ত্রী ছিল আনসারের বাগানে। আর এই সুস্থতা ছিল মৃত্যুর সুস্থতা, যা তিনি (আবু বকর রা.) বুঝতে পারেননি। নবী করিম ﷺ তাঁকে অনুমতি দান করেন। অতঃপর রাসূল ﷺ ঐ রাতেই ইন্তেকাল করেন। সকাল হলে লোকজন একত্রিত হতে লাগল। হযরত আবু বকর (রা) এক গোলামকে আদেশ দিলেন যে, সংবাদ শুনে যেন তাঁকে অবহিত করে। সে বলল, আমি লোকজনকে বলতে শুনেছি যে, মুহাম্মদ ﷺ ইন্তেকাল করেছেন। তখন তিনি (আবু বকর রা.) দ্রুত রওয়ানা হলেন এবং বলতে লাগলেন, হায় আফসোস! কোমর ভেঙ্গে গেল। হযরত আবু বকর (রা) এখনো মসজিদে নববীতে পৌঁছেন নি, ফলে লোকেরা ধারণা করল যে, তিনি এখনো সংবাদ পাননি। ইত্যবসরে মুনাফিকরা রটাচ্ছিল যে, মুহাম্মদ যদি নবী হতেন তাহলে মৃত্যু বরণ করতেন না। অতঃপর হযরত ওমর (রা) বলেন, মুহাম্মদ ﷺ যে ইন্তেকাল করেছেন এ কথা যেন আমি কাউকে বলতে না শুনি। অন্যথায় তাকে আমি তলোয়ার দিয়ে হত্যা করব। ফলে মুনাফিক দল এরূপ অনর্থক কথা বলা থেকে থেমে গেল।

অতঃপর যখন হযরত আবু বকর (রা) আগমন করেন, তখন রাসূল ﷺ'র পবিত্র দেহ কাপড় দ্বারা আবৃত ছিল। তিনি তাঁর চেহারা মোবারক থেকে কাপড় সরিয়ে কপালে চুমু খেয়ে বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা দু'টি মৃত্যুর কষ্ট আপনাকে আস্বাদন করাবেন না। আপনি আল্লাহর নিকট এর চেয়ে অধিক সম্মানিত (একথার দ্বারা হযরত ওমর (রা)'র কথার খণ্ডন করা উদ্দেশ্য ছিল) এরপর তিনি বাইরে এসে বললেন, হে লোক সকল! যে ব্যক্তি মুহাম্মদের ইবাদত করত, তিনি ইন্তেকাল করেছেন, আর যে ব্যক্তি মুহাম্মদের প্রভূর ইবাদত করত, (তোমরা যেনে রাখ) মুহাম্মদের প্রভূ কখনো ইন্তেকাল করবেন না। তারপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করেন: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ "মুহাম্মদ একজন রাসূল ব্যতীত আর কেউ নন, নিশ্চয়ই তাঁর পূর্বেও অনেক রাসূল পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। যদি তিনি ইন্তেকাল করেন, কিংবা নিহত হন, তাহলে তোমরা পিছন দিকে ফিরে যাবে? অর্থাৎ তোমরা কি পূর্বের ধর্মে ফিরে যাবে? তারা কখনো আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। অচিরেই আল্লাহ কৃতজ্ঞ বান্দাদেরকে বিনিময় দান করবেন।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত, ১৪৪)

রাবী বলেন, হযরত ওমর (রা) বলেন, আমরা যেন এর পূর্বে কখনো এই আয়াত তিলাওয়াত করিনি। এরপর সবাই হযরত আবু বকর (রা)'র কথার ন্যায় বলতে লাগলেন এবং ঐ আয়াত পাঠ করতে লাগলেন।

রবিবার দিবাগত রাতে সোমবার রাতে তিনি ইন্তেকাল করেন আর দু'দিন ও দু'রাত পর মঙ্গল বারে দাফন করা হয়। হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা) ও হযরত আউস ইবনে খাওলা (রা) পানি ঢালেন আর হযরত আলী ও হযরত ফযল ইবনে আব্বাস (রা) তাঁকে গোসল দিয়েছেন।

ব্যাখ্যাঃ রাসূল ﷺ'র ওফাত দিবস যে সোমবার এতে কারো দ্বিমত নেই, আর এটাই বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা ও আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তবে দাফনের দিন নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব ও আবু সালমা ইবনে আব্দুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, মঙ্গল বারে দাফন কাজ সম্পন্ন হয়। ইবনে কাসীর (রা) এই মতটিকে গরীব বলেছেন। ইবনে সা'দ ইকরামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, সোমবারে রাসূল ﷺ ইন্তেকাল করেন। ঐ দিন এবং এর পরের রাতের পরে ও মঙ্গল বারেও দাফন করা হয়নি। এর পরের রাতে অর্থাৎ মঙ্গলবার দিবাগত বুধবার রাতে দাফন করা হয়েছে। ইবনে কাসীর বলেন-এটাই অধিকাংশের মত। ইবনে সাদ ওসমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুগীরা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ সোমবার ইন্তেকাল করেন আর

বুধবারে দাফন করা হয়েছে। বুধবারের রেওয়াত সমূহ সনদের দিক দিয়ে দুর্বল। তবুও ওলামায়ে কেরামগণ এভাবে সমাধান দিয়েছেন যে, রাসূল ﷺ কে মঙ্গল ও বুধবার মধ্যবর্তী রাতে দাফন করা হয়েছে। এ কারণে কেউ এটাকে মঙ্গলবার আবার কেউ এটাকে বুধবার বলেছেন।[২০১]

٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الشَّيْخَيْنِ ﷺ

٣٦٥ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اقْتَدُوْا بِاللَّذَيْنَ مِنْ بَعْدِيْ: أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ ﷺ».

বাব নং, ১৮৪. ২. হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রা)'র ফযীলতঃ

৩৬৫.অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা সালমা থেকে, তিনি আবু যা'রা থেকে, তিনি ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, তোমরা আমার (ইন্তেকালের) পর আবু বকর ও ওমর (রা)'র অনুসরণ করবে। (আল মু'জামুল আওসাত, ৪/১৪০/৩৮১৬)

ব্যাখ্যাঃ রাসূল ﷺ বিভিন্ন হাদিসে তার ইন্তেকালের পরে চার খলীফার অনুসরণ করতে উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছেন। তবে উপরোক্ত হাদিসে দুই সম্মানিত সাহাবী হযরত আবু বকর ও ওমর (রা) কে বিশেষ বৈশিষ্ট্য দ্বারা ভূষিত করেছেন এবং তাঁদের অনুসরণকে জোর দিয়েছেন, কারণ এরা দু'জনের মর্যাদা মূলত অন্যান্যদের চেয়ে বেশী।

٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ عَمَّارٍ وَعَبْدِ اللهِ ﷺ

٣٦٦ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَبْدِ الْـمَلِكِ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اقْتَدُوْا بِاللَّذَيْنَ مِنْ بَعْدِيْ: أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرُ ﷺ، وَاهْتَدُوْا بِهُدَىٰ عَمَّارٍ ﷺ، وَتَمَسَّكُوْا بِعَهْدِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ».

বাব নং ১৮৫. ৩. হযরত আম্মার ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)'র ফযীলত

৩৬৬. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আব্দুল মালিক থেকে, তিনি রিবঈ থেকে, তিনি হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, তোমরা আমার পরে হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রা)'র অনুসরণ করবে, আর হযরত আম্মার (রা)'র চরিত্র গ্রহণ করবে এবং ইবনে উম্মে আবদে তথা ইবনে মাসউদ (রা)'র ওসীয়তকে শক্তভাবে ধারণ করবে। (মুসনাদে হুমাইদী, ১/২১৪/৪৪৯)

---

২০১. মাওলানা আব্দুর রউফ কাদেরী, আসাহহুস সিয়ার , পৃ.৫৪৪

ব্যাখ্যা: উপরোক্ত হাদীসে শাখাইনের পর হযরত আম্মার ও হযরত ইবনে মাসউদ (রা)'র ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। মোল্লা আলী ক্বারী (র) লিখেছেন, ইমাম আ'যম আবু হানিফা (র) চার খলীফার পর সকল সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে ইবনে মাসউদ (রা) কে মানদন্ড মনে করতেন এবং তাঁর কথা ও বর্ণনার উপর স্বীয় মাযহাবের অধিকাংশ বিষয়ের ভিত্তি নির্ধারণ করেছেন। বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত হুযাইফা (রা) বলেন, আকার-আকৃতি, চাল-চলন, আচার-ব্যবহার এবং স্বভাব-চরিত্রে নবী করিম ﷺ'র সাথে সর্বাধিক সাদৃশ্য রাখেন এমন ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) ব্যতীত অন্য কাউকে আমি জানিনা।[২০২]

٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ عُثْمَانَ ﷺ

٣٦٧ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنِ الْـهَيْثَمِ، عَنْ مُوْسَىٰ بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ: أَنَّ عُمَرَ مَرَّ بِعُثْمَانَ وَهُوَ حَزِيْنٌ قَالَ: مَا يَحْزُنُكَ؟ قَالَ: أَلَا أَحْزَنُ، وَقَدِ انْقَطَعَ الـصِّهْرُ بَيْـنِيْ وَبَـيْنَ رَسُـوْلِ اللهِ ﷺ، وَذَلِـكَ حَدَثَانَ مَاتَتْ بِنْتُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَكَانَتْ تَحْتَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أُزَوِّجُكَ حَفْصَةَ ابْنَتِيْ، قَالَ: حَتَّى اسْتَأْمِرَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، فَأَتَاهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ: «هَلْ لَـكَ أَنْ أَدُلَّـكَ عَلَىٰ صِـهْرٍ هُـوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ عُثْمَانَ، وَأَدُلُّ عُثْمَانَ عَلَىٰ صِهْرٍ هُوَ خَيْرٌ لَهُ مِنْكَ»، فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: «زَوِّجْـنِيْ حَفْصَةَ، وَأُزَوِّجُ عُثْمَانَ بِنْتِيْ»، فَقَالَ: نَعَمْ، فَفَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ.

বাব নং ১৮৬.৪. হযরত ওসমান (রা)'র ফযীলত

৩৬৭. অনুবাদ: ইমাম আবু হানিফা হায়শাম থেকে, তিনি মূসা ইবনে আবি কাসীর থেকে বর্ণনা করেন, একদা হযরত ওমর (রা) হযরত ওসমান (রা)'র নিকট গমন করেন, তখন তিনি চিন্তাগ্রস্থ অবস্থায় ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন আপনি চিন্তাগ্রস্থ কেন? উত্তরে ওসমান (রা) বলেন, আমার আর রাসূল ﷺ'র মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ভেঙ্গে গিয়েছে, আর আমি চিন্তাগ্রস্থ হব না? এটা রাসূল ﷺ'র কন্যা এবং হযরত ওসমান (রা)'র স্ত্রী হযরত রুকাইয়্যা (রা)'র মৃত্যুর কিছুদিন পরের ঘটনা। তখন হযরত ওমর (রা) বলেন, আমি আমার কন্যা হাফসাকে আপনার সাথে বিবাহ দিব। হযরত ওসমান (রা) বলেন, রাসূল ﷺ এর অনুমতি বা আদেশ ছাড়া তা হতে পারে না। অতঃপর হযরত ওমর (রা) রাসূল ﷺ এর দরবারে এসে এ বিষয়ে তাঁকে অবহিত করলে তিনি বলেন, আমি কি তোমাকে ওসমান থেকে উত্তম জামাতা এবং ওসমানকে তোমার চেয়ে উত্তম শ্বশুর সম্পর্কে সংবাদ দেবো? তিনি বললেন, হ্যাঁ বলুন। তখন তিনি বললেন, তুমি হাফসাকে আমার নিকট বিবাহ দাও আর আমি আমার মেয়ে উম্মে কুলসুমকে ওসমানের নিকট

২০২. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বুখারী (র), (২৫৬ হি), সহীহ বুখারী, হাদীস নং হাদিস নং ৩৪৯০

বিবাহ দেবো। তখন হযরত ওমর (রা) বলেন, এটা অতি উত্তম। অতএব, রাসূল ﷺ তাই করলেন।

ব্যাখ্যাঃ উপরোক্ত হাদিস দ্বারা হযরত ওসমান (রা)'র মাহাত্ম ও বুযুর্গী প্রতীয়মান হয়। এক বর্ণনায় আছে, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা আমার কলিজার টুকরা প্রিয় কন্যা রুকাইয়্যা ও উম্মে কুলসুমকে ওসমানের নিকট বিবাহ দেয়ার জন্য আমার নিকট অহী প্রেরণ করেছেন।

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, নবী করিম ﷺ প্রতিজ্ঞা করে বলেন, যদি আমার একশ' কন্য সন্তান হয় এবং তারা একের পর এক মৃত্যুবরণ করে তবুও আমি তাদেরকে তোমার (ওসমানের) বিবাহে দেব যদিও তারা এভাবে সবাই মৃত্যুবরণ করে।

٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ عَلِيٍّ رضي الله عنه

٣٦٨ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ حَبَّةَ الْعُرَنِيِّ وَهُوَ الْـهَمْدَانِيُّ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، يَقُوْلُ: أَنَا أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ.

বাব নং, ১৮৭. ৫. হযরত আলী (রা)'র ফযীলত

৩৬৮. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা সালমা থেকে,তিনি হাব্বাতুল আরাবী থেকে যিনি হামদানী গোত্রের হযরত আলী (রা)'র শিষ্য ছিলেন, তিনি বলেন, আমি হযরত আলী (রা) কে বলতে শুনেছি যে, আমি প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তি। (জামেউল আহাদীস, ৩০/১৭/৩২৭১৬)

ব্যাখ্যাঃ সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তি কে? এ নিয়ে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে। এসব মতামতের সমন্বয় হলো-প্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে হযরত আবু বকর (রা), মহিলাদের মধ্যে হযরত খাদীজা (রা), কিশোরদের মধ্যে হযরত আলী (রা), আযাদকৃত গোলামের মধ্যে হযরত যায়েদ (রা) এবং গোলামদের মধ্যে হযরত বিলাল (রা) সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন।

তবে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে ফযীলতের বিবেচনায় হযরত আবুল মনসুর বাগদাদী (রা) বলেন, একথার উপর উম্মতে মুসলিম ঐকমত্য যে, রাসূল ﷺ'র পর হযরত আবু বকর (রা), তাঁর পরে হযরত ওমর (রা), তাঁর পরে হযরত ওসমান (রা), তাঁর পরে হযরত আলী (রা) এবং এদের পরে আশারা মুবাশশারা তথা জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশ জন সাহাবীর মর্যাদা অন্যান্যদের উপরে। তাঁদের পরে আসহাবে বদর, আসহাবে উহুদ এবং তাঁদের পরে বাইয়্যাতে রিদওয়ানের সাহাবীগণ অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম ও সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।[২০৩]

২০৩. আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ূতী, তারীখুল খোলাফা, পৃ. ৩০

٣٦٩ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ إِسْمَاعِيْلَ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، نَظَرَ إِلَى عَلِيٍّ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ ذَاتَ يَوْمٍ، فَرَآهُ جَائِعًا، فَقَالَ: «يَا عَلِيُّ! مَا أَجَاعَكَ»؟ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنِّيْ لَمْ أَشْبَعْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ ﷺ: «أَبْشِرْ بِالْجَنَّةِ».

৩৬৯. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা ইসমাঈল থেকে, তিনি আবু সালেহ থেকে, তিনি উম্মে হানী থেকে বর্ণনা করেন, একদিন রাসূল ﷺ হযরত আলী (রা) কে ক্ষুধার্ত অবস্থায় দেখে বলেন, হে আলী ! কোন বস্তু তোমাকে ক্ষুধার্ত করেছে? উত্তরে তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এত এত দিন থেকে আমি পেঠ ভরে খেতে পারিনি। তখন রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, তুমি জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর।

٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ حَمْزَةَ ﷺ

٣٧٠ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، ثُمَّ رَجُلٌ دَخَلَ إِلَى إِمَامٍ، فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ».

وَفِيْ رِوَايَةٍ: «سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ، فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ».

বাব নং ১৮৮. ৬. হযরত হামযা (রা)'র ফযীলত

৩৭০.অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা ইকরামা থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন হযরত হামযা ইবনে আব্দুল মোত্তালিব শহীদগণের সর্দার হবেন। অতঃপর ঐ ব্যক্তি, যে কোন নেতার নিকট প্রবেশ করল তারপর তাকে কোন কাজের আদেশ করেন এবং কোন কাজ থেকে নিষেধ করেন।

অন্য বর্ণনায় আছে, কিয়ামতের দিন হযরত হামযা ইবনে আব্দুল মোত্তালিব শহীদ গণের সর্দার হবেন। অতঃপর যে ব্যক্তি কোন যালিম নেতার নিকট গেল এবং সে তাকে কোন কাজের নির্দেশ প্রদান করবে ও কোন কাজ থেকে নিষেধ করবে। (আল মু'জামুল আওসাত, ৪/২৩৮)

٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الزُّبَيْرِ ﷺ

٣٧١ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ يَأْتِيْنَا بِالْخَبَرِ؟ لَيْلَةَ الْأَحْزَابِ»، فَيَنْطَلِقُ الزُّبَيْرُ فَيَأْتِيْهِ بِالْخَبَرِ، كَانَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ، وَحَوَارِيِّ الزُّبَيْرُ».

বাব নং ১৮৯.৭. হযরত যুবায়ের (রা)'র ফযীলত

৩৭১. অনুবাদ. ইমাম আবু হানিফা মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির থেকে, তিনি জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ খন্দকের যুদ্ধের সময় এক রাতে বলেন, আমাদের নিকট প্রতিপক্ষের সংবাদ কে নিয়ে আসবে? অতঃপর হযরত যুবাইর (রা) যেতেন এবং সংবাদ নিয়ে আসতেন। এভাবে তিনবার হয়েছিল। তারপর নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন, প্রত্যেক নবীর জন্য একজন হাওয়ারী (বিশেষ বন্ধু বা সাহায্যকারী) থাকে আর আমার হাওয়ারী হলো যুবাইর। (তিরমিযী, ৫/৬৪৬/৩৭৪৫)

٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ

٣٧٢ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنِ الْـهَيْثَمِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْـنِ مَـسْعُوْدٍ ﷺ، أَنَّ أَبَـا بَكْـرٍ وَعُمَرَ أَسْمَرَا عِنْدَ رَسُـوْلِ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَـةٍ، قَـالَ: فَخَرَجَـا وَخَـرَجَ مَعَهُمَـا، فَمَـرُّوْا بِـابْنِ مَسْعُوْدٍ، وَهُوَ يَقْرَأُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ كَمَا نَزَلَ، فَلْيَقْـرَأْهُ عَلَى قِـرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ». وَجَعَلَ يَقُوْلُ لَهُ: «سَلْ تُعْطَهْ»، فَأَتَاهُ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ يُبَشِّرَانِهِ، فَسَبَقَ أَبُوْ بَكْرٍ عُمَرَ إِلَيْهِ، فَبَشَّرَهُ وَأَخْبَرَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ أَمَرَهُ بِالدُّعَاءِ، فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ إِيْمَانًا دَائِمًا لَا يَزُوْلُ، وَنَعِيْمًا لَا يَنْفَدُ، وَمُرَافَقَةَ نَبِيِّكَ فِيْ جَنَّةِ الْـخُلْدِ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ: عَنِ الْـهَيْثَمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ أَبَا بَكْـرٍ وَعُمَرَ ﷺ سَمَرا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَخَرَجَا وَخَرَجَا مَعَهُمَا، فَمَرُّوْا بِابْنِ مَسْعُوْدٍ وَهُوَ يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ، فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ»، وَجَعَلَ يَقُوْلُ: «سَلْ تُعْطَهْ»، وَذَكَـرَ تَمَامَ الْأَوَّلِ.

বাব নং ১৯০. ৮. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)'র ফযীলত

৩৭২.অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হায়শাম থেকে, তিনি জনৈক ব্যক্তি থেকে তিনি, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রা) এক রাত্রে রাসূল ﷺ'র খেদমতে বসে আলাপ করছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, ওরা দু'জন ও নবী করিম ﷺ সহ একত্রে হযরত ইবনে মাসউদ (রা)'র নিকট গমন করেন। এ সময় তিনি পবিত্র কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করছিলেন। তখন নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কুরআন নাযিল যেভাবে হয়েছে সেভাবে তেলাওয়াত করতে চায়, সে যেন ইবনে উম্মে আবদে (আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ)'র তিলাওয়াতের ন্যায় তিলাওয়াত করে।

অতঃপর রাসূল ﷺ ইবনে মাসউদ (রা) কে বললেন, তুমি দোয়া কর তোমার দোয়া কবুল হবে। এরপর হযরত আবু বকর ও ওমর (রা) তাঁকে সুসংবাদ দেয়ার জন্য তাঁর নিকট গমন করেন এবং আবু বকর (রা) অগ্রগামী হয়ে তাঁকে এ সংবাদ দান করেন। আর এ সংবাদও দেন যে, রাসূল ﷺ তাঁকে দোয়া করতে বলেছেন। তখন তিনি এভাবে দোয়া করলেন-হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এমন স্থায়ী ঈমান প্রার্থনা করি যা কখনো শেষ হবে না, এবং চিরস্থায়ী জান্নাতে আপনার নবীর সাথে থাকতে চাই।

অন্য বর্ণনায় হায়শাম থেকে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, আবু বকর ও ওমর (রা) নবী করিম ﷺ'র সাথে আলাপ করছিলেন। অতঃপর উভয় সাহাবী এবং রাসূল ﷺ বের হয়ে হযরত ইবনে মাসউদ (রা)'র নিকট গমন করেন। এ সময় তিনি নামাযে কুরআন তিলাওয়াতে মশগুল ছিলেন। তখন নবী করিম ﷺ বলেন, কুরআন যে পদ্ধতিতে নাযিল হয়েছে কেউ যদি সে পদ্ধতিতে কুরআন তিলাওয়াত পসন্দ করে তবে যেন ইবনে উম্মে আবদের ন্যায় কুরআন তিলাওয়াত করে। আর তিনি পূর্বের ন্যায় দোয়া করেন। (সহীহ ইবনে হিব্বান, ১৫/৫৪৩/৭০৬৮)

٣٧٣ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَوْنٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: أَنَّـهُ كَانَ إِذَا دَخَـلَ رَسُـوْلُ اللهِ ﷺ بَيْتَهُ، أَرْسَلَ وَالِدَتَهُ أُمَّ عَبْدٍ تَنْظُرُ إِلَى هَدْيِ النَّبِيِّ ﷺ، وَدَلِّهِ، وَسَمْتِهِ، فَتُخْبِرُهُ بِذَلِكَ، فَيَتَشَبَّهُ بِهِ.

৩৭৩.অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আউন থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ যখন স্বীয় ঘরে প্রবেশ করতেন তখন ইবনে মাসউদ (রা) তাঁর মা উম্মে আবদকে নবী করিম ﷺ'র ব্যক্তিত্ব, চরিত্র ও আকৃতি অবলোকন করার জন্য ভিতরে প্রেরণ করতেন। তিনি সব কিছু ইবনে মাসউদ (রা) কে অবহিত করতেন। আর ইবনে মাসউদ নবী করিম ﷺ'র অনুসরণ করতেন।

٣٧٤ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَوْنٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ كَانَ صَاحِبَ خَصِيْرِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: صَاحِبَ عَصَا رَسُـوْلِ اللهِ ﷺ. وَفِيْ رِوَايَـةٍ: كَانَ صَـاحِبَ رِدَاءِ رَسُـوْلِ اللهِ ﷺ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: كَانَ صَـاحِبَ الرَّاحِلَـةِ لِرَسُـوْلِ اللهِ ﷺ. وَفِيْ رِوَايَـةٍ: كَانَ صَـاحِبَ سِـوَاكِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَصَاحِبَ الْـمَيْضَأَةِ، وَصَاحِبَ النَّعْلَيْنِ.

৩৭৪. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আউন থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, ইবনে মাসউদ (রা) সম্পর্কে বলেন, তিনি রাসূল ﷺ'র চাটাই বহন ও বিছানোর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি রাসূল ﷺ'র লাঠি মোবারক সংরক্ষণ করতেন।

অপর এক বর্ণনায় আছ, তিনি রাসূল ﷺ'র চাদর মোবারক সংরক্ষণ করতেন।

অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি রাসূল ﷺ'র সওয়ারীর হেফাযতের দায়িত্ব পালন করেন।

আর এক বর্ণনায় আছে, তিনি রাসূল ﷺ'র মিসওয়াক, উযূর পানির পাত্র (লোটা) এবং জুতা সংরক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন। (বুখারী, ৩/১৩৭৩/৩৫৫০)

ব্যাখ্যাঃ এক কথায় তিনি রাসূল ﷺ 'র বিশেষ একনিষ্ট খাদেম ছিলেন এবং এসব খেদমতের মাধ্যমে রাসূল ﷺ থেকে বিশেষ দোয়া প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

٣٧٥ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ مَعْنٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ، قَالَ: مَا كَذَبْتُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ إِلَّا كَذِبَةً وَاحِدَةً، كُنْتُ أَرْحَلُ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَأَتَى رَحَّالٌ مِنَ الطَّائِفِ، فَسَأَلَنِيْ: أَيُّ الرَّاحِلَةِ أَحَبُّ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؟ فَقُلْتُ: الطَّائِفِيَّةُ الْمَكِّيَّةُ، وَكَانَ يَكْرَهُهَا رَسُوْلُ اللهُ ﷺ، فَلَمَّا أُتِيَ بِهَا قَالَ: مَنْ رَحَّلَ لَنَا هَذِهِ؟ قَالُوْا: رَحَّالُكَ، قَالَ: مُرُوْا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ، فَلْيُرَحِّلْ لَنَا، فَأُعِيْدَتْ إِلَيَّ الرَّاحِلَةُ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ جِيْءَ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ، قَالَ: فَجَاءَنِيْ الطَّائِفِيُّ، فَقَالَ: أَيُّ الرَّاحِلَةِ أَحَبُّ إِلَيْهِ؟ قُلْتُ الطَّائِفِيَّةُ الْمَكِّيَّةُ، فَخَرَجَ، فَقَالَ: مَنْ صَاحِبُ هَذِهِ الرَّاحِلَةِ؟ قِيْلَ: الطَّائِفِيُّ، قَالَ: لَا حَاجَةَ لَنَا بِهَا.

৩৭৫.অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা মা'ন থেকে, তিনি ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণের পর থেকে একটি ব্যতীত কোন মিথ্যা কথা বলিনি। আমি রাসূল ﷺ এর জন্য উটের উপর হাওদা বাঁধতাম। তায়েফ থেকে একজন হাওদা বাঁধাইকারী এসে আমার কাছে জিজ্ঞাসা করলেন যে, রাসূল ﷺ কোন ধরনের হাওদা অধিক পছন্দ করেন, আমি বললাম-তায়েফ ও মক্কার হাওদা। অথচ তিনি তা অপছন্দ করতেন। লোকটি হাওদা তৈরি করে আনলে রাসূল ﷺ বলেন, এ হাওদা কে বেঁধেছে? সবাই বলল, আপনার হাওদা বাঁধাইকারী (আগন্তুক ব্যক্তি)। তিনি বললেন, তোমরা ইবনে উম্মে আবদেকে বল সে যেন আমার জন্য হাওদা বাঁধে। অতঃপর (ইবনে মাসউদ (রা) বলেন) আমি পুনরায় তাঁর জন্য হাওদা বেঁধেছি।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, খেদমতের জন্য একজন তায়েফ বাসীকে আনা হলো। তিনি বলেন, সে আমার কাছে জিজ্ঞাসা করে যে, রাসূল ﷺ'র কাছে কোন ধরণের হাওদা পছন্দনীয়? আমি বললাম তায়েফ ও মক্কার হাওদা। অতঃপর রাসূল ﷺ বের হয়ে বললেন, এ হাওদাকে কে বেঁধেছে? বলা হলো এক তায়েফবাসী। তিনি বললেন, এটা আমাদের প্রয়োজন নাই। (জামেউল আহাদীস, ৩৭/২১৮/৪০৪৫৭)

ব্যাখ্যাঃ উপরোক্ত হাদিসে বলা হয়েছে যে, ইবনে মাসউদ (রা) জীবনে একবার মিথ্যা বলেছেন। মিথ্যা বলা কবীরা গুনাহ। অথচ তিনি রাসূল ﷺ'র একজন বিখ্যাত সাহাবী

হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে মিথ্যা বললেন? এর উত্তরে বলা যায় যে, তিনি রাসূল ﷺ'র বিশেষ খাদেম ছিলেন। তাঁর এই খেদমত অন্য কেউ ছিনিয়ে নেওয়ার ভয়ে তিনি মাত্র একবার মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিলেন। মূলত রাসূল প্রেমে আত্মহারা হয়ে তিনি এরূপ করেছেন।

٣٧٦ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنِ الْـهَيْثَمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوْقٍ، عَنْ عَبْـدِ اللهِ ﷺ، قَـالَ: مَـا كَذَبْتُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ إِلَّا وَاحِدَةً: كُنْتُ أَرْحَلُ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَـأَتَى رَحَّـالٌ مِـنَ الطَّـائِفِ، فَقَالَ: أَيُّ الرَّاحِلَةِ أَحَبُّ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؟ قُلْتُ: الطَّائِفِيَّةُ الْـمَكِّيَّةُ، قَالَ وَكَانَ يَكْرَهُهَا، فَلَـمَّا رَحَلَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَتَى بِهَا، قَالَ: مَنْ رَحَلَ لَنَا هَـذِهِ الرَّاحِلَـةَ؟ قَـالَ: رَحَّالُـكَ الَّـتِيْ أُتِيْتَ بِهِ مِنَ الطَّائِفِ، فَقَالَ: رُدُّوا الرِّحَالَةَ لِابْنِ مَسْعُوْدٍ.

৩৭৬.অনুবাদঃ ইমামা আবু হানিফা হায়শাম থেকে, তিনি মাসরূক থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণের পরে মাত্র একটি মিথ্যা কথা বলেছি। আমি রাসূল ﷺ'র জন্য উটের হাওদা বাঁধতাম। তায়েফ থেকে একজন হাওদা বাঁধাইকারী আগমণ করে জিজ্ঞাসা করে রাসূল ﷺ'র নিকট কোন ধরণের হাওদা পসন্দনীয়? আমি বললাম, তায়েফ ও মক্কার হাওদা। তিনি বলেন, অথচ রাসূল ﷺ তা অপসন্দ করতেন। অতঃপর হাওদা তৈরী করে রাসূল ﷺ'র সামনে পেশ করা হলে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, এই হাওদা আমাদের জন্য কে বেঁধেছে? উত্তর দিল তায়েফ থেকে আগত ব্যক্তি হাওদা বেঁধেছে। তিনি বললেন, উটনিকে ইবনে মাসউদের কাছে পাঠাও (যেন সে হাওদা বাঁধে)।

٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ خُزَيْمَةَ ﷺ

٣٧٧ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ أَبِيْ عَبْدِ اللهِ الْـجَدَلِيِّ، عَنْ خُزَيْمَـةَ، أَنَّـهُ مَرَّ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَمَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَعْرَابِيٌّ يَجْحَدُ بَيْعَهُ، فَقَالَ خُزَيْمَةَ: أَشْـهَدُ لَقَـدْ بِعْتَهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مِنْ أَيْنَ عَلِمْتَهُ»؟ قَالَ: تَجِيْئُنَا بِالْوَحْيِ مِنَ السَّمَاءِ فَنُـصَدِّقُكَ، قَالَ: فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ شَهَادَتَهُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَنَّهُ مَرَّ بِأَعْرَابِيٍّ، وَهُوَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَهُوَ يَجْحَدُ بَيْعًا، فَقَالَ خُزَيْمَةَ: أَشْـهَدُ أَنَّكَ قَدْ بِعْتَهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ ذَلِـكَ»؟ فَقَـالَ: تَجِيْئُنَـا بِـالْوَحْيِ مِـنَ السَّمَاءِ فَنُصَدِّقُكَ، قَالَ: فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ شَهَادَتَهُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَجَازَ شَهَادَتَهُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ حَتَّى مَاتَ.

বাব নং ১৯১. ৯. হযরত খুযায়মা (রা)'র ফযীলত

৩৭৭. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি আবু আব্দুল্লাহ জদলী থেকে, তিনি খুযায়মা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূল ﷺ'র খেদমতে উপস্থিত হন। এ সময় এক বেদুঈন তাঁর সাথে বিক্রয়ের বিষয়টি অস্বীকার করছিল। তখন খুযায়মা (রা) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি তাঁর সাথে বেচা-কেনা করেছ। তখন রাসূল ﷺ বললেন, তুমি এটা কিভাবে জানলে? খুযায়মা (রা) বলেন, আপনি আমাদের কাছে আসমান থেকে ঐশীবাণী বলেন আমরা আপনার কথা বিশ্বাস করি, (আর এটা কেন বিশ্বাস করবনা?) তিনি বলেন, এরপর থেকে রাসূল ﷺ তাঁর একজনের সাক্ষ্যকে দু'জনের সাক্ষ্যের সমান করে দিয়েছেন।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, হযরত খুযায়মা (রা) এক বেদুঈনের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এসময় সে রাসূল ﷺ'র সাথে ছিল। সে একটি বিক্রয়ের বিষয়কে অস্বীকার করছিল। তখন খুযায়মা (রা) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি তাঁর সাথে ক্রয়-বিক্রয় করেছ। অতঃপর রাসূল ﷺ বললেন, তুমি এটা কিভাবে জানলে? তিনি বলেন, আপনি আমাদের নিকট আসমান থেকে ওহী নিয়ে আসেন আর আমরা আপনাকে বিশ্বাস করি। (সুতরাং জমিনের কথা কেন বিশ্বাস করবনা?) তিনি বলেন, এর পর থেকে রাসূল ﷺ তাঁর সাক্ষ্যকে দু'জনের সাক্ষ্যের সমান করে দিয়েছেন।

অপর বর্ণনায় আছে, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত খুযায়মা (রা)'র সাক্ষ্য দু'জনের সাক্ষ্য হিসেবে গণ্য হতো। (মুসান্নিফে আব্দুর রাযযাক, ১১/২৩৬/২০৪১৭)

١٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ خَدِيْجَةَ رضي الله عنها

٣٧٨ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: بُشِّرَتْ خَدِيْجَةُ بِبَيْتٍ فِي الْـجَنَّةِ، لَا صَخَبَ فِيْهَا وَلَا نَصَبَ.

বাব নং ১৯২. ১০. হযরত খাদীজা (রা)'র ফযীলত

৩৭৮. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা ইয়াহিয়া ইবনে সাঈদ থেকে, তিনি আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত খাদিজা (রা)কে বেহেস্তে এমন ঘরের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যাতে কোন শোরগোল থাকবেনা এবং কোন দুঃখ-কষ্টও থাকবেনা। (মুসলিম, ৭/১৩৩/৬৪২৬)

ব্যাখ্যাঃ হযরত খাদীজা (রা) প্রথমে ইবনে হালা ইবনে মুবারাহ'র বিবাহে ছিলেন, এরপর আতিক ইবনে আয়িযের সাথে অতঃপর নবী করিম ﷺ'র পবিত্র স্ত্রী হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। হযরত খাদীজা (রা)'র বয়স যখন চল্লিশ বছর তখন রাসূল ﷺ'র বয়স

হয়েছিল পঁচিশ বছর। খাদীজা (রা) ছিলেন তাঁর প্রথম স্ত্রী এবং তার জীবদ্দশায় তিনি দ্বিতীয় কোন বিবাহ করেননি। হযরত ইব্রাহীম ব্যতীত রাসূল ﷺ'র সকল সন্তান তার গর্ভাজাত ছিল। হিজরতে পাঁচ, চার বা তিন বছর পূর্বে পঁয়ষট্টি বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। পঁচিশ বছর যাবৎ তিনি রাসূল ﷺ'র সাহচর্যে জীবিত ছিলেন। মহিলাদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ছিলেন।

١١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ عَائِشَةَ الصِّدِّيْقَةَ ﵂

٣٧٩ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّهُ لَيُهَوِّنُ عَلَيَّ الْمَوْتَ أَنِّي رَأَيْتُكِ زَوْجَتِيْ فِي الْجَنَّةِ».

وَفِيْ رِوَايَةٍ: «أَنِّيْ رَأَيْتُكِ زَوْجَتِيْ فِي الْجَنَّةِ»، ثُمَّ الْتَفَتَ، وَقَالَ: «هُوِّنَ عَلَيَّ الْمَوْتُ، لِأَنِّيْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ فِي الْجَنَّةِ».

বাব নং ১৯৩. ১১. হযরত আয়েশা (রা)'র ফযীলত

৩৭৯.অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম নখঈ থেকে, তিনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আমি জান্নাতে তোমাকে (আয়েশা) আমার স্ত্রী হিসেবে দেখেছি। ফলে মৃত্যু আমার উপর সহজ হয়ে গেল।

অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূল (সাঃ) আয়েশা (রা) কে বললেন, আমি তোমাকে জান্নাতে আমার স্ত্রী হিসেবে দেখেছি। এরপর দৃষ্টিপাত করে বললেন, আমার উপর মৃত্যু সহজ হয়ে গিয়েছে। কেননা আমি আয়েশাকে জান্নাতে দেখেছি। (আল মু'জামুল কবীর, ২৩/৩৯/৯৮)

ব্যাখ্যাঃ হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)কে রাসূল ﷺ অত্যন্ত ভালবাসতেন। তাঁকে ব্যতীত তিনি শান্তি পেতেন না। ফলে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে বেহেস্তে আয়েশা (রা)'র সদৃশ্য দেখিয়ে সান্ত্বনা দিয়েছেন। আর এ ভালবাসা প্রকাশ পূর্বক নবী করিম ﷺ বলেছেন বেহেস্তে তাঁকে প্রত্যক্ষ করায় আমার কাছে মৃত্যু সহজ মনে হয়েছে।

٣٨٠ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: لَقَدْ كُنَّ لِيْ خِلَالٌ سَبْعٌ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ: كُنْتُ أَحَبَّهُنَّ إِلَيْهِ أَبًا، وَأَحَبَّهُنَّ إِلَيْهِ نَفْسًا، وَتَزَوَّجَنِيْ بِكْرًا، وَمَا تَزَوَّجَنِيْ حَتَّى اتَاهُ جِبْرِيْلُ بِصُوْرَتِيْ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ جِبْرِيْلَ، وَمَا رَآهُ أَحَدٌ مِنَ النِّسَاءِ غَيْرِيْ، وَكَانَ يَأْتِيْهِ جِبْرِيْلُ وَأَنَا مَعَهُ فِيْ شِعَارِهِ، وَلَقَدْ نَزَلَ فِيَّ عُذْرٌ كَادَ أَنْ يَهْلِكَ فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، وَلَقَدْ قُبِضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ بَيْتِيْ وَلَيْلَتِيْ وَيَوْمِيْ، وَبَيْنَ سَحْرِيْ وَنَحْرِيْ.

৩৮০.অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা শা'বী থেকে, তিনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমার মধ্যে এমন সাতটি বৈশিষ্ট্য আছে যা নবী করিম ﷺ'র অন্য কোন বিবির মধ্যে নেই। আমার পিতা রাসূল ﷺ'র নিকট সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন এবং আমিও তাঁর কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিলাম। দুই. আমিই তাঁর কুমারী স্ত্রী ছিলাম। তিন. হযরত জিব্রাঈল (আ) আমার আকৃতি তাঁর নিকট নিয়ে আসায় তিনি আমাকে বিয়ে করেছেন। চার. আমি জিব্রাঈল (আ)কে দেখেছি। আমি ছাড়া কোন স্ত্রী জিব্রাঈল (আ) কে দেখেননি। পাঁচ. আমি রাসূল ﷺ'র সাথে একই চাদরের নীচে থাকা অবস্থায় জিব্রাঈল (আ) এসেছেন। ছয়. আমার (পবিত্রতার) ব্যাপারে কুরআন নাযিল হয়েছে। না হয় একদল লোক ধ্বংস হয়ে যেতো। সাত. রাসূল ﷺকে আমার ঘরেই জান কবজ করা হয়েছে, আমার পালার দিনে-রাতে আর আমার বক্ষ ও গলার মধ্যবর্তী স্থানে মাথা মোবারক রেখে। (মুসান্নিফে ইবনে আবি শায়বা, ১২/১২৯/৩২৯৪৪)

٣٨١ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَوْنٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: فِيَّ سَبْعُ خِصَالٍ لَيْسَتْ فِيْ وَاحِدَةٍ مِنْ أَزْوَاجِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: تَزَوَّجَنِيْ وَأَنَا بِكْرٌ، وَلَمْ يَتَزَوَّجْ أَحَدًا مِنْ نِسَائِهِ بِكْرًا غَيْرِيْ، وَنَزَلَ جِبْرِيْلُ بِصُوْرَتِيْ، قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَنِيْ، وَلَمْ يَنْزِلْ بِصَورَةِ وَاحِدَةٍ مِنْ نِسَائِهِ غَيْرِيْ، وَأَرَانِيْ جِبْرِيْلَ، وَلَمْ يُرِهِ أَحَدًا مِنْ أَزْوَاجِهِ غَيْرِيْ، وَكُنْتُ مِنْ أَحَبِّهِنَّ إِلَيْهِ نَفْسًا وَأَبًا، وَنَزَلَتْ فِيَّ آيَاتٌ مِنَ الْقُرْآنِ، كَادَ أَنْ يَهْلِكَ فِيْهَا مِنَ النَّاسِ، وَمَاتَ فِيْ لَيْلَتِيْ وَيَوْمِيْ، وَتُوُفِّيَ بَيْنَ سَحْرِيْ وَنَحْرِيْ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ فِيَّ سَبْعَ خِصَالٍ مَا هُنَّ فِيْ وَاحِدَةٍ مِنْ أَزْوَاجِهِ: تَزَوَّجَنِيْ بِكْرًا وَلَمْ يَتَزَوَّجْ بِكْرًا غَيْرِيْ، وَأَتَاهُ جِبْرِيْلُ بِصُوْرَتِيْ، قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَنِيْ، وَلَمْ يَأْتِهِ جِبْرِيْلُ بِصُوْرَةِ أَحَدٍ مِنْ أَزْوَاجِهِ غَيْرِيْ، وَكُنْتُ أَحَبِّهِنَّ إِلَيْهِ نَفْسًا وَأَبًا، وَأُنْزِلَ فِيَّ عُذْرٌ، كَادَ يَهْلِكَ فِيْهَا مِنَ النَّاسِ، وَمَاتَ فِيْ يَوْمِيْ وَلَيْلَتِيْ، وَبَيْنَ سَحْرِيْ وَنَحْرِيْ، وَأَرَانِيْ جِبْرِيْلَ، وَلَمْ يُرِهِ أَحَدًا مِنْ أَزْوَاجِهِ غَيْرِيْ.

৩৮১.অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আউন থেকে, তিনি আমের শা'বী থেকে, তিনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমার মধ্যে এমন সাতটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা নবী করিম ﷺ'র অন্য কোন স্ত্রীদের মধ্যে নেই। ১. তিনি আমাকে কুমারী অবস্থায় বিয়ে করেছেন। তিনি আমি ব্যতীত কাউকে কুমারী অবস্থায় বিবাহ করেননি। ২. আমার বিবাহের পূর্বে হযরত জিব্রাঈল (আ) আমার আকৃতি রাসূল ﷺ'র নিকট পেশ করেছেন। আমি ব্যতিত জিব্রাঈল (আ) আর কারো আকৃতি নিয়ে অবতীর্ণ হননি। ৩. আমি জিব্রাঈল (আ) কে দেখেছি। তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে আমি ব্যতীত আর কেউ জিব্রাঈল

(আ) কে দেখেন নি। ৪. আমি এবং আমার পিতা রাসূল ﷺ'র নিকট অধিক প্রিয় ছিলাম। ৫. আমার পবিত্রতা ঘোষণা করে পবিত্র কুরআন নাযিল হয়েছে, না হলে একদল লোক ধ্বংস হয়ে যেতো। ৬. আমার পালার দিন রাতে তিনি ইন্তেকাল করেছেন। ৭. আর আমার বুক ও গলার মধ্যবর্তী স্থানে তাঁর রূহ কবজ করা হয়।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমার মধ্যে এমন সাতটি বৈশিষ্ট্য আছে, যা নবী করিম ﷺ'র অন্য কোন স্ত্রীদের মধ্যে ছিলনা। ১. তিনি আমাকে কুমারী অবস্থায় বিয়ে করেছেন। তিনি আমি ব্যতীত কাউকে কুমারী অবস্থায় বিবাহ করেননি। ২. আমার বিবাহের পূর্বে হযরত জিব্রাঈল (আ) আমার আকৃতি রাসূল ﷺ'র নিকট পেশ করেছেন। আমি ব্যতিত জিব্রাঈল (আ) আর কারো আকৃতি নিয়ে অবতীর্ণ হননি। ৩. আমি নিজেই এবং আমার পিতা তাঁর নিকট খুবই প্রিয় ছিলাম। ৪. আমার জন্য পবিত্র কুরআন নাযিল হয়েছে (এ বিষয়ে) একদল লোক ধ্বংস হয়ে যেতো। ৫. তিনি আমার পালার দিন রাতে ইন্তেকাল করেছেন। ৬. আমার বক্ষ ও গলার মধ্যবর্তী স্থানে মাথা মোবারক রেখে। ৭. আমি জিব্রাঈল (আ) কে দেখেছি, আমি ব্যতীত তার অন্য কোন স্ত্রী জিব্রাঈল (আ) কে দেখেন নি। (প্রাগুক্ত)

ব্যাখ্যা: উপরোক্ত হাদিসের সাতটি বিষয়ে হযরত আয়েশা (রা)'র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আরো অনেক হাদিস বিদ্যমান। এগুলোর দ্বারা অন্যান্য বিবিগণের মধ্যে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। তবে হযরত খাদীজা, আয়েশা ও ফাতিমা (রা)'র মধ্যে কে অধিক উত্তম? প্রত্যেকের ফযীলতের উপর হাদিস বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর দৃষ্টিকোণে তাঁদের মধ্যে একজনের উত্তম হওয়ার বিষয়টি মীমাংসা করা খুবই কঠিন ব্যাপার। আল্লামা তকী উদ্দিন সুবকী (রা) ফযীলতের ক্রমধারা বর্ণনা করে বলেন, প্রথম হযরত ফাতিমা (রা), অতঃপর হযরত খাদীজা (রা) অতঃপর হযরত আয়েশা (রা)'র স্থান।

হযরত খাদীজা (রা) বয়সের পরিপক্কতা, অভিজ্ঞতা, রাসূল ﷺ'র জন্য আত্মত্যাগ, ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী হওয়া, তাঁর দুঃখে-কষ্টে সান্ত্বনা প্রদান, আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান, রাসূল ﷺ'র প্রায় সকল সন্তান তাঁর থেকে জন্ম লাভ করা, হযরত ফাতিমা (রা)'র সম্মানিত মা হওয়া এবং তাঁর সাথে দীর্ঘ দিন দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করা ইত্যাদি কারণে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। হযরত আয়েশা (রা) ইলম, ইজতিহাদ, ফকীহ, এমনকি তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আহকামে শরীয়তের এক চতুর্থাংশ তাঁর থেকে বর্ণিত, মুহাদ্দিস, কুমারী ও উপরে বর্ণিত গুণাবলীর দ্বারা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। অপর দিকে রাসূল ﷺ'র একমাত্র কন্যা, তার কলিজার টুকরা, তাঁর সাথে স্বভাব-চরিত্রে সাদৃশ্য থাকা এবং জান্নাতে মহিলাদের সর্দার হওয়া ইত্যাদি কারণে হযরত ফাতিমা (রা)'র শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা একেক জনকে একেক বৈশিষ্ট্য দিয়ে বিশেষিত করেছেন।

٣٨٢ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ مَسْرُوْقٍ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا حَدَّثَ عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَ: حَدَّثَتْنِي الصِّدِّيْقَةُ بِنْتُ الصِّدِّيْقِ، الْمُبَرَّأَةُ، حَبِيْبَةُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ﵂.

৩৮২.অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা ইব্রাহীম থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি মাসরূক থেকে বর্ণনা করেন, যখন তিনি হযরত আয়েশা (রা) থেকে হাদিস বর্ণনা করতেন, তখন বলতেন, আমার নিকট হাদিস বর্ণনা করেছেন সিদ্দীকা, যিনি সিদ্দীকের কন্যা, যিনি পবিত্র এবং রাসূল ﷺ'র প্রিয়। (আল মু'জামুল কবীর, ২৩/১৮১/২৮৯)

ব্যাখ্যাঃ ইফক বা অপবাদের ঘটনায় হযরত সিদ্দীকা (রা)'র সত্যবাদিতা ও সততা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। তাই তাঁর নামের সাথে সিদ্দীকা উপাধি লাভ করেছেন। যেহেতু তাঁর পবিত্রতা আসমানী সাক্ষ্য ও কুরআনের সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত, এজন্য তাঁকে **مبرات** উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। রাসূল ﷺ 'র অতি প্রিয় ছিল বলে তাঁকে **حبيبة الرسول** উপাধি দ্বারা ভূষিত করা হয়েছে।

٣٨٣ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى عَائِشَةَ لِيَعُوْدَهَا فِيْ مَرَضِهَا، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ: إِنِّيْ أَجِدُ غَمًّا وَكَرْبًا، فَانْصَرِفْ، فَقَالَ لِلرَّسُوْلِ: مَا أَنَا بِالَّذِيْ يَنْصَرِفُ حَتَّى ادْخُلَ، فَرَجَعَ الرَّسُوْلُ، فَأَخْبَرَهَا بِذَلِكَ، فَأَذِنَتْ لَهُ، فَقَالَتْ: إِنِّيْ أَجِدُ غَمًّا وَكَرْبًا، وَأَنَا مُشْفِقَةٌ مِمَّا أَخَافُ أَنْ أُهْجَمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ ﵁: أَبْشِرِيْ، فَوَاللهِ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، يَقُوْلُ: «عَائِشَةُ فِي الْجَنَّةِ»، وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ أَنْ يُزَوِّجَهُ حَمْرَةً مِنْ حُمَرِ جَهَنَّمَ، فَقَالَتْ: فَرَّجْتَ فَرَّجَ اللهُ تَعَالَى عَنْكَ».

৩৮৩.অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হায়শাম থেকে, তিনি ইকরামা থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি হযরত আয়েশা (রা)'র অসুস্থ অবস্থায় তাঁর সেবা করার জন্য তাঁর নিকট যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তিনি ইবনে আব্বাসের নিকট সংবাদ পাঠান যে, আমি ব্যাথা-বেদনায় কষ্টে আছি, এখন চলে যান। অতঃপর তিনি রাসূল ﷺ কে বললেন, আমি তাঁকে না দেখে ফিরে যাবনা। এরপর রাসূল ﷺ ফিরে এলে তিনি হযরত আয়েশা (রা)'র নিকট পুনরায় আবেদন জানালেন। তখন তিনি তাঁকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। এরপর বললেন, আমি দুঃখ-বেদনায় পতিত হয়েছি এবং মৃত্যু যন্ত্রণাকে ভয় করছি। তখন ইবনে আব্বাস (রা) তাঁকে বললেন, সুসংবাদ নিন, খোদার কসম, আমি রাসূল ﷺকে বলতে শুনেছি যে, আয়েশা জান্নাতে থাকবে। রাসূল ﷺ'র মর্যাদা আল্লাহর কাছে জাহান্নামের অগ্নি স্ফুলিঙ্গের সাথে তাঁর বিবাহ হওয়ার চেয়ে অনেক বেশী। (অর্থাৎ তাঁর সাথে কোন জাহান্নামী মেয়ের বিবাহ হতে পারেনা) তখন আয়েশা

(রা) বললেন, তুমি আমার দুঃখ দুরীভূত করে দিয়েছ, আল্লাহ তায়ালা তোমরা দুঃখ দুরীভূত করে দেবেন।

١٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الشَّعَبِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ

٣٨٤ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنِ الْـهَيْثَمِ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ يُحَدِّثُ عَنِ الْـمَغَازِيْ، وَابْـنُ عُمَرَ يَسْمَعُهُ، قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ حَدِيْثَهُ: إِنَّهُ يُحَدِّثُ كَأَنَّهُ شَهِدَ الْقَوْمَ.

বাব নং ১৯৪. ১২. হযরত শা'বী (র)'র ফযীলত

৩৮৪. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হায়শাম থেকে, তিনি আমের শা'বী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যখন তিনি মাগাযী তথা যুদ্ধ সম্পর্কে বর্ণনা করতেন তখন ইবনে ওমর (রা) শুনতেন। শুনার সময় বলতেন, তিনি এমন ভাবে বর্ণনা করতেন, যেন তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সাথে ছিলেন।

٣٨٥ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِيْ هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ عَـنْ مَغَـازِيْ رَسُـوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ حَلَقَةٍ فِيْهَا ابْنُ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَيُحَدِّثُ كَأَنَّهُ شَهِدَ الْقَوْمَ.

৩৮৫. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা দাউদ ইবনে আবু হিন্দ থেকে, আমের শা'বী সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূল ﷺ'র যুদ্ধ সম্পর্কে এরূপ মজলিসে বর্ণনা করতেন, যেখানে ইবনে ওমর (রা) উপস্থিত থাকতেন। ইবনে ওমর (রা) শা'বীর বর্ণনা শুনে বলতেন, সে এমন এমন (যুদ্ধ সম্পর্কে) হাদিস বর্ণনা করতেছে যেন সে নিজেই যুদ্ধে উপস্থিত ছিল।

١٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ إِبْرَاهِيْمَ وَعَلْقَمَةَ وَعَبْدِ اللهِ ﷺ

٣٨٦ - زُفَرُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَنِيْفَةَ، يَقُوْلُ: سَـمِعْتُ حَمَّـادًا، يَقُـوْلُ: كُنْـتُ إِذَا نَظَـرْتُ إِلَى ابْرَاهِيْمَ، فَكُلُّ مَنْ رَأَىٰ هَدْيَهُ، يَقُوْلُ: كَانَ هَدْيُهُ هَدْيَ عَلْقَمَـةَ، وَيَقُـوْلُ: مَـنْ رَأَىٰ عَلْقَمَـةَ، يَقُوْلُ: كَانَ هَدْيُهُ هَدْيَ عَبْدِ اللهِ، وَيَقُوْلُ مَنْ رَأَىٰ هَدْيَ عَبْدِ اللهِ: كَانَ هَدْيُهُ هَدْيَ رَسُـوْلِ اللهِ ﷺ.

বাব নং ১৯৫. ১৩. হযরত ইব্রাহীম, আলকামা এবং আব্দুল্লাহ (র)'র ফযীলত

৩৮৬. অনুবাদঃ যুফার বলেন, আমি আবু হানিফাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি হাম্মাদকে বলতে শুনেছি যে, আমি যখন ইব্রাহীম নখঈ (র)কে দেখলাম, তখন তাঁর স্বভাব-চরিত্র প্রত্যক্ষকারী প্রত্যেকেই বলতেন, তাঁর স্বভাব-চরিত্র আলকামা (রা)'র মত। আর যারা আলকামা (র)কে দেখতেন, তারা বলতেন, তাঁর স্বভাব-চরিত্র আব্দুল্লাহ ইবনে

মাসউদ (রা)'র মত। আর যারা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)কে দেখতেন তারা বলতেন, তাঁর স্বভাব-চরিত্র রাসূল ﷺ'র স্বভাব চরিত্রের মত।

١٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالَىٰ

٣٨٧ - أَبُوْ حَمْزَةَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ دَاوُدَ، يَقُوْلُ لِأَبِيْ حَنِيْفَةَ: مَنْ أَدْرَكْتَ مِنَ الْكُبَرَاءِ؟ قَالَ: الْقَاسِمَ، وَسَالِمًا، وَطَاوُسًا، وَعِكْرِمَةَ، وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ دِيْنَارٍ، وَالْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ، وَعَمْرَو بْنَ دِيْنَارٍ، وَأَبَا الزُّبَيْرِ، وَعَطَاءً، وَقَتَادَةَ، وَإِبْرَاهِيْمَ، وَالشَّعْبِيَّ، وَنَافِعًا، وَأَمْثَالَهُمْ.

বাব নং ১৯৬. ১৪. হযরত ইমাম আবু হানিফা (র)'র ফযীলত

৩৮৭. অনুবাদঃ আবু হামযাহ আনসারী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে দাউদকে বলতে শুনেছি, তিনি হযরত ইমাম আবু হানিফা (র)কে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি প্রথম সারির তাবেঈগণের মধ্যে কাকে কাকে পেয়েছিলেন? উত্তরে তিনি বলেন, কাসেম, সালেম, তাউস, ইকরামা, মকহুল, আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার, হাসান বসরী, আমর ইবনে দীনার, আবু যুবাইর, আতা, কাতাদাহ, ইব্রাহীম নখঈ, শা'বী ও নাফে (র) প্রমূখ মনীষীদের।

ব্যাখ্যাঃ বর্ণিত আছে যে, ইমাম আবু হানিফা (র)'র উস্তাদের সংখ্যা চার হাজার এবং ছাত্র ছিল অসংখ্য। (তাঁর ফযীলত সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাইলে এই গ্রন্থের শুরুতে তাঁর জীবনী দেখুন)।

٢٢ - كِتَابُ فَضْلِ أُمَّتِهِ ﷺ

١ - بَابٌ

٣٨٨ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُوْدِ، فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ أَنْ يَسْجُدُوْا، سَجَدَتْ أُمَّتِيْ مَرَّتَيْنِ قَبْلَ الْأُمَمِ طَوِيْلًا»، قَالَ: «فَيُقَالُ: ارْفَعُوْا رُءُوْسَكُمْ، فَقَدْ جَعَلْتُ عَدْلَكُمُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَىٰ فِدَاءَكُمْ مِنَ النَّارِ».

২২. রাসূল ﷺ'র উম্মতের ফযীলত অধ্যায়

বাব নং ১৯৭. ১.

৩৮৮.অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আবু বুরাদা থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন যখন সকলকে সিজদার জন্য আহবান করা হবে তখন কেউ সিজদা করতে সক্ষম হবেনা। সমস্ত উম্মতের আগে আমার

উম্মত দু'টি লম্বা সিজদা করবে। তিনি বলেন, তখন বলা হবে-তোমরা তোমাদের মাথা উঠাও, আমি তোমাদের শত্রু ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে তোমাদের পরিবর্তে জাহান্নামের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছি।

٣٨٩ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، يُعْطَى كُلُّ رَجُلٍ مِنَ الْـمُسْلِمِيْنَ رَجُلًا مِنَ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى، فَيُقَالُ: هَذَا فِدَاؤُكَ مِنَ النَّارِ».
وَفِيْ رِوَايَةٍ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، أَعْطَى اللهُ تَعَالَى كُلَّ رَجُلٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ، فَيُقَالُ لَهُ: هَذَا فِدَاؤُكَ مِنَ النَّارِ». وَفِيْ رِوَايَةٍ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، دُفِعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَقِيْلَ لَهُ: هَذَا فِدَاؤُكَ مِنَ النَّارِ».
وَفِيْ رِوَايَةٍ: «إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ أُمَّةٌ مَرْحُوْمَةٌ عَذَابُهَا بِأَيْدِيْهَا».

৩৮৯.অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আবু বুরদা থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক মুসলমানকে ইহুদী-নাসারা থেকে একেক জনকে দেয়া হবে এবং বলা হবে, এ ব্যক্তিকে তোমার পরিবর্তে জাহান্নামে দেয়া হচ্ছে।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা এ উম্মতের প্রত্যেককে একজন কাফের দেবেন এবং বলা হবে জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য এই ব্যক্তি তোমার ফিদয়া।

অপর বর্ণনায় আছে, কিয়ামত দিবসে এ উম্মতের প্রত্যেককে আহলে কিতাবের একজনকে অর্পণ করা হবে। অতঃপর তাকে বলা হবে এটা জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য তোমার ফিদয়া।

অন্য বর্ণনায় আছে, এই উম্মত এমন দয়া প্রাপ্ত যে, এদের আযাব এরা আগেই পেয়ে যাবে। (অর্থাৎ দুনিয়াতেই পেয়ে যাবে যা চিরস্থায়ী নয়) (ইবনে মাজাহ, ২/১৪৩৪/৪২৯২)

٣٩٠ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمًا لِأَصْحَابِهِ: «أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُوْنُوْا رُبْعَ أَهْلِ الْـجَنَّةِ»؟ قَالُوْا: نَعَمْ، قَالَ: «أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُوْنُوْا ثُلُثَ أَهْلِ الْـجَنَّةِ»؟ قَالُوْا: نَعَمْ، قَالَ: «أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُوْنُوْا نِصْفَ أَهْلِ الْـجَنَّةِ»؟ قَالُوْا: نَعَمْ، قَالَ: «أَبْشِرُوْا فَإِنَّ أَهْلَ الْـجَنَّةِ عِشْرُوْنَ وَمِائَةُ صَفٍّ، أُمَّتِيْ مِنْ ذَلِكَ ثَمَانُوْنَ صَفًّا».

৩৯০.অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আলকামা থেকে, তিনি ইবনে বুরাইদা থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ একদিন তাঁর সাহাবায়ে কিরামগণকে বললেন, তোমরা কি এতে রাজী আছ তোমরা এবং তোমাদের পরে আগমনকারী সকল

উম্মত জান্নাতবাসীদের এক চতুর্থাংশ হবে? তারা বললেন, হ্যাঁ, আমরা রাজী। তিনি (আবার) বললেন, তোমরা কি সন্তুষ্ট আছ যে, তোমরা জান্নাতবাসীদের এক তৃতীয়াংশ হবে? তারা বললেন, হ্যাঁ, সন্তুষ্ট আছি। তিনি (পুনরায়) বললেন, তোমরা জান্নাতবাসীদের অর্ধেক হবে, এতে সন্তুষ্ট আছ? তারা বললেন, হ্যাঁ, সন্তুষ্ট আছি। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা সুসংবাদ শোন, কারণ জান্নাতবাসী সকল উম্মত মোট একশ'বিশ কাতার হবে, তন্মেধ্যে আশি কাতার হবে আমার উম্মতের। (আল মুস্তাদরাক, ১/১৫৫/২৭৫)

ব্যাখ্যাঃ আমাদের নবী মুহাম্মদ ﷺ হলেন খাতেমুন নবীয়্যীন তথা সর্বশেষ নবী। কিয়ামত পর্যন্ত অন্য কোন নবী আগমন করবেনা বিধায় তাঁর উম্মতের সংখ্যা অনেক বেশী হবে। আর কিয়ামতের দিন এই বেশী উম্মত নিয়ে তিনি গর্ববোধ করবেন।

٣٩١ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أُمَّتِيْ أُمَّةٌ مَرْحُوْمَةٌ عَـذَابُهَا بِأَيْدِيْهَا فِي الدُّنْيَا». زَادَ فِيْ رِوَايَةٍ: «بِالْقَتْلِ».

৩৯১.অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আবু বুরদা থেকে, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আমার উম্মত হলো দয়া প্রাপ্ত উম্মত। তাদের শাস্তি দুনিয়াতেই হয়ে যাবে। অন্য বর্ণনায় **بالقتل** শব্দটি বৃদ্ধি আছে। (অর্থাৎ দুনিয়াতে হত্যাকাণ্ড থাকবে) (জামেউল আহাদীস, ৮/৩৯৪/৭৫৬১)

ব্যাখ্যাঃ আবু দাউদ, বায়হাকী, হাকিম, তিবরানী আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণনা করেনঃ **امتى مرحومة ليس عليها عذاب فى الاخرة انما عذابها فى الدنيا الفتن والزلازل والقتل والبلايا**-"আমার উম্মত হলো দয়া প্রাপ্ত, তাদের উপর আখেরাতে আযাব হবে না, তাদের আযাব হবে দুনিয়াতে ফেতনা, ভূমিকম্পন, হত্যাকাণ্ড এবং বিভিন্ন প্রকার বালা-মুছিবত দ্বারা।

٣٩٢ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ زِيَادٍ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْـحَارِثِ، عَنْ أَبِيْ مُوْسَى ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «فَنَاءُ أُمَّتِيْ بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُوْنِ، قِيْلَ: يَـا رَسُـوْلَ اللهِ! الطَّعْـنُ قَـدْ عَرَفْنَـاهُ، فَمَـا الطَّاعُوْنُ؟ قَالَ: «وَخْزُ أَعْدَائِكُمْ مِنَ الْـجِنِّ، وَفِيْ كُلٍّ شَهَادَةٌ». وَفِيْ رِوَايَةٍ: «وَفِيْ كُلٍّ شُهَدَاءُ».

৩৯২.অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা যিয়াদ থেকে, তিনি ইয়াযিদ ইবনে হারিস থেকে, তিনি আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আমার উম্মত ধ্বংস হবে **طعن** (বর্ষ খেলা) ও **طاعون** দ্বারা। আরয করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! **طعن** অর্থ আমরা বুঝেছি কিন্তু **طاعون** অর্থ কি? তিনি বললেন, এটা হলো তোমাদের শত্রু জিনদের বিদ্ধকাবী বর্শা অর্থাৎ মহামারী রোগ। এগুলো প্রত্যেকটির

কারণে মৃত্যু হলে শাহাদতের মর্যাদা লাভ করবে। অন্য বর্ণনায় আছে, উভয়ের দ্বারা মৃত্যু বরণ করলে শহীদ হবে। (মুসনাদে আহমদ, ৪/৩৯৫/১৯৫৪৬)

٣٩٣ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيْ مُوْسَى ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «فَنَاءُ أُمَّتِيْ بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُوْنِ»، فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ! هَذَا الطَّعْنُ، قَدْ عَلِمْنَاهُ، فَمَا الطَّاعُوْنُ؟ قَالَ: «وَخْزُ أَعْدَائِكُمْ مِنَ الْجِنِّ، وَفِيْ كُلٍّ شَهَادَةٌ».

৩৯৩. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা খালেদ থেকে, তিনি আলকামা থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে হারিস থেকে, তিনি আবু মুসা (রা) থেকে, তিনি নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমার উম্মতের ধ্বংস হবে **طعن** ও **طاعون** দ্বারা। আরয করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা **طعن** অর্থ বুঝেছি কিন্তু **طاعون** অর্থ কি? উত্তরে তিনি বললেন, তোমাদের শত্রু জিনের বিদ্ধকারী বর্শা। এর দ্বারা মৃত্যুবরণ করলে শাহাদতের মর্যাদা লাভ করবে। (প্রাগুক্ত)

٢٣ - كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ وَالْأَشْرِبَةِ وَالضَّحَايَا وَالصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

١ - بَابٌ

٣٩٤ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ مُحَارِبٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.

২৩. পানাহারের বস্তু, কুরবানী, শিকার ও যবেহের অধ্যায়

বাব নং ১৯৮. ১.

৩৯৪.অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা মুহারিব থেকে, তিনি ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ প্রত্যেক দাঁত দ্বারা শিকার কারী হিংস্র জানোয়ার খাওয়া থেকে নিষেধ করেছেন। (আল মু'জামুল কবীর, ২২/২০৮/৫৪৮)

ব্যাখ্যাঃ হিংস্র জানোয়ার যেগুলো দাঁত দ্বারা শিকার করে, ঐগুলো খাওয়া হারাম। যেমন- সিংহ, বাঘ, শিয়াল, চিতা, হাতি, বানর ইত্যাদি জানোয়ার। ইবনে আব্বাস, খালেদ বিন ওয়ালিদ, আলী ইবনে আবু তালিব, জাবির ইবনে আবু আব্দুল্লাহ, আবু শা'লাবা খোশানী ও আবু হুরায়রা (রা)'র ন্যায় সম্মানিত সাহাবী থেকে সিহাহ সিত্তাহ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, যা ব্যাপক অর্থের দিক দিয়ে এবং রেওয়াতের দিক দিয়ে অকাট্য দলীলের কাছাকাছি হয়ে গিয়েছে। সুতরাং গন্ডার এবং খেঁকশিয়াল এ সাধারণ বিধানের অন্তর্ভুক্ত। কেননা এ উভয় প্রাণী দাঁত দ্বারা শিকারকারী জন্তুর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এটাই হলো ইমাম আবু হানিফা (রা)'র মাযহাব।

٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِيْ مَخْلَبٍ

٣٩٥ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ مُحَارِبٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِيْ مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ.

বাব নং ১৯৯.২. প্রত্যেক পাঞ্জা বা নখধারী পাখি খাওয়া নিষিদ্ধ

৩৯৫.অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা মুহারিব থেকে, তিনি ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ খায়বারের দিন নখ দ্বারা শিকারকারী হিংস্র পাখি খেতে নিষেধ করেছেন। (আস সুনানুল কুবরা নাসাঈ, ৩/১৬৩/৪৮৬১)

ব্যাখ্যাঃ বায, শাহীন, শুকুর, গুধ, চিল ইত্যাদি নখ দ্বারা শিকারকারী পাখি এই নিষেধাজ্ঞার আওতাধীন হয়ে হারামের অন্তর্ভুক্ত।

٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ

٣٩٦ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ.

বাব নং ২০০.৩. গৃহপালিত গাধা খাওয়া নিষিদ্ধ

৩৯৬.অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আবু ইসহাক থেকে, তিনি বারা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ গৃহপালিত গাধা খাওয়া নিষেধ করেছেন। (মুসলিম, ৪/১৫৪৪/৩৯৮১)

ব্যাখ্যাঃ এই হাদিসখানা প্রায় চৌদ্দজন সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে এবং সহীহাইনেও বিদ্যমান। এ কারণে ওলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, গৃহ পালিত গাধা হারাম। ইবনে আব্দুল বার (র) তামহিদ নামক গ্রন্থে বলেছেন, গৃহ পালিত গাধা হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে কারো কোন মতবিরোধ নেই। তবে ইবনে আব্বাস ও আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ ধরণের গাধা খাওয়াতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু তাদের পক্ষ থেকেও বিশুদ্ধ বর্ণনা হলো যা সমস্ত ওলামাদের সাথে মিলে, অর্থাৎ হারাম হওয়ার পক্ষে।

٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ

٣٩٧ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، نُهِيْنَا عَنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ.

বাব নং ২০১.৪. মাটির কীট-পতঙ্গ খাওয়া নিষিদ্ধ

৩৯৭.অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা নাফে থেকে, তিনি ইবনে ওমর (রা) থেকে, তিনি বলেন, আমাদেরকে মাটির পোকা মাকড় (খেতে) নিষেধ করেছেন। (মা'রিফাতুস সাহাবা, ৭/৬৪/২১৬৪)

ব্যাখ্যা: এগুলো হারাম হওয়ার কারণ হলো এগুলো নাপাক, তাই মাটির যাবতীয় পোকা-মাকড়, কীট-পতঙ্গ খাওয়া হারাম।

٣٩٨ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْـمَكِّيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَـالَ: قَـالَ رَسُـوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَتَلَ ضُفْدَعًا، فَعَلَيْهِ شَاةٌ مُحْرِمًا كَانَ أَوْ حَلَالًا».

৩৯৮. অনুবাদ: ইমাম আবু হানিফা আবু যুবাইর থেকে, তিনি জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ব্যাঙ হত্যা করে তার উপর একটি বকরী ওয়াজিব হবে। চাই সে মুহরিম হোক কিংবা হালাল অবস্থায় হোক।

ব্যাখ্যা: আবু দাউদ তায়ালুসী স্বীয় মুসনদে এবং আবু দাউদ স্বীয় সুনানে এভাবে ইমাম নাসাঈ ও হাকেম আব্দুর রহমান ইবনে ওসমান থেকে বর্ণিত হাদিসে আছে, একজন ডাক্তার রাসূল ﷺ'র কাছে ঔষধের জন্য ব্যাঙের ব্যবহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাকে ব্যাঙ হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। যেহেতু এর গোশত খাওয়া হারাম তাই এগুলোকে হত্যা করা নিষেধ।

٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ حُكْمِ أَكْلِ الضَّبِّ

٣٩٩ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّهُ أُهْـدِيَ لَـهَا ضَبٌّ، فَسَأَلَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، فَنَهَاهَا عَنْ أَكْلِهِ، فَجَاءَ سَائِلٌ، فَأَمَرَتْ لَهُ بِهِ، فَقَـالَ رَسُـوْلُ اللهِ ﷺ: «أَتُطْعِمِيْنَ مَا لَا تَأْكُلِيْنَ!».

বাবা নং ২০২. ৪. গুই সাপ খাওয়ার বিধান

৩৯৯.অনুবাদ: ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি আসওয়াদ থেকে, তিনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, কেউ তাঁর খেদমতে গুই সাপ পাঠালে তিনি রাসূল ﷺ'র নিকট (খাওয়া যাবে কিনা) জিজ্ঞাসা করেন। তিনি তা খেতে নিষেধ করেছেন। অতঃপর একজন ভিখারী আসলে আমি তা তাকে দিতে আদেশ দিলাম। তখন রাসূল ﷺ বললেন, যা তুমি নিজে খাও না তা তুমি অন্যকে খাওয়াচ্ছ? (মুয়াত্তা মালিক, ২/৬০৭/৬৪৬)

ব্যাখ্যা: ইমাম আবু হানিফা (রা)'র মতে গুই সাপ খাওয়া মাকরূহ। ইমাম শাফেঈ ও মালিক (র) জায়েয মনে করেন।

٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صَيْدِ الْكِلَابِ الْـمُعَلَّمَةِ

٤٠٠ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ عَدِيِّ بْـنِ حَـاتِمٍ، قَـالَ: سَـأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّا نَبْعَثُ الْكِلَابَ الْـمُعَلَّمَةَ، فَنَأْكُلُ مِمَّـا أَمْـسَكْنَ

عَلَيْنَا؟ فَقَالَ: «إِذَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ مَا لَمْ يَشْرِكْهَا كَلْبٌ غَيْرُهَا»، قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلَ؟ قَالَ: «وَإِنْ قَتَلَ»، قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَحَدُنَا يَرْمِيْ بِالْمِعْرَاضِ؟ قَالَ: «إِذَا رَمَيْتَ فَسَمَّيْتَ، فَخَزَقَ فَكُلْ، فَإِنْ أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ».

বাব নং ২০৩. ৬. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের শিকার

৪০০.অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি হাম্মাম থেকে, তিনি আদী ইবনে হাতেম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুর শিকারের জন্য প্রেরণ করি। ঐ কুকুর আমাদের জন্য যে শিকার নিয়ে আসে, আমরা কি তা খেতে পারি? উত্তরে তিনি বললেন, যদি কুকুর প্রেরণের সময় তোমরা বিসমিল্লাহ পড় এবং যদি শিকারের সময় অন্য কুকুর শরীক না থাকে (তবে খেতে পার)। আমি বললাম, যদি ঐ শিকার মরে যায়? তিনি বললেন, যদিও মরে যায় (তবুও খেতে পারবে)। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে কেউ ধারালো বিহীন তীর নিক্ষেপ করে (এর বিধান কি?) তিনি বললেন, যখন তোমরা বিসমিল্লাহ পড়ে তীর নিক্ষেপ কর আর ঐ তীর শিকারকে ছিড়ে ফেলে, তবে তা খাও, যদি তীরের পার্শ্বের আঘাতে শিকার মরে যায় তবে তা খেওনা। (আবু দাউদ, ৩/৬৭/২৮৪৯)

ব্যাখ্যাঃ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর হলো-যেটাকে নিয়মমাফিক শিকারের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। যদি কুকুরের মালিক কুকুরকে শিকারের দিকে প্রেরণ করে তখন দৌড়ে যায় আর যদি বাঁধা দেয়, তাহলে থেমে যায়, যখন শিকার ধরে তখন তা মালিকের জন্য রেখে দেয়, এর গোশত চামড়া বা দেহের কোন অংশ স্পর্শ করেনা বা খায় না। যদি তিনবার এর ব্যাপারে এরূপ পরীক্ষা করা হয়, তাহলে এটা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর বলে গণ্য হবে। এ ধরণের কুকুরের ক্ষেত্রে বর্ণিত বিধান প্রযোজ্য হবে।

এ ব্যাপারে দলীলের মূল উৎস হলো আল্লাহ তায়ালা বাণী- وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، যে সব শিকারী তোমরা প্রশিক্ষণ দান কর শিকারের প্রতি প্রেরণের জন্য আর ওদেরকে ঐ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দাও, যা আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। এমন শিকারী জন্তু যে শিকারকে তোমাদের জন্য ধরে রাখে, তা খাও এবং তার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর। (সূরা মায়েদা, আয়াত, ৪)

٤٠١ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَا جَزَرَ عَنْهُ الْمَاءُ فَكُلْ».

৪০১. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আতিয়্যা থেকে, তিনি আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, পানি যে মাছকে ছেড়ে দেয় তা খাও।

ব্যাখ্যাঃ যে মাছ মরে পানিতে ভেসে উঠে, তা ছাড়া সমস্ত মাছ হালাল, তিরমিযী শরীফে হযরত জাবির (রা) থেকে মারফু হাদিসে বর্ণিত আছে, **ما اصطد تموه وهو حي فكلوه وما وجد تموه ميتًا طافيا فلا تأكلوه** "যে মাছকে তোমরা পানির উপর ভাসমান অবস্থায় পাও, তা খেয়োনা।"

٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّخْيِيْرِ فِيْ أَكْلِ الْـجَرَادِ

٤٠٢ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ عَجْرَدٍ، تَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَكْثَرُ جُنْدِ اللهِ فِي الْأَرْضِ الْـجَرَادُ، لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ».

বাব নং ২০৪. ৭. ফড়িং খাওয়ার অনুমতি প্রসঙ্গে

৪০২. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা বলেন, আমি আয়েশা বিনতে আজরদ থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, পৃথিবীতে আল্লাহর সবচেয়ে বড় বাহিনী হলো ফড়িং। তা আমি খাইনা তবে তা হারামও করিনা। (বায়হাকী কুবরা, ৯/২৫৭/১৮৭৭৫)

٤٠٣ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ سَعِيْدٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ، أَنَّ بَعِيْرًا مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ نَدَّ، فَطَلَبُوْهُ، فَلَـمَّا أَعْيَاهُمْ أَنْ يَأْخُذُوْهُ رَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ، فَأَصَابَ، فَقَتَلَـهُ، فَـسَأَلُوْا النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَ بِأَكْلِهِ، وَقَالَ: «إِنَّ لَـهَا أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوُحُوْشِ؛ فَإِذَا خَشِيْتُمْ مِنْهَـا فَاصْـنَعُوْا مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ بِهَذَا الْبَعِيْرِ، ثُمَّ كُلُوْهُ». وَفِيْ رِوَايَةٍ: إِنَّ بَعِيْرًا مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ نَدَّ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ، فَقَتَلَهُ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ أَكْلِهِ، فَقَالَ: «كُلُوْهُ، فَإِنَّ لَـهَا أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ».

৪০৩. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা সাঈদ থেকে, তিনি আবাইয়া ইবনে রেফায়া থেকে, তিনি রাফে ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, সদকার উট থেকে একটি উট পালিয়ে যায় এবং তারা ওটাকে ধরার চেষ্টা চালায়। চেষ্টা করেও ধরতে না পেরে এক ব্যক্তি এর দিকে তীর নিক্ষেপ করল। এটা উটের গায়ে লেগে মরে গেল। অতঃপর তারা রাসূল ﷺ'র নিকট জিজ্ঞাসা করলে তিনি এটা খাওয়ার অনুমতি দিলেন আর বললেন, এ উটও বন্য পশুর ন্যায় ভয় পেয়েছিল। সুতরাং কোন পশুর ব্যাপারে যদি তোমরা ভয় কর (অবাধ্য হয়ে যায়) তখন তোমরা এরূপ কর, যেরূপ এই উটের সাথে করেছ।

অন্য বর্ণনায় আছে, সদকার উট থেকে একটি উট ভয়ে পালিয়ে যায়, তখন এক ব্যক্তি তীর নিক্ষেপ করে এটাকে মেরে ফেলে। অতঃপর এটা খাওয়ার ব্যাপারে রাসূল ﷺ'র কাছে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, তোমরা তা খাও। কেননা এটা বন্য প্রাণীর ন্যায়। (আল মু'জামুল কবীর, ৪/২৭২/৪৩৮৭)

٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْـمُجَثَّمَةِ

٤٠٤ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْـمُجْثَمَةِ.

বাব নং ২০৫. ৮. কোন জন্তুকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে তীর নিক্ষেপ করা নিষিদ্ধ

৪০৪. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা নাফে থেকে, তিনি ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ কোন জন্তুকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে এর প্রতি তীর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন। (তিরমিযী, ৪/২৭০/১৮২৫)

ব্যাখ্যাঃ কোন জন্তুকে সামনে বেঁধে রেখে নিশানা বানিয়ে তীর নিক্ষেপ করে হত্যা করা হলে ঐ জন্তুকে **مجثمه** বলা হয়। এরূপ মৃত জন্তুর গোশত খাওয়া হারাম।

٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ جَوَازِ الذَّبْحِ بِالْـمَرْوَةِ

٤٠٥ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّ غُنَيْمَةً كَانَتْ لَـهَا رَاعِيَةٌ، فَخَافَتْ عَلَى شَاةٍ مِنْهَا الْـمَوْتَ، فَـذَبَحَتْهَا بِمَـرْوَةٍ؟ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِأَكْلِهَا.

বাব নং ২০৬. ৯. পাথর দ্বারা যবেহ করা বৈধ

৪০৫. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা নাফে থেকে, তিনি ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত কা'ব ইবনে মালিক (রা) নবী করিম ﷺ'র নিকট এসে আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এক মহিলা বকরী চরাত। সে একটি বকরীর মৃত্যুর আশংকা করে এটাকে সে পাথর দ্বারা যবেহ করে দিল। (এখন এটা খাওয়ার ব্যাপারে কি বিধান?) নবী করিম ﷺ তাকে ওটা খাওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। (মুসান্নিফে আব্দুর রাযযাক, ৪/৪৮১/৮৫৪৯)

ব্যাখ্যাঃ ইমাম মালিক (র) এ হাদিস খানা মুয়াত্তা গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য হাদিস গ্রন্থেও বাক্যের কিছুটা পরিবর্তনসহ এ হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

এ হাদিসে দু'টি মাসয়ালা বর্ণিত হয়েছে। এক, নারীদের পশু যবেহ করা জায়েয। দুই, শরীর কেটে রক্ত প্রবাহিত হয় এমন ধারাল বস্তু দ্বারা যবেহ করা জায়েয। যেমন- পাথর, লাকড়ি ইত্যাদি। ইমাম আবু দাউদ ও নাসাঈ (র), হযরত শু'বা (র)'র মাধ্যমে আদী ইবনে হাতিম থেকে বর্ণনা করেন যার সারমর্ম হলো- তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! একটু বলুন যে, যদি আমাদের মধ্যে কেউ শিকার পেলেন কিন্তু তার নিকট ছুরি নেই, তবে কি পাথর অথবা লাঠি দ্বারা যবেহ করা যাবে? তিনি বলেন, যে কোন বস্তু দ্বারা রক্ত প্রবাহিত কর এবং আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর।

٤٠٦ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنِ الْـهَيْثَمِ، عَنِ الشَّعَبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: خَرَجَ غُلَامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَبلَ أُحُدٍ، فَمَرَّ فِيْ طَرِيْقِهِ، فَاصْطَادَ أَرْنَبًا فَلَـمْ يَجِـدْ مَـا يَـذْبَحُهَا، فَـذَبَحَهَا بِحَجَـرٍ، فَجَاءَ بِهَا إِلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، قَدْ عَلَّقَهَا بِيَدِهِ، فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا.

وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ أَرْنَبَيْنِ، فَذَبَحَهُمَا بِمِرْوَةٍ يَعْنِيْ: الْـحَجَرَ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِأَكْلِهَا.

وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَصَابَ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ سَلَمَةَ أَرْنَبًا بِأُحُدٍ، فَلَـمْ يَجِدْ سِكِّيْنًا، فَذَبَحَهَا بِحَجَرٍ، فَـأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِأَكْلِهَا.

৪০৬. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হায়শাম থেকে, তিনি শা'বী থেকে, তিনি জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আনসারীদের একজন বালক ওহুদের দিকে বের হলো। পথে সে একটি খরগোশ শিকার করল। যবেহ করার জন্য সে কিছুই না পেয়ে অবশেষে পাথর দ্বারা সে ওটাকে যবেহ করল। অতঃপর ওটাকে হাতে লটকিয়ে (মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করার জন্য) রাসূল ﷺ'র নিকট আনল। তিনি তাকে ওটা খাওয়ার নির্দেশ দান করেন।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, জনৈক ব্যক্তি দু'টি খরগোশ শিকার করে পাথর দিয়ে উভয়কে যবেহ করে। তখন রাসূল ﷺ তাকে তা খেতে নির্দেশ দেন।

অপর এক বর্ণনায় আছে, বনী সালমা গোত্রের একজন ব্যক্তি ওহুদ পাহাড়ে একটি খরগোশ শিকার করে। যবেহ করার জন্য সে ছুরি না পেয়ে পাথর দিয়ে যবেহ করল। অতঃপর নবী করিম ﷺ তাকে তা খাওয়ার নির্দেশ দেন। (মুসনাদে ইবনুল জা'দ, ১/৩০৭/২০৭১)

٤٠٧ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْـدِ اللهِ بْـنِ مَـسْعُوْدٍ ﷺ، قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَكَلَ مِنْ ذَبِيْحَةِ امْرَأَةٍ، وَنَهَىٰ عَنْ قَتْلِ الْـمَرْأَةِ.

৪০৭. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি আলকামা থেকে, তিনি ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ মহিলাদের যবেহকৃত পশুর গোশত আহার করেছেন এবং যুদ্ধে নারীদের হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।

١٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ أَيَامِ عَشْرِ الْأَضْحَىٰ

٤٠٨ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ مُخَوَّلِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِيْنِ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ أَيَّامٍ أَفْضَلُ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَيَّامِ عَشْرِ الْأَضْحَىٰ، فَأَكْثِرُوْا فِيْهِنَّ مِنْ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَىٰ».

বাব নং ২০৭. ১০. যিলহজ্ব মাসের প্রথম দশদিনের ফযীলত

৪০৮. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা মুখাওয়াল ইবনে রাশেদ থেকে, তিনি মুসলিম আল বাতিন থেকে, তিনি সাঈদ ইবনে জুবাইর থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আল্লাহর কাছে যিলহজ্বের প্রথম দশ দিনের চেয়ে উত্তম কোন দিন নেই। সুতরাং উক্ত দিনসমূহে বেশী বেশী আল্লাহর যিকির কর। (জামেউল কবীর, সুয়ূতী, ১/২১১৯৪/১০৩৬)

ব্যাখ্যাঃ তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তায়ালার নিকট যিলহজ্ব মাসের প্রথম দশ দিনের চেয়ে বেশী কোন দিনের ইবাদত পছন্দনীয় নয়। এর প্রত্যেক দিনের রোযা সারা বছরের রোযার সমান এবং এর এক রাতের তাহাজ্জুদের নামায লায়লাতুল কদরের কিয়ামের (নামাযের) সমান মর্যাদা রাখে।

٤٠٩ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنِ الْـهَيْثَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَابِطٍ، عَنْ جَابِرِ بْـنِ عَبْـدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ضَحَّىٰ بِكَبْشَيْنِ أَشْعَرَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، أَحَدُهُمَا عَنْ نَفْسِهِ، وَالْآخَرُ عَنْ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مِنْ أُمَّتِهِ. وَفِيْ رِوَايَةٍ نَحْوُهُ، وَلَـمْ يَذْكُرْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ.

৪০৯. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হায়শাম থেকে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনে সাবিত থেকে, তিনি জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ অধিক পশম বিশিষ্ট সাদা-কালো মিশ্রিত রঙের দু'টি দুম্বা কুরবানী করেছেন। একটি নিজের পক্ষ থেকে, অপরটি স্বীয় উম্মতের কালিমা পাঠকারীদের পক্ষ থেকে। অন্য বর্ণনায় অনুরূপ রয়েছে তবে হযরত জাবির (রা)'র উল্লেখ নেই। (আবু দাউদ, ৩/৫২/২৭৯৬)

ব্যাখ্যাঃ এ হাদিস বিশুদ্ধ গ্রন্থসমূহের প্রায় সাতজন সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে। হয়ত সামান্য একটু শব্দের পার্থক্য থাকতে পারে, বাকী বিষয় অভিন্ন ও এক।

٤١٠ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، وَالشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ، أَنَّـهُ ذَبَـحَ شَـاةً قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «تُجْزِيْ عَنْكَ وَلَا تُجْزِيْ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ».

৪১০. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম ও শা'বী থেকে, তারা আবু বুরদা ইবনে নিয়ার থেকে বর্ণনা করেন, তিনি কুরবানীর ঈদের নামাযের পূর্বে একটি বকরী যবেহ করেন। অতঃপর তিনি তা নবী করিম ﷺ'র নিকট উল্লেখ করলে তিনি বলেন, এ কুরবানী শুধু তোমার জন্য যথেষ্ট অর্থাৎ শুধু তোমার বেলায় গ্রহণ করা হয়েছে। তোমার পর অন্য কারো জন্য যথেষ্ট বা গ্রহণযোগ্য হবে না। (শরহে মাআনিউল আসার, ৪/১৭২/৫৭৪০)

ব্যাখ্যাঃ ইবনে মাজাহ ব্যতীত অবশিষ্ট সব সিহাহ সিত্তাহ গ্রন্থে এ হাদিস বারা ইবনে আযিব (রা) 'র সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যাতে এই খুসুসীয়াত হযরত আবু বুরদা (রা)'র জন্য

ছিল। ইবনে মাজাহ অন্য এক সাহাবীকে এ ঘটনার মূল বলে স্বীকৃত দিয়েছেন। বায়হাকীর বর্ণনায় তিনি হলেন উকবা ইবনে আমের (রা), আবু দাউদের বর্ণনায় তিনি হলেন যায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী (রা)। অতএব এ সব বর্ণনা অনুযায়ী মোট চারজন সাহাবী এই খুসুসীয়তের সাথে সম্পৃক্ত। আবার কেউ কেউ পাঁচজনের কথা উল্লেখ করেছেন।

মোটকথা হলো উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ ছাড়া অন্য কারো জন্য ঈদের নামাযের আগে কুরবানী করা বৈধ নয়। এ সমস্ত হাদিস দ্বারা প্রতীয়মান হয়ে যে, রাসূল ﷺ সাহেবে শরীয়ত বা শরীয়ত প্রণেতা। ইতিপূর্বে হাদিস বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি খুযাইমার (রা) একজনের সাক্ষ্যকে দু'জনের স্থলাভিষিক্ত করে দিয়েছেন।

٤١١ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، وَحَمَّادٍ، أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُـحُوْمِ الْأَضَاحِيْ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، لِيُوَسِّـعَ مُوْسِعُكُمْ عَلَى فَقِيْرِكُمْ».

৪১১. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আলকামা ইবনে মারশাদ ও হাম্মাদ থেকে, তারা উভয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে বুরাইদা থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে তিনদিনের বেশী কুরবানীর গোশত রেখে দিতে এজন্য নিষেধ করেছি, যেন তোমাদের ধনী ব্যক্তিরা গরীবকে গোশত দান করতে পারে। (নাসাঈ, ৩/৮০/৪৫৫৬)

ব্যাখ্যাঃ এই বিধান ইসলামের প্রথম যুগে। যখন কুরবানী দাতার সংখ্যা ছিল খুবই কম। তাই কুরবানীর গোশত জমা না রেখে গরীব-মিসকীনদের দেওয়ার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)'র কাছে কুরবানীর গোশত রেখে দেওয়ার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন নিষেধ নেই। তাছাড়া বর্তমানে কুরবানীদাতার সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, সুতরাং বর্তমানে এই নিষেধাজ্ঞা বহাল নেই।

١١ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ الْـخَلِّ

٤١٢ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ وَمِسْعَرٌ: عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ ﷺ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ، وَقَرَّبَ إِلَيْهِ خُبْزًا وَخَلًّا، ثُمَّ قَالَ: عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ نَهَانَا عَنِ التَّكْلِفَةِ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَتَكَلَّفْتُ لَكُمْ، وَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، يَقُوْلُ: «نِعْمَ الْإِدَامُ الْـخَلُّ».

বাব নং ২০৮. ১১. সিরকার ফযীলত

৪১২. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা ও মিসআর মুহারিব ইবনে দিসার থেকে, তিনি জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (মুহারিব) হযরত জাবির (রা)'র (ঘরে) প্রবেশ করলে

তিনি রুটি ও সিরকা তার সামনে দিয়ে বলেন, নবী করিম ﷺ বলতেন, সিরকা উত্তম তরকারী। (ইবনে মাজাহ, ২/১১০২/৩৩১৭)

٤١٣ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ».

৪১৩. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আবু যুবাইর থেকে, তিনি জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, সিরকা কতই উত্তম তরকারী। (আবু দাউদ, ৩/৪২৪/৩৮২২)

٤١٤ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِيْ سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ، وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِيْ مِعًى وَاحِدٍ».

৪১৪. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা নাফে থেকে, তিনি ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, কাফির সাত অন্ত্রে আহার করে আর মু'মিন এক অন্ত্রে আহার করে। (মুসলিম, ২/১৩২/৫৪৯৩)

ব্যাখ্যাঃ হাদিসের অর্থ হলো কাফির বিনা হিসাবে খায় এবং তারা খাওয়ার সময় আল্লাহর নাম নেয় না বলে শয়তান তাদের খাবারে অংশগ্রহণ করে। ফলে তাদের খাবারে বরকত হয় না। পক্ষান্তরে মু'মিনগণ অল্প আহারে তৃপ্ত হয়। কারণ তারা আল্লাহর নাম তথা বিসমিল্লাহ পড়ে খাবার শুরু করে বিধায় এতে বরকত হয়। অনেক হাদিসে আছে, এক পেয়ালা দুধ অনেক সাহাবায়ে কিরাম তৃপ্ত হয়ে পান করেন এবং অল্প খাবার শত শত সাহাবী খেয়ে শেষ করতে পারেন নি।

١٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْأَكْلِ مُتَّكِئًا

٤١٥ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنْ أَبِيْ جُحَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَمَّا أَنَا فَلَا آكُلُ مُتَّكِئًا، آكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ، وَأَشْرَبُ كَمَا يَشْرَبُ الْعَبْدُ، وَأَعْبُدُ رَبِّيْ حَتَّى يَأْتِيَنِي الْيَقِيْنُ».

বাব নং ২০৯. ১২. ঠেস দিয়ে আহার করা নিষেধ

৪১৫. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আলী আকমার থেকে, তিনি আবু জুহাইফা থেকে, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আমি ঠেস দিয়ে (অহংকারীদের ন্যায়) আহার গ্রহণ করিনা, বরং গোলামের ন্যায় বিনয়ের সাথে আহার গ্রহণ করি। আর পান করি গোলামের ন্যায় বিনয়ের সাথে, আমি আমার প্রভুর ইবাদত করতে থাকবো মৃত্যু পর্যন্ত। (মুসনাদে হুমাইদী, ২/৩৬৮/৮৩২)

١٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الشُّرْبِ فِيْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

٤١٦ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: نَهَانَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ نَشْرَبَ فِيْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيْهَا، وَأَنْ نَلْبَسَ الْحَرِيْرَ وَالدِّيْبَاجَ، قَالَ: وَهِيَ لِلْمُشْرِكِيْنَ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الْأُخْرَى».

বাব নং ২১০. ১৩. স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্রে পান করা নিষেধ

৪১৬. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি হুযাইফা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ আমাদেরকে স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রে পানাহার করতে নিষেধ করেছেন। দুনিয়াতে এ সব (চাকচিক্য) মুশরিকদের জন্য এবং তোমাদের জন্য পরকালে। (বুখারী, ৫/২১৯৫/৫৪৯৯)

٤١٧ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلٰى، قَالَ: نَزَلْنَا مَعَ حُذَيْفَةَ عَلٰى دِهْقَانَ بِالْمَدَائِنِ، فَأَتَانَا بِطَعَامٍ فَطَعِمْنَا، ثُمَّ دَعَا حُذَيْفَةُ بِشَرَابٍ فَأَتَانَا بِشَرَابٍ فِيْ إِنَاءٍ فِضَّةٍ، فَضَرَبَ بِهِ وَجْهَهُ، فَسَاءَنَا مَا صَنَعَ، فَقَالَ: أَتَدْرُوْنَ لِمَ صَنَعْتُ بِهِ هٰذَا؟ فَقُلْنَا: لَا، فَقَالَ: إِنِّيْ نَزَلْتُ عَلَيْهِ فِي الْعَامِ الْمَاضِيْ، فَدَعَوْتُ بِشَرَابٍ، فَأَتَانِيْ بِشَرَابٍ فِيْهِ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَأْكُلَ فِيْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَنْ نَشْرَبَ فِيْهَا، وَأَنْ نَلْبَسَ الْحَرِيْرَ وَالدِّيْبَاجَ، فَإِنَّهَا لِلْمُشْرِكِيْنَ فِي الدُّنْيَا، وَهِيَ لَنَا فِي الْآخِرَةِ.

৪১৭. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা মুসলিম থেকে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনে আবি লায়লা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা হোযাইফা (রা)'র সাথে মাদায়েনে কোন এক গ্রামবাসীর কাছে অবতরণ করলাম। এরপর হোযাইফা (রা) পানি চাইলে তারা রৌপ্যের পাত্র করে পানি নিয়ে আসল। তিনি পানির পাত্র ঐ ব্যক্তির মুখে নিক্ষেপ করলেন। তাঁর এ কাজ আমাদের কাছে খুবই অপছন্দ হলো। তখন তিনি বললেন, তোমরা কি জান আমি এর সাথে কেন এরূপ ব্যবহার করেছি? আমরা বললাম না। তখন তিনি বললেন, আমি গত বছর তার এখানে এসেছিলাম। অতঃপর আমি পানি চাইলে সে আমাকে ঐ পাত্র করে পানি দিয়েছিল। আমি তখন তাদেরকে বলেছিলাম, রাসূল ﷺ আমাদেরকে স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রে পানাহার করতে এবং রেশমের বস্ত্র পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। কারণ এ সমস্ত বস্তু দুনিয়াতে মুশরিকদের জন্য আর আখিরাতে আমাদের জন্য। (মুসনাদে বাযযার, ৭/৪৩৯/২৫৬২)

ব্যাখ্যাঃ মেজবানের সাথে হযরত হোযাইফা (রা) এরূপ কঠোর আচরণ করার কারণ হলো বিগত বছর এ ব্যাপারে রাসূল ﷺ'র নিষেধাজ্ঞার হাদিস শুনিয়েছেন। কিন্তু সে আমল না করে পুনরায় একই অপরাধমূলক কাজ করার কারণে তিনি মেজবানের মুখে পানি নিক্ষেপ করে কঠোরতা প্রদর্শন করেন, যাতে এই ভুলের আর পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

٤١٨ – حَمَّادٌ: عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ فَرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلٰى، قَالَ: اسْتَسْقٰى حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ مِنْ دِهْقَانَ، فَأَتَى فِيْ إِنَاءٍ فِضَّةٍ، فَأَخَذَ الْإِنَاءَ، فَضَرَبَ بِهِ وَجْهَهُ، وَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهٰى أَنْ نَشْرَبَ فِيْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ.

৪১৮. অনুবাদ: হাম্মাদ তার পিতা থেকে, তিনি আবু ফারওয়া থেকে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনে আবি লায়লা (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত হুযায়ফা (রা) এক গ্রামবাসীর নিকট পানি চান। তখন সে রৌপ্যের পেয়ালায় করে পানি নিয়ে আসে। তিনি ঐ পেয়ালা তার মুখে নিক্ষেপ করেন আর বলেন, রাসূল ﷺ আমাদেরকে রৌপ্যের পেয়ালায় পানি পান করতে নিষেধ করেছেন। (সুনানে বায়হাকী কুবরা, ১/২৭/১০০)

٤١٩ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِيْ لَيْلَى، قَالَ: كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ، فَاسْتَسْقَى دِهْقَانًا، فَأَتَاهُ بِهِ فِيْ جَامٍ فِضَّةٍ، فَرَمَى بِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَقَالَ: «هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ».

৪১৯. অনুবাদ: ইমাম আবু হানিফা হাকাম থেকে, তিনি ইবনে আবি লায়লা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা হোযাইফার সাথে মাদায়ানে অবস্থান করছিলাম। তিনি এক গ্রামবাসীর নিকট পানি চাইলে সে রৌপ্যের পাত্রে করে পানি দেয়। তিনি তা নিক্ষেপ করেন এবং বলেন, রাসূল ﷺ স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রে পানাহার করতে নিষেধ করেছেন। আর বলেছেন, এটা তাদের জন্য ইহকালে আর তোমাদের জন্য রয়েছে পরকালে। (মুসনাদে আহমদ, ৫/৩৯৮/২৩৪২২)

٤٢٠ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ.

৪২০. অনুবাদ: ইমাম আবু হানিফা নাফে থেকে, তিনি ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ কদুর খোলস ও সবুজ রঙের কলস ব্যবহার করা থেকে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম, ৬/৯৪/৫২৯৯)

ব্যাখ্যা: কদু বা লাউয়ের শুকনো খোলস দ্বারা তৈরী পাত্রকে دُبّاء বলা হয় আর সবুজ রঙের কলসকে خنتم বলা হয়। এ সমস্ত পাত্রে মদ তৈরী করা হতো। মদ হারাম হওয়ার সাথে সাথে রাসূল ﷺ এ সমস্ত পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করে দিয়েছেন, যাতে নিষিদ্ধ বস্তুর চিহ্নও না থাকে আর এর প্রতি আকর্ষণও দূরীভূত হয়ে যায়।

٤٢١ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «نَهَيْنَاكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ، فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ ﷺ فِيْ زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ، فَزُوْرُوْهَا، وَلَا تَقُوْلُوْا هُجْرًا، وَعَنْ لُحُوْمِ الْأَضَاحِيْ، أَنْ تُمْسِكُوْهَا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَإِنَّا نَهَيْنَاكُمْ، لِيُوَسِّعَ مُوْسِرُكُمْ عَلَى فَقِيْرِكُمْ، وَالْآنَ قَدْ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْكُمْ، فَكُلُوْا وَتَزَوَّدُوْا، وَعَنِ الشُّرْبِ فِي

الْـحَنْتَمِ وَالْـمُزَفَّتِ». وَفِيْ رِوَايَةٍ: «وَعَنِ النَّقِيْرِ، وَالدُّبَّاءِ، فَاشْرَبُوْا فِيْ كُلِّ ظَرْفٍ شِـئْتُمْ، فَـإِنَّ الظَّرْفَ لَا يُحِلُّ شَيْئًا، وَلَا يُحَرِّمُهُ، وَلَا تَشْرَبُوْا مُسْكِرًا».

وَفِيْ رِوَايَةٍ، قَالَ: «إِنَّا نَهَيْنَاكُمْ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنْ زِيَـارَةِ الْقُبُـوْرِ فَزُوْرُوْهَـا، وَنَهَيْنَـاكُمْ أَنْ تُمْسِكُوْا لُـحُوْمَ الْأَضَاحِيْ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَأَمْسِكُوْهَا وَتَزَوَّدُوْا، فَإِنَّمَـا نَهَيْنَـاكُمْ، لِيُوَسِّعَ غَنِيُّكُمْ عَلَى فَقِيْرِكُمْ، وَنَهَيْنَاكُمْ أَنْ تَشْرَبُوْا فِي الدُّبَّاءِ، وَالْـمُزَفَّتِ، فَاشْرَبُوْا فِيْمَا بَدَا لَكُمْ، فَإِنَّ الظَّرْفَ لَا يُحِلُّ شَيْئًا، وَلَا يُحَرِّمُهُ، وَلَا تَشْرَبُوْا مُسْكِرًا».

وَفِيْ رِوَايَةٍ: نَحْوُهُ، وَفِيْهِ: «وَعَنِ النَّبِيْذِ فِي الدُّبَّاءِ، وَالْـحَنْتَمِ، وَالْـمُزَفَّتِ، فَاشْرَبُوْا فِيْ كُلِّ ظَرْفٍ، وَلَا تَشْرَبُوْا مُسْكِرًا».

৪২১. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আলকামা থেকে, তিনি সুলাইমান ইবনে বুরাইদা থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন আমরা তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, অতঃপর মুহাম্মদ ﷺ'র মাতার কবর যিয়ারতের অনুমতি দেয়া হয়েছে। এখন তোমরা কবর যিয়ারত কর, তবে অনর্থক কথা বলবেনা। কুরবানীর গোশত তিন দিনের বেশী রাখতে নিষেধ করেছিলেন যাতে তোমাদের সম্পদশালী ব্যক্তিগণ তোমাদের দরিদ্রদেরকে গোশত দান করতে পারে। এখন যেহেতু আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে সচ্ছলতা দান করেছেন, সেহেতু তোমরা খাও আর অতিরিক্তগুলো সংরক্ষণ করে রাখ।

আর তোমাদেরকে হানতাম ও মোজাফফাত দ্বারা পান করতে নিষেধ করেছিলাম। অন্য বর্ণনায় আছে, নাকির ও দুব্বায় পান করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন থেকে তোমরা যে পাত্রে ইচ্ছা, পান কর। কেননা কোন পাত্র বস্তুকে হালাল ও হারাম করেনা। তবে নেশা সৃষ্টিকারী দ্রব্য পান করোনা।

অপর বর্ণনায় আছে, আমরা তোমাদেরকে তিনটি কাজ থেকে নিষেধ করেছিলাম, এক, কবর যিয়ারত থেকে, এখন থেকে কবর যিয়ারত কর। দুই, কুরবানীর গোশত তিনদিনের বেশী রাখতে নিষেধ করেছিলাম, এখন থেকে জমা এবং সংরক্ষণ রাখ। তোমাদেরকে দুব্বা ও মুযাফফাতে পান করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন থেকে যে পাত্রে ইচ্ছা পান কর। কেননা পাত্র বস্তুকে হালাল করতে পারেনা এবং হারামও করতে পারেনা। তবে নেশা সৃষ্টিকারী দ্রব্য পান করোনা।

অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, আমরা তোমাদের দুব্বা, হানতাম ও মুযাফফাতে নযীব তৈরী করা থেকে নিষেধ করেছিলাম। (জামেউল উসূল, ৩/৩৮০/৩৬৯২)

ব্যাখ্যাঃ মুযাফফাত বলা হয় রৌগন লাগানো পাত্রকে আর নাক্বীর বলা হয় কাঠের তৈরী পাত্রকে।

٤٢٢ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَلْقَمَةَ، وَحَمَّادٍ، أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «اشْرَبُوْا فِيْ كُلِّ ظَرْفٍ، فَإِنَّ الظَّرْفَ لَا يُحِلُّ شَيْئًا، وَلَا يُحَرِّمُهُ».

৪২২. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আলকামা ও হাম্মাদ থেকে, তারা উভয় আব্দুল্লাহ ইবনে বুরাইদা থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি এরশাদ করেন, তোমরা যে কোন পাত্রে পান কর, কেননা পাত্র কোন বস্তুকে হালাল ও হারাম করতে পারেনা। (সুনানে নাসাঈ কুবরা, ৩/২৩১/৫১৮৭)

١٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ شُرْبِ النَّبِيْذِ

٤٢٣ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ، وَهُوَ يَأْكُلُ طَعَامًا، ثُمَّ دَعَا بِنَبِيْذٍ، فَشَرِبَ، فَقُلْتُ: رَحِمَكَ اللهُ، تَشْرَبُ النَّبِيْذَ، وَالْأُمَّةُ تَقْتَدِيْ بِكَ؟ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَشْرَبُ النَّبِيْذَ، وَلَوْلَا أَنِّيْ رَأَيْتُهُ يَشْرَبُ مَا شَرِبْتُهُ.

বাব নং ২১১.১৪. নবীয পান করা প্রসঙ্গে

৪২৩. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি আলকামা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)কে দেখেছি, তিনি খাবার খাওয়ার পর নবীয চেয়ে তা পান করলেন। আমি বললাম, আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন, আপনি নবীয পান করলেন অথচ উম্মত আপনার অনুসরণ করে থাকে? (অর্থাৎ তিনি এটাকে নাজায়েয মনে করেছিলেন) তখন ইবনে মাসউদ (রা) বললেন, আমি রাসূল ﷺকে নবীয পান করতে দেখেছি। যদি তাঁকে নবীয পান করতে না দেখতাম তবে আমিও পান করতামনা। (মুসান্নিফে ইবনে আবি শায়বা, ৭/৫১৬/২৪৪০৮)

ব্যাখ্যাঃ শুকনা আঙ্গুর বা খেজুর পানির মধ্যে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত ভিজে রেখে এগুলোর রস পানির সাথে মিশ্রিত সুস্বাদু শরবতকে নবীয বলা হয়।

মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমরা একটি মশকে রাসূল ﷺ'র জন্য নবীয তৈরী করেছি। মশকটি উপর দিক থেকে বন্ধ থাকত এর নীচেও একটি মুখ থাকত। ভোরে এই পাত্রে খেজুর ঢেলে নবীয তৈরি করেছি। এটা তিনি রাতে পান করতেন অথবা রাতে তৈরি করেছি যা তিনি ভোরে পান করতেন। সুতরাং সকল ওলামায়ে কিরামের মতে নবীয হালাল ও জায়েয। তবে এটাকে সামান্য আগুনে জোশ দেয়া হয় এবং নেশার সীমানা পর্যন্ত যদি না পৌঁছে, তাহলে এর ব্যবহার সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে।

ইমাম আবু হানিফা ও আবু ইউসুফ (র) এটা জায়েয বলেছেন। তবে শর্ত হলো এটা হজম শক্তির জন্য খেতে হবে কোন আমোদ-ফুর্তির জন্য নয়। ইমাম মুহাম্মদ, শাফেঈ ও ইমাম মালিক (র)'র মতে এটা না জায়েয। তবে হানাফী মাযহাবে ইমাম মুহাম্মদ (র)'র মতের উপর ফতোয়া।

٤٢٤ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ وَمِسْعَرٌ: عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَـهَى عَـنْ نَبِيْـذِ الزَّبِيْـبِ وَالتَّمْـرِ، وَالْبُسْرِ وَالتَّمْرِ.

৪২৪. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা ও মিসআর আতা থেকে, তিনি জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ আঙ্গুর ও খেজুরের নবীয এবং আধা পাকা ও পাকা খেজুর একত্রে মিলিয়ে নবীয করতে নিষেধ করেছেন। (সহীহ ইবনে হিব্বান, ১২/১৯৯/৫৩৭৭)

ব্যাখ্যাঃ উপরোক্ত হাদিসে বর্ণিত দ্রব্যসমূহের মিশ্রিত নবীয দ্রুত পরিবর্তন হয়ে যায় এবং এতে সহজে মাদকতা সৃষ্টির যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। তাই এ পদ্ধতিতে নবীয তৈরি করতে নিষেধ করা হয়েছে। অন্যথায় জায়েয।

ইমাম আবু হানিফা ও আবু ইউসূফ (র)'র মতে এ জাতীয় নবীয যদি নেশা সৃষ্টি না হয় তবে জায়েয। বাকী তিন ইমামের মতে নেশা সৃষ্টি হোক বা না হোক, হাদিসের বাহ্যিক দৃষ্টিকোণে এটা হারাম। হানাফীদের মধ্যে ইমাম মুহাম্মদ (র)ও ঐ তিন ইমামের মত পোষণ করেন।

٤٢٥ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، وَحَمَّادِ بْنِ أَبِيْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْـدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَا تَشْرَبُوْا مُسْكِرًا».

৪২৫. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আলকামা ইবনে মারছাদ ও হাম্মাদ ইবনে আবি সুলায়মান থেকে, তারা আব্দুল্লাহ ইবনে বুরাইদা থেকে, তিনি তার পিতা বুরাইদা (রা) থেকে, তিনি নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তোমরা নেশা জাতীয় দ্রব্য পান করোনা। (জামেউল আহাদীস, ১০/১৫১/৯২৯৭)

٤٢٦ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ أَبِيْ عَوْنٍ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: حُرِّمَتِ الْـخَمْرُ قَلِيْلُهَا، وَكَثِيْرُهَا، وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ.

৪২৬. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আবু আউন মুহাম্মদ সকফী থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে সাদ্দাদ থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মদ

কম হোক বা বেশী হোক হারাম করা হয়েছে। আর প্রত্যেক মদে নেশা রয়েছে। (মশকিলুল আসার, ১১/১৪২/৪৩৫৫)

ব্যাখ্যাঃ ইমাম মালিক, ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমদ (র)'র মতে, প্রত্যেক নেশা জাতীয় দ্রব্যকে خمر বা মদ বলা হয় এবং এর কম-বেশী সমস্ত হারাম আর এর পানকারী যে পরিমাণ হোকনা কেন শাস্তি পাওয়ার যোগ্য।

ইমাম আবু হানিফা (র)'র মতে, **خمر** আঙ্গুরের কাঁচা রসকে বলা হয়। যখন এটা নেশায় পরিববর্তন হয় তখন অকাট্যভাবে নিশ্চিত হারাম। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ - المائدة: ٩٠

"হে মু'মিনগণ! মদ, জুয়া, প্রতিমা ও ভাগ্য নির্ণায়ক শরসমূহ শয়তানের অপবিত্র কাজ, সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর। (সূরা মায়িদা, আয়াত-৯০)

সুতরাং আঙ্গুরের খমর কুরআন হাদিস দ্বারা অকাট্য হারাম হয়েছে। বাকী অন্যান্য বস্তু যেমন নবীয, নকীব ও সাকার ইত্যাদির হুকুম ভিন্ন। কারণ এগুলো হারাম হওয়া অকাট্য নয় বরং **ظني** বা অনুমান ও কিয়াস নির্ভর। এগুলো নেশা সৃষ্টি না হয় পরিমাণ ব্যবহার করা বৈধ, তবে নেশা সৃষ্টি হলে হারাম।

١٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ حُرْمَةِ أَكْلِ ثَمَنِ الْخَمْرِ

٤٢٧ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ أَبِيْ عَامِرٍ التَّقَفِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يُهْدِيْ لِلنَّبِيِّ ﷺ كُلَّ عَامٍ رَاوِيَةً مِنْ خَمْرٍ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيْفٍ يُكْنَىٰ: أَبَا عَامِرٍ كَانَ يُهْدِيْ لِلنَّبِيِّ ﷺ كُلَّ عَامٍ رَاوِيَةً مِنْ خَمْرٍ، فَأَهْدَىٰ فِي الْعَامِ الَّذِيْ حُرِّمَتْ فِيْهِ الْخَمْرُ رَاوِيَةً كَمَا كَانَ يُهْدِيْ لَهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «يَا أَبَا عَامِرٍ! إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ قَدْ حَرَّمَ الْخَمْرَ، فَلَا حَاجَةَ لَنَا فِيْ خَمْرِكَ»، قَالَ: خُذْهَا فَبِعْهَا، فَاسْتَعِنْ بِثَمَنِهَا عَلَىٰ حَاجَتِكَ، فَقَالَ: «يَا أَبَا عَامِرٍ! إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ قَدْ حَرَّمَ شُرْبَهَا، وَبَيْعَهَا، وَأَكْلَ ثَمَنِهَا».

বাব নং ২১২. ১৫. মদের মূল্য গ্রহণ করা হারাম

৪২৭. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা মুহাম্মদ ইবনে কায়েস হামদানী থেকে, তিনি আবু আমের সকফী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি প্রতি বছর নবী করিম ﷺ'র জন্য আঙ্গুরের এক মশক শরাব (মদ) হাদিয়া পাঠাতেন।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, সকীফ গোত্রের এক ব্যক্তি যার উপনাম ছিল আবু আমের, তিনি নবী করিম ﷺকে প্রতি বছর এক মশক শরাব হাদিয়া দিতেন। যে বছর শরাব হারাম হয় সে বছরও সে এক মশক শরাব পাঠান। রাসূল ﷺ বললেন, হে আবু আমের! নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা শরাব হারাম করে দিয়েছেন। এখন তোমার শরাব আমাদের আর প্রয়োজন নেই। তখন তিনি বলেন, আপনি তা রেখে দিন এবং বিক্রি করে এর মূল্য দ্বারা আপনার প্রয়োজন পুরণ করুন। রাসূল ﷺ বললেন, হে আবু আমের! আল্লাহ তায়ালা শরাব পান করা, বিক্রি করা এবং এর মূল্য খাওয়া হারাম করে দিয়েছেন। (ইত্তেহাফ, ৪/৩৪৯/৩৭২৪)

ব্যাখ্যাঃ জুযায বলেন, অভিধানে **خمر** বলা হয় ঐ বস্তুকে, যা জ্ঞানকে আচ্ছাদিত করে রাখে। ইবনুল আনবারী বলেন, মদকে **خمر** এজন্য বলে, যেহেতু মদ জ্ঞানকে বিলুপ্ত করে দেয়। মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হচ্ছে জ্ঞান। জ্ঞানহারা মানুষ পশুর ন্যায়। এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা মদকে হারাম করেছেন। মদকে সমস্ত মন্দ কাজের উৎস বলা হয়। হযরত ওসমান (রা) থেকে ইমাম নাসাঈ (র) বর্ণনা করেন, **اجتنبوا الخمر فانها ام الخبائث**। তোমরা মদ থেকে বেঁচে থাক, কেননা তা সমস্ত মন্দের উৎসমূল।

٢٤ - كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّيْنَةِ

١ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ قَلَنْسُوْةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ

٤٢٨ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَلَنْسُوَةٌ شَامِيَّةٌ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ: عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَلَنْسُوَةٌ بَيْضَاءُ شَامِيَّةٌ.

২৪. পোশাক ও সৌন্দর্য অধ্যায়

বাব নং ২১৩. ১. রাসূল ﷺ টুপির বর্ণনা

৪২৮. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আতা থেকে, তিনি আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ'র টুপি ছিল শামী অর্থাৎ শাম দেশীয়। অন্য বর্ণনায় আতা আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ'র টুপি ছিল সাদা শাম দেশীয়। (শুআবুল ঈমান, ৮/২৯৩/৫৮৪৮)

ব্যাখ্যাঃ রাসূল ﷺ টুপী পরিধান করতেন, এ বিষয়ে অনেক সহীহ হাদিস বিদ্যমান। তবে কোন হাদিসে শামী, কোন হাদিসে ইয়েমেনী আবার কোন হাদিসে মিশরী টুপীর কথা উল্লেখ আছে। তিনি পাগড়ী ছাড়াও টুপী পরতেন আবার পাগড়ীর সাথেও টুপী পরতেন। তবে সফরে ও যুদ্ধে কানওয়ালা টুপী পরতেন। ইমাম শা'রানী (র) বলেন,

وكان النبى صلى الله عليه وسلم يأمر بستر الرأس فى الصلوة بالعمامة والقلنسوة

"নবী করিম ﷺ নামাযে টুপী ও পাগড়ী দ্বারা মাথা ঢাকতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং খালী মাথায় নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।"[২০৪]

٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ السَّدْلِ

٤٢٩ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنْ أَبِيْ جُحَيْفَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ سَادِلٍ ثَوْبَهُ، فَعَطَفَهُ عَلَيْهِ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُنْقَطِعًا.

বাব নং ২১৪.২. কাপড় ঝুলানো

৪২৯. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আলী ইবনে আকমার থেকে, তিনি আবু জুহাইফা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ এমন এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে গমন করছিলেন, যার কাপড় ঝুলা ছিল। অতঃপর তিনি সেই কাপড়কে তার কাঁধের উপর উল্টিয়ে দিলেন।

অন্য বর্ণনায় আলী ইবনে আকমার নবী করিম ﷺ থেকে (منقطع) মুনকাতি বর্ণনা করেছেন। (জামেউল আহাদীস, ৩৮/২৯০/৪১৪৯৬)

ব্যাখ্যাঃ ভাঁজ করা ব্যতীত কাপড় ঝুলে রাখা এবং কাপড়কে ছড়িয়ে রাখা নিষেধ। তাই রাসূল ﷺ লোকটির কাঁধের উপর কাপড় রেখে তা ভাঁজ করে দেন।

٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ

٤٣٠ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِيْ لَيْلَى، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ، قَالَ: «إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ».

বাব নং ২১৫. ৩. রেশম ও রেশমী কাপড় পরিধান থেকে নিষেধাজ্ঞা

৪৩০. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাকাম থেকে, তিনি ইবনে আবি লায়লা থেকে, তিনি হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ রেশম এবং রেশমী কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরো বলেন, এ কাজ তারাই করে যাদের (পরকালে) কোন অংশ (নেকী) নেই। (মুসনাদে আবু আওয়ানা, ৫/২২৩/৮৪৮৩)

ব্যাখ্যাঃ রেশম ও রেশমী বস্ত্র পরিধান করা পুরুষের জন্য হারাম, তবে মহিলাদের জন্য জায়েয। কেননা তিবরানী তার মু'জাম গ্রন্থে ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ কোথাও বের হলেন, তখন তার এক হাতে রেশমের কাপড়ের টুকরা ছিল আর অপর হাতে স্বর্ণের টুকরা। তখন তিনি বললেন, এ দু'টো বস্তু আমার উম্মতের

২০৪. আল্লামা আব্দুল ওয়াহাব শা'রানী (৯৭৩হি), কাশফুল গুম্মাহ, খণ্ড. ১ম, পৃ. ৭৮, মিশর

পুরুষের জন্য হারাম এবং মহিলাদের জন্য হালাল। তবে চার আঙ্গুল পরিমাণ রেশম পুরুষদের জন্য জায়েয।

٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّمَاثِيْلِ

٤٣١ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حَمْزَةَ، عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ، أَنَّهُ كَانَ عَلَّقَ فِيْ بَيْتِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ سِتْرًا فِيْهِ تَمَاثِيْلُ، فَأَبْطَأَ جِبْرَائِيْلُ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ لَهُ: «مَا أَبْطَأَكَ عَنِّيْ»؟ قَالَ: إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلَا تَمَاثِيْلَ، فَابْسُطِ السِّتْرَ وَلَا تُعَلِّقْهُ، وَاقْطَعْ رُءُوْسَ التَّمَاثِيْلِ، وَأَخْرِجْ هَذَا الْجَرْوَ.

বাব নং ২১৬.৪. ছবির বিধান

৪৩১. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আবু ইসহাক থেকে, তিনি আসেম ইবনে হামযাহ থেকে, তিনি হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূল ﷺ'র ঘরের দরজায় এমন এক পর্দা লটকালেন যার মধ্যে ছবি ছিল। ফলে জিব্রাঈল (আ) আসতে দেরী করলে রাসূল ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি আমার কাছে আসতে বিলম্ব হল কেন? জিব্রাঈল (আ) বললেন, আমরা (ফেরেস্তারা) এমন ঘরে প্রবেশ করি না যাতে কুকুর এবং ছবি রয়েছে। সুতরাং আপনি পর্দা খুলে বিছিয়ে দিন এবং এটা লটকাবেন না আর ছবিগুলোর মাথা কেটে ফেলুন এবং কুকুরের এই বাচ্চাটি বের করে দিন। (ইবনে মাজাহ, ২/১২০৪/৩৬৫১)

ব্যাখ্যাঃ আল্লামা আইনী (র) বলেন যে ঘরে কুকুর ও ছবি থাকবে সে ঘরে কোন ফেরেস্তা প্রবেশ করেনা। তবে কেরামান কাতেবীন এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা এরা কোন অবস্থায় মানুষ থেকে আলাদা হয়না। অথবা কেউ কেউ বলেন অহীর ফেরেস্তা ও রহমত এবং মাগফিরাতের ফেরেস্তা প্রবেশ করেনা। তবে কেউ কেউ শিকারী কুকুরকে এ হুকুমের বাইরে মনে করেন।

ছবি সম্পর্কে তিনি বলেন, নবী করিম ﷺ ইসলামের প্রাথমিক যুগে সব ধরণের ছবি নিষেধ করেছেন। চাই তা কাপড়ে নক্শাকৃত হোক। এর কারণ হলো লোকেরা সবে মাত্র ছবি পূজা ত্যাগ করেছে। তাই তিনি সব ধরনের ছবি থেকে নিষেধ করেছেন। পরে যখন লোকদের অন্তরে এই নিষেধাজ্ঞা মজবুত হয়ে গেলে কাপড়ে নকশাকৃত ছবি যা কাপড় তৈরীর প্রয়োজনে করতে হয় এবং যা চাদর হিসাবে বিছানো হয় এমন কাপড়ে ছবি বৈধ করে দিয়েছেন। যাতে মূর্খ লোকেরা ঐ ছবি গুলোকে তা'যীমের খেয়াল না করে। আর যে কাপড় লটকানো হয় সে কাপড়ে ছবি নিষিদ্ধ।[২০৫]

২০৫. আল্লামা বদর উদ্দিন আইনি (র) (৮৫৫হি,), উমদাতুল কারী, খণ্ড. ২২ পৃ. ৭৪

٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْـخِضَابِ بِالْـحِنَّاءِ

٤٣٢ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اخْضِبُوْا شَعْرَكُمْ بِالْـحِنَّاءِ، وَخَالِفُوْا أَهْلَ الْكِتَابِ».

বাব নং ২১৭.৫. মেহেদী দ্বারা চুল খেযাব করা

৪৩২. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা নাফে থেকে, তিনি ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, তোমরা মেহেদী দ্বারা স্বীয় চুল রঙ্গিন কর আর আহলে কিতাবের বিরোধীতা কর। (মুসনাদে বাযযার, ২/৩৪৯/৭৩৩০)

ব্যাখ্যাঃ আহলে কিতাব খেযাব ব্যবহার করেনা, তাই তাদের বিরোধতা করা মুস্তাহাব। যেমন মুসলিম শরীফের ৫৩৯৬ নং হাদিসে আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে,

اَنَّ النَّبِيﷺ قَالَ اِنَّ اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم

"ইহুদী ও নাসারারা চুলকে রঙ্গিন করে না, সুতরাং তোমরা তাদের বিরোধীতা কর।" মুসলিম শরীফে একটি বাব আছেঃ باب استحباب خضاب الشيب بصفرة وحمرةٍ وتحريمه بالسَّوَادِ"সাদা চুলকে লাল অথবা হলুদ রঙে রঙিন করা মুস্তাহাব এবং কালো রঙে রঙিন করা হারাম।

٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْـخِضَابِ بِالْكَتَمِ

٤٣٣ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ الْكِنْدِيِّ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْـحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ». وَفِيْ رِوَايَةٍ: «أَحْسَنُ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّعْرَ الْـحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ». وَفِيْ رِوَايَةٍ: «مِنْ أَحْسَنِ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْـحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ».

বাব নং ২১৮.৬. নীল দ্বারা খেযাব লাগানো

৪৩৩. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা ইয়াহিয়া ইবনে আবদুল্লাহ কিনদী থেকে, তিনি আবুল আসওয়াদ থেকে, তিনি আবু যর (রা) থেকে, তিনি নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তোমরা যে সব উত্তম বস্তু দ্বারা বার্ধক্যকে পরিবর্তন কর; তা হলো মেহেদী ও নীল। অন্য বর্ণনায় আছে, তোমরা যেসব উত্তম বস্তু দ্বারা চুলের রঙ পরিবর্তন কর, তা হলো মেহেদী ও নীল। অপর রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, তোমরা যেসব উত্তম বস্তু দ্বারা বার্ধক্যকে পরিবর্তন কর, তা হলো মেহেদী ও নীল। (ইবনে মাজাহ, ২/১১৯৬/৩৬২২)

٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَخْذِ بِنَوَاحِي اللِّحْيَةِ

٤٣٤ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنِ الْـهَيْثَمِ، عَـنْ رَجُـلٍ: أَنَّ أَبَـا قُحَافَـةَ أَتَى النَّـبِيَّ ﷺ، لِـحْيَتُهُ قَـدِ انْتَشَرَتْ، قَالَ: فَقَالَ: «لَوْ أَخَذْتُمْ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى نَوَاحِيْ لِـحْيَتِهِ».

বাব নং ২১৯.৭. দাড়ির কিনারা (ছেঁটে) ঠিক করা

৪৩৪. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হায়শাম থেকে, তিনি জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন, আবু কুহাফা নবী করিম ﷺ এর খেদমতে আগমন করেন, তখন তার দাড়ি বিক্ষিপ্ত ও এলোমেলো ছিল। তখন তিনি তার দাড়ির কিনারার দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, যদি তুমি তা কর্তন করতে।

ব্যাখ্যাঃ ইমাম বুখারী (র) ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, **قال خالفوا المشركين وفروا الحي واحفوا الشوارب وكان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض على لحيته فما فضل اخذه**– "নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন, তোমরা মুশরিকদের বিরোধিতা কর, দাড়ি লম্বা কর আর গোফ ছোট কর। ইবনে ওমর (রা) যখন হজ্জ বা উমরা করতেন তখন স্বীয় দাড়িকে মুষ্টি আবদ্ধ করে মুষ্টির বাইরে অতিরিক্তগুলো কেটে ফেলতেন।[২০৬]

আল্লামা বদরউদ্দিন আইনী হানাফী (রা) বলেন, আল্লামা কাকী বলেন, আমাদের মতে দাড়ি লম্বায় এক মুষ্টি পরিমাণ হতে হবে এবং এর অতিরিক্ত গুলো কেটে ফেলা ওয়াজিব। আবু মুসা ইসহাক স্বীয় জামে গ্রন্থে এবং ইমাম তিরমিযী (র) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ দাড়িকে লম্বা এবং চওড়া উভয় দিক থেকে অতিরিক্তগুলো কেটে ফেলতেন। হযরত ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি এক ব্যক্তিকে দেখলেন যার দাড়ি অনেক লম্বা। তিনি তার দাড়ি টেনে ধরে বললেন, আমাকে একটি কাঁচি দাও। তারপর একজনকে বললেন, তুমি আমার হাতের নীচে যে দাড়িগুলো আছে সেগুলোকে কেটে ফেল।[২০৭]

٤٣٥ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ أُمِّ ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، أَنَّهُ قَـالَ: لَا بَـأْسَ أَنْ تَـصِلَ الْـمَرْأَةُ شَعْرَهَا بِالصُّوْفِ، إِنَّمَا هِيَ بِالشَّعْرِ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: لَا بَأْسَ بِالْوَصْلِ إِذَا لَـمْ يَكُنْ شَعْرٌ بِالرَّأْسِ.

৪৩৫. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হায়শাম থেকে, তিনি উম্মে সাওর থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মহিলাদের চুলে পশম মিলানোতে কোন অসুবিধা নেই। কেবল চুলের সাথে চুল সংযোজন করতে নিষেধ করেছেন। অন্য রেওয়ায়েতে আছে, যদি মাথার চুল না থাকে, তাহলে সংযোজনে কোন অসুবিধা নেই। (মশকিলুল আসার, ৩/১২৯/৯৫৪)

---

২০৬. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র.), (২৫৬ হি.) বুখারী শরীফ, ২য় খণ্ড, পৃ: ৮৭৫

২০৭. আল্লামা আইনী (র), (৮৫৫ হি.), বেনায়া, খণ্ড ১ম, পৃ. ১৩৪৫ ও উমদাতুল ক্বারী, খণ্ড ২২, পৃ: ৪৬-৪৭, মিশর

٢٥ - كِتَابُ الطِّبِّ وَفَضْلِ الْـمَرَضِ وَالرُّقَى وَالدَّعَوَاتِ

١ - بَابٌ

٤٣٦ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ اللهَ لَيَكْتُبُ لِلْإِنْسَانِ الدَّرَجَةَ الْعُلْيَا فِي الْـجَنَّةِ، وَلَا يَكُوْنُ لَهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَبْلُغُهَا، فَلَا يَزَالُ يَبْتَلِيْهِ اللهُ حَتَّى يَبْلُغَهَا».

২৫. চিকিৎসা, রোগ, দম ও দোয়ার ফযীলত অধ্যায়

বাব নং ২২০. ১.

৪৩৬. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি আসওয়াদ থেকে, তিনি আয়েশা (রা) থেকে, তিনি রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি এরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা কোন মানুষের জন্য জান্নাতে উঁচু মর্যাদা নির্ধারণ করে দেন। কিন্তু যখন ঐ মর্যাদা পর্যন্ত পৌছার মত তার কোন আমল না থাকে তখন আল্লাহ তায়ালা তাকে সর্বদা এমন রোগে আক্রান্ত করে রাখেন যার ফলে ব্যক্তি ঐ মর্যাদায় পৌছে যায়। (আল মু'জামুল কবীর, ২/১২৯/১৫৪৮)

٤٣٧ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ، وَهُوَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنَ الْـخَيْرِ، قَالَ اللهُ ﷻ لِـمَلَائِكَتِهِ: اكْتُبُوْا لِعَبْدِيْ أَجْرَ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيْحٌ». زَادَ فِيْ رِوَايَةٍ: «مَعَ أَجْرِ الْبَلَاءِ». وَفِيْ رِوَايَةٍ: «اكْتُبُوْا لِعَبْدِيْ مَا كَانَ يَعْمَلُ، وَهُوَ صَحِيْحٌ». وَفِيْ رِوَايَةٍ: «إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ، وَهُوَ عَلَى عَمَلٍ، فَإِنَّ اللهَ ﷻ، يَقُوْلُ لِـحَفَظَتِهِ: اكْتُبُوْا لِعَبْدِيْ أَجْرَ مَا كَانَ يَعْمَلُ، وَهُوَ صَحِيْحٌ».

৪৩৭. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আলকামা থেকে, তিনি ইবনে রুবাইদা থেকে, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যখন এমন কোন বান্দা অসুস্থ হয়, যে সুস্থ অবস্থায় কল্যাণের কাজ করত, তখন আল্লাহ তায়ালা ফেরেস্তাদেরকে বলেন, আমার বান্দার জন্য এমন আমল লিপিবদ্ধ কর যা সে সুস্থ অবস্থায় করতো। অন্য বর্ণনায় আছে, রোগের প্রতিদানসহ।

অপর বর্ণনায় আছে, আমার বান্দার জন্য এমন আমল লিপিবদ্ধ কর, যা সে সুস্থ অবস্থায় করতো।

অন্য রেওয়ায়েতে আছে, কোন আনুগত্যশীল বান্দা যখন অসুস্থ হয়, তখন আল্লাহ তায়ালা বান্দার হেফাজতকারী ফেরেস্তাকে বলেন, আমার বান্দার জন্য লিপিবদ্ধ কর এমন সওয়াব যা সে সুস্থ অবস্থায় করতো। (বুখারী, ৩/১০৯২/২৮৩৪)

٤٣٨ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ وَمُقَاتِلُ بْنُ سُلَيْمَانَ: عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ﷺ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لِكُلِّ دَاءٍ جَعَلَ اللهُ تَعَالَى دَوَاءً، فَإِذَا أَصَابَ الدَّاءَ دَوَاءٌ بَرِئَ بِإِذْنِ اللهِ».

৪৩৮. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা ও মুকাতিল ইবনে সোলায়মান আবু যুবাইর থেকে, তিনি জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক রোগের ঔষুধ তৈরি করেছেন। সুতরাং যখন রোগের সঠিক ঔষুধ সেবন করা হয় তখন আল্লাহর অনুমতিক্রমে রোগী সুস্থ হয়ে যায়। (মুসলিম, ৭/২১/৫৮৭১)

٤٣٩ - حَمَّادٌ: عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ اللهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً، إِلَّا السَّامَ وَالْهَرَمَ، فَعَلَيْكُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ، فَإِنَّهَا تَخْلِطُهُ مِنْ كُلِّ شَجَرٍ».

৪৩৯. অনুবাদঃ হাম্মাদ তার পিতা থেকে, তিনি কায়েস ইবনে মুসলিম থেকে, তিনি তারেক ইবনে শিহাব থেকে, তিনি ইবনে মাসউদ (রা) থেকে, তিনি নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'য়ালা এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেননি যার কোন ঔষুধ নেই, মৃত্যু এবং বার্ধক্য ব্যতীত। তোমরা অবশ্যই গাভীর দুধপান করবে। কেননা এতে প্রত্যেক গাছপালা মিশ্রিত আছে। (সুনানে নাসাঈ কুবরা, ৪/৩৭০/৭৫৬৭)

٤٤٠ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ قَيْسٍ، عَنْ طَارِقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ، قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَمْ يُنْزِلِ اللهُ دَاءً إِلَّا وَأَنْزَلَ مَعَهُ الدَّوَاءَ، إِلَّا الْهَرَمَ، فَعَلَيْكُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ، فَإِنَّهَا تَرُمُّ مِنَ الشَّجَرِ». وَفِيْ رِوَايَةٍ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلْ فِي الْأَرْضِ دَاءً إِلَّا جَعَلَ لَهُ دَوَاءً، إِلَّا الْهَرَمَ وَالسَّامَ، فَعَلَيْكُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ، فَإِنَّهَا تَخْلِطُ مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ».

وَفِيْ رِوَايَةٍ: «مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنْ دَاءٍ إِلَّا أَنْزَلَ مَعَهُ دَوَاءً، إِلَّا السَّامَ وَالْهَرَمَ، فَعَلَيْكُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ، فَإِنَّهَا تَخْلِطُ مِنَ الشَّجَرِ». وَفِيْ رِوَايَةٍ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَضَعْ فِي الْأَرْضِ دَاءً، إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً أَوْ دَوَاءً، فَعَلَيْكُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ، فَإِنَّهَا تَخْلِطُ مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ، عَلَيْكُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ، فَإِنَّهَا تَرُمُّ مِنْ كُلِّ شَجَرَةٍ، وَفِيْهَا شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ».

৪৪০. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা কায়েস থেকে, তিনি তারেক থেকে তিনি ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আল্লাহ তা'য়ালা এমন কোন রোগ প্রেরণ করেননি যার সাথে ঔষুধ প্রেরণ করেননি, বার্ধক্য ব্যতীত। তোমরা গাভীর দুধকে আবশ্যক করে নাও। কেননা এতে গাছপালার অংশ মিশ্রিত থাকে।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেননি, যার কোন ঔষুধ সৃষ্টি করেননি। একমাত্র মৃত্যু ও বার্ধক্য ব্যতীত। তোমরা গাভীর দুধকে আবশ্যক করে নাও। কেননা এতে প্রত্যেক প্রকারের গাছপালার অংশ মিশ্রিত আছে।

অপর বর্ণনায় আছে, আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক রোগের সাথে ঔষুধও প্রেরণ করেছেন, মৃত্যু ও বার্ধক্য ব্যতীত। সুতরাং তোমরা গাভীর দুধপান কর। কেননা এতে সমস্ত গাছপালার নির্যাস মিশ্রিত হয়ে থাকে।

অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে এমন কোন রোগ রাখেননি যার কোন শেফা বা ঔষুধ রাখেননি। অতএব, তোমরা গাভীর দুধপান কর, কেননা এতে প্রত্যেক প্রকারের গাছপালার নির্যাস বিদ্যমান থাকে। তোমরা অবশ্যই গাভীর দুধপান কর। কেননা এতে প্রত্যেক প্রকারের গাছের রস মিশ্রিত থাকে এবং সব রোগের শেফা রয়েছে। (আল মু'জামুল কবীর, ৯/২৩৮/৯১৬৪)

ব্যাখ্যাঃ রোগের চিকিৎসা করা তাওয়াক্কুলের বিপরীত নয়। সহীহ বুখারী শরীফে চিকিৎসা অধ্যায় নামক একটি অধ্যায় রয়েছে যাতে এ ব্যাপারে অনেক হাদিস বিদ্যমান।

বুখারী শরীফের **كتاب المرض** এ একাধিক হাদিসে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ বলেছেন, মুসলিম ব্যক্তির উপর যে সকল যাতনা, রোগ-ব্যাধি, উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, কষ্ট ও পেরেশানী আপতিত হয়, এমনকি যে কাঁটা তার দেহে বিদ্ধ হয়, এসবের দ্বারা আল্লাহ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন।

রোগব্যধি দ্বারা গুনাহ মাফ হয় এবং জান্নাতের উঁচু মর্যাদা লাভে সক্ষম হয় বিধায় এটাকে আল্লাহর গযবের কারণ মনে করা ঠিক নয়। বরং আল্লাহর দয়া মনে করে ধৈর্যধারণ করা উচিত।

বুখারী শরীফে ৫৩২৪ থেকে ৫৩৪১ নং পর্যন্ত হাদিসসমূহে ঝাড়-ফুঁক সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে এবং এর বিনিময় নেয়ার কথাও উল্লেখ আছে। তবে শর্ত হলো কুরআনের আয়াত দ্বারা কিংবা দোয়ায়ে মাছুরা বা প্রসিদ্ধ কোন দোয়া পড়ে ঝাড়-ফুঁক করতে হবে। কুফুরী কালিমা দিয়ে কিংবা কোন আযমী শব্দ দিয়ে বা অর্থহীন শব্দ দিয়ে ঝাড়-ফুঁক করা নিষিদ্ধ। আর রোগমুক্তির জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করা জায়েয এবং এটিও তাওয়াক্কুলের খেলাফ নয়। এ ব্যাপারে হাদিস শরীফে অনেক দোয়া বর্ণিত হয়েছে।

٤٤١ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «جُعِلَ الشِّفَاءُ فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ وَالْحِجَامَةِ وَالْعَسَلِ وَمَاءِ السَّمَاءِ».

৪৪১. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আবদুল্লাহ থেকে, তিনি ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা কালজিরা, শিংগা, মধু ও আকাশের (বৃষ্টির) পানিতে শেফা রেখেছেন। (বুখারী, ৫/২১৫৪/৫৩৬৪)

ব্যাখ্যাঃ হযরত আয়েশা (রা) থেকে কালজিরা সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, নবী করিম ﷺ বলেছেন ان لهذه الحبة السوداء شفاء من كل داء "এই কালজিরা হলো প্রত্যেক রোগের শেফা"। শিংগা লাগানোরও প্রশংসা আছে। আর মধু সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন, فيه شفاء للناس "মধুর মধ্যে মানুষের জন্য শেফা রয়েছে"। বৃষ্টির পানি যেহেতু ময়লা ও জীবাণুমুক্ত বিশুদ্ধ পানি, তাই এটাকে শেফা বলা হয়েছে।

٤٤٢ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَبْدِ الْـمَلِكِ، عَنْ عَمْرٍو الْـجُرَشِيِّ، عَـنْ سَـعِيْدِ بْـنِ زَيْـدٍ، عَـنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ مِنَ الْـمَنِّ الْكَمْأَةُ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ».

৪৪২. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আবদুল মালিক থেকে, তিনি আমর জুরশী থেকে তিনি সাঈদ ইবনে ইয়াযিদ থেকে, তিনি রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ব্যাঙের ছাতা মান্ন তথা আসমানী খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত। এর পানি চোখের জন্য শেফা। (বুখারী, ৪/১৬২৮/৪২০৮)

ব্যাখ্যাঃ এই হাদিস বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযী শরীফেও বর্ণিত আছে। ইমাম আহমদ (র.)ও মুসনদে বর্ণনা করেছেন, এটাকে মান্ন এর সাথে তুলনা দেয়ার কারণ হলো মান্ন যেমন বণী ইসরাইল বিনা পরিশ্রমে পেয়েছিল এগুলোও যেখানে সেখানে কোন পরিশ্রম ছাড়া বিনামূল্য পাওয়া যায় এবং বহুপরিমাণে জন্ম হয়। পঁচাকাঠ, দ্রব্য ও আবর্জনার মধ্যে সাধারণত এগুলো জন্মে থাকে। চোখের জন্য এটা উপকারী। এককভাবে কিংবা সুরমা বা তুতের সাথে মিশ্রিত করে এটা ব্যবহার করা যায়। আল্লামা নববী (র) এর উপকারিতার ব্যাপারে পরীক্ষা করে উপকৃত হয়েছেন।

٤٤٣ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنِ الْـهَيْثَمِ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنِ النَّـبِيِّ ﷺ، قَـالَ: «مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ: أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَـمْ يَـضُرَّهُ عَقْـرَبٌ حَـتَّىٰ يُمْسِيَ، وَمَنْ قَالَ حِيْنَ يُمْسِيْ لَـمْ يَضُرَّهُ عَقْرَبٌ حَتَّى يُصْبِحَ».

وَفِيْ رِوَايَةٍ، قَالَ: «مَنْ قَالَ: أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ حِيْنَ يُصْبِحَ، قَبْلَ طُلُوْعِ الـشَّمْسِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَـمْ يَضُرَّهُ عَقْرَبٌ يَوْمَئِذٍ، وَإِذَا قَالَهَا حِيْنَ يُمْسِيْ لَـمْ يَضُرَّهُ عَقْرَبٌ لَيْلَتَهُ».

৪৪৩. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হায়শাম থেকে, তিনি আবু সালেহ থেকে, তিনি আবু হোরায়রা (রা) থেকে, তিনি নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি এরশাদ করেন,

যে ব্যক্তি সকালে তিনবার اعوذ بكلمات الله التامة পাঠ করবে, তাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কোন বিচ্ছু ক্ষতি করতে পারবেনা। আর যে ব্যক্তি বিকেলে এ দোয়া পাঠ করবে সকাল পর্যন্ত কোন বিচ্ছু তার ক্ষতি করতে পারবেনা। (সুনানে নাসাঈ কুবরা, ৬/১৫২/১০৪২৬)

অন্য বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি উক্ত দোয়া সকালে সূর্যোদয়ের পূর্বে তিনবার পাঠ করবে। তাকে সারাদিন কোন বিচ্ছু দংশন করবে না। আর এ দোয়া যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় পাঠ করবে, সারারাত সে বিচ্ছুর দংশন থেকে মুক্ত থাকবে।

ব্যাখ্যা: ঐ দোয়ার অর্থ হলো– আমি আল্লাহর পূর্ণ কালিমা দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনা করতেছি। ইবনে আবদুল বার (র) তামহীদ নামক গ্রন্থে সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব (র.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি অবহিত হয়েছি যে, যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় سلام على نوح فى العالمين পাঠ করবে, সারারাত সে বিচ্ছুর দংশন থেকে নিরাপদ থাকবে।

٤٤٤ – أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ مَسْرُوْقٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: لَقَدْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أُتِيَ بِمَرِيْضٍ يَدْعُوْ لَهُ، يَقُوْلُ: «أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا».

৪৪৪. অনুবাদ: ইমাম আবু হানিফা মুসলিম থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি মসরূক থেকে, তিনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ যখন কোন রোগী দেখতে যেতেন, তখন তার জন্য তিনি এই দোয়া করতেন – أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا "হে মানবজাতির প্রভূ! রোগ দূরীভূত করুন, শেফা দান করুন, আপনিই শেফা দানকারী। আপনার শেফাই একমাত্র প্রকৃত শেফা যা থেকে কোন রোগই বাদ পড়েনি।" (সুনানে নাসাঈ কুবরা, ৪/৩৫৮/৭৫০৮)

٤٤٥ – أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ»، قِيْلَ: وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ؟ قَالَ: «يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَا يُطِيْقُ».

৪৪৫. অনুবাদ: ইমাম আবু হানিফা আবদুল্লাহ থেকে, তিনি ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, কোন মু'মিনের জন্য উচিত নয় সে তার আত্মাকে অপদস্থ করা। জিজ্ঞাসা করা হয়, হে আল্লাহর রাসূল! মু'মিন নিজেকে কিভাবে অপদস্থ করে? উত্তরে তিনি বলেন, সে নিজেকে এমন মুসিবতে ফেলে দেয় যা সে সহ্য করতে পারে না। (মুসনাদে বাযযার, ১/৪২৮/২৭৯০)

ব্যাখ্যা: যদি কোন ব্যক্তি দ্বীনের এমন কোন কষ্টের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করে, যা সে পরিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হয় না। অবশেষে বাধ্য হয়ে ঐ আমল ত্যাগ করে

এবং অল্প ইবাদতের যোগ্যতাও হারিয়ে ফেলে, এটাই হলো নিজেকে অপদস্থ করা। এজন্যই রাসূল ﷺ সওমে বিছাল রাখতে নিষেধ করেছেন। হাদিসে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তায়ালা ঐ নেক আমল অধিক পছন্দ করেন যা কম হলেও দীর্ঘস্থায়ী হয়। আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে সাধ্যের বাইরে কষ্ট দেন না। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

لا يكلف الله نفسا الا وسعها

٤٤٦ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَا رُزِقْتُ وَلَدًا قَطُّ وَلَا وُلِدَ لِيْ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ كَثْرَةِ الِاسْتِغْفَارِ، وَكَثْرَةِ الصَّدَقَةِ تُرْزَقُ بِهَا»، قَالَ: فَكَانَ الرَّجُلُ يُكْثِرُ الصَّدَقَةَ وَيُكْثِرُ الِاسْتِغْفَارَ، قَالَ جَابِرٌ: فَوُلِدَ لَهُ تِسْعَةُ ذُكُوْرٍ.

৪৪৬. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, জনৈক আনসারী ব্যক্তি নবী করিম ﷺ এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার কোন সন্তানসন্ততি হয়নি। তখন তিনি বললেন, তুমি বেশী করে ইস্তেগফার এবং আধিক পরিমাণে দান সদকা কর না কেন? এ দু'টির বরকতে তোমাকে তা দেয়া হবে। অতঃপর ঐ ব্যক্তি অধিক পরিমাণে সদকা করতে থাকে এবং অধিক পরিমাণে ইস্তেগফার পড়তে থাকে। হযরত জাবির (রা) বলেন, এরপর ঐ ব্যক্তির নয়টি পুত্র সন্তান জন্মলাভ করে।

ব্যাখ্যাঃ মূলত অধিক ইস্তেগফার দ্বারা বৃষ্টিপাত এবং ধন সম্পদ ও সন্তান লাভ হওয়ার বিষয়টি পবিত্র কুরআনের এই আয়াতের দ্বারা সাব্যস্ত

استغفروا ربكم انه كان غفّارًا يرسل السماء عليكم مدرارًا ويمددكم باموال وبنين

হযরত নূহ (আ.) তার উম্মতদেরকে বলেছিলেন "তোমরা তোমাদের প্রভূর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, কেননা তিনি অধিক ক্ষমাশীল। (এর ফলে) তিনি তোমাদের উপর আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন এবং তোমাদেরকে ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি দ্বারা সাহায্য করবেন। (সূরা নূহ, আয়াত: ১০-১১)

উপরোক্ত হাদিসে নবী করিম ﷺ সন্তান লাভের জন্য অধিক পরিমাণ ইস্তেগফার ও সদকা করতে উৎসাহিত করেন এবং এতে তার কথা মত সে সন্তানও লাভ করেছে।

সন্তান-সন্ততি আল্লাহর রহমত ও নিয়ামত। অনেক সময় আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণে সন্তান লাভ থেকে বঞ্চিত হয়। তখন অধিক পরিমাণে সদকা করলে হয়তো আল্লাহর ক্রোধ দূরীভূত হয়ে যায় আর আল্লাহ তায়ালা নিয়ামত স্বরূপ সন্তান দান করেন। কেননা

الصدقة يطفئ غضب الرب "সদকা আল্লাহর ক্রোধ নিভিয়ে দেয়"। অতএব, এখনও কোন নিঃসন্তান লোক এই আমল করলে উপকৃত হবে ইনশাল্লাহ।

٤٤٧ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ إِسْمَاعِيْلَ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ، قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ عَلِمَ أَنَّ اللهَ يَغْفِرُ لَهُ، فَهُوَ مَغْفُوْرٌ لَهُ».

৪৪৭. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা ইসমাঈল থেকে, তিনি আবু সালেহ থেকে, তিনি উম্মে হানী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি নিশ্চিত ভাবে জানে যে, আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করে দেবেন, তাহলে সে ক্ষমা প্রাপ্ত হবে। (বুখারী, ৬/২৭২৫/৭০৬৮)

ব্যাখ্যাঃ এ হাদিস মুসলিম শরীফেও বর্ণিত আছে। তাবরানী সগীর নামক গ্রন্থে আবু মাসউদ (রা) থেকে মারফু হাদিস বর্ণনা করেন– **من اذنب ذنبا فعلم ان الله قد اطلع عليه غفرله وان لم يستغفر** "যে ব্যক্তি কোন পাপ করে তারপর সে জানে যে, আল্লাহ তার পাপের বিষয়টি জেনে ফেলেছেন, তাহলে তার পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়, যদিও সে ক্ষমা প্রার্থনা না করে।"[২০৮]

মূলত আল্লাহ তায়ালা বান্দার গুনাহ মাফের জন্য বাহানা খুঁজেন এবং বান্দার সামান্যতম আল্লাহর দিকে অগ্রসর হওয়াকে গুনাহ মাফের উসীলা হিসাবে গ্রহণ করে মাফ করে দেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

٤٤٨ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ، وَمِنْهُ السَّلَامُ».

৪৪৮. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি আবু ওয়ায়েল থেকে, তিনি ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা হলেন সালাম তথা শান্তি এবং শান্তি তার পক্ষ থেকেই এসে থাকে। (মুসলিম, ২/৯৪/১৩৬২)

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ তায়ালা সালাম হওয়ার অর্থ হলো তিনি যাবতীয় দোষ ত্রুটি থেকে মুক্ত ও পবিত্র এবং সকল প্রকার বালা-মুসিবত, বিপদ-আপদ ও রোগ-বালাই থেকে মুক্ত ও নিরাপদ। সুতরাং রোগ মুক্তি চাইলে তাঁরই কাছে চাওয়া উচিত। এদিক বিবেচনায় হাদিসটি অধ্যায়ের সাথে সামঞ্জস্য রয়েছে।

---

২০৮. ইমাম তবরানী (র), মু'জামুল আওসাত, খণ্ড. ৪, পৃ. ৩৭৪

٢٦ - كِتَابُ الْأَدَبُ

١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَدَبِ

٤٤٩ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْـمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيْكَ».

২৬. শিষ্টাচার অধ্যায়

বাব নং ২২১. ১. শিষ্টাচারের বর্ণনা

৪৪৯. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির থেকে, তিনি জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, তুমি এবং তোমার সম্পদ তোমার পিতার। (জামেউল আহাদীস, ৩৪/৫৭/৩৬৮৪৭)

ব্যাখ্যাঃ এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। নবী করিম ﷺ এর নিকট এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছে সম্পদ আছে, আর আমার পিতাও আছেন, যিনি অভাবী। তখন তিনি বললেন, তুমি এবং তোমার সম্পদ তোমার পিতার। তবে তোমার সন্তান তোমার পবিত্র উপার্জন। সুতরাং তুমি তোমার সন্তানের উপার্জন থেকে পানাহার কর। এ হাদিস থেকে এই মাসয়ালা জানা গেল যে, পিতা নিজের প্রাণের হেফাজতের জন্য স্বীয় ছেলের অনুপস্থিতিতে তার সম্পদ থেকে বিনা অনুমতি বা বিনা সম্মতিতে খরচ করলে কোন দোষ নেই।

٤٥٠ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عَمْرٍو، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ يُرِيْدُ الْـجِهَادَ، فَقَالَ: «أَحَيٌّ وَالِدَاكَ»؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ».

৪৫০. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আতা থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি জিহাদে অংশগ্রহণের নিয়্যতে রাসূল ﷺ এর দরবারে উপস্থিত হয়। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত আছেন? লোকটি বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, তুমি তাদের কাছে গিয়ে জিহাদ কর। (অর্থাৎ তাদের খেদমতের চেষ্টা কর এটাই হবে তোমার জন্য জিহাদ) (বুখারী, ৩/১০৯৪/২৮৪২)

ব্যাখ্যাঃ পিতা-মাতার সেবা করা ফরয। বিশেষত যখন তারা বৃদ্ধ হয়ে যায়। উপরোক্ত হাদিসে জিহাদের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে পিতা-মাতার সেবাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কারণ হাদিসে আছে তাদের সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি আর তাদের অসন্তুষ্টিত আল্লাহর অসন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে। তাছাড়া জিহাদ হলো ফরযে কিফায়া যা অন্যরা করলেও দায়িত্বমুক্ত হয়ে যায়। তাই রাসূল ﷺ লোকটিকে পিতা-মাতার খেদমতে পাঠিয়ে দেন।

٤٥١ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ زِيَادٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَمَرَ بِالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

৪৫১. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা যিয়াদ থেকে, তিনি নবী করিম ﷺ থেকে মারফু হাদীসে বর্ণনা করেন, তিনি প্রত্যেক মুসলমানদের কল্যাণ করার নির্দেশ দান করেছেন। (মুসলিম, ১/৫৪/২০৯)

ব্যাখ্যাঃ মুসলিম শরীফে মারফু হাদিসে বর্ণিত আছে– الدين النصيحة "দ্বীন সম্পূর্ণই নসীহত।" রাসূল ﷺ কথাটি তিনবার বলেছেন। সাহাবীগণ আরয করলেন, কার জন্য? উত্তরে তিনি বলেন, আল্লাহর জন্য, আল্লাহর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য এবং আইম্মায়ে মুসলিমীন ও সাধারণ মুসলমানদের জন্য। গভীর ভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় সম্পূর্ণ দ্বীন এ হাদিসে লুকায়িত ও নিহিত রয়েছে।

٤٥٢ - حَمَّادٌ: عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيْ مُسْلِمٍ الْأَغَرِّ صَاحِبِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِيْ، وَالْعَظَمَةُ إِزَارِيْ، فَمَنْ نَازَعَنِيْ وَاحِدًا مِنْهُمَا أَلْقَيْتُهُ فِيْ جَهَنَّمَ».

৪৫২. অনুবাদঃ হাম্মাদ তার পিতা থেকে, তিনি আতা ইবনে সায়েব থেকে, তিনি আবু মুসলিম আগর থেকে, যিনি আবু হোরায়রা (রা) এর বন্ধু ছিলেন, তিনি আবু হোরায়রা (রা) থেকে, তিনি নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, অহংকার আমার চাদর, মহানত্ব আমার লুঙ্গী (স্বরূপ)। সুতরাং যে কেউ আমার এদু'টির ব্যাপারে আমার সাথে ঝগড়া বা বাড়াবাড়ি করবে, আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো। (মুসনাদে আহমদ, ১২/৩৩৭/৭৩৮২)

ব্যাখ্যাঃ চাদর ও লুঙ্গী হওয়ার অর্থ হলো এদু'টি গুণ শুধু আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। অন্য কেউ এর সাথে অংশীদার নেই। অহংকারের সম্পর্ক তাঁর সত্তার সাথে আর মহানত্বের সম্পর্ক তাঁর সিফাতের সাথে।

٤٥٣ – حَمَّادٌ: عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ الْمُتَكَبِّرَ رَأْسُهُ بَيْنَ رِجْلَيْهِ، حَيْثُ كَانَ يَرْتَفِعُ بِرَأْسِهِ فِيْ تَابُوْتٍ مِنْ نَارٍ مُقْفَلٍ عَلَيْهِ، وَلَا يَخْرُجُ مِنَ التَّابُوْتِ أَبَدًا فِي النَّارِ.

৪৫৩. অনুবাদঃ হাম্মাদ তার পিতা থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির থেকে বর্ণনা করেন, তিনি অবগত হয়েছেন যে, নিশ্চয় অহংকারী ব্যক্তির মাথা কিয়ামতের ময়দানে তার দুই পায়ের মধ্যখানে আগুনের সিন্দুকের ভিতর তালাবদ্ধ

থাকবে। কারণ সে (দুনিয়াতে) মাথা দ্বারা অহংকার প্রদর্শন করতো। আর কখনো আগুন থেকে বের হতে পারবে না।

ব্যাখ্যা: আত্মার ব্যাধিসমূহের মধ্যে অহংকার হচ্ছে গুরুতর একটি ব্যাধি। অহংকার মানে নিজেকে অন্যের তুলনায় বড় মনে করা এবং অন্যকে তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট মনে করা। সর্বপ্রথম অহংকার প্রদর্শন করেছে শয়তান। ফলে, সে চির অভিশপ্ত হয়েছে। পবিত্র কুরআনে অনেক জায়গায় বলা হয়েছে যে, আল্লাহ অহংকারীকে মোটেই পছন্দ করেন না। রাসূল ﷺ এরশাদ করেন–**لايدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر** "যার অন্তরে অনুপরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেনা।"[২০৯]

সর্বোপরি অহংকারীকে কেউ পছন্দ করেনা বরং সকলের ঘৃণার পাত্র হয়ে যায়। তাই সূফী সাধকগণ এই মারাত্মক অন্তরের অদৃশ্য ব্যাধিকে পরিহার করার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছেন।

٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّفْقِ وَالْخُلْقِ

٤٥٤ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ زِيَادٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيْكٍ، قَالَ: شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَالْأَعْرَابُ يَسْأَلُوْنَهُ، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَا خَيْرُ مَا أُعْطِيَ الْعَبْدُ؟ قَالَ: «خُلُقٌ حَسَنٌ».

বাব নং ২২২. ২. বিনয় ও সচ্চরিত্র

৪৫৪. অনুবাদ: ইমাম আবু হানিফা যিয়াদ থেকে, তিনি উসামা ইবনে শারীক থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ এর খেদমতে হাযির হয়েছি। তখন কতিপয় গ্রাম্য লোক তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! বান্দাকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে তন্মধ্যে সবচেয়ে উত্তম কি? তখন তিনি বললেন– সচ্চরিত্র। (আল মু'জামুল কবীর, ১/১৮০/৪৬৫)

ব্যাখ্যা: মানুষের নেক আমল সচ্চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ। মানব জীবনে সচ্চরিত্রের ভূমিকা অপরসীম। মানুষের পার্থিব জীবন এবং পারলৌকিক জীবনের যাবতীয় সুখ–শান্তি ও নিরাপত্তা এর উপর নির্ভর করে। মহানবী ﷺই হলেন সর্বোচ্চ চরিত্রের অধিকারী। যেমন আল্লাহ বলেন–**انك لعلى خلق عظيم** "নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।" (সূরা কালাম, আয়াত: ৪)

এ প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, **بعثت لاتمم مكارم الاخلاق** "আমি উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা সাধনের জন্যই প্রেরিত হয়েছি"।[২১০]

---

২০৯. ইমাম মুসলিম (র), (২৬১ হি), সহীহ মুসলিম শরীফ, সূত্র: মিশকাত, পৃ. ৪৩৩

২১০. মুয়াত্তা ইমাম মালিক (র.), সূত্র: মিশকাত, পৃ: ৪৩২

রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, اكمل المؤمنين ايمانًا احسنتم خلقا "মুমিনের মধ্যে উত্তম ও পূর্ণাঙ্গ ঈমানের অধিকারী তারাই, যারা সুন্দর চরিত্রের অধিকারী।"[২১১]

তিনি আরো এরশাদ করেন– ان من خياركم احسنكم اخلاقا "তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই উত্তম যার চরিত্র সর্বোৎকৃষ্ট।"[২১২]

অপর হাদিসে আছে, কিয়ামতের দিন মু'মিন ব্যক্তির নেকীর পাল্লায় অধিকভারী বস্তু হবে উত্তম চরিত্র।[২১৩]

পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি। তাকে অবশ্যই সচ্চরিত্রবান হতে হবে। ফলে সে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হবে। অতএব প্রত্যেক মুসলমানের সচ্চরিত্রবান হওয়া উচিত।

٤٥٥ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَوْ أَنَّ الرِّفْقَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ يُرَىٰ، لَمَا رُئِيَ مِنْ خَلْقِ اللهِ تَعَالَىٰ خَلْقٌ أَحْسَنُ مِنْهُ، وَلَوْ أَنَّ الْخَرَقَ خَلْقٌ يُرَىٰ، لَمَا رُئِيَ مِنْ خَلْقِ اللهِ تَعَالَىٰ خَلْقٌ أَقْبَحُ مِنْهُ».

৪৫৫. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি আসওয়াদ থেকে, তিনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যদি বিনয়, নম্রতা ও সচ্চরিত্রকে দৈহিক আকৃতিতে দেখানো হতো, তাহলে সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে এর চেয়ে অধিক সুন্দর কিছু দৃষ্টিগোচর হতোনা। পক্ষান্তরে অসচ্চরিত্রকে যদি দৈহিক আকৃতিতে দেখানো যেতো, তবে এর চেয়ে খারাপ ও বিশ্রি আকৃতির কোন বস্তু দৃষ্টিগোচর হতোনা।

ব্যাখ্যাঃ বিনয় অর্থ হলো অন্যদের তুলনায় নিজেকে ছোট মনে করা এবং অন্যদেরকে বড় মনে করা। বিনয় আল্লাহর নিকট খুবই পছন্দনীয়। এটি আল্লাহ ও বান্দার কাছে মর্যাদা লাভের একটি বিশেষ সোপান। এপ্রসঙ্গে রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– وما تواضع احد لله الا رفعه الله "যদি কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিনয় অবলম্বন করে, তবে আল্লাহ তায়ালা তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।"[২১৪] অন্যত্র নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন, ان الله تعالى رفيق يحب الرفق ويعطى على الرفق ما لا يعطى على العنف "আল্লাহ তায়ালা নিজে বিনয়ী, তিনি বিনয়কে পছন্দ করেন এবং তিনি বিনয় অবলম্বনকারীকে যা দান করেন তা কঠোর চিত্তের ব্যক্তিকে দান করেন না।"[২১৫]

---

২১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৩
২১২. বুখারী ও মুসলিম, সূত্রঃ মিশকাত, পৃ. ৪৩২-৩৩
২১৩. আবু দাউদ, সূত্রঃ মিশকাত, পৃঃ ৪৩১
২১৪. মুসলিম শরীফ, সূত্রঃ রিয়াদুস সালেহীন, পৃ. ২৮২
২১৫. মুসলিম শরীফ, সূত্রঃ মিশকাত শরীফ, পৃ. ৪৩১

পবিত্র কুরআনেও বলা হয়েছে–وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا "রহমানের (আল্লাহর) বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে বিনয়ের সাথে চলাফেরা করে"। (সূরা ফুরকান, আয়াত: ৬৩) সুতরাং আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত বান্দা হওয়ার জন্য প্রত্যেক মুসলমানকে বিনয়ী হওয়া একান্ত আবশ্যক।

٤٥٦ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: مَا أَخْرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رُكْبَتَهُ بَيْنَ يَدَيْ جَلِيْسٍ لَهُ قَطُّ، بَلْ يَقْعُدُ مُسَاوِيًا لَهُمْ، وَلَا تَنَاوَلَ أَحَدٌ يَدَهُ، فَتَرَكَهَا قَطُّ حَتَّىٰ يَكُوْنَ هُوَ يَدَعُهَا، وَمَا جَلَسَ إِلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَحَدٌ قَطُّ، فَقَامَ حَتَّىٰ يَقُوْمَ قَبْلَهُ، وَمَا وَجَدْتُ شَيْئًا قَطُّ أَطْيَبَ مِنْ رِيْحِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. وَفِيْ رِوَايَةٍ، قَالَ: وَمَا قَامَ إِلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ رَجُلٌ فِيْ حَاجَةٍ، فَانْصَرَفَ عَنْهُ قَبْلَهُ، حَتَّىٰ يَكُوْنَ هُوَ الْمُنْصَرِفَ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا صَافَحَ أَحَدًا لَا يَتْرُكُ يَدَهُ، إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ هُوَ الَّذِيْ يَتْرُكُ.

৪৫৬. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা মুহাম্মদ থেকে, তিনি আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ কোন বৈঠকে উপবেশনকারীদের মধ্যে স্বীয় হাঁটু মোবারক কখনো সামনে লম্বা করে দিয়ে বসতেন না, বরং সর্বদা সমান্তরাল হয়ে বসতেন। (মুসাফাহার সময়) যতক্ষণ অপর ব্যক্তি হাত স্বেচ্ছায় ছাড়ত না ততক্ষণ তিনি নিজের হাত মোবারক নিজে ছাড়তেন না এবং রাসূল ﷺ এর সামনে বসা ব্যক্তি দাঁড়ানোর আগে তিনি দাঁড়াতেন না। হযরত আনাস (রা) বলেন, আমি রাসূল ﷺ'র পবিত্র দেহের চেয়ে অধিক সুগন্ধিময় কোন বস্তু পাইনি। অন্য এক বর্ণনায় আছে, আনাস (রা) বলেন, কোন ব্যক্তি রাসূল ﷺ 'র নিকট কোন প্রয়োজনে দাঁড়ায়নি, এ অবস্থায় যে, তিনি পবিত্র মুখমন্ডল ফিরিয়ে নিয়েছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে না নিয়েছে। অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি মুখ না ফিরানো পর্যন্ত তিনি তার মুখমন্ডল ফিরাতেন না।

অপর এক বর্ণনায় আছে, রাসূল ﷺ যখন কারো সাথে মুসাফাহা করতেন তখন তাঁর হাত মোবারক ছাড়তেন না যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ ব্যক্তি ছেড়ে দিতেন না। (ইত্তেহাফ, ৭/৭৮/৬৪২৫)

ব্যাখ্যাঃ হাদিসে বর্ণিত বিষয়গুলো রাসূল ﷺ এর মহান চরিত্রের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। তিনি নিজের কষ্ট হলেও কারো মনে কষ্ট দিতেন না এবং তাঁর কষ্ট হচ্ছে এ জিনিসটাও কাউকে বুঝতে দিতেন না। অবুঝ ও জ্ঞানহীন লোকদের অনর্থক কর্মকান্ডকে তিনি মানবতা ও উত্তম চরিত্রের কারণে সহ্য করতেন।

٤٥٧ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ: أَنَّ رَجُلًا نَادَىٰ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِيْ مَنْزِلِهِ، فَقَالَ: «لَبَّيْكَ قَدْ أَجَبْتُكَ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ».

৪৫৭. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আবদুল্লাহ থেকে, তিনি ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূল ﷺকে আহ্বান করলেন। এ সময় তিনি বাড়িতেই ছিলেন। তখন বললেন, "লাব্বায়েক" আমি উপস্থিত আছি। তোমার ডাকে সারা দিচ্ছি এই বলে তিনি তার দিকে বেরিয়ে এলেন। (জামেউল আহাদীস, ২৫/৪৭৬/২৮৩৯৮)

٤٥٨ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْـمُنْكَدِرِ، عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رَقِيْقَةَ، قَالَـتْ: أَتَيْـتُ النَّـبِيَّ ﷺ لِأُبَايِعَهُ، فَقَالَ: «إِنِّيْ لَسْتُ أُصَافِحُ النِّسَاءَ».

৪৫৮. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির থেকে, তিনি উমাইমা বিনতে রাকীকাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি বাইয়াত গ্রহণের জন্য নবী করিম ﷺ 'র কাছে আসলাম। কিন্তু তিনি বললেন, আমি মহিলাদের সাথে হাত মিলাই না। (মুসনাদে আহমদ, ৪৫/৫৭৩/২৭৫৯৪)

٤٥٩ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَـنْ لَـمْ يَقْبَلْ عُذْرَ مُسْلِمٍ يَعْتَذِرُ إِلَيْهِ، فَوِزْرُهُ كَوِزْرِ صَاحِبِ مَكْسٍ»، فَقِيْلَ: قَالُوْا: يَـا رَسُـوْلَ! وَمَا صَاحِبُ مَكْسٍ؟ قَالَ: «عَشَّارٌ».

৪৫৯. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আলকামা থেকে, তিনি ইবনে বুরাইদা থেকে, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোন ওযর পেশকারী মুসলমানের ওযর গ্রহণ করেনা, তার পাপ সাহেবে মাকসের পাপের ন্যায় হবে। অতঃপর জিজ্ঞাসা করা হলো হে আল্লাহর রাসূল! صاحب مكس কে? উত্তরে তিনি বলেন, عشار অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি যে কঠোরতার সাথে উশর আদায় করে। (মুসনাদুল হারেস, ২/৮৩৬/৮৮২)

ব্যাখ্যাঃ কোন মুসলমান কোন ব্যাপারে ওযর তথা অপারগতা কিংবা যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখালে তা গ্রহণ করা উচিত। এরূপ ওযর গ্রহণ না করা জোর জবরদস্তি উশর বা কর আদায়কারীর পাপের সমান পাপ। এরা প্রজাদের উপর যুলুম ও অত্যচার করে এবং তাদের থেকে ঘুষগ্রহণ করে এবং নানাভাবে হয়রানী করে থাকে। এটা অনেক বড় যুলুম। এরূপ জালিমের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

٤٦٠ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنِ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ أَخُوْهُ الْـمُسْلِمُ، فَلَـمْ يَقْبَلْ عُذْرَهُ، فَوِزْرُهُ كَوِزْرِ صَاحِبِ مَكْسٍ يَعْنِيْ: عَشَّارًا».

৪৬০. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা নাফে থেকে, তিনি ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যার নিকট তার কোন মুসলমান ভাই

(কোন বিষয়ে) ওযর পেশ করে কিন্তু সে যদি ওযর গ্রহণ না করে, তাহলে তার পাপ যুলুম করে উশর আদায়কারীর ন্যায় হবে। (ইত্তেহাফ, ৬/৬৭/৫৩৫৩)

٤٦١ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «إِذَا أَتَى احَدُكُمْ بِطِيْبٍ، فَلْيُصِبْ مِنْهُ».

৪৬১. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আবু যুবাইর থেকে, তিনি জাবির (রা) থেকে, তিনি নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যখন তোমাদের কাউকে সুগন্ধি প্রদান করা হয় তখন সেটা গ্রহণ করা তার উচিত।

ব্যাখ্যাঃ সুগন্ধি নবী করিম ﷺ র খুবই প্রিয় বস্তু ছিল। তিনি কখনো সুগন্ধি ফিরিয়ে দিতেন না।

٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ النَّظْرِ فِي النُّجُوْمِ

٤٦٢ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ، قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ النَّظَرِ فِي النُّجُوْمِ.

বাব নং ২২৩. ৩. জ্যোতির্বিজ্ঞানে দৃষ্টি দেয়া নিষিদ্ধ

৪৬২. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আতা থেকে, তিনি আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ জ্যোতির্বিদ্যার দিকে দৃষ্টিপাত করতে নিষেধ করেছেন। (আল মু'জামুল আওসাত, ৮/১৩১/৮১৮২)

ব্যাখ্যাঃ জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা ও চিন্তায় মগ্ন হওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে অন্যায়। দায়লামী হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, জ্যোতির্বিজ্ঞানকে পর্যবেক্ষণকারী হলো সূর্যের গোলকের দিকে দর্শনকারীর মত। এর দিকে যে পরিমাণ দেখবে সে পরিমাণ দৃষ্টি দুর্বল হয়ে যাবে। দারেকুতনী ইবনে ওমর (রা) থেকে মারফু হাদিস বর্ণনা করেন, জল ও স্থলের পথে অন্ধকারে দিক নির্ণয়ের জন্য যতটুকু প্রয়োজন, তোমরা ততটুকু জ্যোতির্বিজ্ঞান শিখতে পার। তবে অতিরিক্ত শিক্ষা থেকে বিরত থাক। মুসলিম ও আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত আছে, যে জ্যোতির্বিজ্ঞান শিক্ষা করল; সে যেন যাদুবিদ্যা শিক্ষা করল।

٤٦٣ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَدْخُلَ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ، وَمَنْ لَمْ يَسْتُرْ عَوْرَتَهُ مِنَ النَّاسِ، كَانَ فِيْ لَعْنَةِ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْخَلْقِ أَجْمَعِيْنَ».

৪৬৩. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আবু যুবাইর থেকে, তিনি জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে তার জন্য গোসলখানায় লুঙ্গী ব্যতীত প্রবেশ করা বৈধ নয়। আর যে ব্যক্তি স্বীয় সতর গোপন না রাখে তার উপর আল্লাহ, ফেরেস্তা এবং সমস্ত সৃষ্টির লানত বর্ষিত হয়। (জামেউল আহাদীস, ১৭/৬১/১৭৫৬৮)

ব্যাখ্যাঃ উলঙ্গ গোসল করা ভদ্রতা ও লজ্জাশীলতার বিপরীত যদিও গোসলখানায় গোসল করে। কারণ মানুষের চোখে না পড়লেও ফেরেশতাদের চোখে পড়ে। আর সতর গোপন রাখা ফরয এবং খোলা রাখা পাপ।

٤٦٤ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، قَالَ: كَانَ أَحَبَّ الْأَسْمَاءِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ.

৪৬৪. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা নাফে থেকে, তিনি ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন রাসূল ﷺ এর অধিক প্রিয় নাম হলো আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান। (কানযুল উম্মাল, ১৬/৪১৯/৪৫২০২)

ব্যাখ্যাঃ মিশকাত শরীফে সহীহ মুসলিম শরীফের হাদিসে ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

قال رسول الله ﷺ ان احب اسمائكم الى الله عبد الله وعبد الرحمن (رواه مسلم)-

"রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আল্লাহর নিকট তোমাদের নামসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রিয় নাম হলো আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান।"[২১৬]

তিবরানী বলেন যে সব শব্দে আল্লাহর বান্দা হওয়ার অর্থ বহন করে, সে নামগুলোই উত্তম। যেমন আবদুর রহিম, আব্দুস সাত্তার, আবদুল গাফফার, আবদুর রাজ্জাক ইত্যাদি।

নাম ব্যক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করে। তাই সুন্দর অর্থবোধক নাম রাখা প্রত্যেক পিতা-মাতার উপর আবশ্যক। হাদীস শরীফে আছে, নবী করিম ﷺ অনেকের অর্থহীন নাম পরিবর্তন করে সুন্দর অর্থবোধক নাম রেখেছেন।

٤٦٥ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «الْبِرُّ لَا يَبْلَىٰ، وَالْإِثْمُ لَا يُنْسَىٰ».

৪৬৫. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা নাফে থেকে, তিনি ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, নেক ধ্বংস হয়না আর পাপ ভুলিয়ে দেয়া হয়না। (জামেউল আহাদীস, ১১/১৬৯/১০৪৯১)

---

২১৬. ইমাম মুসলিম (র), (২৬১ হি), মুসলিম শরীফ, খণ্ড. ৬, পৃ. ১৬৯, হাদীস নং ৫৭০৯

ব্যাখ্যাঃ রাসূল ﷺ এর বাণীর উদ্দেশ্যে হলো নেক ও কল্যাণ দুনিয়া ও আখেরাতে ফলাফল না দেখিয়ে থাকেনা এবং কখনো ধ্বংস হয়ে যায়না। বরং উত্তম ফলাফল সৃষ্টি করে থাকে এবং ভবিষ্যতকে উত্তম করে থাকে। এমনিভাবে পাপও দুনিয়া আখিরাতে কষ্ট, শাস্তি এবং ধ্বংসের কারণ হয়ে থাকে। মন্দ ফলাফল সামনে নিয়ে আসে এবং পাপীকে পাপের শাস্তি না দিয়ে ছাড়েনা।

٤٦٦ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﷺ، قَالَ: كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ قَعَدْنَا حَيْثُ انْتَهَىٰ بِنَا الْـمَجْلِسُ.

৪৬৬. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা সিমাক থেকে, তিনি জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা যখন নবী করিম ﷺ এর মজলিসে আগমন করতাম তখন মজলিশের শেষ প্রান্তে বসে যেতাম। (মুয়াত্তা ইমাম মালিক, ৩/৩৩৬/৮৭৪)

ব্যাখ্যাঃ উপরোক্ত হাদিসে মজলিসে বসার আদব বর্ণনা করা হয়েছে। মজলিশে বসার আদব হলো শালীনতার সাথে বসা, খালি জায়গায় বসা, অপরকে উঠিয়ে না বসা, বিনা অনুমতিতে দু'জনের মাঝখানে না বসা, মজলিস চলাকালে যথাসম্ভব নড়াচড়া না করা রৌদ্র-ছায়ায় না বসা এবং পরে আসলে মজলিসের শেষ প্রান্তে বসে যাওয়া। এগুলোকে আদাবুল মজলিস বলা হয়।

٤٦٧ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْـخُدْرِيِّ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا يَشْكُرُ اللهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ».

৪৬৭. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আতিয়্যা থেকে, তিনি আবু সাঈদ খুদুরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যে মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা। (আমসালুল হাদীস, ১/৪২/৯৮)

ব্যাখ্যাঃ মোল্লা আলী ক্বারী (র)এর কারণ বর্ণনা করে বলেন, যে ব্যক্তি কোন বান্দার সামান্য ইহসানের স্বীকৃতি দেয় না এবং তার শোকরিয়া জ্ঞাপন করে না সে কিভাবে আল্লাহ তায়ালার বিপুল পরিমাণের ইহসানের শোকরিয়া আদায় করবে? অথবা এর অর্থ হলো বান্দার ইহসানও মূলত আল্লাহরই ইহসান। সুতরাং যে বান্দার ইহসানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে যেন আল্লাহরই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা।

٤٦٨ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِيَّاكَ وَالظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

৪৬৮. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আতা থেকে, তিনি মুহারিব ইবনে দিসার থেকে, তিনি ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– রাসূল ﷺ এরশাদ করেন,

তুমি অন্যের প্রতি যুলুম করা থেকে বিরত থাক। কেননা কিয়ামতের দিন যুলুম অন্ধকারের আকার ধারণ করবে। (মুসলিম, ৮/১৮/৬৭৪২)

٤٦٩ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَاصِمِ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ زَارَ قَوْمًا مِنَ الْأَنْصَارِ فِيْ دِيَارِهِمْ، فَذَبَحُوْا لَهُ شَاةً، وَصَنَعُوْا لَهُ مِنْهَا طَعَامًا، فَأَخَذَ مِنَ اللَّحْمِ شَيْئًا فَلَاكَهُ، فَمَضَغَهُ سَاعَةً لَا يُسِيْغُهُ، فَقَالَ: «مَا شَأْنُ هَذَا اللَّحْمِ»؟ فَقَالُوْا: شَاةٌ لِفُلَانٍ ذَبَحْنَاهَا حَتَّىٰ يَجِيْءَ، فَنُرْضِيَهِ مِنْ ثَمَنِهَا، قَالَ: فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَطْعِمُوْهَا الْأُسَرَاءَ».

وَفِيْ رِوَايَةٍ: عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ صَنَعَ طَعَامًا، فَدَعَاهُ، فَقَامَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ، وَقُمْنَا مَعَهُ، فَلَمَّا وَضَعَ الطَّعَامَ تَنَاوَلَ النَّبِيُّ ﷺ بِضْعَةً مِنْ ذَلِكَ اللَّحْمِ، فَلَاكَهَا فِيْ فِيْهِ طَوِيْلًا، فَجَعَلَ لَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَأْكُلَهَا، فَأَلْقَهَا مِنْ فِيْهِ، وَأَمْسَكَ عَنِ الطَّعَامِ، فَقَالَ: «أَخْبِرْنِيْ عَنْ لَحْمِكَ هَذَا، مِنْ أَيْنَ هُوَ»؟ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! شَاةٌ كَانَتْ لِصَاحِبٍ لَنَا، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَنَا فَنَشْتَرِيَهَا مِنْهُ، وَعَجِلْنَا بِهَا، وَذَبَحْنَاهَا، وَصَنَعْنَاهَا لَكَ حَتَّىٰ يَجِيْءَ، فَنُعْطِيَ ثَمَنَهَا، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَفْعِ هَذَا الطَّعَامِ وَأَمَرَ أَنْ يُطْعِمَهُ الْأُسَرَاءَ.

قَالَ عَبْدُ الْوَاحِدِ: قُلْتُ لِأَبِيْ حَنِيْفَةَ: مِنْ أَيْنَ أَخَذْتَ هَذَا: الرَّجُلُ يَعْمَلُ فِيْ مَالِ الرَّجُلِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، يَتَصَدَّقُ بِالرِّبْحِ؟ قَالَ: أَخَذْتُهُ مِنْ حَدِيْثِ عَاصِمٍ.

৪৬৯. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আসেম থেকে, তিনি আবু বুরদা থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ আনসারদের এক দলের সাথে তাদের ঘরে সাক্ষাত করেন। তারা তার মেহেমানদারীর জন্য একটি বকরী যবেহ করেন এবং এরদ্বারা খাবার তৈরি করেন। তিনি গোশতের টুকরা মুখে দিয়ে কিছুক্ষণ চিবালেন কিন্তু গলধঃকরণ করতে পারলেন না। তখন তিনি বললেন, এটা কিসের গোশত? লোকজন বলল, এটা অমুক ব্যক্তির বকরী। (তার অনুমতি ব্যতীত) আমরা এটা যবেহ করেছি, এ উদ্দেশ্যে যে, মালিক আসলে তাকে বকরীর মূল্য প্রদান করে সম্মত করিয়ে নেব। রাবী বলেন, তখন রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, এই গোশত বন্দীদেরকে খাওয়াও।

অপর বর্ণনায় আসেম ইবনে কুলাইব তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, মুহাম্মদ ﷺ 'র এক সাহাবী খানা তৈরি করে তাঁকে দাওয়াত করলেন। তিনি তাশরীফ নিলেন, আমরাও তার সঙ্গে গিয়েছি। যখন খানা সামনে রাখা হলো, তখন তিনি গোশতের একটি টুকরা মুখে নিলেন এবং অনেক্ষণ চিবালেন কিন্তু গলধঃকরণ করতে পারলেন না। তখন তিনি তা মুখ থেকে ফেলে দিলেন এবং খানা খাওয়া থেকে বিরত রইলেন আর বললেন, এই গোশত কোথা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে আমাকে বল। মেজবান বলল, হে আল্লাহর

রাসূল! এটা আমাদের এক সাথীর বকরী ছিল। সে আমাদের নিকট ছিলনা যে, তার থেকে ক্রয় করে নিব। আমরা তাড়াতাড়ি এটাকে যবেহ করে আপনার খেদমতে উপস্থিত করেছি। সে আসলে বকরীর মূল্য তাকে আদায় করে দেবো। তখন নবী করিম ﷺ ঐ খাদ্য নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন এবং ঐ খাবার বন্দীদেরকে খাওয়ানোর আদেশ দান করলেন।

আবদুল ওয়াহেদ বলেন, আমি হযরত আবু হানিফা (র) কে বললাম, আপনি এ মাসয়ালা কোথা থেকে বের করলেন যে, যদি কেউ কারো মাল মালিকের অনুমতি ব্যতিত ব্যবহার করে, তখন সে এর লাভ সদকা করে দেবে। উত্তরে তিনি বলেন, হযরত আসেম (রা)'র হাদিস থেকে।

ব্যাখ্যাঃ কোন ব্যক্তি যদি অন্য কোন ব্যক্তির বকরী অনুমতি ব্যতীত যবেহ করে তাহলে তার উপর এর মূল্য আদায় করা আবশ্যক হবে এবং এটা সদকা করা ওয়াজিব হবে। তাছাড়া যতক্ষণ পর্যন্ত বকরীর মূল্য আদায় না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এ বকরী দ্বারা কোন উপকৃত হওয়া যাবে না। এ অবস্থায় বকরী মালিকের মালিকানা থেকে বেরিয়ে যায়। নতুবা রাসূল ﷺ এটাকে সদকা করতে নির্দেশ দিতেন না। বরং মালিককে ফিরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করতেন অথবা তার হাতে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করতেন এবং মূল্য মালিকের জন্য হেফাযতে রাখার নির্দেশ দিতেন। কেননা জরুরী অবস্থায় কারো মাল বিক্রি করার ক্ষমতা আমীরের রয়েছে।

٤٧٠ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اَلدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ».

৪৭০. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আলকামা থেকে, তিনি ইবনে বুরাইদা থেকে, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, কল্যাণমূলক কাজের প্রতি পথপ্রদর্শনকারী ব্যক্তি আমলকারী ব্যক্তির ন্যায় (সওয়াব প্রাপ্ত হবে)। (আমসালুল হাদীস, ১/৬৪/১৫০)

ব্যাখ্যাঃ দারেকুতনী ও অন্যান্য কিতাবে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে মারফু হাদিস বর্ণিত আছে– **كل معروف صدقة والدال على الخير كفاعله والله يحب اغاثة اللهفان**

"প্রত্যেক ভাল কাজ হলো সদকা আর কল্যাণের দিকে পথ প্রদর্শনকারী আমলকারীর সমান সওয়াব পাবে। যে বিপদ গ্রস্থ লোককে সাহায্য করে আল্লাহ তাকে ভালবাসেন"।

٤٧١ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اَلدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ».

৪৭১. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, ভাল কাজের দিকে পথ প্রদর্শনকারী আমলকারীর সমান সওয়াব পাবে। (ইত্তেহাফ, ১/১৯৫/২৫৬)

ব্যাখ্যাঃ যেমন কোন ব্যক্তি অন্য একজন ব্যক্তিকে নামাযের জন্য মসজিদে নিয়ে গেল। সে নামায পড়ে যা সওয়াব পাবে ততটুকু সওয়াব যে তাকে মসজিদে নামাযের জন্য নিয়ে গিয়েছিল সেও সমপরিমাণ সওয়াব পাবে।

٤٧٢ – أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «جَاءَهُ رَجُلٌ فَاسْتَحْمَلَهُ، فَقَالَ: مَا عِنْدِيْ مَا أَحْمِلُكَ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ سَأَدُلُّكَ عَلَى مَنْ يَحْمِلُكَ، انْطَلِقْ إِلَى مَقْبَرَةِ بَنِيْ فُلَانٍ، فَإِنَّ فِيْهَا شَابًّا مِنَ الْأَنْصَارِ يَتَرَامَى مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ وَمَعَهُ بَعِيْرٌ لَهُ، فَاسْتَحْمِلْهُ، فَإِنَّهُ سَيَحْمِلُكَ»، فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ، فَإِذَا بِهِ يَتَرَامَى مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ، فَقَصَّ عَلَيْهِ الرَّجُلُ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ، فَاسْتَحْلَفَهُ بِاللهِ، لَقَدْ قَالَ هَذَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ؟ فَحَلَفَ لَهُ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ حَمَلَهُ، فَمَرَّ بِهِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «انْطَلِقْ، فَإِنَّ الدَّالَّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ».

وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ يَسْتَحْمِلُهُ، فَقَالَ: وَاللهِ، مَا عِنْدِيْ مِنْ شَيْءٍ أَحْمِلُكَ عَلَيْهِ، وَلَكِنِ انْطَلِقْ فِيْ مَقْبَرَةِ بَنِيْ فُلَانٍ، فَإِنَّكَ سَتَجِدُ ثَمَّةَ شَابًّا مِنَ الْأَنْصَارِ يَتَرَامَى مَعَ أَصْحَابٍ، فَاسْتَحْمِلْهُ، فَإِنَّهُ سَيَحْمِلُكَ، فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ حَتَّى اتَى الْمَقْبَرَةَ قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَاسْتَحْلَفَهُ، فَقَالَ: وَالَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ، إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَرْسَلَنِيْ إِلَيْكَ، فَأَعْطَاهُ بَعِيْرًا لَهُ، فَانْطَلَقَ بِهِ الرَّجُلُ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «انْطَلِقْ فَإِنَّ الدَّالَّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ».

৪৭২. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আলকামা থেকে, তিনি ইবনে বুরাইদা থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তাঁর নিকট একটি সওয়ারী চাইলে তিনি বলেন, তোমাকে দেওয়ার মত আমার কাছে কোন সওয়ারী নেই। তবে তোমাকে এমন ব্যক্তির প্রতি পথপ্রদর্শন করতে পারি, যে তোমাকে সওয়ারী দিতে পারে। অমুক গোত্রের কবরস্থানে যাও, সেখানে একজন আনসারী যুবককে দেখবে, যে তার সঙ্গীদের সাথে তীরন্দাযী করছে। তার সাথে একটি উট আছে। তুমি তার কাছে সেটা চাও, সে তোমাকে এটা দিয়ে দেবে।

লোকটি সেখানে গিয়ে দেখল ঐ যুবক তার সাথীদের সাথে তীরন্দাযী খেলায় ব্যস্ত আছে। লোকটি যুবককে রাসূল ﷺ 'র কথা বর্ণনা করলে যুবক তাকে কসম দিয়ে

জিজ্ঞাসা করল যে, সত্যিই কি রাসূল ﷺ এরূপ বলেছেন? লোকটি দুই বা তিনবার কসম করলে যুবক উটটি তাকে দিয়ে দিল। অতঃপর লোকটি উট নিয়ে নবী করিম ﷺ এর নিকট এসে তাঁর নিকট সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করল। তখন নবী করিম ﷺ বললেন, ভাল কাজের প্রতি পথপ্রদর্শনকারী ভাল কাজকারীর সমান সওয়াব পাবে।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ 'র নিকট এসে একটি সওয়ারী চাইলে তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! তোমাকে দেওয়ার মত কোন সওয়ারী আমার কাছে নেই। তবে তুমি অমুক গোত্রের কবরস্থানে যাও। সেখানে একজন আনসারী যুবককে দেখবে, সে তার সঙ্গীদের সাথে তীরন্দাযী করছে। তুমি তার কাছে সওয়ারী চাও। সে তোমাকে সওয়ারী দেবে।

লোকটি সে কবরস্থানে গেল যার ঠিকানা তাকে রাসূল ﷺ বলেছিলেন। অতঃপর তাকে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলে সে তার কাছে শপথ কামনা করল। সে বলল, ঐ আল্লাহর শপথ, যিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। রাসূল ﷺ আমাকে তোমার নিকট পাঠিয়েছেন। তখন আনসারী যুবক তাকে উটটি দিয়ে দিল। লোকটি উট নিয়ে নবী করিম ﷺ 'র নিকট এসে উপস্থিত হলে তিনি তাকে বললেন, এবার চলে যাও, নিশ্চয়ই ভাল কাজের দিকে পথ প্রদর্শনকারী ঐ কাজের আমলকারীর মত পূণ্যলাভ করবে।

٤٧٣ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «أَفْضَلُ الْـجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ».

৪৭৩. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আলকামা থেকে, তিনি ইবনে বুরাইদা থেকে, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন। অত্যাচারী বাদশাহর সামনে সত্য কথা বলা উত্তম জিহাদ। (আল মু'জামুল আওসাত, ৭/৫২/৬৮২৪)

ব্যাখ্যাঃ বাদশাহর সামনে সত্য কথা বলাকে উত্তম জিহাদ বলার কারণ হলো– প্রচলিত জিহাদে মুসলমান দলবদ্ধ হয়ে সামরিক শক্তি নিয়ে শান শওকতের অধিকারী হয়ে জয় পরাজয় উভয়ের সম্মুখীন হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে অত্যাচারী বাদশাহর সামনে সত্য বলা অত্যন্ত অসহায় ও সামর্থহীন অবস্থায় হয়ে থাকে। কেবল ধ্বংস ও মৃত্যুর চিত্র তার সামনে থাকে। কিন্তু তারপরও এ অসহায় ব্যক্তি শুধু স্বীয় দ্বীন ও মাযহাবের স্বার্থে জীবন নিয়ে খেলতে থাকে এবং সত্য বলার সাহসিকতা প্রদর্শন করে। সুতরাং এটাই উত্তম জিহাদ।

٤٧٤ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ عَبْدِ الْـمَلِكِ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنِ اسْتَشَارَكَ، فَأَشِرْهُ بِالرُّشْدِ، فَإِنْ لَـمْ تَفْعَلْ، فَقَدْ خُنْتَهُ».

৪৭৪. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা শায়বান থেকে, তিনি আবদুল মালিক থেকে, তিনি এক ব্যক্তির মাধ্যমে আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, কেউ তোমার কাছে পরামর্শ চাইলে তাকে সৎ পরামর্শ দাও। যদি তুমি তা না কর তবে তুমি তার সাথে খিয়ানত করেছ। (মশকিলুল আসার, ৯/৩১৪/৩৬৪৯)

ব্যাখ্যাঃ যার কাছে পরামর্শ চাওয়া হয় তাকে আমানতদার মনে করা হয় এবং তার উপর পূর্ণ ভরসা করা হয়। ঐ ব্যক্তি যদি অবিশ্বাসের প্রমাণ দেয় এবং সঠিক পরামর্শ না দেয় বরং ভুল পরামর্শ দেয় তবে সে বড় খেয়ানতকারী হিসেবে সাব্যস্ত হবে।

٤٧٥ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ، يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، يَقُوْلُ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ كَمَثَلِ جَسَدٍ وَاحِدٍ، إِذَا اشْتَكَى الرَّأْسُ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُهُ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى».

৪৭৫. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাসান থেকে, তিনি শা'বী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– আমি নু'মানকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি নবী করিম ﷺকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, মু'মিনদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসার উদাহরণ হলো একটি দেহের মত। যখন মাথায় ব্যথা হয় তখন সমস্ত দেহে ব্যথা ও জ্বর অনুভূত হয়। (মুসলিম, ৮/২০/৬৭৫১)

٤٧٦ - حَمَّادٌ: عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَرْمٍ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِيْ بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُهُ أَنَّهُ يُوَرِّثُهُ، وَمَازَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِيْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّ خِيَارَ أُمَّتِيْ لَا يَنَامُوْنَ إِلَّا قَلِيْلًا».

৪৭৬. অনুবাদঃ হাম্মাদ তার পিতা থেকে, তিনি আবদুর রহমান ইবনে হাযম থেকে, তিনি আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, হযরত জিব্রাঈল (আ.) আমাকে সর্বদা প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে এতবেশী ওসীয়ত করে থাকেন যে, আমি ধারণা করেছি, তাদেরকে আমার ওয়ারিশ বানিয়ে দেয়া হবে। আর জিব্রাঈল (আ.) আমাকে সর্বদা রাত্রি জাগরণ তথা তাহাজ্জুদের নামাযের জন্য এত বেশী ওসীয়ত করতেন যে, আমার ধারণা হয়, আমার উম্মতের উত্তম লোকজন খুব কমই নিদ্রা যাবে। (বুখারী, ৫/২২৩৯/৫৬৬৯)

ব্যাখ্যাঃ প্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজনের চেয়ে অধিক কাজে আসে। আত্মীয়-স্বজন তো সবাই কাছে থাকে না। প্রতিবেশীরাই বিপদে-আপদে, দুঃখ-দুর্দশায় প্রথমে এগিয়ে আসে। বিয়ে–শাদীসহ অনুরূপ সবকাজে প্রতিবেশীর ভূমিকা থাকে উল্লেখযোগ্য। কুরআন মাজীদে সকল প্রকার প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে–والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب "নিকট প্রতিবেশী দূর প্রতিবেশী এবং সঙ্গী সাথীদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে।" (সূরা নিসা, আয়াতঃ ৩৬)

রাসূল ﷺ এরশাদ করেন- **من كان يومن بالله واليوم الاخر فلا يوذ جاره** "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।"[২১৭]

তিনি আরো বলেছেন– **والله لايؤمن والله لايؤمن والله لايؤمن قيل من يا رسول الله قال لا يأمن جاره بوائقه** "আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি ঈমানদার নয়, আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি ঈমানদার নয়, আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি ঈমানদার নয়। প্রশ্ন করা হলো হে আল্লাহর রাসূল! সে ব্যক্তি কে? জবাবে তিনি বললেন, যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকতে পারে না।"[২১৮]

তিনি আরো বলেছেন–**ليس المؤمن الذى يشبع وجاره جائع الى جنبه** "ঐ ব্যক্তি ঈমানদার নয়, যে তৃপ্তি সহকারে খায় আর তার প্রতিবেশী তার পাশে পড়ে থাকে অভুক্ত অবস্থায়।"[২১৯]

প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে তিনি বলেছেন, **اذا طبخت مرقة فاكثر ما ئها وتهد جير انك** "যখন তুমি তরকারী রান্না করবে তখন তাতে পানি (ঝোল) বেশী দিবে; আর তোমার প্রতিবেশীকে হাদিয়া দিবে।"[২২০]

প্রতিবেশী তিন প্রকারঃ যথা – ১. এক হক বিশিষ্ট প্রতিবেশী, যারা আত্মীয়ও নয় মুসলিমও নয়। ২. দুই হক বিশিষ্ট প্রতিবেশী, যারা আত্মীয় নয় কিন্তু মুসলিম। ৩. তিন হক বিশিষ্ট প্রতিবেশী, যারা আত্মীয় ও মুসলিম। অতএব, প্রতিবেশী যে কোন ধর্মের, বর্ণের ও আদর্শের অনুসারী হোক না কেন, সর্বাবস্থায় প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহারের প্রতি ইসলাম উদ্ধুদ্ধ করে।

তাহাজ্জুদের নামায সূরা মুয্যাম্মিলের দ্বিতীয় আয়াত **قم الليل الا قليلا** দ্বারা ফরয ছিল। পরবর্তীতে ফরয রহিত হয়ে গেলেও সুন্নত হিসেবে এর গুরুত্ব ও ফযীলত অপরিসীম। রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, ফরয নামাযের পর সবচেয়ে উৎকৃষ্ট নামায হচ্ছে রাতের তাহাজ্জুদের নামায (মুসলিম)। তিনি নিয়মিত তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতেন। আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য এই নামায অত্যন্ত ফলপ্রসূ।

٤٧٧ – أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ أَنَسٍ ﷺ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، يَقُوْلُ: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ إِغَاثَةَ اللَّهْفَانِ».

২১৭. বুখারী ও মুসলিম, সূত্রঃ রিয়াদুস সালেহীন, পৃ. ১৫৬
২১৮. বুখারী ও মুসলিম, সূত্রঃ মিশকাত, পৃ. ৪২২
২১৯. বায়হাকী, শুআবুল ঈমান, সূত্রঃ- মিশকাত, পৃ. ৪২৪
২২০. ইমাম মুসলিম (র), (২৬১ হি), মুসলিম শরীফ, খণ্ড. ৮. পৃ. ৩৭, হাদীস নং ৬৮৫৫

৪৭৭. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– আমি রাসূল ﷺকে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা অসহায় ব্যক্তিকে সাহায্য করাকে পছন্দ করেন। (জামেউল আহাদীস, ৮/২৩৩/৭২০০)

ব্যাখ্যাঃ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে তার মুসলমান ভাইয়ের দোষ গোপন করবে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া-আখিরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের দুনিয়ার কোন কষ্ট দূর করে দেবে, আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তার কষ্ট দূর করে দেবেন। বান্দা যতক্ষণ তার মুসলমান ভাইয়ের সহযোগীতায় লিপ্ত থাকে ততক্ষণ আল্লাহ সেই বান্দার সহযোগিতায় থাকেন।[২২১]

٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ سَبِّ الدَّهْرِ

٤٧٨ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ».

বাব নং ২২৪. ৪. যামানাকে গালি দেয়া নিষেধ

৪৭৮. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আবদুল আযিয থেকে, তিনি আবু কাতাদাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, তোমরা যুগ বা যামানাকে গালি দিওনা। কেননা আল্লাহ তায়ালা হলেন যুগের আবর্তনকারী বা সৃষ্টিকারী। (মুসলিম, ৭/৪৫/৬০০৩)

ব্যাখ্যাঃ হাদিসখানা আবু হুরায়রা (রা) থেকে মিশকাত শরীফে বুখারী ও মুসলিম (রা)'র উদ্ধৃতিতে বর্ণিত হয়েছে। এর মর্মার্থ হলো যুগের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। মানুষের কল্যাণ অকল্যাণ তাঁরই হাতে। এতে যুগের কোন ভূমিকা নেই। সুতরাং বিপদ-আপদের কারণে যুগকে গালি দিলে তা আল্লাহকে গালি দেয়ার নামান্তর যা কুফুরীর সমতুল্য। সুতরাং যুগকে গালি দেয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

٤٧٩ – قَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ: وُلِدْتُ سَنَةَ ثَمَانِيْنَ، وَقَدِمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُنَيْسٍ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الْكُوْفَةَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَتِسْعِيْنَ، وَرَأَيْتُهُ، وَسَمِعْتُ مِنْهُ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، يَقُوْلُ: «حُبُّكَ الشَّيْءَ يُعْمِيْ وَيُصِمُّ».

৪৭৯. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা বলেন, আমি ৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেছি এবং রাসূল ﷺ'র সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস (রা) ৯৪ হিজরীতে কূফায় আগমণ

---

২২১. ফকীহ আবুল লাইস সমরকন্দী (র.), তাম্বীহুল গাফেলীন

করেন। আমি তাকে দেখেছি এবং ১৪ বছর বয়সে আমি তার থেকে (হাদিস) শ্রবণ করেছি। তিনি বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূল ﷺকে বলতে শুনেছি, কোন বস্তুর ভালবাসা তোমাকে অন্ধ ও বধির করে দেয়। (আবু দাউদ, ৪/৪৯৬/৫১৩২)

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ ভালবাসা মানুষকে অন্ধ ও বধির করে দেয়। যে যাকে ভালবাসে তার দোষ -ত্রুটি সে দেখেনা। তার ভুল কথা সে শুনেনা বরং ঐ সব দোষ-ত্রুটি ও ভুল কথা তার কাছে গুণ, মিষ্টি ও সত্যি বলে মনে হয়। সুতরাং ভালবাসায় অন্ধ ও বধির না হয়ে সত্য ও বাস্তবতার নিরিখে বিচার বিশ্লেষণ করা উচিত।

٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الشَّمَاتَةِ

٤٨٠ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: قَالَ: سَمِعْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، يَقُوْلُ: «لَا تُظْهِرَنَّ شَمَاتَةً لِأَخِيْكَ فَيُعَافِيَهُ اللهُ وَيَبْتَلِيَكَ».

বাব নং ২২৫.৫. কারো বিপদে আনন্দ প্রকাশ করা নিষেধ

৪৮০. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা বলেন, আমি ওয়াসেলা ইবনে আসকা (রা) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন– আমি রাসূল ﷺকে বলতে শুনেছি, তুমি তোমার কোন ভাইয়ের বিপদে আনন্দ প্রকাশ করোনা। কেননা আল্লাহ তায়ালা ঐ বিপদ তার থেকে দূরীভূত করে তোমাকে উক্ত বিপদে লিপ্ত করে দেবেন। (শুআবুল ঈমান, ৯/১১৯/৬৩৫৫)

٢٧ - كِتَابُ الرِّقَاقِ

١ - بَابٌ

٤٨١ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ فِي الْإِنْسَانِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ بِهَا سَائِرُ الْجَسَدِ، وَإِذَا سَقِمَتْ سَقِمَ بِهَا سَائِرُ الْجَسَدِ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ».

২৭. কোমল হওয়ার অধ্যায়

বাব নং ২২৬. ১.

৪৮১. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাসান থেকে, তিনি শা'বী থেকে, তিনি নু'মান ইবনে বসীর (রা) থেকে, তিনি নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– মানুষের মধ্যে একটি গোশতের টুকরা আছে। যখন এটা সঠিক থাকে তখন তার সমস্ত দেহ সঠিক থাকে। আর এটা যখন অসুস্থ বা খারাপ হয়ে যায় তার সমস্ত দেহ অসুস্থ ও খারাপ হয়ে পড়ে। সাবধান! এটা হলো অন্তর। (মুসনাদে আহমদ, ৪/২৭৪/১৮৪৩৬)

ব্যাখ্যাঃ মানুষের দেহের মধ্যে অন্তর এমন এক বস্তু যার উপর সমস্ত দেহের সুস্থতা নির্ভর করে। কারণ আমলের ভাল-মন্দ নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল, আর নিয়্যতের উৎস হলো অন্ত র। তাই সমস্ত দেহের মধ্যে এটাই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ। এটা ঠিক থাকলে সবকিছু ঠিক থাকে, আর এটা নষ্ট হয়ে গেলে সবকিছু নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং সর্বদা অন্তর ঠিক রাখতে হবে।

٤٨٢ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا شَبِعْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهَا مِنْ خُبْزٍ مُتَتَابِعًا، حَتَّى فَارَقَ مُحَمَّدٌ ﷺ الدُّنْيَا، وَمَا زَالَتِ الدُّنْيَا عَلَيْنَا عَسِرَةً، حَتَّى فَارَقَ مُحَمَّدٌ ﷺ الدُّنْيَا، فَلَمَّا فَارَقَ مُحَمَّدٌ ﷺ الدُّنْيَا صُبَّتْ عَلَيْنَا صَبًّا. وَفِيْ رِوَايَةٍ: صَبَّ الدُّنْيَا عَلَيْنَا صَبًّا. وَفِيْ رِوَايَةٍ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مَتَوَالِيَةٍ مِنْ خُبْزِ الْبُرِّ.

৪৮২. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা ইব্রাহীম থেকে, তিনি আসওয়াদ থেকে, তিনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– আমরা অনবরত তিন দিন তিন রাত কখনো পেটভরে তৃপ্তি সহকারে রুটি খেতে পারিনি। এ অবস্থায় মুহাম্মদ ﷺ ইন্তেকাল করেছেন। দুনিয়া সর্বদা আমাদের উপর অভাব অনটন চেপে দিয়েছে এমনকি এ অবস্থায় মুহাম্মদ ﷺ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। মুহাম্মদ ﷺ দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার পর দুনিয়া আমাদের উপর মহাবিপদ হয়ে দাঁড়াল। অন্য বর্ণনায় صُبَّ الدنيا علينا صبّا আছে।

অপর বর্ণনায় আছে– মুহাম্মদ ﷺ 'র পরিবার-পরিজন অনবরত তিনদিন তিনরাত পর্যন্ত তৃপ্তি সহকারে গমের রুটি খেতে পারেননি। (আল মু'জামুল আওসাত, ৮/৩৫৮/৮৮৬৭)

٤٨٣ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِيْ شِكَاةٍ شَكَاهَا، فَإِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى عَبَاءَةٍ قَطْوَانِيَّةٍ وَمَرْفَقَةٍ مِنْ صُوْفٍ حَشْوُهَا مِنْ إِذْخِرٍ، فَقَالَ: بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ! كِسْرَىٰ وَقَيْصَرُ عَلَى الدِّيْبَاجِ! فَقَالَ: «يَا عُمَرُ! أَمَا تَرْضَى انْ تَكُوْنَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ؟ ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ مَسَّهُ فَإِذَا هُوَ فِيْ شِدَّةِ الْحُمَّىٰ»، فَقَالَ: تُحَمُّ هَكَذَا وَأَنْتَ رَسُوْلُ اللهِ؟ فَقَالَ: «إِنَّ أَشَدَّ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَلَاءً نَبِيُّهَا، ثُمَّ الْخَيِّرُ، ثُمَّ الْخَيِّرُ، وَكَذَلِكَ كَانَتِ الْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ قَبْلَكُمْ وَالْأُمَمُ».

৪৮৩. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি আসওয়াদ থেকে বর্ণনা করেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) রাসূল ﷺ 'র ঘরে প্রবেশ করেন। তখন তিনি রোগে আক্রান্ত ছিলেন এবং একটি কাতওয়ানী অমসৃণ চাদরে শায়িত ছিলেন। তার বালিশটি ছিল পশমের যার ভিতের ছিল ইযখির ঘাস। হযরত ওমর (রা) বললেন, আমার পিতা-মাতা আপনার উপর উৎসর্গ হোক। হে আল্লাহর রাসূল! কিসরা ও কায়সার (ইরান ও রোমের অধিপতিদের উপাধি) রেশমী গালিচায় শয়ন করে থাকে। তখন তিনি বললেন, হে ওমর! তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও? কাফিরদের জন্য (অস্থায়ী) দুনিয়া আর তোমাদের জন্য পরকালের স্থায়ী সুখ।

অতঃপর ওমর (রা) নবী করিম ﷺ 'র দেহ মোবারক স্পর্শ করে দেখতে পেলেন যে, তিনি ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত। তখন তিনি বললেন, আপনি এরূপ জ্বরে আক্রান্ত অথচ আপনি তো আল্লাহর রাসূল! অতঃপর রাসূল ﷺ বললেন, এ উম্মতের মধ্যে কঠিন পরীক্ষা হলো তাদের নবীর জন্য। এরপর কম নেককারদের জন্য তারপর অপেক্ষাকৃত কম নেককারদের জন্য। তোমাদের পূর্ববর্তী নবী ও তাঁদের উম্মতদের অবস্থাও ছিল অনুরূপ। (জামেউল আহাদীস, ২৬/১০০/২৮৬৫৯)

ব্যাখ্যা: হাদিস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, দুনিয়াতে মু'মিনের ঈমানী শক্তি অনুযায়ী পরীক্ষা হয়ে থাকে। যার ঈমানী শক্তি বেশী তিনি কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। এরূপ কঠিন স্তর অতিক্রম করে বান্দা খাঁটি সোনায় পরিণত হয়। যেমন তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে, **فما يَبْرَحُ البلاء بالعبد حتى يتركه يمشى على الارض وما عليه خطيئة** "বান্দার উপর অনবরত বিপদ পতিত হওয়ার ফলে সে দুনিয়াতে গুনাহ থেকে মুক্ত হয়ে চলাফেরা করে।"[২২২]

٢٨ - كِتَابُ الْـجَنَايَاتِ

١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْـجَنَايَاتِ

٤٨٤ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ عَفَا عَنْ دَمٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَوَابٌ إِلَّا الْـجَنَّةَ».

২৮. অপরাধ অধ্যায়

বাব নং ১২৭. ১. অপরাধ সম্পর্কে

৪৮৪. অনুবাদ: ইমাম আবু হানিফা আতা থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে, তিনি নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি রক্ত তথা হত্যার অপরাধ ক্ষমা করে তার বিনিময় হলো একমাত্র জান্নাত। (জামেউল আহাদীস, ২১/৬৬/২২৯৫৪)

٤٨٥ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْـمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «دِيَةُ الْيَهُوْدِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ مِثْلُ دِيَةِ الْـمُسْلِمِ».

৪৮৫. অনুবাদ: ইমাম আবু হানিফা যুহরী থেকে, তিনি সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব থেকে, তিনি আবু হোরায়রা (রা) থেকে, তিনি নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– ইহুদী ও নাসারাদের দিয়ত তথা রক্তপণ মুসলমানদের রক্তপণের সমান। (জামেউল আহাদীস, ২৯/৪৬৬/৩২৫৭৭)

---

২২২. ইমাম তিরমিযী (র), (২৭৯ হি), তিরমিযী শরীফ, খণ্ড. ৪, পৃ. ৬০১, হাদীস নং ২৩৯৮

ব্যাখ্যাঃ ইমাম মালিক (র)'র মতে ইহুদী ও নাসারাদের রক্তপণের মূল্য হলো মুসলমানদের অর্ধেক। আর তা হলো ছয় হাজার দিরহাম। কারণ তার মতে পূর্ণ দিয়ত বার হাজার দিরহাম।

ইমাম শাফেঈ (র)'র মতে ইহুদী-নাসারাদের দিয়ত মুসলমানের এক তৃতীয়াংশ। অর্থাৎ চার হাজার দিরহাম। ইমাম আবু হানিফা (রা)'র মতে ইহুদী–নাসারাদের দিয়ত ও আযাদ মুসলমানের দিয়তের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। প্রত্যেকের জন্য একই দিয়ত তথা দশ হাজার দিরহাম নির্ধারিত।

٤٨٦ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنِ الشَّعْبِيِّ، عُنْ جَابِرٍ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْجِرَاحِ حَتَّى تَبْرَأَ».

৪৮৬. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা শা'বী থেকে, তিনি জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আহত ব্যক্তি ভাল না হওয়া পর্যন্ত আহতকারী থেকে ক্ষতি পূরণ বা কেসাস নেয়া যাবে না। (আল মু'জামুল আওসাত, ১/৪৬/১২৬)

ব্যাখ্যাঃ ইমাম শাফেঈ (রা)'র মতে আহত করার সাথে সাথে আহতকারী থেকে বদলা নিতে হবে। এতে বিলম্বের অবকাশ নেই। পক্ষান্তরে বাকী তিন ইমামের মতে ক্ষত ভাল হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। কারণ তাৎক্ষণিক ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কারণ এই ক্ষত শুকিয়েও যেতে পারে আবার এর দ্বারা মৃত্যুবরণও হতে পারে। তাই সাথে সাথে বদলা বা কিসাস নেয়া সম্ভব নয়।

٢٩ - كِتَابُ الْأَحْكَامِ

١ – بَابٌ

٤٨٧ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «يَا أَبَا ذَرٍّ! الْإِمْرَةُ أَمَانَةٌ، وَهِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا مِنْ حَقِّهَا، وَأَدَّى الَّذِيْ عَلَيْهِ، وَأَنَّى ذَلِكَ».

وَفِيْ رِوَايَةٍ: عَنْ أَبِيْ غَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «الْإِمْرَةُ أَمَانَةٌ، وَهِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا مِنْ حَقِّهَا، وَأَدَّى الَّذِيْ عَلَيْهِ، وَأَنَّى ذَلِكَ يَا أَبَا ذَرٍّ!».

২৯. আহকাম অধ্যায়, বাব নং ২২৮.১.

৪৮৭. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হায়শাম থেকে, তিনি হাসান থেকে, তিনি আবু যর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, হে আবু যর! ইমারত

তথা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হলো একটি আমানত এবং এটি কিয়ামত দিবসে হবে লাঞ্ছনা ও অনুশোচনার কারণ। তবে (ঐ ব্যক্তির জন্য লাঞ্ছনা নয়) যে রাষ্ট্রের হক আদায় করে এবং তার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে। এরূপ হয় কোথায়?

অন্য এক বর্ণনায় আবু গাসলান থেকে, তিনি হাসান থেকে, তিনি আবু যর (রা) থেকে, তিনি নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হুকুমত হলো আমানত। এটা কিয়ামতের দিন লাঞ্ছনা ও অনুশোচনার কারণ হবে। তবে যারা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও হক আদায় করবে তারা ব্যতীত। হে আবু যর! এ দায়িত্ব সঠিকভাবে আদায় হয় কোথায়? (আল মুস্তাদরাক, ৪/১০৩/৭০২০)

ব্যাখ্যা: তাবরানী ও বাযযার বিশুদ্ধ সূত্রে আউফ ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন–

اولها ملامة وثانيها زرامة وثالثها عذاب يوم القيامة الا من عدل

"রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সূচনা হলো নিন্দা, দ্বিতীয় স্তরে হলো অপমান এবং তৃতীয় স্তরে হলো কিয়ামতের শাস্তি। তবে যে ন্যায়পরায়ণ হবে তিনি ব্যতীত।"[২২৩]

মোটকথা রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে যারা ক্ষমতার অপব্যবহার করে, অন্যায়–অত্যাচার করে এবং এর দ্বারা আনন্দ উল্লাস ও জৈবিক চাহিদা পূরণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে তারা আমানতের খিয়ানত করে। কারণ এটিও একটি আমানত। এতে অসংখ্য লোকের অগণিত হক তাদের উপর থাকে। এগুলো পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করার সামর্থ খুবই কম রাষ্ট্র প্রধানের হয়ে থাকে। তাই নবী করিম ﷺ বলেছেন– এরূপ পূর্ণাঙ্গ দায়িত্ব পালন কোথায় হয়?

٤٨٨ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ أَرْفَعَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِمَامٌ عَادِلٌ».

৪৮৮. অনুবাদ: ইমাম আবু হানিফা আতিয়্যা থেকে, তিনি আবু সাঈদ (রা) থেকে, তিনি নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– কিয়ামতের দিন সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী হবে ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ। (মুসনাদে আবি ইয়ালা, ২/২৮৫/১০০৩)

ব্যাখ্যা: যালিম, অত্যাচারী ও নির্দয় বাদশাহর নিন্দা এবং ন্যায় বিচারক ও দয়ালু বাদশাহর প্রশংসায় অনেক বিশুদ্ধ হাদিস বর্ণিত হয়েছে। এ সব হাদিসে ন্যায়পরায়ণ বাদশাহকে আল্লাহর ছায়া বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তার আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা প্রজাদের কর্তব্য।

---

২২৩. তাবরানী (র), আল মু'জামুল আওসাত, খণ্ড. ৭, পৃ. ২৬, হাদীস নং ৬৭৪৭

٤٨٩ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنِ الْـحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: قَاضِيَانِ فِي النَّارِ: قَاضٍ يَقْضِيْ فِي النَّاسِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَيُـوَكِّلُ بَعْضَهُمْ مَالَ بَعْضٍ، وَقَاضٍ يَتْرُكُ عَمَلَهُ وَيَقْضِيْ بِغَيْرِ الْـحَقِّ، فَهَذَانِ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ يَقْضِيْ بِكِتَابِ اللهِ، فَهُوَ فِي الْـجَنَّةِ».

৪৮৯. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাসান ইবনে উবাইদুল্লাহ থেকে, তিনি হাবীব ইবনে আবু সাবিত থেকে, তিনি ইবনে বুরাইদা থেকে, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, বিচারকমন্ডলী তিন প্রকার। দু'প্রকারের বিচারক হবে জাহান্নামী। এক প্রকারের বিচারক হলেন যিনি ইলম ব্যতীত মানুষের মধ্যে ফায়সালা করবে এবং একজনের সম্পদ অন্যজনকে অন্যায়ভাবে ভোগের ব্যবস্থা করে দেবে। দ্বিতীয় প্রকারের বিচারক হলেন যিনি তার জ্ঞান ত্যাগ করে অন্যায় ভাবে বিচার করে। এ দু'প্রকার বিচারক জাহান্নামী হবে। আর একজন বিচারক যিনি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী বিচার করবেন, তিনি হবেন জান্নাতী। (তিরমিযী, ৩/৬১২/১৩২২)

ব্যাখ্যাঃ আবু দাউদ, ইবনে মাজাহসহ অন্যান্য কিতাবেও এই হাদিস সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত হয়েছে। এসব হাদিসের সারমর্ম হলো, বিচারকের কুরআন-সুন্নাহর প্রচুর জ্ঞান থাকা দরকার। বিপুল জ্ঞানের মাধ্যমে অধিক সতর্কতার সহিত বিচারককে ফায়সালা করতে হবে। বিচার কার্য্যে ভুল হলে অনেকের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। আর এটা বড় যুলুম ও অন্যায়। আর মূর্খ ব্যক্তি বিচারক হওয়া মারাত্মক অপরাধ। কারণ সে প্রতি মুহূর্তে ভুল ফায়সালা ও নির্বিঘ্নে অন্যায়–অত্যাচার করতে দ্বিধা-বোধ করবেনা। এদের জন্যই জাহান্নামের কঠিন শাস্তি অপেক্ষা করছে। আর যারা ইলম অনুযায়ী কিতাবুল্লাহ ও সুন্নতে রাসূলের আলোকে ফায়সালা করে, তারা দুনিয়াতে সত্যিকারের খিলাফতের দায়িত্ব পালন করে থাকে। আর এরূপ বিচারক নিঃসন্দেহে জান্নাতী।

٤٩٠ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَبْدِ الْـمَلِكِ، عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ، أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَيْهِ، إِنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «لَا يَقْضِيْ الْـحَاكِمُ وَهُوَ غَضْبَانُ».

৪৯০. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আবদুল মালিক থেকে, তিনি আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তার পিতা তার কাছে পত্র লিখেছেন যে, তিনি রাসূল ﷺকে বলতে শুনেছেন, কোন হাকিম যেন রাগান্বিত অবস্থায় ফায়সালা না দেয়। (মুসনাদে আহমদ, ৩৪/১৪/২০৩৭৯)

ব্যাখ্যাঃ বিচারকের জন্য অতীব প্রয়োজন যে, কোন বিষয়ে ফায়সালা দেয়ার সময় যেন তার মন-মেজাজ ও মানসিক ভারসাম্য সঠিক থাকে। কেননা ভারসাম্যহীন অবস্থায় ফায়সালা করলে অবশ্যই তার মতামত ও ফায়সালা ভুল হবে। ক্রোধের সময় মন

মেজাজ থেকে ভারসাম্য বিলুপ্ত হয়ে যায়। তাই এ অবস্থায় সিদ্ধান্ত দেয়া নিষেধ। অনুরূপভাবে ফকীহগণও ফতোয়া দেওয়ার সময় তার মধ্যে এসব গুণাবলী থাকা প্রয়োজন। নতুবা ভুল ফতোয়া প্রদানের সম্ভাবনা থাকে বেশী।

٤٩١ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ، عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّىٰ يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّىٰ يُفِيْقَ، وعَنِ النَّائِمِ حَتَّىٰ يَسْتَيْقِظَ». وَفِيْ رِوَايَةٍ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ الثَّلَاثَةِ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّىٰ يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّىٰ يُفِيْقَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّىٰ يَحْتَلِمَ».

৪৯১. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি আসওয়াদ থেকে, তিনি আয়েশা (রা) থেকে, তিনি নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তিন ব্যক্তি থেকে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে (অর্থাৎ দ্বীনের দায়িত্ব থেকে মুক্ত করে দেয়া হয়েছে)। এক. শিশু যতক্ষণ না সে প্রাপ্তবয়স্ক হয়, দুই. পাগল যতক্ষণ না সে সুস্থ হয়, তিন. নিদ্রিত ব্যক্তি যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয়।

অন্য বর্ণনায় হাম্মাদ থেকে, তিনি সাঈদ ইবনে জুবাইর থেকে, তিনি হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– রাসূল ﷺ এরশাদ করেন। তিন ব্যক্তি থেকে আমল লেখার কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। নিদ্রিত ব্যক্তি থেকে যতক্ষণ না জাগ্রত হবে, পাগল থেকে যতক্ষণ না সুস্থ হবে এবং শিশু থেকে যতক্ষণ না সে বালেগ হবে। (সুনানে নাসাঈ কুবরা, ৩/৩৬০/৫৬২৫)

ব্যাখ্যাঃ শরীয়তের বিধান পালন মূলত আকল বা জ্ঞান-বুদ্ধি ও বোধশক্তির উপর নির্ভর করে। উপরোল্লিখিত তিন প্রকারের মানুষ এর থেকে বঞ্চিত। তাই এ অবস্থায় শরীয়তের বিধান পালন থেকে তারা মুক্ত। অন্যথায় সাধ্যের বাইরে কষ্ট দেওয়া আবশ্যক হবে যা আল্লাহ বান্দার উপর করেন না।

٤٩٢ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ أَوْلَىٰ بِالْيَمِيْنِ إِذَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ».

৪৯২. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা শা'বী থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যখন বাদীর নিকট কোন দলীল প্রমাণ পাওয়া যাবে না, তখন বিবাদী থেকে শপথ গ্রহণ করা উত্তম। (মুসান্নিফে আব্দুর রাযযাক, ৮/২৭১/১৫১৮৪)

ব্যাখ্যাঃ ইমাম বায়হাকী (র) ওমর (রা) থেকে মারফু হাদিস বর্ণনা করেন, **المدعى عليه اولى باليمين الا ان تقوم عليه البينة** "বিবাদীর উপর শপথ উত্তম কিন্তু যখন বাদী সাক্ষী পেশ করবে তখন ব্যতিক্রম। অর্থাৎ তখন শপথ নেয়ার কোন প্রয়োজন নেই।"[২২৪]

ইমাম বায়হাকী (র) ইবনে আব্বাস (রা) থেকে মারফু হাদিস বর্ণনা করেন–

ان رسول الله ﷺ قال لو يعطى الله بدعواهم لادعى رجال اموال قوم دمائهم ولكن البينة على المدعى واليمين على من انكر–

"রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা যদি কেবল মানুষের দাবীর উপর ফায়সালা দিতেন তাহলে মানুষ দাবী করে অন্য মানুষের ধন-দৌলত ছিনিয়ে নিত এবং তাদের রক্তমূল্য আদায় করতো। কিন্তু বাদীর উপর সাক্ষী আবশ্যক আর অস্বীকারকারীর উপর শপথ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।" মুসলিম শরীফের ৪৩৫৬ নং হাদিসেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

বাদীর উপর সাক্ষী আবশ্যক হওয়ার কারণ হলো যদি কেবল দাবীদারের দাবীর ভিত্তিতে যদি সিদ্ধান্ত দেয়া হয় তাহলে প্রত্যেক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির জান মালের দাবী করে বসবে। তাই দাবীদারকে অবশ্যই তার দাবীর স্বপক্ষে সাক্ষী পেশ করতে হবে। আর বিবাদী যেহেতু অস্বীকারকারী তাই তাকে শপথ করতে হবে।

٤٩٣ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، أَنَّ رَجُلًا حَدَّثَهُ: أَنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ اشْتَرَىٰ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ رَقِيْقًا، فَتَقَاضَاهُ عَبْدُ اللهِ، فَقَالَ الْأَشْعَثُ: ابْتَعْتُ بِعَشَرَةِ آلَافٍ، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ: بِعْتُ مِنْكَ بِعِشْرِيْنَ أَلْفًا، فَقَالَ: اجْعَلْ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ مَنْ شِئْتَ، فَقَالَ الْأَشْعَثُ: أَنْتَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أُخْبِرُكَ بِقَضَاءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، يَقُوْلُ: «إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فِي الثَّمَنِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ، وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ أَوْ يَتَرَادَّانِ».

৪৯৩. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তাকে জনৈক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন যে, আশআস ইবনে কায়েস আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে একটি গোলাম ক্রয় করেন। ইবনে মাসউদ গোলামের মূল্য চাইলে আশআস বলেন, আমি আপনার থেকে দশ হাজার দিয়ে ক্রয় করেছি। ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমি বিশহাজার দিয়ে তোমার কাছে (গোলাম) বিক্রি করেছি। তুমি তোমার ইচ্ছেমত আমার আর তোমার

২২৪. ইমাম বায়হাকী (র), (৪৫৮ হি), সুনানে বায়হাকী, খণ্ড. ১০, পৃ. ২৫৬, হাদীস নং ২১১০

মাঝে একজনকে বিচারক নির্ণয় কর। তখন আশআস বলেন, আপনিই আমাদের মধ্যে ফায়সালাকারী হোন। এতে ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমি তোমাকে এমন ফায়সালা সম্পর্কে সংবাদ দেবো– যা আমি রাসূল ﷺ থেকে শুনেছি। তিনি বলেন, যদি ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে মূল্য নির্ধারণ নিয়ে ঝগড়া হয় এবং উভয়ের কাছে কোন সাক্ষী না থাকে কিন্তু বিক্রিত বস্তু বিদ্যমান থাকে, তাহলে বিক্রেতার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে, অথবা সে ঐ বিক্রি ফিরিয়ে নেবে। (মুসনাদে আবি ইয়ালা, ৮/৩৯৯/৪৯৮৪)

٤٩٤ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ اشْتَرَىٰ مِنَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَقِيْقًا مِنْ رَقِيْقِ الْإِمَارَةِ، فَتَقَاضَاهُ عَبْدُ اللهِ، فَاخْتَلَفَا فِيْهِ، فَقَالَ الْأَشْعَثُ: اشْتَرَيْتُ مِنْكَ بِعَشْرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ: بِعْتُكَ بِعِشْرِيْنَ أَلْفًا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: اجْعَلْ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ رَجُلًا، فَقَالَ الْأَشْعَثُ: فَإِنِّيْ أَجْعَلُكَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ نَفْسِكَ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَإِنِّيْ سَأَقْضِيْ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ بِقَضَاءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، يَقُوْلُ: «إِذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعَانِ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ، فَإِمَّا أَنْ يَرْضَى الْمُشْتَرِيْ بِهِ، أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ».

وَفِيْ رِوَايَةٍ: عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ، وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ، أَوْ يَتَرَادَّانِ». وَفِيْ رِوَايَةٍ: عَنْ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ الْأَشْعَثَ اشْتَرَىٰ مِنْهُ رَقِيْقًا، فَتَقَاضَاهُ وَاخْتَلَفَا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: بِعِشْرِيْنَ أَلْفًا، وَقَالَ الْأَشْعَثُ: بِعَشْرَةِ آلَافٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، يَقُوْلُ: «إِذَا اخْتَلَفَا الْبَائِعَانِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ أَوْ يَتَرَادَّانِ».

৪৯৪. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা কাসেম থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, আশআস ইবনে কায়েস (রা) ইবনে মাসউদ (রা) থেকে একটি গোলাম ক্রয় করেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) যখন মূল্য চাইলেন তখন উভয়ের মধ্যে (মূল্য নিয়ে) বিবাদ সৃষ্টি হলো। আশআস বলেন, আমি আপনার থেকে দশ হাজার দিরহাম দিয়ে ক্রয় করেছি। আর ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, বিশ হাজার দেরহামে তোমার নিকট বিক্রি করেছি। তখন আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, তুমি তোমার ও আমার মধ্যে একজন ফায়সালাকারী নির্ধারণ কর। আশআস বলেন, আমি আমার ও আপনার মধ্যে আপনাকেই বিচারক নির্ধারণ করলাম। ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, তবে আমি আমার এবং তোমার মধ্যে এমন ফায়সালা করবো যা আমি রাসূল ﷺ থেকে শুনেছি। তিনি বলেন– যখন ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে মতবিরোধ হয়, তখন বিক্রেতার কথাই গ্রহণযোগ্য। এরপর ক্রেতা বিক্রেতার কথায় সম্মত হতে পারে অথবা ক্রয় বাতিল করতে পারে।

অন্য বর্ণনায় কাসেম থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যখন ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে মত বিরোধ হয় এবং বিক্রিত বস্তু উপস্থিত থাকে, তখন বিক্রেতার কথাই প্রাধান্য পাবে অথবা উভয়ে ক্রয় বিক্রয় ফিরিয়ে নেবে।

আরেক রেওয়ায়েতে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, আশআস তার থেকে একটি গোলাম ক্রয় করেছে। তিনি মূল্য চাইলে উভয়ের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি বিশ হাজার দিয়ে তোমার নিকট বিক্রি করেছি আর আশআস বলে আমি দশহাজার দিয়ে ক্রয় করেছি। তখন ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমি রাসূল ﷺকে বলতে শুনেছি, যখন ক্রেতা বিক্রেতার মাঝে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়, তখন বিক্রেতার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। অথবা উভয়ে তা বাতিল করবে। (প্রাগুক্ত)

٤٩٥ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ فِيْ نَاقَةٍ، وَقَدْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهَا نُتِجَتْ عِنْدَهُ، فَقَضَىٰ بِهَا لِلَّذِيْ فِيْ يَدِهِ.

৪৯৫. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আবু যুবাইর থেকে, তিনি জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে, তিনি নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, দু'জন ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে একটি উট নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হলো। প্রত্যেকেই দাবী করতেছে যে, উটটি তার কাছেই জন্ম হয়েছে। উটটি যার অধিকারে ছিল তিনি তার পক্ষেই ফায়সালা করে দেন। (দারেকুতনী, ৪/২০৯/২১)

٤٩٦ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنِ الْـهَيْثَمِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ، قَالَ: «اخْتَصَمَ رَجُلَانِ فِيْ نَاقَةٍ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُقِيْمُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا نَاقَةٌ نَتَجَهَا، فَقَضَىٰ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ لِلَّذِيْ فِيْ يَدِهِ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَنَّ رَجُلَيْنِ أَتَيَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِيْ نَاقَةٍ، فَأَقَامَ هَذَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ نَتَجَهَا، وَأَقَامَ هَذَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ نَتَجَهَا، فَجَعَلَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِلَّذِيْ فِيْ يَدِهِ.

৪৯৬. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হায়শাম থেকে, তিনি জনৈক ব্যক্তি থেকে, তিনি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– দু'জন ব্যক্তি একটি উট নিয়ে মতবিরোধে লিপ্ত হলো। উভয়েই সাক্ষী প্রমাণ পেশ করল যে, উটটি তাদের কাছেই জন্ম হয়েছে। তখন উটটি যার কাছে ছিল রাসূল ﷺ তার পক্ষেই ফায়সালা করে দেন।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, দু'জন ব্যক্তি রাসূল ﷺ 'র কাছে এসে একটি উট নিয়ে বিবাদ করতে থাকে। একজন সাক্ষী পেশ করে যে, এ উট তার কাছেই জন্মেছে। অপরজনও

সাক্ষী পেশ করে যে, এ উট তার কাছেই জন্মেছে। তখন রাসূল ﷺ উটটি তাকেই প্রদান করেন, যার হাতে উটটি ছিল। (প্রাগুক্ত)

٣٠ - كِتَابُ الْفِتَنِ

١ - بَابٌ

٤٩٧ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ يَحْيَى، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ سَلَّ السَّيْفَ عَلَى أُمَّتِيْ، فَإِنَّ لِجَهَنَّمَ سَبْعَةَ أَبْوَابٍ: بَابٌ مِنْهَا لِـمَنْ سَلَّ السَّيْفَ».

৩০. ফিতনা অধ্যায়, বাব নং ২২৯. ১.

৪৯৭. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা ইয়াহিয়া থেকে, তিনি হুমাইদ থেকে, তিনি ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার উম্মতের উপর তরবারী উত্তোলন করে, তাহলে জাহান্নামের সাতটি দরজা থেকে একটি দরজা যে তরবারী উত্তোলন করবে তার জন্য নির্ধারিত থাকবে। (আল মু'জামুল কবীর, ৭/১৯/৬২৪৯)

ব্যাখ্যাঃ বুখারী শরীফে ইবনে ওমর (রা) থেকে মারফু হাদিস বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন:**من حمل علينا السلاح فليس منا** "যে আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র উত্তোলন করবে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়"।[২২৫] পবিত্র কুরআনেও বলা হয়েছে– **ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم** "তোমরা পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হইও না, তাহলে তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তোমাদের শক্তি ও ক্ষমতা হ্রাস পেয়ে যাবে"।

٤٩٨ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنِ الْـحَارِثِ، عَنْ أَبِي الْـجُلَاسِ، قَالَ: كُنْتُ مِمَّنْ سَمِعَ مِنْ عَبْدِ اللهِ السَّبَائِيِّ كَلَامًا عَظِيْمًا، فَأَتَيْنَا بِهِ عَلِيًّا ﷺ، وَنَحْنُ نَهُزُّ عُنُقَهُ فِيْ طَرِيْقِهِ، فَوَجَدْنَاهُ فِي الرَّحْبَةِ، مُسْتَلْقِيًا عَلَى ظَهْرِهِ، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى، فَسَأَلَهُ عَنِ الْكَلَامِ، فَتَكَلَّمَ بِهِ، فَقَالَ: أَتَرْوِيْهِ عَنِ اللهِ تَعَالَى، أَوْ عَنْ كِتَابِهِ، أَوْ عَنْ رَسُوْلِهِ، فَقَالَ: لَا: فَعَنْ مَا تَرْوِيْ؟ قَالَ: عَنْ نَفْسِيْ، قَالَ: أَمَا إِنَّكَ لَوْ رَوَيْتَ عَنِ اللهِ ﷻ، أَوْ عَنْ كِتَابِهِ، أَوْ عَنْ رَسُوْلِهِ ضَرَبْتُ عُنُقَكَ، وَلَوْ رَوَيْتَهُ عَنِّيْ أَوْ جَعْتُكَ عُقُوْبَةً، فَكُنْتَ كَاذِبًا، وَلَكِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، يَقُوْلُ: «بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ ثَلَاثُوْنَ كَذَّابًا، وَأَنْتَ مِنْهُمْ».

---

২২৫. ইমাম বুখারী (র), (২৫৬ হি), বুখারী শরীফ, খণ্ড. ৬, ২৫৯১, হাদীস নং ৬৬৫৯

وَفِيْ رِوَايَةٍ: عَنْ أَبِي الْـجُلَاسِ، قَالَ: كُنْتُ فِيْمَنْ سَمِعَ مِنْ عَبْدِ اللهِ السَّبَائِيِّ كَلَامًا عَظِيْمًا، فَأَتَيْنَا بِهِ عَلِيًّا ﷺ، فَوَجَدْنَاهُ فِي الرَّحْبَةِ، مُـسْتَلْقِيًا عَلَىٰ ظَهْـرِهِ، وَاضِـعًا إِحْـدَىٰ رِجْلَيْـهِ عَلَى الْأُخْرَىٰ، فَسَأَلَهُ عَنِ الْكَلَامِ، فَتَكَلَّمَ، فَقَالَ: أَتَرْوِيْـهِ عَـنِ اللهِ ﷻ، أَوْ عَـنْ كِتَابِـهِ، أَوْ عَـنْ رَسُوْلِهِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَعَنْ مَنْ تَرْوِيْهِ؟ قَالَ: عَنْ نَفْسِيْ، قَالَ: أَمَا إِنَّكَ لَوْ رَوَيْـتَ عَـنِ اللهِ تَعَالَىٰ، أَوْ عَنْ كِتَابِهِ، أَوْ عَنْ رَسُوْلِهِ ضَرَبْتُ عُنُقَكَ، وَلَوْ رَوَيْتَ عَـنِّيْ أَوْ جَعْتُـكَ عُقُوْبَـةً، فَكُنْتَ كَاذِبًا، وَلَكِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، يَقُوْلُ: «بَـيْنَ يَـدَيِ الـسَّاعَةِ ثَلَاثُـوْنَ كَـذَّابًا، فَأَنْتَ مِنْهُمْ».

৪৯৮. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হারিস থেকে, তিনি আবুল জুলাস থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি তাদের মধ্যে একজন ছিলাম যারা আবদুল্লাহ সাবাঈ থেকে মারাত্মক কথা শুনেছি। (অর্থাৎ সে নবী দাবী করল) আমরা তাকে ধরে হযরত আলী (রা)'র নিকট নিয়ে আসি। আর পথে তার গর্দানে আঘাত করেছি। আমরা আলী (রা) কে মসজিদের আঙ্গিনায় এক পায়ের উপর অপর পা দিয়ে চিৎ হয়ে শয়ন অবস্থায় পেয়েছি। তিনি তাকে তার কথা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সে একই কথা বলল। তখন তিনি বলেন, তুমি কি একথা আল্লাহর পক্ষ থেকে (অহীপ্রাপ্ত হয়ে) বলতেছ, নাকি আল্লাহর কিতাব থেকে, না কি আল্লাহর রাসূল ﷺ 'র পক্ষ থেকে? সে উত্তর দিল, না। তিনি বলেন তাহলে কার পক্ষ থেকে বলতেছ? সে উত্তর দিল, নিজের পক্ষ থেকে। তখন হযরত আলী (রা) বলেন, যদি তুমি একথা আল্লাহর পক্ষ থেকে অথবা আল্লাহর কিতাব থেকে অথবা আল্লাহর রাসূলের পক্ষ থেকে বর্ণনা করতে, তাহলে আমি তোমাকে হত্যা করতাম। আর যদি আমার পক্ষ থেকে বর্ণনা করতে তাহলে আমি তোমাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করতাম, আর তুমি হতে মিথ্যাবাদী। কিন্তু আমি রাসূল ﷺকে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের পূর্বে ত্রিশজন মিথ্যাবাদীর (ভণ্ডনবীর) আবির্ভাব হবে আর তাদের মধ্যে তুমিও একজন।

অপর এক বর্ণনায় আবুল জুলাস থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি ঐ সব লোকদের মধ্যে একজন যারা আবদুল্লাহ সাবাঈ থেকে মারাত্মক কথা শুনেছি। তখন আমরা তাকে হযরত আলী (রা)'র নিকট ধরে নিয়ে আসি। আমরা তাকে মসজিদের আঙ্গিনায় এক পায়ের উপর অন্য পা রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা অবস্থায় পেয়েছি। তিনি তার কথা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে তা বলল। তখন তিনি তাকে বললেন, তুমি কি একথা আল্লাহর পক্ষ থেকে বর্ণনা করছ অথবা আল্লাহর কিতাব থেকে অথবা আল্লাহর রাসূলের পক্ষ থেকে? সে বলল, না। তিনি বললেন, তাহলে কার পক্ষ থেকে বলেছ? উত্তরে সে বলল, নিজের পক্ষ থেকে। তখন তিনি বললেন, সাবধান! তুমি যদি তা আল্লাহর পক্ষ

থেকে অথবা আল্লাহর কিতাব থেকে কিংবা আল্লাহর রাসূলের পক্ষ থেকে বর্ণনা করতে, তাহলে আমি তোমার গর্দান কেটে ফেলতাম। আর যদি তুমি আমার পক্ষ থেকে বর্ণনা করতে, তাহলে তোমাকে কঠিন শাস্তি প্রদান করতাম এবং তুমি মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হতে। কিন্তু আমি রাসূল ﷺকে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের পূর্বে ত্রিশজন মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব হবে আর তুমিই তাদের মধ্যে একজন।

ব্যাখ্যাঃ হাদিসের মধ্যে মিথ্যাবাদীর সংখ্যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ত্রিশ জন উল্লেখ করা হয়েছে। এরা প্রত্যেকেই নিজেকে নবী দাবী করবে। হযরত সওবান (রা)'র বর্ণনায় পূর্ণ ত্রিশ জনের সংখ্যা এসেছে। তবরানীর রেওয়ায়েতে সত্তর জনের কথা বলা হয়েছে। এর দ্বারা মূলত অধিক সংখ্যক বুঝানো উদ্দেশ্যে কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নয়।

٤٩٩ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَخْتَلِفُوْنَ إِلَى الْقُبُوْرِ، فَيَضَعُوْنَ بُطُوْنَهُمْ عَلَيْهِ، وَيَقُوْلُوْنَ: وَدِدْنَا لَوْ كُنَّا صَاحِبَ هَذَا الْقَبْرِ»، قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَكَيْفَ يَكُوْنُ؟ قَالَ: «لِشِدَّةِ الزَّمَانِ وَكَثْرَةِ الْبَلَايَا وَالْفِتَنِ».

৪৯৯. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আবদুর রহমান থেকে, তিনি আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, মানুষের উপর এমন এক যুগ আসবে লোক কবরস্থানে অধিকহারে যাতায়াত করবে, কবরের উপর স্বীয় পেট রেখে বলবে, হায়! আমি যদি এ কবরবাসীর স্থানে হতাম। প্রশ্ন করা হলো– হে আল্লাহর রাসূল! এরূপ কেন হবে? উত্তরে তিনি বললেন, যুগের কঠোরতা এবং বালা-মুসিবত ও ফিতনার আধিক্যের কারণে।

ব্যাখ্যাঃ কিয়ামতের পূর্বে এমন এক যুগ আসবে দুনিয়ার বালা-মুসিবত, দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে না পেরে মানুষ দুনিয়ার পরিবর্তে কবরকে শান্তির নীড় মনে করবে। তখন জীবনের চেয়ে মৃত্যুকে বেশী কামনা করবে এবং মৃত্যুর মধ্যে শান্তি খুঁজতে থাকবে। যেমন অনেকেই বলে যারা মরে গেছে তারা বেঁচে গেছে। যারা কবরে আছে তারাই শান্তিতে আছে ইত্যাদি।

٣١ - كِتَابُ التَّفْسِيْرِ

١ - بَابٌ

٥٠٠ - حَمَّادٌ: عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ فَرْوَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الضُّحٰى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ فِيْ قَوْلِ اللهِ ﷻ: [الم] {البقرة: ١}، قَالَ: أَنَا اللهُ أَعْلَمُ وَأَرٰى.

৩১. তাফসীর অধ্যায়, বাব নং ২৩০. ১.

৫০০. অনুবাদঃ হাম্মাদ তার পিতা থেকে, তিনি আবু ফারওয়া থেকে তিনি আতা ইবনে সায়িব থেকে, তিনি আবুদ দোহা থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি আল্লাহর বাণী الم এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ হলো انا الله ، والله اعلم وارى অর্থাৎ আমিই আল্লাহ, আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত ও সর্বদ্রষ্টা।

ব্যাখ্যাঃ الم হলো হরফে মুকাত্তিয়াত। এগুলোর অর্থ আল্লাহ ও তদীয় রাসূলই ভাল জানেন। এগুলো যে আল্লাহর কালাম এতটুকু বিশ্বাস করাই উম্মতের জন্য যথেষ্ট। কুরআনে বলা হয়েছে, যাদের অন্তরে বক্রতা আছে কেবল তারাই এগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের পেছনে লেগে থাকে। তবে কেউ কেউ এগুলোর অর্থ বর্ণনা করতে চেষ্টা করেছেন। যেমন উপরোক্ত হাদিসে ইবনে আব্বাস (রা) الم এর অর্থ বর্ণনা করেছেন। এরূপ অর্থ বর্ণনা করাতে কোন দোষ নেই।

٥٠١ - حَمَّادٌ: عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ الضَّحَّاكِ بْنِ مُـزَاحِمٍ، فَـسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: [إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْـمُحْسِنِيْنَ] {يوسف: ٧٨}، قَـالَ: كَانَ إِذَا رَأَىٰ رَجُـلًا مُضَيَّقًا عَلَيْهِ وَسَّعَ عَلَيْـهِ، وَإِذَا رَأَىٰ مَرِيْـضًا قَـامَ عَلَيْـهِ، وَإِذَا رَأَىٰ مُحْتَاجًـا سَـأَلَهُ لِقَـضَاءِ حَاجَتِهِ.

৫০১. অনুবাদঃ হাম্মাদ তার পিতা থেকে, তিনি সালমা ইবনে নুবাইত থেকে, তিনি বলেন– আমি দ্বাহহাক ইবনে মুযাহিমের নিকট ছিলাম। অতঃপর এক ব্যক্তি তাকে এ আয়াত–انا نراك من المحسنين "নিশ্চয়ই আপনাকে সৎ ও মুহসিন লোকদের অন্তর্ভুক্ত মনে হচ্ছে" সম্পর্কে প্রশ্ন করল যে, হযরত ইউসূফ (আ.)'র মধ্যে কি ইহসান ছিল? তখন তিনি বলেন, যখন কোন দরিদ্র লোক দেখতেন, তাকে সাহায্য করতেন, যখন কোন অসুস্থ লোক দেখতেন, তখন তার সেবার জন্য এগিয়ে আসতেন আর যখন কোন অভাবগ্রস্থ ভিক্ষুক দেখতেন, তখন তার প্রয়োজন পূরণ করতেন। (শুআবুল ঈমান, ৭/৮৮/৯৫৭৯)

ব্যাখ্যাঃ উপরোক্ত তিনটি বিষয় ইহসানের অন্তর্ভুক্ত। ইহসান মানবজীবনের অমূল্য সম্পদ। ইহসান মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাতের মর্যাদা দান করেছে। মুহসিন লোকদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন। কুরআন মাজীদে বর্ণিত আছে– وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ "তোমরা ইহসান কর। কেননা আল্লাহ তায়ালা ইহসান কারীদেরকে ভালবাসেন।" (সূরা বাকারা, আয়াত: ১৯৫)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ **"নিশ্চয়ই আল্লাহ ইহসানকারীদের সাথে আছেন।"** (সূরা আনকাবুত, আয়াত: ৬৯)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ **"ইহসানের পুরস্কার ইহসান ব্যতীত অন্য কিছু নয়?"** (সূরা রহমান, আয়াত: ৬০)

মূলকথা ইবাদতের চূড়ান্ত পর্যায় হলো ইহসান। তাসাউফের মূল লক্ষ্যই হলো ইহসানের স্তরে উন্নীত হওয়া। এ স্তরে উন্নীত হতে পারলে ইবাদতের স্বাদ লাভ করা যায় এবং আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি থাকে ভালবাসা ও সহানুভূতিশীল।

٥٠٢ - حَمَّادٌ: عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «اتَّقُوْا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُوْرِ اللهِ تَعَالَى، ثُمَّ قَرَأَ: [إِنَّ فِيْ ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِيْنَ] {الحجر: ٧٥}: الْمُتَفَرِّسِيْنَ».

৫০২. অনুবাদঃ হাম্মাদ তার পিতা থেকে, তিনি আতিয়্যা থেকে, তিনি আবু সাঈদ (রা) থেকে, তিনি নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– তোমরা মুমিনের ফেরাসত তথা অন্তর্দৃষ্টিকে ভয় কর। কেননা তারা আল্লাহর নূর দ্বারা পর্যবেক্ষণ করে। তারপর তিনি তিলাওয়াত করেন–ان فى ذالك لايات للمتوسمين **"নিশ্চয়ই এতে রয়েছে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য নিদর্শন।"** (সূরা হিজর, আয়াত ৭৫) **متوسمين** দ্বারা **متفرسين** তথা দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি অর্থ করা হয়েছে। (তিরমিযী, ৫/২৯৮/৩১২৭)

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহর নূর দ্বারা দেখার দু'টি অর্থ হতে পারে। এক. হয়তো মু'মিন ঈমানের সাহায্যে চেষ্টা প্রচেষ্টা ও সাধনার দ্বারা ভবিষ্যত পরিণতিকে জানতে পারে আবার কোন কোন সময় কারামতের ভিত্তিতে অনেক ঘটনা ও অবস্থা তার নিকট উদঘাটন হয়ে যায়। দুই. অথবা আল্লাহ তায়ালা তাকে সঠিক প্রমাণের আলোকে এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রত্যেক বস্তু সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দান করেন। যার ফলে তার মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের পরিণামদর্শিতা ও দূরদর্শিতা সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে সে নিজের জন্য সঠিক পথ জেনে নিতে পারে।

٥٠٣ - حَمَّادٌ: عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى: «[فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ، عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ] {الحجر: ٩٢-٩٣}، قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ».

৫০৩. অনুবাদঃ হাম্মাদ তার পিতা থেকে, তিনি আবদুল মালিক থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালার বাণী– فوربك لنسئلنهم اجمعين عما كانوا يعملون "অতঃপর আপনার প্রভূর শপথ! তারা যা আমল করত আমি সবার থেকে সে সম্পর্কে প্রশ্ন করবো।" দ্বারা لا اله الا الله বুঝানো হয়েছে। (মুসনাদে বাযযার, ২/৩৬৯/৭৫৯৬)

٥٠٤ - حَمَّادٌ: عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِجِبْرِيْلَ: «مَالَكَ لَا تَزُوْرُنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَزُوْرُ»؟ فَأُنْزِلَتْ بَعْدَ لَيَالٍ: [وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا] {مريم: ٦٤} الْآيَةُ.

৫০৪. অনুবাদঃ হাম্মাদ তার পিতা থেকে, তিনি যার থেকে, তিনি সাঈদ ইবনে জুবাইর থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ জিব্রাঈল (আ.) কে বললেন, আপনি আমার সাক্ষাতে আরো অধিকহারে আগমন করেন না কেন? তিনি বলেন, এর কয়েক রাত পর এ আয়াত নাযিল হয়: وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا "আমি আপনার প্রভূর নির্দেশ ব্যতীত অবতীর্ণ হইনা। আমাদের সামনে পিছনে যা আছে তা সব তাঁরই জন্য"। (সূরা মরিয়ম, আয়াত, ৬৪), (বুখারী, ৪/১৭৬০/৪৪৫৪)

ব্যাখ্যাঃ বুখারী শরীফে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে অনুরূপ হাদিস বর্ণিত আছে। ইবনে আবি হাতেম (রা)'র মতে এ আয়াত ঐ সময় নাযিল হয় যখন চল্লিশ দিন পর্যন্ত অহী নাযিল বন্ধ ছিল এবং রাসূল ﷺ জিব্রাঈল (আ.)'র সাথে সাক্ষাতের অধিক আগ্রহী ও ব্যাকুল ছিলেন।

٥٠٥ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ، قَالَتْ: قُلْتُ: لِرَسُوْلِ اللهِ، مَا كَانَ الْمُنْكَرُ الَّذِيْ كَانُوْا يَأْتُوْنَ فِيْ نَادِيْهِمْ؟ قَالَ: «كَانَ يَخْذِفُوْنَ بِالنَّوَاةِ أَوِ الْحَصَاةِ، وَيَسْخَرُوْنَ مِنْ أَهْلِ الطَّرِيْقِ».

৫০৫. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা সিমাক থেকে, তিনি আবু সালেহ থেকে, তিনি উম্মে হানী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, সেই মন্দ কাজটি কি ছিল যা তারা (লূত সম্প্রদায়) তাদের মজলিসে করতো? উত্তরে

তিনি বলেন, তারা মানুষের উপর ফলের বীচি ও পাথর নিক্ষেপ করতো এবং পথিকের সাথে ঠাট্টা করতো। (মুসনাদে আহমদ, ৬/৩৪১/২৬৯৩৫)

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ তায়ালার বাণী **وتأتون فى ناديكم المنكر** এর মধ্যে **منكر** এর তাফসীর সম্পর্কে উম্মে হানী (রা) রাসূল ﷺ 'র কাছে জিজ্ঞাসা করেন। কাসিম ইবনে মুহাম্মদ (রা) বলেন, তারা মজলিসে বায়ূ ছাড়ত। মুজাহিদ (রা) বলেন, তারা মজলিসে পরস্পর যৌন সম্ভোগ করতো। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তারা পরস্পর থু থু নিক্ষেপ করতো। মোটকথা তাদের মজলিস এ ধরনের অনর্থক কাজকর্ম ও অশ্লীল কথাবার্তার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হতো। আর যখন পরস্পর মিলে বসতো তখন মানবীয় বোধশক্তি হারিয়ে ফেলতো এবং নরপশুতে পরিণত হতো।

٥٠٦ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَطِيَّـةَ، عَـنِ ابْـنِ عُمَـرَ ﷺ، أَنَّـهُ قَـرَأَ عَلَى النَّـبِيِّ ﷺ: «[اللهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُـوَّةٍ ضَـعْفًا وَشَـيْبَةً] {الروم: ٥٤}»، فَرَدَّ عَلَيْهِ، وَقَالَ: «قُلْ: مِنْ ضَعْفٍ».

৫০৬. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আতিয়্যা থেকে, তিনি ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি নবী করিম ﷺ 'র সামনে এই আয়াত তিলাওয়াত করেন– «**اللهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً**» তখন তিনি তাকে থেমে দিয়ে বলেন, তুমি **ضُعف** অর্থাৎ **ض** এ পেশ দিয়ে পড়। (মুসনাদে আহমদ, ২/৫৮/৫২২৮)

ব্যাখ্যাঃ উক্ত আয়াতে **ضُعْفٌ** শব্দটিকে ইবনে ওমর (রা) **ض** এর উপর যবর দিয়ে পাঠ করেছেন। নবী করিম ﷺ পেশ দিয়ে পড়ার নির্দেশ প্রদান করেন।

٥٠٧ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنِ الْـهَيْثَمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوْقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَدْ مَـضَى الدُّخَانُ وَالْبَطْشَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

৫০৭. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হায়শাম থেকে, তিনি শা'বী থেকে, তিনি মাসরূক থেকে, তিনি আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– দোখান (ধোঁয়া) ও বাত্শাহ (পাকড়াও) রাসূল ﷺ 'র যুগে শেষ হয়েছে। (বুখারী, ৪/১৮৩০/৪৪১৬)

ব্যাখ্যাঃ دخان ও بطشة এর ঘটনা: বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, পর্যায়ক্রমে কুরাইশদের নাফরমানীর কারণে রাসূল ﷺ তাদের বিরুদ্ধে দোয়া করেন। ফলে আল্লাহ

তাদের উপর দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে দেন। এতে অনেক লোক মৃত্যুবরণ করে এবং মানুষ হাড় ও মৃত্যুদেহ খেয়ে জীবন ধারণ করে। দুর্বলতা ও অসুস্থতার কারণে প্রত্যেকেই আকাশে ধোঁয়া দেখতে থাকে।

এরপর আবদুল্লাহ (রা) পরের আয়াত – انا كاشف العذاب قليلا انكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبري "যদি এ আযাব পরকালে আসে, তাহলে পরকালের আযাব কখন দূরীভূত হবে এবং তা কখন স্বীয় অবস্থায় ফিরে যাবে? সেদিন আমার পাকড়াও শক্ত পাকড়াও হবে"। উল্লেখ করে স্বীয় মত প্রকাশ করে বলেন, এসব আযাব নবী করিম ﷺ 'র যুগে সমাপ্ত হয়ে গেছে। বর্ণিত হাদিসে এর সমর্থন রয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, উভয় আযাব কিয়ামতের দিন দেয়া হবে।

٥٠٨ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَهِبَةُ اللهِ لَكُمْ، يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا، وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُوْرَ».

৫০৮. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি আসওয়াদ থেকে, তিনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদেরই উপার্জন এবং তোমাদের জন্য আল্লাহর দান। আল্লাহ যাকে ইচ্ছে কন্যা দান করেন এবং যাকে ইচ্ছে পুত্র দান করেন। (আল মুস্তাদরাক, ২/৩১২/৩১২৩)

٥٠٩ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ مَكِّيِّ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ، عَنِ ابْنِ لَهِيْعَةَ، عَنْ أَبِيْ قُبَيْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُزَنِيَّ، يَقُوْلُ: سَمِعْتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ: «مَا أُحِبُّ أَنَّ لِيَ الدُّنْيَا بِمَا فِيْهَا بِهٰذِهِ الْآيَةِ: [قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوْا عَلَى انْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوْا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا] {الزمر: ٥٣}»، فَقَالَ رَجُلٌ: وَمِنَ الشِّرْكِ؟ فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: وَمَنْ أَشْرَكَ؟ فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: «أَلَا وَمَنْ أَشْرَكَ».

৫০৯. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা মক্কী ইবনে ইব্রাহীম থেকে, তিনি ইবনে লাহাইয়্যা থেকে, তিনি আবু কুবাইল থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আবু আবদুর রহমান মুযনীকে বলতে শুনেছি, আমি রাসূল ﷺ 'র আযাদকৃত গোলাম সওবান (রা)কে বলতে

শুনেছি, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন– দুনিয়া এবং এর ভিতরে যা আছে অর্থাৎ দুনিয়ার যাবতীয় বস্তুকেও আমি পছন্দ করি না আল্লাহর এ আয়াতের বিনিময়ে–**قل يا عبادى الذين اسرفوا ....جميعًا** "হে নবী আপনি বলুন, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের উপর সীমালঙ্ঘন করেছে, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেবেন"। (সূরা যুমার, আয়াত, ৫৩)

তখন এক ব্যক্তি বলল, কেউ যদি শিরক করে? তিনি চুপ রইলেন। লোকটি আবার বলল, কেউ যদি শিরক করে? রাসূল ﷺ চুপ রইলেন। লোকটি পুনরায় বলল, কেউ যদি শিরক করে? এবারও তিনি চুপ রইলেন, অতঃপর বললেন, সাবধান, যে শিরক করেছে সেও ক্ষমা পাবে। (শুআবুল ঈমান, ৯/৩৩৯/৬৭৩৫)

ব্যাখ্যা: হাদিসে বর্ণিত لا শব্দটি হরফে তাম্বীহ হতে পারে অথবা হরফে ইসতিসনাও হতে পারে। কোন রেওয়ায়েতে **واو** আছে আবার কোন রেওয়ায়েতে নেই। এর অর্থ হলো– কোন ব্যক্তি শিরক করে ইসলাম গ্রহণ করলে তাকেও মার্জনা করা হবে। কারণ ইসলাম পূর্ববর্তী যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করে দেয়।

٥١٠ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ الْكَلْبِيِّ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ: أَنَّ وَحْشِيًّا لَمَّا قَتَلَ حَمْزَةَ مَكَثَ زَمَانًا، ثُمَّ وَقَعَ فِيْ قَلْبِهِ الْإِسْلَامُ، فَأَرْسَلَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، أَنَّهُ قَدْ وَقَعَ فِيْ قَلْبِهِ الْإِسْلَامُ، وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَقُوْلُ عَنِ اللهِ تَعَالَى: «[وَالَّذِيْنَ لا يَدْعُوْنَ مَعَ اللهِ إِلَـهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهِ مُهَانًا] {الفرقان: ٦٨-٦٩}»، فَإِنِّيْ قَدْ فَعَلْتُهُنَّ جَمِيْعًا، فَهَلْ لِيْ رُخْصَةٌ؟

قَالَ: فَنَزَلَ جِبْرِيْلُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! قُلْ لَهُ: [إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُوْرًا رَحِيْمًا] {الفرقان: ٧٠}، قَالَ: فَأَرْسَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِهَذِهِ الْآيَةِ، فَلَمَّا قُرِئَتْ عَلَيْهِ، قَالَ وَحْشِيٌّ: إِنَّ فِيْ هَذِهِ الْآيَةِ شُرُوْطًا، وَأَخْشَى انْ لَا آتِيَ بِهَا، وَلَا أُحَقِّقُ أَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا أَمْ لَا، فَهَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ اَلْيَنُ مِنْ هَذَا يَا مُحَمَّدُ ﷺ؟

قَالَ: فَنَزَلَ جِبْرِيْلُ بِهَذِهِ الْآيَةِ: [إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ] {النساء: ٤٨، و١١٦}، قَالَ: فَكَتَبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِهَذِهِ الْآيَةِ، وَبَعَثَ إِلَى وَحْشِيٍّ، قَالَ: فَلَمَّا قُرِئَتْ لَهُ، قَالَ: إِنَّهُ يَقُوْلُ: [إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ] {النساء: ٤٨، و١١٦}، وَأَنَا لَا أَدْرِيْ لِعَلِّيْ أَنْ أَكُوْنَ فِيْ مَشِيَّتِهِ إِنْ شَاءَ فِي الْمَغْفِرَةِ وَلَوْ كَانَتِ الْآيَةُ: [وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ] {النساء: ٤٨، و١١٦}، وَلَمْ يَقُلْ: لِمَنْ شَاءَ كَانَ ذَالِكَ، فَهَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ يَا مُحَمَّدُ ﷺ؟

فَنَزَلَ جِبْرِيْلُ بِهَذِهِ الْآيَةِ: [قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوْا عَلَى انْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوْا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ] {الزمر: ٥٣}، قَالَ: فَكَتَبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، وَبَعَثَ بِهَا إِلَى وَحْشِيٍّ، فَلَمَّا قُرِئَتْ عَلَيْهِ، قَالَ: أَمَّا هَذِهِ الْآيَةُ فَنَعَمْ، ثُمَّ أَسْلَمَ، فَأَرْسَلَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنِّيْ قَدْ أَسْلَمْتُ، فَأْذَنْ لِيْ فِيْ لِقَائِكَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَنْ وَارِ عَنِّيْ وَجْهَكَ، فَإِنِّيْ لَا أَسْتَطِيْعُ أَنْ أَمْلَأَ عَيْنَيَّ مِنْ قَاتِلِ حَمْزَةَ عَمِّيْ»، قَالَ: فَسَكَتَ وَحْشِيٌّ، حَتَّى كَتَبَ مُسَيْلِمَةُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: مِنْ مُسَيْلِمَةَ رَسُوْلِ اللهِ إِلَى مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، أَمَّا بَعْدُ! فَقَدْ أُشْرِكْتُ فِي الْأَرْضِ، فَلِيْ نِصْفُ الْأَرْضِ وَلِقُرَيْشٍ نِصْفُهَا، غَيْرَ أَنَّ قُرَيْشًا قَوْمٌ يَعْتَدُوْنَ، قَالَ: فَقَدِمَ بِكِتَابِهِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ رَجُلَانِ، فَلَمَّا قُرِئَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الْكِتَابُ قَالَ لِلرَّسُوْلَيْنِ: «لَوْلَا أَنَّكُمَا رَسُوْلَانِ لَقَتَلْتُكُمَا»، ثُمَّ دَعَا بِعَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ ﷺ، فَقَالَ: «اكْتُبْ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللهِ إِلَى مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ، السَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، أَمَّا بَعْدُ! [إِنَّ الأَرْضَ لِلّٰهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ] {الأعراف: ١٢٨}، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ».

قَالَ: فَلَمَّا بَلَغَ وَحْشِيًا مَا كَتَبَ مُسَيْلِمَةُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَخْرَجَ الدِّرَاعَ فَصَقَلَهُ، وَهَمَّ بِقَتْلِ مُسَيْلِمَةَ، فَلَمْ يَزَلْ عَلَى عَزْمِ ذَلِكَ حَتَّى قَتَلَهُ يَوْمَ الْيَمَامَةِ.

৫১০. অনুবাদ: ইমাম আবু হানিফা মুহাম্মদ ইবনে আস সায়িব কালবী থেকে, তিনি আবু সালেহ থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, ওয়াহশী হযরত হামযা (রা) কে শহীদ করার পর কিছুকাল কুফুরীর উপর ছিল। অতঃপর তার অন্তরে ইসলাম গ্রহণের প্রেরণা জাগে। সে এক ব্যক্তিকে রাসূল ﷺ 'র খেদমতে এই বলে প্রেরণ করে যে, আমার অন্তরে ইসলামের মহব্বত প্রবেশ করেছে। আমি শুনেছি আপনি আল্লাহর এই

কালাম পাঠ করেন–والذين لا يدعون مع الله ... ويخلد فيه مهانا " এবং যারা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ইলাহ হিসাবে আহ্বান করেনা, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করেনা এবং যিনা করেনা। যারা এসব কাজ করবে তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে। কিয়ামতের দিন তাদেরকে অধিক শাস্তি প্রদান করা হবে। অনন্তকাল তারা এই অপদস্থ অবস্থায় থাকবে"। (সূরা ফুরকান, আয়াত, ৬৮-৬৯)

অতঃপর ওয়াহশী বলে– আমি এসব কাজ করেছি, তাই আমার জন্য কি মুক্তির কোন উপায় আছে? বর্ণনাকারী বলেন, তখন জিব্রাঈল (আ.) নাযিল হয়ে বলেন, হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনি তাকে বলুন– الا من تاب وامن وعمل عملا صالحًا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيمًا– "যে ব্যক্তি (শিরক থেকে) তাওবা করবে, ঈমান আনবে এবং সৎকাজ করবে, তবে আল্লাহ তায়ালা তাদের পাপ সমূহকে নেকী সমূহ দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। আর আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল করুণাময়"। (সূরা ফুরকান, আয়াত, ৭০)

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর রাসূল ﷺ এ আয়াত ওয়াহশীর নিকট প্রেরণ করেন। এ আয়াত যখন ওয়াহশীর নিকট তিলাওয়াত করা হয়, তখন সে বলল– এ আয়াতে কয়েকটা শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে। যা আমি সঠিকভাবে করতে পারবো না বলে আশংকা করছি। আর আমি এটাও জানিনা যে, নেক আমল করতে পারবো কিনা? সুতরাং হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনার কাছে কি এর চেয়েও সহজ কোন উপায় আছে?

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর জিব্রাঈল (আ.) এ আয়াত নিয়ে অবতীর্ণ হলেন– ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذالك لمن يشاء "নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করবেন না, যে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে। এছাড়া তিনি যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করে দেবেন"। (সূরা নিসা, আয়াত, ৪৮ ও ১১৬)

বর্ণনাকারী বলেন, রাসূল ﷺ এ আয়াত লিখে ওয়াহশীর নিকট প্রেরণ করেন। যখন তার নিকট এ আয়াত পাঠ করা হয়, তখন সে বলে, আল্লাহ বলেছেন, যে তার সাথে কাউকে শরীক করেছে তাকে ক্ষমা করবেন না। এছাড়া যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করবেন। আমি তো জানিনা যে, আমি কি আল্লাহর ইচ্ছের মধ্যে আছি। যদি তিনি ক্ষমা করার ইচ্ছে করেন? যদি আয়াতটি এরূপ হতো– وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ (لِمَنْ يَّشَاءُ) শব্দটি সংযোজন না হতো তাহলে ভাল হতো। তারপর ওয়াহশী বলল, হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনার কাছে কি এর চেয়ে ব্যাপক কোন বিধান আল্লাহর পক্ষ থেকে আছে? তখন জিব্রাঈল (আ.) এ

আয়াত নিয়ে নাযিল হলেন–قل يا عبادى الذين اسرفوا .... انه هو الغفور الرحيم "হে নবী! আপনি বলুন, হে আমার বান্দারা! যারা নিজেদের উপর মাত্রাধিক্য আচরণ করেছে, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সমুদয় পাপ মার্জনা করে দেবেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, করুণাময়।" (সূরা যুমার, আয়াত, ৫৩)

বর্ণনাকারী বলেন, রাসূল ﷺ আয়াতটি লিখে ওয়াহশীর নিকট প্রেরণ করেন। যখন আয়াতটি তার সামনে পাঠ করা হয়, তখন সে বলল, হ্যাঁ, এবারের আয়াতটি ঠিক আছে, অতি উত্তম আয়াত। এরপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করে রাসূল ﷺ 'র কাছে লোক পাঠিয়ে বলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমাকে আপনার সাক্ষাতের অনুমতি দিন। রাসূল ﷺ লোক মারফত সংবাদ পাঠালেন যে, তবে তোমার চেহারা দেখাবে না। কেননা আমার চাচা হামযার হত্যাকারীকে স্বচক্ষে দেখা আমি সহ্য করতে পারবো না।

বর্ণনাকারী বলেন, তখন ওয়াহশী চুপ হয়ে গেলেন। এ সময় মুসায়লামা কাযযাব রাসূল ﷺ 'র নিকট পত্র প্রেরণ করে যে, "আল্লাহর রাসূল মুসায়লামার পক্ষ থেকে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের নিকট, আস্মাবাদ। আমি আরব ভূমির অর্ধেক আমার জন্য আর বাকী অর্ধেক কুরাইশদেরকে ভাগ করে দিয়েছি। কিন্তু কুরাইশরা এমন সম্প্রদায় যারা সীমাতিক্রম করে"। তার এই পত্রটি দু'ব্যক্তি রাসূল ﷺ'র কাছে নিয়ে আসে। যখন পত্রটি তাঁর সম্মুখে পাঠ করা হলো, তখন তিনি পত্রবাহক দু'জনকে বললেন, তোমরা যদি দূত হিসেবে আগমন না করতে তবে তোমাদের দু'জনকেই হত্যার ব্যবস্থা করতাম। তারপর তিনি আলী ইবনে আবু তালেব (রা)কে ডাকলেন এবং বললেন, তুমি লিখ 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে মুসায়লামা কাযযাবের নিকট, যে সত্য পথে আছে তার উপর আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক, আস্মাবাদ! নিশ্চয়ই ভূমি (সম্রাজ্য) আল্লাহর জন্য। স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছে তাকে তিনি মালিক বানিয়ে দেন। কল্যাণ খোদাভীরুদের জন্য। আল্লাহ তায়ালা শান্তি বর্ষিত করুণ আমাদের সর্দার মুহাম্মদ ﷺ 'র উপর।"

রাসূল ﷺ 'র নিকট মুসায়লামার পত্র প্রেরণ সম্পর্কে যখন ওয়াহশী অবগত হলেন, তখন তিনি তার বর্শা বের করে ধার করলেন এবং মুসায়লামাকে হত্যার প্রতিজ্ঞা করলেন। আর এ ইচ্ছায় তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন। অবশেষে ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি মুসায়লামাকে হত্যা করেন।

ব্যাখ্যাঃ ইরশাদুস সারী ও সিরাজুম মুনীর কিতাবে বর্ণিত আছে যে, যখন ওয়াহশীর ঘটনা সংঘটিত হলো তখন লোকজন রাসূল ﷺকে জিজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহর এ বিধান (অর্থাৎ তাওবা কবুল ও গুনাহ মাফ হওয়া) কি শুধু ওয়াহশীর জন্য না সবার জন্য? উত্তরে তিনি বললেন, এ বিধানে সকল মুসলমান অন্তর্ভুক্ত।

٥١١ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ مِنْ أَصْحَابِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَيَخْرُجَنَّ بِشَفَاعَتِيْ مِنْ أَهْلِ الْإِيْمَانِ مِنَ النَّارِ، حَتَّى لَا يَبْقَى فِيْهَا أَحَدٌ إِلَّا أَهْلُ هَذِهِ الْآيَةِ: [مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ، قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ، وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَائِضِيْنَ، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ، حَتَّى اتَانَا الْيَقِيْنُ، فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِيْنَ] {المدثر: ٤٢-٤٨}».

وَفِيْ رِوَايَةٍ: عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ، قَالَ: يُعَذِّبُ اللهُ تَعَالَى اقْوَامًا مِنْ أَهْلِ الْإِيْمَانِ، ثُمَّ يُخْرِجُهُمْ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ حَتَّى لَا يَبْقَى الَّا مَنْ ذَكَرَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: [مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ، قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ، وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَائِضِيْنَ، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ، حَتَّى اتَانَا الْيَقِيْنُ، فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِيْنَ] {المدثر: ٤٢-٤٨}.

৫১১. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা সালমা থেকে, তিনি আবু যুরআ থেকে, তিনি ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আমার শাফায়াতে মু'মিনগণ জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আসবে। এমন কি কেউ জাহান্নামে বাকী থাকবে না, কেবল ঐ ব্যক্তিগণ বাকী থাকবে যারা এই আয়াতের অধীনস্থ "কোন বস্তু তোমাদেরকে জাহান্নামে টেনে নিয়ে এসেছে? তারা (জাহান্নামীরা) বলবে, আমরা নামাযী ছিলাম না, মিসকীনদেরকে আহার করাইনি, বিতর্ককারীদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছি, আমরা কিয়ামতের দিনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছি এমনকি আমাদের নিকট মৃত্যু এসে পৌঁছেছে। অতএব, কোন সুপারিশকারীর সুপারিশ তাদের কোন উপকারে আসবে না।" (সূরা মুদ্দাসসির, আয়াত, ৪২-৪৮)

অন্য এক বর্ণনায় ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন– আল্লাহ তায়ালা মু'মিনদের এক দলকে শাস্তি দেবেন। অতঃপর মুহাম্মদ ﷺ'র শাফায়াতে তাদেরকে (জাহান্নাম থেকে) বের করা হবে। এমন কি কেউ বাকী থাকবেনা কেবল যাদের নাম আল্লাহর তায়ালা (এ আয়াতে) উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন– "কিসে তাদেরকে দোযখে নিয়ে এসেছে? তারা বলবে, আমরা নামাযী ছিলাম না, মিসকীনদের খাবার দিতাম না, বিতর্ককারীদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতাম, কিয়ামত দিবসকে মিথ্যা

প্রতিপন্ন করেছি। এভাবে আমাদের নিকট মৃত্যু এসেছে। সুতরাং কোন সুপারিশকারীর সুপারিশ তাদের কাজে আসবে না।" (মশকিলুল আসার, ১২/২২৮/৪৮৩৯)

ব্যাখ্যাঃ এ হাদিসে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্বিদার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আর মু'তাযিলা ও মরজিয়্যা নামক দু'টি বাতিল ফের্কার আক্বিদা বিশ্বাসের মূলোৎপাটন করে দিয়েছে। মু'তাযিলার আক্বিদা হলো কবীরা গুনাহকারী চিরস্থায়ী জাহান্নামী, বেহেস্তের বাতাসও তারা পাবে না। এর বিপরীত মরজিয়্যাদের আক্বিদা হলো– যারা শুধু কালিমা পাঠ করেছে তারা দোযখ থেকে মুক্তির সনদ লিখে নিয়েছে। এরা কেবল বেহেস্তী। কিন্তু এ হাদিস দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, উম্মতে মুসলিমার যারা ফাসিক, ফাজির তথা গুনাহগার, গুনাহের কারণে তারা দোযখের আযাব ভোগ করবে। পরবর্তীতে রাসূল ﷺ 'র সুপারিশে দোযখ থেকে মুক্তিলাভ করবে। আর শুধু কাফির মুশরিকরাই দোযখে চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে। কোন মু'মিন দোযখে চিরস্থায়ী থাকবে না।

٥١٢ - حَمَّادٌ: عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ، قَالَ: لَا يَبْقَى فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ ذَكَرَ اللهُ فِيْ هَذِهِ الْآيَةِ: [مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ، قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ، وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَائِضِيْنَ، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ، حَتَّى اَتَانَا الْيَقِيْنُ، فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِيْنَ] {المدثر: ٤٢-٤٨}.

৫১২. অনুবাদঃ হাম্মাদ তার পিতা থেকে, তিনি সালমা ইবনে কুহাইল থেকে, তিনি ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতে যাদের নাম উল্লেখ করেছেন তারা ব্যতীত কেউ জাহান্নামে থাকবে না। আয়াত হলো– **ما سلكم فى سقر... الشافعين** (প্রাগুক্ত)।

٥١٣ - حَمَّادٌ: عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ عِصَامٍ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، قَالَ: اَلْحُقْبُ ثَمَانُوْنَ سَنَةً، مِنْهَا سِتَّةُ أَيَّامٍ عَدَدَ أَيَّامِ الدُّنْيَا.

৫১৩. অনুবাদঃ হাম্মাদ তার পিতা থেকে, তিনি আবু ইসাম থেকে, তিনি আবু সালেহ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, **لابثين فيها احقابا** (সেখানে তারা অনেক হুকবা তথা শতাব্দির পর শতাব্দি অবস্থান করবে) আয়াতে বর্ণিত **حقبة** এর ব্যাখ্যায় বলেন, এক হুকবার পরিমাণ হবে আশি বছর, যার ছয়দিন পৃথিবীর সমস্ত দিনের সমান। (আল মুস্তাদরাক, ২/৫৫৬/৩৮৯০)

ব্যাখ্যাঃ হাদিসে সূরা নাবার ২৩ নং আয়াতের তাফসীর করা হয়েছে। ইবনে জারীর (রা) হযরত আলী (রা) থেকে এর এক হুকবার পরিমাণ আশি বছর বর্ণনা করেছেন, যার প্রত্যেক বছর বার মাসের, প্রত্যেক মাস ত্রিশ দিনের এবং প্রত্যেক দিন এক হাজার বছরের হবে। এভাবে এক হুকবার পরিমাণ প্রায় দু'কোটি আটাশি বছর হয়। অপর কয়েকজন সাহাবী এর পরিমাণ আশির পরিবর্তে সত্তর বলেছেন। বাকী হিসাব পূর্বের ন্যায় (তাফসীর ইবনে কাসীর)।

মোল্লা আলী ক্বারী (র) এ হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, হয়ত এ ছয়দিন দ্বারা আসমান ও জমিন সৃষ্টির ছয়দিন বুঝানো হয়েছে। অথবা পৃথিবীর সমগ্র বয়স আখেরাতের ছয়দিনের সমান হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছে।

٥١٤ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: [وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ] {الليل: ٦}، قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ.

৫১৪. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আবু যুবাইর থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– রাসূল ﷺ'র সামনে وصدق بالحسنى আয়াত পাঠ করা হলে তিনি বলেন– এর দ্বারা لا اله الا الله কলেমাকে বুঝানো হয়েছে। (আল মু'জামুল কবীর, ৭/১২০/৬৫৬৫)

٣٢ - كِتَابُ الْوَصَايَا وَالْفَرَائِضِ

١ - بَابٌ

٥١٥ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ ﷺ، قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ يَعُوْدُنِيْ فِيْ مَرَضِيْ، قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أُوْصِيْ بِمَالِيْ كُلِّهِ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَنِصْفُهُ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَثُلُثُهُ؟ قَالَ: «وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ، لَا تَدَعْ أَهْلَكَ يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ».

وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى سَعْدٍ يَعُوْدُهُ، قَالَ: «أَوْصَيْتَ»؟ قَالَ: نَعَمْ، أَوْصَيْتُ بِمَالِيْ كُلِّهِ، فَلَمْ يَزَلْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُنَاقِصُهُ، حَتَّى قَالَ: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ».

وَفِيْ رِوَايَةٍ: عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَعُوْدُنِيْ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أُوْصِيْ بِمَالِيْ كُلِّهِ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَبِالنِّصْفِ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَبِالثُّلُثِ؟ قَالَ: «فَبِالثُّلُثِ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ، إِنْ تَدَعْ أَهْلَكَ بِخَيْرٍ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً، وَيَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ».

৩২. ওসীয়ত ও ফরায়েয অধ্যায়, বাব নং ২৩১. ১.

৫১৫. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আতা থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– রাসূল ﷺ আমার অসুস্থতার সময় আমাকে দেখতে আসেন। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার সমস্ত সম্পদ ওসীয়ত করতে চাই। তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তাহলে এর অর্ধেক, তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তাহলে এর এক তৃতীয়াংশ। তিনি বললেন, এক তৃতীয়াংশও বেশী। তুমি তোমার পরিবার বর্গকে এমন অবস্থায় রেখে যেওনা, যাতে মানুষের কাছে হাত পাততে হয়।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, রাসূল ﷺ হযরত সা'দ (রা)'র সেবার উদ্দেশ্য তার নিকট আগমন করেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি ওসীয়ত করেছ? উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, আমি আমার সমস্ত সম্পদ ওসীয়ত করেছি। রাসূল ﷺ এর পরিমাণ হ্রাস করতে থাকেন। অবশেষে সা'দ এক তৃতীয়াংশ এর কথা বললে তিনি বলেন, এক তৃতীয়াংশও অধিক।

অপর বর্ণনায় আতা তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে, তিনি সা'দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন– রাসূল ﷺ আমার সেবার জন্য আমার নিকট আগমন করেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার সম্পূর্ণ সম্পদ ওসীয়ত করে যাচ্ছি। তিনি বললেন না, আমি বললাম, তাহলে অর্ধেক। তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তাহলে এক তৃতীয়াংশ। তিনি বললেন, এক তৃতীয়াংশ এটাও অধিক। কেননা তুমি তোমার পরিবারকে দরিদ্র অবস্থায় মানুষের কাছে সাহায্য প্রার্থনাকারী হিসেবে রেখে যাওয়ার চেয়ে সম্পদশালী রেখে যাওয়া অনেক উত্তম। (সুনানে নাসাঈ কুবরা, ৪/১০৩/৬৪৫৫)

ব্যাখ্যাঃ ওসীয়ত মোট সম্পদের এক তৃতীয়াংশের বেশী করা জায়েয নয়। কারণ পরিবার বর্গকে নিঃস্ব করে ফকীর বানিয়ে সম্পূর্ণ সম্পদ অন্যদেরকে ওসীয়ত করে দিয়ে দেওয়া পরিবার বর্গের উপর যুলুমের নামান্তর।

আল্লামা আইনী (র) উপরোক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, আবু আমর (র) বলেন, সকল জ্ঞানীগণ একমত যে, উক্ত হাদিসের সনদ বিশুদ্ধ। আর জমহুর ফোকাহাগণ এ হাদিসকে ওসীয়তের পরিমাণের জন্য মূলভিত্তি বলে স্বীকার করেছেন। সবাই একমত যে, ওসীয়ত যেন এক তৃতীয়াংশের অতিক্রম না করে। বরং মুস্তাহাব হলো এর কম করা।[২২৬]

٥١٦ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ﷺ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ، إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ».

২২৬. আল্লামা বদর উদ্দিন আইনী (র), ৮৫৫ হি., উমদাতুল ক্বারী, খণ্ড. ৮, পৃ: ৯০, মিশর

৫১৬. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা আবু যুবাইর থেকে, তিনি জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, একজন মুসলমান কোন নাসারা বা খ্রিস্টানের উত্তরাধিকার হতে পারে না। তবে যদি খ্রিস্টান মুসলমানের গোলাম বা দাসী হয় তখন পারবে। (প্রাগুক্ত, ৪/৮৩/৬৩৮৯)

٥١٧ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ».

৫১৭. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা তাউস থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, তোমরা ফরয অংশ এর হকদারকে প্রদান কর আর যা অতিরিক্ত থাকে তা নিকট আত্মীয়কে (আসাবা হিসেবে, প্রাপ্ত বয়স্ক হোক বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক হোক) দিয়ে দাও। (বুখারী, ৬/২৪৭৬/৬৩৫১)

ব্যাখ্যাঃ আসহাবুল ফুরুয ঐ সমস্ত নিকট আত্মীয়কে বলা হয়, যাদের অংশ নির্ধারিত এবং কুরআন-হাদিসে যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এদের অংশ হলো ৬টিঃ $\frac{১}{২}$, $\frac{১}{৩}$, $\frac{১}{৮}$, $\frac{২}{৩}$, $\frac{১}{৪}$ এবং $\frac{১}{৬}$। এগুলোর হকদার হলো– মা, বাবা, স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভাই, বোন। এরা সংখ্যায় বারজন। চারজন পুরুষ এবং আটজন নারী। এর থেকে উদ্বৃত্ত অংশ আসাবাগণ পেয়ে থাকে।

٥١٨ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ: أَنَّ ابْنَةً لِحَمْزَةَ أَعْتَقَتْ مَمْلُوْكًا، فَمَاتَ، فَتَرَكَ ابْنَةً، فَأَعْطَى النَّبِيُّ ﷺ الْاِبْنَةَ النِّصْفَ، وَأَعْطَى ابْنَةَ حَمْزَةَ النِّصْفَ.

৫১৮. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হাকাম থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ থেকে বর্ণনা করেন, হযরত হামযা (রা)'র কন্যা একটি গোলাম আযাদ করেন। অতঃপর গোলাম মৃত্যুবরণ করে এবং একটি কন্যা সন্তান সে রেখে যায়। তখন নবী করিম ﷺ ঐ কন্যাকে তার সম্পত্তির অর্ধেক প্রদান করেন আর বাকী অর্ধেক হামযা (রা)'র কন্যাকে প্রদান করেন। (আল মু'জামুল কবীর, ২৪/৩৫৫/৮৮০)

٥١٩ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوْقٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﷺ، قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ: [إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا] {النساء: ١٠} عَدَلَ مَنْ كَانَ يَعُوْلُ أَمْوَالَ الْيَتَامَى، فَلَمْ يَقْرَبُوْهَا وَشَقَّ عَلَيْهِمْ

حِفْظُهَا، وَخَافُوا الْإِثْمَ عَلَى انْفُسِهِمْ، فَنَزَلَتِ الْآيَةُ، فَخَفَّفَ عَلَيْهِمْ: [وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلاحٌ لَـهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ] {البقرة: ٢٢٠} الْآيَةُ.

৫১৯. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা হায়শাম থেকে, তিনি শা'বী থেকে, তিনি মাসরূক থেকে, তিনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হলো–ان الذين يأكلون اموال اليتامى الخ "যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করে, তারা যেন তাদের পেটে অগ্নি ভক্ষণ করল এবং তারা অচিরেই দোযখে প্রবেশ করবে"। তখন যারা ইয়াতীমের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করে তারা ঐ সমস্ত সম্পদ থেকে দূরে থাকে। তখন এ সম্পদ সংরক্ষণ তাদের উপর কঠিন হয়ে পড়ে। কারণ তারা এ ব্যাপারে নিজে পাপে লিপ্ত হওয়ার আশংকা করে। তখন আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করেন–ويسئلونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم الخ

"তারা আপনার কাছে ইয়াতীমদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, আপনি তাদেরকে বলুন, তাদের জন্য মীমাংসা করাই হলো উত্তম। যদি তাদের ব্যয়ভার নিজেদের সাথে মিশিয়ে নাও, তবে তারা তোমাদের ভাই"। (সূরা বাকারা, আয়াত, ২২০), (আল মুস্তাদরাক, ২/১১৩/২৪৯৯)

ব্যাখ্যাঃ ولاتقربوا مال اليتامى الخ আয়াত যখন নাযিল হয়, তখন ইয়াতীমের অভিভাবকগণ তাদের পানাহার ইয়াতীমদের থেকে পৃথক করে ফেলে। তখন ইয়াতীমদের খাদ্যদ্রব্য অতিরিক্ত হয়ে নষ্ট হয়ে যেতে লাগল। এ সংবাদ যখন রাসূল ﷺ এর নিকট পৌঁছে তখন ويسئلونك عن اليتامى الخ আয়াত নাযিল হয়।

٥٢٠ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْـمُنْكَدِرِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُـوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا يُتْمَ بَعْدَ الْـحُلُمِ».

৫২০. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির থেকে, তিনি আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, বালেগ হওয়ার পর কেউ ইয়াতীম থাকে না। (ইত্তেহাফ, ৩/১৬২/২৪৪৩)

٣٣ - كِتَابُ الْقِيَامَةِ وَصِفَةِ الْـجَنَّةِ

١ – بَابٌ

٥٢١ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ إِسْمَاعِيْلَ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، قَـالَ: «إِنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذُوْ حَسْرَةٍ وَنَدَامَةٍ».

৩৩. কিয়ামত ও জান্নাতের গুণাবলী অধ্যায়, বাব নং ২৩২. ১.

৫২১. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা ইসমাঈল থেকে, তিনি আবু সালেহ থেকে, তিনি উম্মে হানী (রা) থেকে, তিনি রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– কিয়ামতের দিবস হবে অনুতাপ ও অনুশোচনার দিন।

٥٢٢ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ إِسْمَاعِيْلَ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ الْقِيَامَةَ ذُوْ حَسْرَةٍ وَنَدَامَةٍ».

৫২২. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা ইসমাঈল থেকে, তিনি আবু সালেহ থেকে, তিনি উম্মে হানী (রা) থেকে, তিনি রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, কিয়ামতের দিবস হবে অনুতাপ ও অনুশোচনার দিন।

٥٢٣ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ إِسْمَاعِيْلَ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ، قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ خَلَقَ مِنَ الْجَنَّةِ مَدِيْنَةً مِنْ مِسْكٍ أَذْفَرَ، مَاؤُهَا السَّلْسَبِيْلُ، وَشَجَرُهَا خُلِقَتْ مِنْ نُوْرٍ، فِيْهَا حُوْرٌ حِسَانٌ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ سَبْعُوْنَ ذُؤَابَةً، لَوْ أَنَّ وَاحِدَةً مِنْهَا أَشْرَقَتْ فِي الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، وَلَمَلَأَتْ مِنْ طِيْبِ رِيْحِهَا مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ»، فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! لِمَنْ هَذَا؟ قَالَ: «لِمَنْ كَانَ سَمْحًا فِي التَّقَاضِي».

وَفِيْ رِوَايَةٍ، قَالَ: «لَوْ أَنَّ وَاحِدَةً مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ أَشْرَفَتْ، لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، وَلَمَلَأَتْ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مِنْ طِيْبِهَا».

وَفِيْ رِوَايَةٍ، قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ لِلهِ مَدِيْنَةً خُلِقَتْ مِنْ مِسْكٍ أَذْفَرَ، مُعَلَّقَةً تَحْتَ الْعَرْشِ، وَشَجَرٌ مِنَ النُّوْرِ، وَمَاؤُهَا السَّلْسَبِيْلُ، وَحُوْرُ عِيْنِهَا خُلِقَتْ مِنْ بَنَاتِ الْجِنَانِ، عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَبْعُوْنَ ذُؤَابَةً، لَوْ أَنَّ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ عُلِّقَتْ فِي الْمَشْرِقِ، لَأَضَاءَتْ أَهْلَ الْمَغْرِبِ».

৫২৩. অনুবাদঃ ইমাম আবু হানিফা ইসমাঈল থেকে, তিনি আবু সালেহ থেকে, তিনি উম্মে হানী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা জান্নাতে মিশক আযফার এর এমন এক শহর তৈরি করেছেন, যার পানি সুমিষ্ট, এর বৃক্ষসমূহ নূরের তৈরি, সেখানে থাকবে অপূর্ব সুন্দরী হুরগণ। তাদের প্রত্যেকের সত্তরটি চুলের গোছা থাকবে। যদি তাদের মধ্যে একজনও ভূমন্ডলে নূর বিকীরণ করে তখন ভূমন্ডলের পূর্ব দিগন্ত থেকে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত নূরের আলোয় আলোকিত হয়ে যাবে এবং নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের মধ্যবর্তী স্থান তাদের সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়বে। লোকেরা

বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এগুলো কার জন্য? তিনি বললেন, যে ঋণ আদায়ের ব্যাপারে শীথিলতা বা সহানুভূতি প্রদর্শন করে।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন, বড় বড় চোখ বিশিষ্ট একজন হুরও যদি পৃথিবীতে প্রকাশিত হয় তবে পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী স্থান আলোকিত হয়ে যাবে এবং এর সুগন্ধিতে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের মধ্যবর্তীস্থান সুবাসিত হয়ে যাবে।

অপর এক বর্ণনায় উম্মে হানী (রা) বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা মিশকে আযকার দিয়ে একটি শহর তৈরি করে আরশের নীচে লটকানো অবস্থায় রেখেছেন। এর বৃক্ষ নূরের তৈরি, পানি সুমিষ্ট আর হুরগণ জান্নাতের ঘাস দ্বারা সৃষ্ট। এদের প্রত্যেকের সত্তরটি করে চুলের বেণী হবে। এদের একজনকেও যদি পূর্ব দিগন্তে লটকিয়ে দেয়া হয়, তাহলে পশ্চিম দিগন্তে অবস্থিত সবকিছুকে আলোকিত করে দেবে।

ব্যাখ্যাঃ পবিত্র কুরআন ও হাদিসের অনেক স্থানে পরকালে জান্নাতের নিয়ামত তথা সুখ–স্বাচ্ছন্দ ও আরাম-আয়েশের কথা বলে মানুষের অন্তরে এগুলোর প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করা হয়েছে। যাতে এগুলো পাওয়া ও ভোগ করার লোভে হলেও যেন অন্তত মানুষ গুনাহের কাজ থেকে বিরত থাকে এবং ভাল কাজের প্রতি অগ্রসর হয়।

قال جامعه الشيخ المحقق العلامة الفهامة مولانا شيخ محمد عابد السندى الانصارى هذا اخر ما وجدته من رواية الحفصكى فى مسند الامام الاعظم ابى حنيفة النعمان والحمدلله الذى عم نواله على العبادو الصلوة على رسوله محمد المصطفى وعلى اله واصحابه الا مجاد فقط-

এই মুসনাদের সংকলক শেখ মুহাক্কিক আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ আবেদ সিন্ধী আনসারী (র) বলেন, এটি ইমাম আবু হানিফা নু'মান (র)'র মুসনাদে ইমাম আ'যম এর আল্লামা হাফসাকী (র)'র সূত্রে বর্ণিত সর্বশেষ রেওয়ায়েত। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যার নেয়ামতরাজী সকলের উপর বিদ্যমান। আর দরূদ অবতীর্ণ হোক তাঁর নির্বাচিত রাসূল ﷺ এর উপর এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও মনোনীত সাথীদের উপর।

সমাপ্ত

গ্রন্থপঞ্জী

১. সহীহ বুখারী, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল (র), ইণ্ডিয়া ও বৈরুত।

২. সহীহ মুসলিম, মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ (র), ইণ্ডিয়া ও বৈরুত।

৩. সুনানে আবু দাউদ, সুলায়মান ইবনে আসআশ (র), ইণ্ডিয়া ও বৈরুত।

৪. সুনানে নাসাঈ কুবরা, আহমদ ইবনে শোয়াইব নাসাঈ (র), ইণ্ডিয়া ও বৈরুত।

৫. সুনানে তিরমিযী, মুহাম্মদ ইবনে ঈসা তিরমিযী (র), ইণ্ডিয়া ও বৈরুত।

৬. সুনানে ইবনে মাজাহ, মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ (র), ইণ্ডিয়া ও বৈরুত।

৭. মা'রিফাতুস সাহাবা, আবু নুয়াইম ইস্পাহানী (র), বৈরুত।

৮. আল জামেউল কবীর, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র), বৈরুত।

৯. মাআনিউল আখবার, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক কালাবাযী (র), বৈরুত।

১০. জামেউল আহাদীস, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র), বৈরুত।

১১. মুসান্নিফে ইবনে আবি শায়বা, আবু বকর আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (র), বৈরুত।

১২. মুসনাদে ইমাম আহমদ, আহমদ ইবনে হাম্বল (র), কাহেরা।

১৩. সহীহ ইবনে হিব্বান, মুহাম্মদ ইবনে হিব্বান (র), বৈরুত।

১৪. শুআবুল ঈমান, আবু বকর আহমদ ইবনে হোসাইন বায়হাকী (র), বৈরুত।

১৫. মিরাতুল মাফাতীহ, আবুল হাসান ওবাইদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (র), বেনারস, হিন্দ।

১৬. মুসনাদে বাযযার, আবু বকর আহমদ ইবনে আমর (র)।

১৭. সুনানে দারেকুতনী, আলী ইবনে ওমর বাগদাদী (র), বৈরুত।

১৮. আল মু'জামুল কবীর, সুলাইমান ইবনে আহমদ তাবরানী (র)।

১৯. সহীহ ইবনে খুযাইমা, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক খুযাইমা (র), বৈরুত।

২০. সুনানে সগীর, আহমদ ইবনে হোসাইন ইবনে আলী বায়হাকী (র)।

২১. সুনানে বায়হাকী কুবরা, আহমদ ইবনে হোসাইন ইবনে আলী বায়হাকী (র), মক্কা।

২২. আল মুসনাদুল মুস্তাখরাজ, আবু নুয়াইম ইস্পাহানী (র), বৈরুত।

২৩. আল মু'জামুল আওসাত, সুলাইমান ইবনে আহমদ তাবরানী (র), কাহেরা।

২৪. শরহে মা'আনিউল আসার, আবু জাফর আহমদ ইবনে মুহাম্মদ তাহাভী (র), বৈরুত।

২৫. আল মুস্তাদরাক আলাস সহীহাইন, মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ হাকেম নিশাপুরী (র), বৈরুত।

২৬. জামেউল উসূল ফী আহাদিসির রাসূল, ইবনু আসীর জযরী (র), দারুল বয়ান।

২৭. মুসনাদে আবি ইয়ালা, আহমদ ইবনে আলী আবু ইয়ালা মূসিলী (র), দামেস্ক।

২৮. শরহুস সুন্নাহ লিল বগভী, ইমাম বগভী (র)।
২৯. মুসনাদে ইসহাক ইবনে রাহওয়াইয়্যাহ, ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম (র), মদীনা।
৩০. আল মু'জামুস সগীর, সুলাইমান ইবনে আহমদ তাবরানী (র), বৈরুত।
৩১. আল জামউ বাইনাস সহীহাইন, মুহাম্মদ ইবনে ফতুহ হুমাইদী (র), বৈরুত।
৩২. সুনানে নাসাঈ বিশরহে সুয়ূতী, আবু আব্দুর রহমান আহমদ ইবনে শুআইব নাসাঈ (র), বৈরুত।
৩৩. সুনানে দারেমী, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান দারেমী (র), বৈরুত।
৩৪. ইত্তেহাফুল খায়রাতুল মুহাররাহ, আহমদ ইবনে আবু বকর (র)।
৩৫. সুনানুল কোবরা, আবু বকর আহমদ ইবনে হোসাইন বায়হাকী (র), হায়দারাবাদ।
৩৬. কানযুল উম্মাল, আলা উদ্দিন আলী ইবনে হুসসামুদ্দিন (র)।
৩৭. বুলুগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম, ইবনে হাজার আসকালানী (র)।
৩৮. মুসনাদে আবি আওয়ানা, আবু আওয়ানা ইয়াকুব ইবনে ইসহাক (র), দারুল মা'রিফাহ।
৩৯. মুসনাদুল হুমাইদি, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর হুমাইদি (র), বৈরুত ও কাহেরা।
৪০. মুয়াত্তা, মালিক ইবনে আনাস (র)।
৪১. মুসনাদে আবুল জা'দ, আলী ইবনে জা'দ উবাইদ (র), বৈরুত।
৪২. মশকিলুল আসার, ইমাম তাহাভী (র)।
৪৩. মুসনাদুল হারেস, হারেস ইবনে আবি উসামা (র), মদীনা।
৪৪. আমসালুল আহাদীস, আবু শাইখ ইস্পাহানী (র)।
৪৫. শরহে মুসনাদে আবু হানিফা, মোল্লা আলী ক্বারী (র)।
৪৬. মিশকাত শরীফ, শেখ ওয়ালী উদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ (র)।
৪৭. তারীখে বাগদাদ, আবু বকর আহমদ ইবনে আলী (র)।
৪৮. আল খায়রাতুল হিসান, ইবনে হাজার মক্কী (র)।
৪৯. রদ্দুল মুহতার, সৈয়দ আমীন ইবনে আবেদীন শামী (র)।
৫০. মানাকিবে ইমাম আ'যম (র), ইমাম মুয়াফফিক ইবনে আহমদ মক্কী (র)।
৫১. তাহযীবুত তাহযীব, ইবনে হাজার আসকালানী (র)।
৫২. তাযকেরাতুল হুফ্ফায, আল্লামা শামসুদ্দিন যাহাবী (র)।
৫৩. জাওয়াহিরুল মুদ্বিয়্যাহ, মোল্লা আলী ক্বারী (র)।
৫৪. ওয়াফিয়াতুল আইয়্যান, ইবনে খল্লিকান (র)।
৫৫. মিরআতুল জিনান, ইমাম ইয়াফেঈ (র)।
৫৬. মুসনাদে ইমাম আবু হানিফা (র), আবু নুআঈম ইস্পাহানী (র)।

৫৭. তানসীকুন নিযাম, মুহাম্মদ হাসান সাম্বলী (র)।
৫৮. মানাকিবুল ইমাম আ'যম আবু হানিফা (র), ইমাম কুরদরী (র)।
৫৯. উমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারী, আল্লামা আইনী (র)।
৬০. তাবঈদুস সহীফা, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র)।
৬১. মানাকিবে বিযাইলিল জাওয়াহের, মোল্লা আলী ক্বারী (র)।
৬২. তাওযীহুল আফকার, আল্লামা আমীর ইয়ামানী (র)।
৬৩. শরহে মুসনাদে ইমাম আ'যম (র), মোল্লা আলী ক্বারী (র)।
৬৪. মীযানুশ শরীয়তুল কোবরা, ইমাম আব্দুল ওহাব শা'রানী (র)।
৬৫. আবু হানিফা হায়াতুহু ফিকহুহু, আবু যুহরা মিশরী (র)।
৬৬. মিরকাত, শরহে মিশকাত, মোল্লা আলী ক্বারী (র)।
৬৭. জামেউল মাসায়েল, আল্লামা খাওয়ারেযমী (র)।
৬৮. কাশফুয যুনূন, হাজী খলীফা (র)।
৬৯. তাযকেরাতুল মুহাদ্দীসীন, গোলাম রাসুল সাঈদী।
৭০. জামেউল আহাদীস, হানিফ খান রেজভী।
৭১. সাওঁনেহে বে বাহারে ইমাম আ'যম।
৭২. ফতহুল মুগীছ।
৭৩. আল উকুদুল জিনান।
৭৪. কিতাবুত তালীম।
৭৫. ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, বাইফা।
৭৬. আল মা'লুমাতুন নাফিয়া, আহমদ জুদত পাশা (র)।
৭৭. নুযহাতুল ক্বারী শরহে বুখারী, শরীফুল হক আমজাদী (র)।
৭৮. শরহুল মুহাযযিব, ইমাম নববী (র)।
৭৯. হিদায়া, বুরহানউদ্দিন আলী ইবনে আবু বকর (র)।
৮০. মাওয়াহিবুল লাদুনিয়্যাহ, ইমাম কাসতাল্লানী (র)।
৮১. শরহে বেকায়া, উবাইদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (র)।
৮২. উমদাতুর রিআইয়্যাহ, আব্দুল হাই লাখনৌভী।
৮৩. মুয়াত্তা, ইমাম মুহাম্মদ (র)।
৮৪. আসাহহুস সিয়ার, মাওলানা আব্দুর রউফ কাদেরী।
৮৫. কাশফুল গুম্মাহ, আব্দুল ওয়াহাব শা'রানী (র)।
৮৬. তাম্বীহুল গাফেলীন, ফকীহ আবুল লাইস সমরকন্দী (র)।
৮৭. জযবুল কুলূব ইলা দিয়ারিল মাহবুব, শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (র)।